শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম-কথিত।)



প্রথম ভাগ।

"তব কথামৃতম্ তপ্তজীবনম্, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীগীতা।

পঞ্চম সংস্করণ।

ফাল্গুন, ১৩১৬।

Published by

PRAVAS CHANDRA GUPTA,

13-2 GOOROOPROSAD CHOWDRY'S LANE.

Calcutta.

মূল্য বাঁধান ১।০ এক টাকা চারি আনা।

IN ENGLISH BY THE SAME AUTHOR.

GOSPEL OF SRI RAMAKRISHNA.

(According to M. *a son of the Lord and Servant.)*

Price—(Paper) Rs. 2- (cloth) Rs. 2-8-

PRINTED BY S. C. GHOSE.
THE LAKSHMI PRINTING WORKS
64-1 & 64-2 SUKEA'S STREET.
CALCUTTA.

শ্রীশ্রীগুরুদেব

পূজা ও নিবেদন।

-:০:-

নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং
ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যম্
তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ॥

মা,

ঠাকুরের জন্ম মহোৎসব উপস্থিত। এ আনন্দের দিনে আমাদের এই নৈবেদ্য গ্রহণ করুন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত আমাদের এই নূতন নৈবেদ্য।

১লা ফাল্গুন, ১৩০৮। | আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী, আপনার প্রণত অকৃতী সন্তানগণ।

মা,

আজ আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মদিন; ফাল্গুনের শুক্লাদ্বিতীয়া। আজ আবার জন্মমহোৎসব আরম্ভ হইল। ইতিমধ্যে মা তোমার আশীর্ব্বাদে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রথম ভাগের তৃতীয় সংস্করণ, ও দ্বিতীয় ভাগের প্রথম সংস্করণ, প্রকাশিত হইল। মা তুমি জগতের মা; কৃপা করিয়া আশীর্ব্বাদ কর যেন ঠাকুরকে চিন্তা করিয়া, দেশে দেশে ও সর্ব্বকালে, তোমার সকল সন্তানদের হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দ হয় ও শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়।

২৪শে ফাল্গুন, ১৩১১। বুধবার, জন্মমহোৎসব। | একান্ত শরণাগত, মা তোমার প্রণত সন্তানগণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

——:০:——

প্রথম ভাগ।

অষ্টাদশ খণ্ড।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

-:0:-

দ্বিতীয় ভাগ।

সপ্তবিংশ খণ্ড।

প্রথম ভাগের সূচীপত্র

ঘ।

ঠাকুর ও বিবিধ তত্ত্বকথা।

(Problems of Life and Mind)

প্রথম সংস্করণের উপক্রমণিকা।

ভক্তেরা শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণকে দিবসের মধ্যে নানা অবস্থায় দেখিতেন। ঠাকুর ঈশ্বরাবেশে কখন একাকী, কখন বা ভক্তসঙ্গে, নানা ভাবে থাকিতেন। সেই সকল অবস্থা ও ভাবের কয়েকখানি মাত্র চিত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে আপাততঃ সন্নিবেশিত হইল। সেই চিত্রগুলি সূচীপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। অন্তরঙ্গ ভক্ত লইয়া ঠাকুরের আনন্দ; ও বিদ্যাসাগর, কেশব, বঙ্কিম ইত্যাদি অনেক ভক্ত ও পণ্ডিতের সহিত দেখা—এ সমস্ত কথা পর পর খণ্ডে যথাসাধ্য বলিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি

কলিকাতা,
১লা ফাল্গুন, ১৩০৮ সাল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

উপক্রমণিকা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কে ?

সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত।

ঠাকুরের জন্ম—পিতা খুদিরাম ও মা চন্দ্রমণী—পাঠশালা—৺রঘুবীর সেবা—সাধু সঙ্গ ও পুরাণ শ্রবণ—অদ্ভুত জ্যোতি দর্শন—কলিকাতায় আগমন ও দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে অদ্ভুত 'ঈশ্বরীয়' রূপ দর্শন—ঠাকুর উন্মাদবৎ—কালীবাড়ীতে সাধুসঙ্গ—তোতাপুরী ও ঠাকুরের বেদান্ত শ্রবণ—তন্ত্রোক্ত ও পুরাণোক্ত সাধন—ঠাকুরের জগন্মাতার সহিত কথাবার্ত্তা—ঠাকুর ও অন্তরঙ্গ—ঠাকুর ও ভক্তগণ—ঠাকুর ও ব্রাহ্মসমাজ—হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়—ঠাকুর ও স্ত্রীলোক ভক্ত—ভক্ত পরিবার।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হুগলী জিলায় অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রামে এক সদ্‌ব্রাহ্মণের ঘরে ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৫৬ শক, ১০ই ফাল্গুন, বুধবার; ১২৪১ সাল, ইংরাজি ২০এ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ। কামারপুকুর গ্রাম জাহানাবাদ (আরামবাগ) হইতে চার ক্রোশ পশ্চিমে, আর বর্দ্ধমান হইতে ১২।১৩ ক্রোশ দক্ষিণে।

ঠাকুর মানব শরীরে ৫২ বৎসরকাল ছিলেন।

ঠাকুরের পিতা ৺খুদিরাম চট্টোপাধ্যায় অতি নিষ্ঠাবান্ ও পরম ভক্ত ছিলেন। ঠাকুরের মা ৺চন্দ্রমণী দেবী সরলতা ও দয়ার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহাদের দেরে নামক গ্রামে বাস ছিল। ঐ গ্রাম কামারপুকুর হইতে দেড় ক্রোশ দূরে। সেই গ্রামস্থ জমিদারের হইয়া মোকদ্দমায় খুদিরাম সাক্ষ্য দেন নাই। পরে স্বজন লইয়া কামারপুকুরে আসিয়া বাস করেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের ছেলেবেলার নাম গদাধর। পাঠশালে সামান্য লেখা পড়া শিখিবার পর, বাড়ীতে থাকিয়া ৺রঘুবীরের বিগ্রহ সেবা করিতেন, নিজে ফুল তুলিয়া আনিয়া নিত্য পূজা করিতেন। পাঠশালে 'শুভঙ্করী ধাঁদা লাগ্‌তো'।

নিজে গান গাহিতে পারিতেন—অতিশয় সুকণ্ঠ। যাত্রা শুনিয়া প্রায় অধিকাংশ গান গাইয়া দিতে পারিতেন। ঠাকুর বাল্যকালেই সদানন্দ ছিলেন ও পাড়ার আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন।

বাড়ীর পাশে লাহাদের বাড়ী, সেখানে অতিথিশালা—সর্ব্বদা সাধুদের যাতায়াত ছিল। গদাধর সেখানে সাধুদের সঙ্গ ও তাঁহাদের সেবা করিতেন। কথকেরা যখন পুরাণ পাঠ করিতেন, তখন নিবিষ্ট মনে সমস্ত শুনিতেন—এইরূপে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমৎভাগবত কথা সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

একদিন মাঠ দিয়া বাড়ীর নিকটবর্ত্তী গ্রাম অনুড়ে যাইতেছিলেন। তাঁহার তখন ১১ বৎসর বয়স। ঠাকুর নিজ মুখে বলিয়াছেন, সেই সময়ে হটাৎ তিনি অদ্ভুত জ্যোতি দর্শন করিয়া বাহ্যশূন্য হয়েন। লোকেরা বলিল মূর্চ্ছা—ঠাকুরের ভাবসমাধি হইয়াছিল।

খুদিরামের মৃত্যুর পর, ঠাকুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সঙ্গে কলিকাতায় আসিলেন। তখন তাঁহার বয়স ১৭।১৮ হইবে। কলিকাতায় কিছু দিন নাথের বাগানে, কিছু দিন ঝামাপুকুরে গোবিন্দ চাটুয্যের বাড়ীতে, থাকিয়া পূজা করিয়া বেড়াইতেন। এই সূত্রে ঝামাপুকুরের মিত্রদের বাড়ীতে কিছু দিন পূজা করিয়াছিলেন।

রাণী রাসমণী কলিকাতা হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ী স্থাপন করিলেন। ১২৫৯ সাল স্নান যাত্রার দিন (ইংরাজি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ)। ঠাকুর রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত রামকুমার কালীবাড়ীর প্রথম পূজারি নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুরও মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে আসিতেন ও কিছু দিন পরে নিজে পূজাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরও মাঝে মাঝে কালীবাড়ীতে পূজা করিতেন। তাঁহারই দুই পুত্র রামলাল ও শিবরাম ও এক কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী।

কয়েকদিন পূজা করিতে করিতেই ঠাকুর রামকৃষ্ণের মনের অবস্থা আর এক রকম হইল। সর্ব্বদাই বিমনা ও ঠাকুর প্রতিমার কাছে বসিয়া থাকেন।

আত্মীয়েরা এই সময় তাঁহার বিবাহ দিলেন—ভাবিলেন বিবাহ হইলে হয়তো অবস্থান্তর হইতে পারে। কামারপুকুর হইতে দুই ক্রোশ দূরে জয়রাম-বাটী গ্রামস্থ ৺ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীশ্রীশারদামণী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হইল। তখন ঠাকুরের বয়স ২১।২২, শ্রীশ্রীমার বয়স ছয় বৎসর।

বিবাহের পর দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিবার কিছু দিন পর তাঁহার একেবারে অবস্থান্তর হইল। কালী বিগ্রহ পূজা করিতে করিতে কি অদ্ভুত ঈশ্বরীয়রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন! আরতি করেন, আরতি আর শেষ হয় না! পূজা করিতে বসেন, পূজা শেষ হয় না; হয়তো আপনার মাথায় ফুল দিতে থাকেন!

পূজা আর করিতে পারিলেন না—উন্মাদের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাণী রাসমণীর জামাতা মথুর তাঁহাকে মহাপুরুষ বোধে সেবা করিতে লাগিলেন ও অন্য ব্রাহ্মণ দ্বারা মা কালীর পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

ঠাকুর আর পূজাও করিলেন না, সংসারও করিলেন না,—বিবাহ নামমাত্র হইল। নিশিদিন মা মা করেন। কখন জড়বৎ, কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় থাকেন! কখনও উন্মাদবৎ বিচরণ করেন! কখনও বালকের ন্যায়! কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত বিষয়ীদের দেখিয়া লুকাইতেন। ঈশ্বরীয় লোক ও ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু ভাল বাসিতেন না। সর্ব্বদাই মা মা!

কালীবাড়ীতে সদাব্রত ছিল (এখনও আছে)—সাধু সন্ন্যাসীরা সর্ব্বদা আসিতেন। তোতাপুরী এগার মাস থাকিয়া ঠাকুরকে বেদান্ত শুনাইলেন। একটু শুনাইতে শুনাইতে তোতা দেখিলেন ঠাকুরের নির্ব্বিকল্প সমাধি হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণী কিয়ৎপূর্ব্বে আসিয়াছেন; তিনি ঠাকুরকে তন্ত্রোক্ত অনেক সাধন করাইলেন ও তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গ জ্ঞানে শ্রীচরিতামৃত ও অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থ শুনাইলেন। বৈষ্ণবপণ্ডিত বৈষ্ণবচরণও সর্ব্বদা আসিতেন। তিনিই ঠাকুরকে কলুটোলায় চৈতন্য সভায় লইয়া যান। এই সভাতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের আসনে গিয়া উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবচরণ চৈতন্যসভার সভাপতি ছিলেন।

বৈষ্ণবচরণ মথুরকে বলিয়াছিলেন, এ উন্মাদ সামান্য নহে—প্রেমোন্মাদ; ইনি ঈশ্বরের জন্য পাগল! ব্রাহ্মণী ও বৈষ্ণবচরণ দেখিলেন ঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা! চৈতন্যদেবের ন্যায় তাঁহারও কখনও অন্তর্দ্দশা, (তখন জড়বৎ, সমাধিস্থ); কখন অর্দ্ধবাহ্য, কখনও বা বাহ্যদশা!

ঠাকুর মা মা করিয়া কাঁদিতেন—সর্ব্বদা মার সঙ্গে কথা কহিতেন। মার কাছে উপদেশ লইতেন। বলিতেন, 'মা তোর কথা কেবল শুনবো, আমি শাস্ত্রও জানিনা, পণ্ডিতও জানিনা। তুই বুঝাবি তবে বিশ্বাস করবো'। ঠাকুর জানিতেন ও বলিতেন যিনিই পরব্রহ্ম, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই মা।

'ঠাকুরকে জগন্মাতা বলিয়াছিলেন, 'তুই আর আমি এক! তুই ভক্তি নিয়ে থাক্—জীবের মঙ্গলের জন্য। ভক্তেরা সকলে আসবে। তোর তখন কেবল বিষয়ীদের দেখ্‌তে হবে না; অনেক শুদ্ধ কামনাশূন্য ভক্ত আছে, তারা আস্‌বে।' ঠাকুরবাড়ীতে আরতির সময় যখন কাঁসর ঘণ্টা বাজিত, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীতে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেন, 'ওরে ভক্তেরা তোরা কোথায় কে আছিস্‌ শীঘ্র আয়'!

শ্রীযুক্ত কেশব সেন যখন বেলঘরের বাগানে ভক্ত সঙ্গে ঈশ্বরের ধ্যান চিন্তা করেন, তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভাগিনেয় হৃদয়ের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে যান, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ, ১লা জ্যৈষ্ঠ। বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, নেপালের 'কাপ্তেন', এই সময়ে আসিতে থাকেন। মহেন্দ্র কবিরাজ ও সিঁতির গোপাল (বুড়ো গোপাল) ও কৃষ্ণনগরের কিশোরী ও মহিমাচরণ এই সময়ে ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তেরা ইং ১৮৭৯, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ঠাকুরের কাছে আসিতে থাকেন। তাঁহারা যখন ঠাকুরকে দেখেন, তখন উন্মাদ অবস্থা প্রায় চলিয়া গিয়াছে। তখন শান্ত সদানন্দ বালকের অবস্থা। কিন্তু সর্ব্বদা সমাধিস্থ—কখনও জড় সমাধি—কখনও ভাব সমাধি! সমাধি ভঙ্গের পর ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন: যেন পাঁচ বছরের ছেলে! সর্ব্বদাই মা মা!

রাম ও মনোমোহন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আসিয়া মিলিত হইলেন; কেদার, সুরেন্দ্র, তার পর আসিলেন; চুনী, লাটু, নৃত্যগোপাল, তারকও পরে আসিতেন। ১৮৮১র শেষভাগে ও ১৮৮২র প্রারম্ভ এই সময়ের মধ্যে নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, বাবুরাম, বলরাম, নিরঞ্জন, মাষ্টার, যোগিন আসিয়া পড়িলেন। ১৮৮৩।৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কিশোরী, অধর, নিতাই, ছোট গোপাল, বেলঘরের তারক, শরৎ, শশী, সুবোধ, সান্ন্যাল: ১৮৮৪ মধ্যে গঙ্গাধর, কালী, গিরীশ, দেবেন্দ্র, শারদা, কালীপদ, উপেন্দ্র, দ্বিজ ও হরি; দেখিতে দেখিতে ছোট নরেন্দ্র, পল্টু, পূর্ণ, নারায়ণ, তেজচন্দ্র, হরিপদ আসিলেন। এইরূপে হরমোহন, যজ্ঞেশ্বর, হাজরা, ক্ষীরোদ, কৃষ্ণনগরের যোগিন, মণীন্দ্র, ভূপতি, অক্ষয়, নবগোপাল, বেলঘরের গোবিন্দ, আশু, গিরীন্দ্র, অতুল, দুর্গাচরণ, সুরেশ, প্রাণকৃষ্ণ, নবাই চৈতন্য, হরিপ্রসন্ন, মহেন্দ্র (মুখো), প্রিয় (মুখুয্যে), সাধু প্রিয়নাথ, বিনোদ, তুলসী; হরীশ মুস্তফী, বসাখ, কথকঠাকুর, বালীর শশী (ব্রহ্মচারী), নিত্যগোপাল (গোস্বামী), কোন্নগরের বিপিন, বিহারী, ধীরেন, রাখাল (চাটুয্যে) ক্রমে আসিয়া পড়িলেন।

ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, শশধর পণ্ডিত, ডাক্তার রাজেন্দ্র ও ডাক্তার সরকার, বঙ্কিম (চাটুয্যে), আমেরিকার কুক সাহেব, ভক্ত Williams, মিসির সাহেব, মাইকেল মধুসূদন, কৃষ্ণদাস (পাল), পণ্ডিত দীনবন্ধু, পণ্ডিত শ্যামাপদ, রামনারায়ণ ডাক্তার, দুর্গাচরণ ডাক্তার, রাধিকা গোস্বামী, শিশির, নবীন (মুন্সী), নীলকণ্ঠ ইঁহারাও দর্শন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে ত্রৈলঙ্গ্য স্বামীর ৺কাশীধামে ও গঙ্গামাতার শ্রীবৃন্দাবনে সাক্ষাৎ হয়। গঙ্গামাতা ঠাকুরকে শ্রীমতী রাধা জ্ঞানে বৃন্দাবন হইতে ছাড়িতে চান নাই।

অন্তরঙ্গ ভক্তেরা আসিবার আগে কৃষ্ণকিশোর, মথুর, শম্ভু মল্লিক, নারায়ণ শাস্ত্রী, ইঁদেশের গৌরী পণ্ডিত, চন্দ্র, অচলানন্দ সর্ব্বদা ঠাকুরকে দর্শন করিতেন। বর্দ্ধমানের সভা পণ্ডিত পদ্মলোচন, আর্য্যসমাজের দয়ানন্দ, ইঁহারাও দর্শন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুর, এবং সিওড়, শ্যামবাজার ইত্যাদি স্থানের অনেক ভক্তেরা তাঁহাকে দেখিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের অনেকে ঠাকুরের কাছে সর্ব্বদা যাইতেন। কেশব, বিজয়, দীন (বসু), প্রতাপ, শিবনাথ, অমৃত, ত্রৈলোক্য, কৃষ্ণবিহারী, মণিলাল, উমেশ; হীরানন্দ, ভবানী, নন্দলাল, ও অন্যান্য অনেক ব্রাহ্ম ভক্তেরা সর্ব্বদা যাইতেন; ঠাকুরও ব্রাহ্মদের দেখিতে আসিতেন। মথুরের জীবদ্দশায় ঠাকুর তাঁহার সহিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, ও উপাসনাকালে আদি ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে গিয়াছিলেন। পরে কেশবের ব্রাহ্ম মন্দির ও সাধারণসমাজ—উপাসনাকালে—দেখিতে গিয়াছিলেন। কেশবের বাড়ীতে সর্ব্বদা যাইতেন ও ব্রাহ্মভক্ত সঙ্গে কত আনন্দ করিতেন। কেশবও সর্ব্বদা, কখন ভক্ত সঙ্গে কখন একাকী, আসিতেন।

কালনাতে ভগবান দাস বাবাজীর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। ঠাকুরের সমাধি অবস্থা দেখিয়া বাবাজী বলিয়াছিলেন—আপনি মহাপুরুষ, চৈতন্যদেবের আসনে বসিবার আপনিই উপযুক্ত!

ঠাকুর সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ার্থ বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি ভাব সাধন করিয়া অপর দিকে আল্লা মন্ত্র যপ ও যীশুখৃষ্টের চিন্তা করিয়াছিলেন। যে ঘরে ঠাকুর থাকিতেন, সেখানে ঠাকুরদের ছবি ও বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ছিল। যীশু জলমগ্ন পিতরকে উদ্ধার করিতেছেন, এ ছবিও ছিল। এখনও সে ঘরে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়। আজ ঐ ঘরে ইংরাজ ও আমেরিকান্ ভক্তেরা আসিয়া ঠাকুরের ধ্যান চিন্তা করেন, দেখা যায়।

একদিন মাকে ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, 'মা তোর খৃষ্টান্ ভক্তেরা তোকে কিরূপে ডাকে দেখ্‌বো, আমায় নিয়ে চ।' কিছু দিন পরে কলিকাতায় গিয়া এক গির্জ্জার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া উপাসনা দেখিয়াছিলেন। ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়া ভক্তদের বলিলেন, আমি খাজাঞ্চীর ভয়ে ভিতরে গিয়া বসি নাই—ভাবিলাম কি জানি যদি কালীঘরে যেতে না দেয়।

ঠাকুরের অনেক স্ত্রীলোক ভক্ত আছেন। গোপালের মাকে ঠাকুর মা বলিয়াছিলেন ও 'গোপালের মা' বলিয়া ডাকিতেন। সকল স্ত্রীলোককেই তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী দেখিতেন ও মা জ্ঞানে পূজা করিতেন। কেবল যত দিন না স্ত্রীলোককে সাক্ষাৎ মা বোধ হয়, যত দিন না ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি হয় ততদিন স্ত্রীলোক সম্বন্ধে পুরুষদের সাবধান থাকিতে বলিতেন। এমন কি পরম ভক্তিমতী হইলেও তাঁহাদের সম্পর্কে যাইতে বারণ করিতেন। মাকে নিজে বলিয়াছিলেন, 'মা, আমার ভিতরে যদি কাম হয় তা হলে কিন্তু, মা, গলায় ছুরী দিব!'

ঠাকুরের ভক্তেরা অসংখ্য—তাঁহারা কেহ প্রকাশিত আছেন, কেহ বা গুপ্ত আছেন—সকলের নাম করা অসম্ভব। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে অনেকের নাম পাওয়া যাইবে। বাল্যকালে অনেকে—রামকৃষ্ণ, পল্টু, তুলসী, শান্তি, শশী, বিপিন, নগেন্দ্র (মিত্র), উপেন্দ্র, সুরেন্দ্র (গুপ্ত), সুরেন (বসু) ইত্যাদি; ও ছোট ছোট অনেক মেয়েরা ঠাকুরকে দেখিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারাও ঠাকুরের সেবক।

লীলা সংবরণের পর আজ তাঁহার কত ভক্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন। মাদ্রাস, লঙ্কাদ্বীপ, উত্তরপশ্চিম, রাজপুতনা, কুমাউন, নেপাল, বোম্বাই, পাঞ্জাব; জাপান; আবার আমেরিকা, ইংলণ্ড; সর্ব্বস্থানে ভক্ত পরিবার ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। ইতি—

জন্মাষ্টমী, ১৩১০।
কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

প্রথম খণ্ড।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কালীবাড়ী ও উদ্যান।

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীমধ্যে। ২। চাঁদনী ও দ্বাদশ শিবমন্দির। ৩। পাকা উঠান্ ও বিষ্ণুঘর। ৪। ৺ভবতারিণী মা-কালী। ৫। নাটমন্দির। ৬। ভাঁড়ার, ভোগঘর, অতিথিশালা। ৭। বলিদানের স্থান। ৮। বিষ্ণুঘর। ৯। দপ্তরখানা। ১০। শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘর। ১১। নহবৎ ও বকুলতলা। ১২। ১৩। পঞ্চবটী। ১৪। ঝাউতলা। ১৫। কুঠী। ১৬। বাসনমাজার ঘাট, গাজীতলা, সদর ফটক ও খিড়কী ফটক। ১৭। হাঁসপুকুর, আস্তাবল ও গোশালা। ১৮, ১৯। পুষ্পোদ্যান। ২০। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরের বারাণ্ডা। ২১। 'আনন্দ-নিকেতন'।

১। আজ রবিবার। ভক্তদের অবসর হইয়াছে, তাই তাঁহারা দলে দলে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে আসিতেছেন। সকলেরই অবারিত দ্বার। যিনি আসিতেছেন, ঠাকুর তাঁহারই সহিত কথা কহিতেছেন। সাধু, পরমহংস; হিন্দু, খৃষ্টান, ব্রহ্মজ্ঞানী; শাক্ত, বৈষ্ণব; পুরুষ, স্ত্রীলোক; সকলেই আসিতেছেন। ধন্য রাণী রাসমণি! যাঁহার সুকৃতি-

বলে এই সুন্দর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আবার এই চঞ্চলপ্রতিমা এই মহাপুরুষকে লোকে আসিয়া দর্শন ও পূজা করিতে পাইতেছে!

২। কালীবাড়ীটী কলিকাতা হইতে আড়াই ক্রোশ উত্তরে হইবে। ঠিক গঙ্গার উপরে। নৌকা হইতে নামিয়া সুবিস্তীর্ণ সোপানাবলী দিয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া উঠিয়া কালীবাড়ীতে প্রবেশ করিতে হয়। এই ঘাটে পরমহংসদেব স্নান করিতেন। সোপানের পরেই চাঁদনী। সেখানে ঠাকুরবাড়ীর চৌকী-দারেরা থাকে। তাহাদের খাটিয়া, আমকাঠের সিন্দুক, দুই একটী লোটা সেই চাঁদনীতে মাঝে মাঝে পড়িয়া আছে। পাড়ার বাবুরা যখন গঙ্গাস্নান করিতে আসেন, কেহ কেহ সেই চাঁদনীতে বসিয়া খোসগল্প করিতে করিতে তেল মাখেন। যে সকল সাধু, ফকির, বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী অতিথিশালার প্রসাদ পাইবেন বলিয়া আসেন, তাঁহারাও কেহ কেহ ভোগের ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই চাঁদনীতে অপেক্ষা করেন। কখনও কখনও দেখা যায় গৈরিকবস্ত্রধারিণী ভৈরবী ত্রিশূলহস্তে এইস্থানে বসিয়া আছেন। তিনিও সময় হ'লে অতিথি-শালায় যাইবেন। চাঁদনীটি দ্বাদশ শিবমন্দিরের ঠিক মধ্যবর্ত্তী। তন্মধ্যে ছয়টী মন্দির চাঁদনীর ঠিক উত্তরে, আর ছয়টী চাঁদনীর ঠিক দক্ষিণে। নৌকা-যাত্রীরা এই দ্বাদশ মন্দির দূর হইতে দেখিয়া বলিয়া থাকে, 'ঐ রাসমণির ঠাকুরবাড়ী!'

৩। চাঁদনী ও দ্বাদশ মন্দিরের পূর্ব্ববর্ত্তী ইষ্টকনির্ম্মিত পাকা উঠান। উঠানের মাঝখানে সারি সারি দুইটী মন্দির। উত্তরদিকে ৺রাধাকান্তের মন্দির। তাহার ঠিক দক্ষিণে মা-কালীর মন্দির। রাধাকান্তের মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ; পশ্চিমাস্য হইয়া আছেন। সিঁড়ি দিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। মন্দিরতল মর্ম্মরপ্রস্তরাবৃত। মন্দিরের সম্মুখস্থ দালানে ঝাড় টাঙ্গান আছে। এখন ব্যবহার নাই, তাই রক্তবস্ত্রের আবরণী দ্বারা রক্ষিত। একটী দ্বারবান্ পাহারা দিতেছে। অপরাহ্ণে পশ্চিমের রৌদ্রে পাছে ঠাকুরের কষ্ট হয়, এই জন্য ক্যাম্বিশের পরদার বন্দোবস্ত আছে। দালানের সারি সারি খিলানের ফুকর উহাদের দ্বারা আবৃত হয়। দালানের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে একটী গঙ্গাজলের জালা। মন্দিরের চৌকাঠের নিকট একটী পাত্রে শ্রীচরণামৃত। ভক্তেরা আসিয়া ঠাকুর প্রণাম করিয়া ঐ চরণামৃত লইবেন। মন্দির মধ্যে সিংহাসনারূঢ় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ।

৪। দক্ষিণের মন্দিরে সুন্দর পাষাণময়ী কালীপ্রতীমা। মার নাম ভব-

তারিণী। শ্বেতকৃষ্ণমর্ম্মরপ্রস্তরাবৃত মন্দিরতল ও সোপানযুক্ত উচ্চ বেদী। বেদীর উপরে রৌপ্যময় সহস্রদল পদ্ম, তাহার উপর শিব, শব হইয়া দক্ষিণ দিকে মস্তক—উত্তরদিকে পা, করিয়া পড়িয়া আছেন। শিবের প্রতিকৃতি শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত। তাঁহার হৃদয়োপরি বাণারসী-চেলিপরিহিতা নানাভরণালঙ্কৃতা এই সুন্দর ত্রিনয়নী শ্যামাকালীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি। শ্রীপাদপদ্মে নূপুর, গুজরী, পঞ্চম, পাঁজেব, চুট্‌কী—আর জবা বিল্বপত্র। পাঁজেব পশ্চিমের মেয়েরা পরে। পরমহংসদেবের ভারি সাধ, তাই মথুরবাবু পরাইয়াছেন। মার হাতে সোণার বাউটী, তাবিজ ইত্যাদি। অগ্রহাতে—বালা, নারিকেল-ফুল, পঁইচে, বাউটী; মধ্যহাতে—তাড়, তাবিজ ও বাজু; তাবিজের ঝাঁপা দোদুল্যমান। গলদেশে চিক, মুক্তার সাতনর মালা, সোনার বত্রিশ নর, তারাহার ও সুবর্ণনির্ম্মিত মুণ্ডমালা; মাথায় মুকুট, কাণে কাণবালা, কাণপাস; ফুলঝুম্‌কো, চৌদানী ও মাছ। নাসিকায় নৎ, নোলক দেওয়া। ত্রিনয়নীর বামহস্তদ্বয়ে নৃমুণ্ড ও অসি, দক্ষিণহস্তদ্বয়ে বরাভয়। কটিদেশে নরকর-মালা, নিমফল ও কোমর-পাটা। মন্দির মধ্যে উত্তরপূর্ব্ব কোণে বিচিত্র শয্যা—মা বিশ্রাম করেন। দেওয়ালের একপার্শ্বে চামর ঝুলিতেছে। ভগবান্ রামকৃষ্ণ ঐ চামর লইয়া কতবার মাকে ব্যজন করিয়াছেন! বেদীর উপর পদ্মাসনে রূপার গেলাসে জল। তলায় সারি সারি ঘটি, তন্মধ্যে শ্যামার পান করিবার জল। পদ্মাসনের উপর পশ্চিমে অষ্টধাতু নির্ম্মিত সিংহ, পূর্ব্বে গোধিকা ও ত্রিশূল। বেদীর অগ্নিকোণে শিবা, দক্ষিণে কাল প্রস্তরের বৃষ ও ঈশানকোণে হংস। বেদী উঠিবার সোপানে রৌপ্যময় ক্ষুদ্র সিংহাসনোপরি নারায়ণশিলা; তাহার একপার্শ্বে পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত ৺রামলালা নামধারী ঠাকুর শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ মূর্ত্তি, ও বাণেশ্বর শিব। আরও অন্যান্য দেবতা আছেন। দেবী প্রতিমা দক্ষিণাস্যা। ভবতারিণীর ঠিক সম্মুখে, অর্থাৎ দেবীর ঠিক দক্ষিণে ঘটস্থাপনা হইয়াছে। সিন্দূররঞ্জিত, পূজান্তে নানাকুসুমবিভূষিত, পুষ্প-মালাশোভিতমঙ্গলঘট। দেওয়ালেরএকপার্শ্বে জলপূর্ণ তামার ঝারি—মা মুখ ধুইবেন। উর্দ্ধে মন্দিরের চাঁদোয়া, বিগ্রহের পশ্চাৎদিকে সুন্দর বাণারসী বস্ত্রখণ্ড লম্বমান। বেদীর চারি কোণে বারটী রৌপ্যময় স্তম্ভ। তদুপরি বহুমূল্য চন্দ্রাতপ—উহাতে প্রতিমার শোভা বর্দ্ধন হইয়াছে। মন্দির দুহারা। দালানটীর কয়েকটী ফুকর সুদৃঢ় কপাট দ্বারা সুরক্ষিত। একটী কপাটের কাছে চৌকিদার বসিয়া আছেন। মন্দিরের দ্বারে পঞ্চপাত্রে

শ্রীচরণামৃত। মন্দিরশীর্ষ নবরত্নমণ্ডিত। নীচের থাকে চারিটী চূড়া, মধ্যের থাকে চারিটী ও সর্ব্বোপরি একটী। নীচের একটী চূড়া এখন ভাঙ্গিয়া রহিয়াছে। এই মন্দিরে এবং ৺ রাধাকান্তের ঘরে পরমহংসদেব পূজা করিয়াছিলেন।

৫। কালীমন্দিরের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে সুন্দর সুবিস্তৃত নাটমন্দির। নাটমন্দিরের উপর শ্রীশ্রীমহাদেব ও নন্দীভৃঙ্গী। মার মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ৺ মহাদেবকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতেন—যেন তাঁহার আজ্ঞা লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন। নাটমন্দিরে উত্তর দক্ষিণ দুই সারি অতি উচ্চ স্তম্ভ। তদুপরি ছাদ। স্তম্ভশ্রেণীর পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিমদিকে নাটমন্দিরের দুই পক্ষ। পূজার সময়, মহোৎসবকালে, বিশেষতঃ কালীপূজার দিন, নাটমন্দিরে যাত্রা হয়। এই নাটমন্দিরে রাসমণির জামাতা মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশে ধান্যমেরু করিয়াছিলেন। এই নাটমন্দিরেই সর্ব্বসমক্ষে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভৈরবী পূজা করিয়াছিলেন।

৬। চক্‌মিলান উঠানের পশ্চিমপার্শ্বে দ্বাদশমন্দির, আর তিনপার্শ্বে একতলা ঘর। পূর্ব্বপার্শ্বের ঘরগুলির মধ্যে ভাঁড়ার, 'লুচিঘর', বিষ্ণুর ভোগঘর, নৈবেদ্যের ঘর, মায়ের ভোগঘর, ঠাকুরদের রান্নাঘর ও অতিথিশালা। অতিথি, সাধু, যদি অতিথিশালায় না খান, তাহা হইলে দপ্তরখানায় খাজাঞ্চীর কাছে যাইতে হয়। খাজাঞ্চী ভাণ্ডারীকে হুকুম দিলে সাধু ভাঁড়ার হইতে সিধা লন।

৭। নাটমন্দিরের দক্ষিণে বলিদানের স্থান।

৮। বিষ্ণুঘরের জন্য রান্না নিরামিষ। কালীঘরের ভোগের জন্য ভিন্ন রন্ধনশালা। রন্ধনশালার সম্মুখে দাসীরা বড় বড় বঁটী লইয়া মাছ কুটিতেছে। অমাবস্যায় একটী ছাগ বলি হয়। ঠাকুরদের ভোগ দুই প্রহর মধ্যে হইয়া যায়। ইতিমধ্যে অতিথিশালায় এক একখানা শালপাতা লইয়া সারি সারি কাঙ্গাল, বৈষ্ণব, সাধু, অতিথি, আসিয়া বসিয়া পড়ে। ব্রাহ্মণদের পৃথক স্থান করিয়া দেওয়া হয়। কর্ম্মচারী ব্রাহ্মণদের পৃথক আসন হয়। খাজাঞ্চীর জন্য প্রসাদ তাঁহার ঘরে পঁহুছাইয়া দেওয়া হয়। জানবাজারের বাবুরা এলে কুঠিতে থাকেন। সেইখানেই প্রসাদ পাঠান হয়।

৯। উঠানের দক্ষিণে সারি সারি ঘরগুলিতে দপ্তরখানা ও কর্ম্মচারীদিগের থাকিবার স্থান। এখানে খাজাঞ্চী, মুহুরী সর্ব্বদা থাকেন; আর ভাণ্ডারী,

দাস দাসী, পূজারী, রাঁধুনী, ব্রাহ্মণঠাকুর ইত্যাদির ও দ্বারবান্‌দের সর্ব্বদা যাতায়াত। কোনও কোনও ঘর চাবি দেওয়া; তন্মধ্যে ঠাকুরবাড়ীর আসবাব, সতরঞ্চ, সামিয়ানা ইত্যাদি থাকে। এই সারির কয়েকটা ঘর পরমহংসদেবের জন্মোৎসবের উপলক্ষে ভাঁড়ার ঘর করা হইত। তাহার দক্ষিণদিকের ভূমিতে মহামহোৎসবের রান্না হইত।

উঠানের উত্তরে যে একতালা ঘরের শ্রেণী আছে, তাহার ঠিক মাঝখানে দেউড়ী। চাঁদনীর ন্যায় সেখানেও দ্বারবানেরা পাহারা দিতেছে। উভয়স্থানে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বাহিরে জুতা রাখিয়া যাইতে হইবে।

১০। উঠানের ঠিক উত্তর-পশ্চিমকোণে অর্থাৎ দ্বাদশ মন্দিরের ঠিক উত্তরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ঘর। ঘরের ঠিক পশ্চিমদিকে অর্দ্ধমণ্ডলাকার একটী বারাণ্ডা। সেই বারাণ্ডায় শ্রীরামকৃষ্ণ পশ্চিমাস্য হইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন। এই বারাণ্ডার পরেই পথ। তাহার পশ্চিমে পুষ্পোদ্যান, তৎপরে পোস্তা। তাহার পরেই পূতসলিলা কলকলনাদিনী গঙ্গা।

১১। পরমহংসদেবের ঘরের ঠিক উত্তরে একটী চতুষ্কোণ বারাণ্ডা, তাহার উত্তরে উদ্যানপথ। তাহার উত্তরে আবার পুষ্পোদ্যান। তাহার পরেই নহবৎখানা। নহবতের নীচের ঘরে তাঁহার স্বর্গীয়া পরমারাধ্যা বৃদ্ধা মাতা-ঠাকুরাণী থাকিতেন। নহবতের পরেই বকুলতলা ও বকুলতলার ঘাট। এখানে পাড়ার মেয়েরা স্নান করেন। এই ঘাটে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণীর ৺গঙ্গালাভ হয়।

১২। বকুলতলার আর কিছু উত্তরে পঞ্চবটী। এই পঞ্চবটীর পাদমূলে বসিয়া পরমহংসদেব অনেক সাধনা করিয়াছিলেন, আর ইদানীং ভক্তসঙ্গে সর্ব্বদা পাদচারণ করিতেন। গভীর রাত্রে সেখানে কখন কখন উঠিয়া যাইতেন। পঞ্চবটীর বৃক্ষগুলি—বট, অশ্বত্থ, নিম্ব, আমলকী ও বিল্ব—ঠাকুর নিজের তত্ত্বাবধানে রোপণ করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া এখানে রজঃ ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই পঞ্চবটীর ঠিক পূর্ব্ব গায়ে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া ভগবান রামকৃষ্ণ তাহাতে আসিয়া অনেক ঈশ্বরচিন্তা, অনেক তপস্যা, করিয়াছিলেন। এই কুটীর এক্ষণে পাকা হইয়াছে।

১৩। পঞ্চবটীমধ্যে সাবেক একটী বটগাছ আছে। তৎসঙ্গে একটী অশ্বত্থগাছ। দুইটী মিলিয়া যেন একটী হইয়াছে। বৃদ্ধ গাছটী বয়সাধিক্যবশতঃ বহুকোটরবিশিষ্ট ও নানাপক্ষীসমাকুল ও অন্যান্য জীবেরও আবাসস্থান

হইয়াছে। পাদপমূল ইষ্টকনির্ম্মিত, সোপানযুক্ত, মণ্ডলাকারবেদীসুশোভিত। এই বেদীর উত্তর পশ্চিমাংশে আসীন হইয়া ভগবান রামকৃষ্ণ অনেক সাধনা করিয়াছিলেন; আর বৎসের জন্য যেমন গাভী ব্যাকুলা হয়, সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে কত ডাকিতেন! আজ সেই পবিত্র আসনোপরি বটবৃক্ষের সখিবৃক্ষ অশ্বত্থের একটী ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। ডালটী একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই। মূল তরুর সঙ্গে অর্দ্ধসংলগ্ন হইয়া আছে। বুঝি সে আসনে বসিবার এখনও কোনও মহাপুরুষ জন্মেন নাই!

১৪। পঞ্চবটীর আরও উত্তরে খানিকটা গিয়া লোহার তারের রেল আছে। সেই রেলের ওপারে ঝাউতলা। সারি সারি চারিটী ঝাউগাছ। ঝাউতলা দিয়া পূর্ব্বদিকে খানিকটা গিয়া বেলতলা। এখানেও পরমহংসদেব অনেক কঠিন সাধনা করিয়াছিলেন। ঝাউতলা ও বেলতলার পরেই উন্নত প্রাচীর। তাহারই উত্তরে গবর্ণমেণ্টের বারুদঘর (Magazine)।

১৫। উঠানের দেউড়ী হইতে উত্তরমুখে বহির্গত হইয়া দেখা যায় সম্মুখে দ্বিতল কুঠী। ঠাকুরবাড়ীতে আসিলে রাণী রাসমণি, তাঁহার জামাই মথুরবাবু ইত্যাদি, এই কুঠীতে থাকিতেন। তাঁহাদের জীবদ্দশায় পরমহংসদেব এই কুঠীর বাড়ীতে নীচের পশ্চিমের ঘরে থাকিতেন। এই ঘর হইতে বকুলতলার ঘাটে যাওয়া যায় ও বেশ গঙ্গা দর্শন হয়।

১৬। উঠানের দেউড়ী ও কুঠীর মধ্যবর্ত্তী যে পথ সেই পথ ধরিয়া পূর্ব্বদিকে যাইতে যাইতে ডানদিকে একটী বাঁধাঘাটবিশিষ্ট সুন্দর পুষ্করিণী। মা-কালীর মন্দিরের ঠিক পূর্ব্বদিকে এই পুকুরের একটী বাসন মাজার ঘাট ও উল্লিখিত পথের অনতিদূরে আর একটী ঘাট। ঐ পথপার্শ্বস্থিত ঘাটের নিকট একটি গাছ আছে, তাহাকে গাজিতলা বলে। ঐ পথ ধরিয়া আর একটু পূর্ব্বমুখে যাইলে আবার একটী দেউড়ী, বাগান হইতে বাহিরে আসিবার সদর ফটক। এই ফটক দিয়া আলমবাজার বা কলিকাতার লোকে যাতায়াত করেন। দক্ষিণেশ্বরের লোক খিড়কী ফটক দিয়া আসেন। কলিকাতার লোক প্রায়ই এই ফটক দিয়া কালীবাড়ীতে প্রবেশ করেন। সেখানেও দ্বারবান্ বসিয়া পাহারা দিতেছে। কলিকাতা হইতে পরমহংসদেব যখন গভীর রাত্রে কালী-বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেন, তখন এই দেউড়ীর দ্বারবান চাবি খুলিয়া দিত। পরমহংসদেব দ্বারবানকে ডাকিয়া ঘরে লইয়া যাইতেন, ও লুচিমিষ্টান্নাদি ঠাকুরের প্রসাদ তাহাকে দিতেন।

১৭। পঞ্চবটীর পূর্ব্বদিকে আর একটী পুষ্করিণী, নাম হাঁসপুকুর। ঐ পুষ্করিণীর উত্তর পূর্ব্বকোণে আস্তাবল ও গোশালা। গোশালার পূর্ব্বদিকে খিড়কী ফটক। এই ফটক দিয়া দক্ষিণেশ্বরের গ্রামে যাওয়া যায়। যে সকল পূজারী বা অন্য কর্ম্মচারী পরিবার আনিয়া দক্ষিণেশ্বরে রাখিয়াছেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের ছেলেরা এই পথ দিয়া যাতায়াত করেন।

১৮। উদ্যানের দক্ষিণপ্রান্ত হইতে উত্তরে বকুলতলা ও পঞ্চবটী পর্য্যন্ত গঙ্গার ধার দিয়া, পথ গিয়াছে। সেই পথের দুইপার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ। বকুলতলা হইতে পঞ্চবটী পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে বামপার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ। আবার কুঠীর দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বপশ্চিমে যে পথ গিয়াছে, তাহারও দুই পার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ। গাজিতলা হইতে গোশালা পর্য্যন্ত, কুঠী ও হাঁসপুকুরের পূর্ব্বদিকে যে ভূমিখণ্ড, তাহার মধ্যেও নানাজাতীয় পুষ্পবৃক্ষ, ফলের বৃক্ষ ও একটী পুষ্করিণী আছে।

১৯। অতি প্রত্যূষে পূর্ব্বদিক্ রক্তিমবর্ণ হইতে না হইতে যখন মঙ্গলারতির সুমধুর শব্দ হইতে থাকে ও শানাইয়ে প্রভাতী রাগরাগিণী বাজিতে থাকে, তখন হইতেই মা-কালীর বাগানের পুষ্পচয়ন আরম্ভ হয়। গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীর সম্মুখে বিল্ববৃক্ষ ও সৌরভপূর্ণ গুল্‌চী ফুলের গাছ। মল্লিকা, মাধবী ও গুল্‌চী ফুল শ্রীরামকৃষ্ণ বড় ভালবাসেন। মাধবীলতা তিনি শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে আনিয়া পুঁতিয়া দিয়াছিলেন। হাঁসপুকুর ও কুঠীর পূর্ব্বদিকে যে ভূমিখণ্ড তন্মধ্যে পুকুরের ধারে চম্পক বৃক্ষ। কিয়দ্দূরে ঝুম্‌কাজবা, গোলাপ ও কাঞ্চনপুষ্প। বেড়ার উপর অপরাজিতা—নিকটে জুঁই, কোথাও বা সেফালিকা। দ্বাদশ মন্দিরের পশ্চিম গায়ে বরাবর শ্বেতকরবী, রক্তকরবী, গোলাপ, জুঁই, বেল। ক্বচিৎ বা ধুস্তূরপুষ্প—মহাদেবের পূজা হইবে। মাঝে মাঝে তুলসী—উচ্চ ইষ্টকনির্ম্মিত মঞ্চের উপর রোপণ করা হইয়াছে। নহবতের দক্ষিণদিকে বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, গোলাপ। বাঁধাঘাটের অনতিদূরে পদ্মকরবী ও কোকিলাক্ষ। পরমহংসদেবের ঘরের পাশে দুই একটী কৃষ্ণচূড়ার বৃক্ষ ও আশে পাশে বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, গোলাপ, মল্লিকা, জবা, শ্বেতকরবী, রক্তকরবী ইত্যাদি; আবার পঞ্চমুখী জবা, চীনজাতীয় জবা, এই সব ফুলের গাছ ও আছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও এককালে পুষ্পচয়ন করিতেন। একদিন পঞ্চবটীর সম্মুখস্থ একটী বিল্ববৃক্ষ হইতে বিল্বপত্র চয়ন করিতেছিলেন। বিল্বপত্র তুলিতে গিয়া গাছের খানিকটা ছাল উঠিয়া আসিল। তখন তাঁহার এইরূপ অনুভূতি হইল যে, যিনি সর্ব্বভূতে আছেন,

তাঁর না জানি কত কষ্ট হইল, অমনি আর বিল্বপত্র তুলিতে পারিলেন না। আর একদিন পুষ্পচয়ন করিবার জন্য বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে কে যেন দপ করিয়া দেখাইয়া দিল যে, কুসুমিত বৃক্ষগুলি যেন এক একটী ফুলের তোড়া, এই বিরাট শিবমূর্ত্তির উপর শোভা পাইতেছে—যেন তাঁহারই অহর্নিশি পূজা হইতেছে। সেইদিন হইতে আর ফুল তোলা হইল না।

২০। পরমহংসদেবের ঘরের পূর্ব্বদিকে বরাবর বারাণ্ডা। বারাণ্ডার এক ভাগ উঠানের দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণমুখো। এ বারাণ্ডায় পরমহংসদেব প্রায় ভক্ত-সঙ্গে বসিতেন ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা কহিতেন বা সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। এই পূর্ব্ব বারাণ্ডার অপরার্দ্ধ উত্তরমুখো। এ বারাণ্ডায় ভক্তেরা তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহার জন্মোৎসব করিতেন, তাঁহার সঙ্গে বসিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, আবার তিনি তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে বসিয়া কতবার প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। এই বারাণ্ডায় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন শিষ্যসমভিব্যাহারে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে কত আলাপ করিয়াছেন; আমোদ করিতে করিতে মুড়ি, নারিকেল, লুচি, মিষ্টান্নাদি একসঙ্গে বসিয়া খাইয়া গিয়াছেন। এই বারাণ্ডায় একদিন নরেন্দ্রকে দর্শন করিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।

২১। কালীবাড়ী আনন্দ নিকেতন হইয়াছে। রাধাকান্ত, ভবতারিণী ও মহাদেবের নিত্যপূজা, ভোগরাগাদি ও অতিথিসেবা। একদিকে ভাগীরথীর বহুদূর পর্য্যন্ত পবিত্র দর্শন। আবার সৌরভাকুল সুন্দর নানাবর্ণরঞ্জিত কুসুম-বিশিষ্ট মনোহর পুষ্পোদ্যান। তাহাতে আবার একজন চেতনমানুষ অহর্নিশি ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আছেন! আনন্দময়ীর নিত্য উৎসব! নহবৎ হইতে রাগরাগিণী সর্ব্বদা বাজিতেছে। একবার প্রভাতে বাজিতে থাকে, মঙ্গলারতির সময়। তার পর বেলা নয়টার সময়—যখন পূজা আরম্ভ হয়। তার পর বেলা দ্বিপ্রহরের সময়—তখন ভোগ আরতির পর ঠাকুর ঠাকুরাণীরা বিশ্রাম করিতে যান। আবার বেলা চারিটার সময় নহবৎ বাজিতে থাকে—তখন তাঁহারা বিশ্রাম লাভের পর গাত্রোত্থান করিতেছেন ও মুখ ধুইতেছেন। তার পর আবার সন্ধ্যারতির সময়। অবশেষে রাত নয়টার সময়—যখন শীতলের পর ঠাকুরের শয়ন হয়, তখন আবার নহবৎ বাজিতে থাকে।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[প্রথম দর্শন।]

তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্, ভুবিগৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীগীতা, রাসপঞ্চাধ্যায়।

গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ী। মা কালীর মন্দির। বসন্তকাল, ইংরাজী ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস। ঠাকুরের জন্মোৎসবের কয়েকদিন পরে। সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরে মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত। এই প্রথম দর্শন। মাষ্টার দেখিলেন, একঘর লোক নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন। ঠাকুর তক্তাপোষে বসিয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া সহাস্যবদনে হরি কথা কহিতেছেন। ভক্তেরা মেজ্যায় বসিয়া আছেন।

[কর্ম্মত্যাগ কখন ?]

মাষ্টার দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। তাঁহার বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎকথা কহিতেছেন, আর সর্ব্ব তীর্থের সমাগম হইয়াছে। অথবা যেন শ্রীচৈতন্য পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নামগুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, "যখন একবার হরি বা একবার রাম নাম করলে রোমাঞ্চ হয়, আর অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো যে সন্ধ্যাদি কর্ম্ম আর করতে হবে না। তখন কর্ম্মত্যাগের অধিকার হয়েছে—কর্ম্ম আপনা আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। তখন কেবল রামনাম, কি হরিনাম, কি শুদ্ধ ওঁকার, জপলেই হ'ল।" আবার বলিলেন, "সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী আবার ওঁকারে লয় হয়।"

মাষ্টার বরাহনগরে এ বাগানে ও বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন। সিধুর * সঙ্গে এ বাগানে বেড়াইতে এসেছেন। আজ রবিবার, অবসর আছে, তাই বেড়াইতে এসেছেন। শ্রীযুত প্রসন্ন বাঁড়ুয্যের বাগানে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে বেড়াইতে ছিলেন। তখন সিধু বলিয়াছিলেন, 'গঙ্গার ধারে একটী চমৎকার বাগান আছে, সে বাগানটী কি দেখ্‌তে যাবেন? সেখানে একজন পরমহংস আছেন।'

বাগানে সদর ফটক দিয়া ঢুকিয়াই মাষ্টার ও সিধু বরাবর ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরে আসিলেন। মাষ্টার অবাক্ হইয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিলেন,

* শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মজুমদার, উত্তর বরাহনগরে বাড়ী।

"আহা কি সুন্দর স্থান! কি সুন্দর মানুষ! কি সুন্দর কথা! এখান থেকে নড়্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌ছে না।" কিয়ৎক্ষণ পরে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'একবার দেখি কোথায় এসেছি। তার পর এখানে এসে ব'স্‌ব'।

সিধুর সঙ্গে ঘরের বাহিরে আসিতে না আসিতে আরতির মধুর শব্দ হইতে লাগিল। এককালে কাঁসর ঘণ্টা খোল করতালি বাজিয়া উঠিল। বাগানের দক্ষিণ সীমান্ত হইতে নহবতের মধুর শব্দ আসিতে লাগিল। সেই শব্দ ভাগীরথী বক্ষে যেন ভ্রমণ করিতে করিতে অতি দূরে গিয়া কোথায় মিশিয়া যাইতে লাগিল। মন্দ মন্দ কুসুমগন্ধবাহী বসন্তানিল! সবে জ্যোৎস্না উঠিতেছে। ঠাকুরদের আরতির যেন চতুর্দ্দিকে আয়োজন হইতেছে! মাষ্টার, দ্বাদশ শিব-মন্দিরে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে ও শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে আরতি দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। সিধু বলিলেন, "এটী রাসমণির দেবালয়। এখানে নিত্যসেবা। অনেক অতিথি, কাঙ্গাল, আসে।"

কথা কহিতে কহিতে ভবতারিণীর মন্দির হইতে বৃহৎ পাকা উঠানের মধ্য দিয়া পাদচারণ করিতে করিতে দুইজনে আবার ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। এবার দেখিলেন, ঘরের দ্বার দেওয়া। এই মাত্র ধুনা দেওয়া হইয়াছে। মাষ্টার ইংরাজী পড়িয়াছেন, ঘরে হঠাৎ প্রবেশ করিতে পারিলেন না। দ্বারদেশে বৃন্দে (ঝি) দাঁড়াইয়াছিল। মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা সাধুটী কি এখন এর ভিতর আছেন?"

বৃন্দে। হাঁ, এই ঘরের ভিতরে আছেন।

মাষ্টার। ইনি এখানে কতদিন আছেন?

বৃন্দে। তা অনেক দিন আছেন—

মাষ্টার। আচ্ছা ইনি কি খুব বই টই পড়েন?

বৃন্দে। আর বাবা বই টই! সবই ওঁর মুখে!

মাষ্টার সবে পড়া শুনা করে এসেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বই পড়েন না শুনে আরও অবাক্ হইলেন।

মাষ্টার। আচ্ছা, ইনি বুঝি এখন সন্ধ্যা কর্‌বেন? আমরা কি এ ঘরের ভিতর যেতে পারি? তুমি একবার খবর দিবে?

বৃন্দে। তোমরা যাও না বাবা! গিয়ে ঘরে বোসো।

তখন তাঁহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, ঘরে আর অন্য কেহই নাই।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঘরে একাকী তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে ধুনা দেওয়া হইয়াছে ও সমস্ত দরজা বন্ধ মাষ্টার প্রবেশ করিয়াই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বসিতে অনুজ্ঞা করিলে তিনি ও সিধু মেজেতে বসিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় থাকো, কি করো, বরাহনগরে কি কর্‌তে এসেছ," ইত্যাদি। মাষ্টার সমস্ত পরিচয় দিলেন। কিন্তু দেখিতে লাগিলেন যে, ঠাকুর মাঝে মাঝে যেন অন্যমনস্ক হইতেছেন। পরে শুনিলেন এরই নাম ভাব। যেমন কেহ ছিপ হাতে করিয়া মাছ ধরিতে বসিয়াছে। মাছ আসিয়া টোপ খাইতে থাকিলে ফাতনা যখন নড়ে, সে ব্যক্তি যেমন শশব্যস্ত হইয়া ছিপ্ হাতে করিয়া ফাতনার দিকে, একদৃষ্টে একমনে চাহিয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা কয় না; এ ঠিক সেইরূপ ভাব। পরে শুনিলেন ও দেখিলেন ঠাকুরের সন্ধ্যার পর এইরূপ ভাবান্তর হয়, কখন কখন তিনি একেবারে বাহ্যশূন্য হ'ন।

মাষ্টার। আপনি এখন সন্ধ্যা করবেন, তবে এখন আমরা আসি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)। না—সন্ধ্যা—তা এমন কিছু নয়।

আর কিছু কথা-বার্ত্তার পর মাষ্টার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, আবার এসো।

মাষ্টার ফিরিবার সময় ভাবিতে লাগিলেন, "এ সৌম্য কে?"—যাঁহার কাছে আবার ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে? বই না পড়িলে কি মানুষ মহৎ হয়?—কি আশ্চর্য্য, আবার আসিতে ইচ্ছা হইতেছে! ইনিও বলিয়াছেন, আবার এসো।—কাল কি পরশ্ব সকালে আবার আসিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

[দ্বিতীয় দর্শন ও গুরুশিষ্য-সংবাদ।]

দ্বিতীয় দর্শন সকাল বেলা, বেলা আটটার সময়। ঠাকুর তখন কামাতে যাচ্ছেন। এখনও একটু শীত আছে। তাই তাঁহার গায়ে moleskinএর র‍্যাপার। র‍্যাপারের কিনারা শালু দিয়ে মোড়া। মাষ্টারকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি এসেছ? আচ্ছা, এখানে বসো।

এ কথা দক্ষিণ পূর্ব্ব বারাণ্ডায় হইতেছিল। নাপিত উপস্থিত। সেই বারাণ্ডায় ঠাকুর কামাইতে বসিলেন ও মাঝে মাঝে মাষ্টারের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। গায়ে ঐরূপ র‍্যাপার; পায়ে চটী জূতা; সহাস্যবদন। কথা কহিবার সময় কেবল একটু তোত্‌লা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। হ্যাঁগা, তোমার বাড়ী কোথায়?

মাষ্টার। আজ্ঞা, কলিকাতায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এখানে কোথায় এসেছ?

মাষ্টার। এখানে বরাহনগরে বড় দিদির বাড়ী আসিয়াছি। ঈশান কবিরাজের বাটী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওহ্ ঈশেনের বাড়ী!

(শ্রীকেশবচন্দ্র সেন ও ঠাকুরের মার কাছে ক্রন্দন।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। হ্যাঁগা, কেশব কেমন আছে? বড় অসুখ হয়েছিল।

মাষ্টার। আমিও শুনেছিলুম বটে; এখন বোধ হয় ভাল আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি আবার কেশবের জন্য মার কাছে ডাব-চিনি মেনেছিলুম। শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যেতো, আর মার কাছে কাঁদতুম; বলতুম, মা কেশবের অসুখ ভাল করে দাও; কেশব না থাক্‌লে আমি কল্‌কাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কব? তাই ডাব-চিনি মেনেছিলুম।

"হ্যাঁগা কুক্‌সাহেব না কি একজন এসেছে? সে না কি লেক্‌চার দিচ্ছে? আমাকে কেশব জাহাজে তুলে নিয়ে গিছল। কুক্‌সাহেবও ছিল।

মাষ্টার। আজ্ঞা, এই রকম শুনেছিলুম বটে; কিন্তু আমি তাঁর লেক্‌চার শুনি নাই। আমি তাঁর বিষয় বিশেষ জানি না।

(গৃহস্থ ও পিতার কর্ত্তব্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রতাপের ভাই এসেছিল। এখানে কয়দিন ছিল। কাজকর্ম্ম নাই। বলে, আমি এখানে থাক্‌ব। শুনলাম, মাগছেলে সব শ্বশুরবাড়ীতে রেখেছে। অনেকগুলি ছেলে-পিলে। আমি বক্‌লুম। (মাষ্টারের প্রতি) দেখ দেখি, ছেলে-পিলে হয়েছে, তাদের কি আবার ওপাড়ার লোকে এসে খাওয়াবে দাওয়াবে, মানুষ ক'র্‌বে? লজ্জা করে না যে মাগছেলেদের আর একজন খাওয়াচ্ছে, আর তাদের শ্বশুর-বাড়ী ফেলে রেখেছে। আমরা অনেক বক্‌লুম, আর কর্ম্ম কাজ খুঁজে নিতে বল্‌লুম। তবে এখান থেকে যেতে চায়!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

[মাষ্টারকে তিরস্কার ও তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণকরণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। তোমার কি বিবাহ হ'য়েছে ?

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ।

রামকৃষ্ণ (শিহরিয়া)। ওরে রামলাল !* যাঃ—বিয়ে ক'রে ফেলেছে!

মাষ্টার ঘোরতর অপরাধীর ন্যায় অবাক্ হইয়া অবনত মস্তকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, বিয়ে করা কি এত দোষ!

ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি ছেলে হ'য়েছে ?

মাষ্টারের বুক টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। ভয়ে ভয়ে বলিলেন—আজ্ঞে—ছেলে হ'য়েছে। তখন ঠাকুর আবার আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—যাঃ ছেলে হ'য়ে গেছে!

তিরস্কৃত হইয়া মাষ্টার স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ আবার কৃপাদৃষ্টি করিয়া সস্নেহে বলিতে লাগিলেন, "দেখ তোমার লক্ষণ ভাল ছিল, আমি কপাল চোখ এ সব দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারি। * *

"আচ্ছা, তোমার পরিবার কেমন ? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি ?

(জ্ঞান কাহাকে বলে ?)

মাষ্টার। আজ্ঞা ভাল, কিন্তু অজ্ঞান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। আর তুমি জ্ঞানী ?

মাষ্টার জ্ঞান কাহাকে বলে, অজ্ঞান কাহাকে বলে, এখনও জানেন নাই। এখন এই পর্য্যন্ত জানিতেন যে, লেখাপড়া শিখিলে ও বই পড়িতে পারিলে জ্ঞান হয়। এই ভ্রম পরে দূর হইয়াছিল; তখন শুনিলেন যে ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান। ঠাকুর বলিলেন—'তুমি কি জ্ঞানী'! মাষ্টারের অহঙ্কারে বিশেষ আঘাত লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আচ্ছা, তোমার 'সাকারে' বিশ্বাস, না 'নিরাকারে' বিশ্বাস ?

* শ্রীযুক্ত রামলাল—ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কালীবাড়ীর পূজারী

(প্রতিমা-পূজা।)

মাষ্টার (অবাক্ হইয়া, স্বগত)। সাকারে বিশ্বাস থাকিলে কি নিরাকারে বিশ্বাস হয় ? ঈশ্বর নিরাকার, এ বিশ্বাস থাকিলে, ঈশ্বর সাকার, এ বিশ্বাস কি হইতে পারে ? বিরুদ্ধ অবস্থা দুটাই কি সত্য হইতে পারে ? সাদা জিনিষ, দুধ, কি আবার কালো হ'তে পারে ?

মাষ্টার। আজ্ঞা নিরাকার, আমার এইটী ভাল লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা বেশ। একটাতে বিশ্বাস থাক্‌লেই হ'ল। নিরাকারে বিশ্বাস তাত ভালই। তবে এ বুদ্ধি কোরো না যে,—এইটী কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা। এইটী জেনো যে নিরাকারও সত্য, আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটী বিশ্বাস, সেইটীই ধ'রে থাক্‌বে।

মাষ্টার দুইই সত্য এই কথা বার বার শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন! একথা ত তাঁহার পুঁথীগত বিদ্যার মধ্যে নাই!

মাষ্টারের অহঙ্কার তৃতীয়বার চূর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। তাই আবার একটু তর্ক করিতে অগ্রসর হইলেন।

মাষ্টার। আজ্ঞা, তিনি সাকার, এ বিশ্বাস যেন হ'ল্। কিন্তু মাটীর প্রতিমা তিনি ত ন'ন—

শ্রীরামকৃষ্ণ। মাটী কেন গো! চিন্ময়ী প্রতিমা।

মাষ্টার "চিন্ময়ী প্রতিমা" কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কেবল বলিলেন, আচ্ছা যারা মাটীর প্রতিমা পূজা করে, তাদের ত বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে মাটীর প্রতিমা ঈশ্বর নয়। আর তাদের প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ ক'রে পূজা করা উচিত; মাটীকে পূজা করা উচিত নয়।

[Lecture ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। তোমাদের ক'লকাতার লোকের ওই এক্! কেবল লেক্‌চার দেওয়া, আর বুঝিয়া দেওয়া! আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই! তুমি বুঝাবার কে? যাঁর জগৎ তিনি বুঝাবেন! যিনি এই জগৎ ক'রেছেন, চন্দ্র সূর্য্য ক'রেছেন, মানুষ জীব জন্তু ক'রেছেন, জীবজন্তুদের খাবার উপায় ক'রেছেন, পালন ক'রবার জন্য মা বাপ ক'রেছেন, মা বাপের স্নেহ ক'রেছেন, তিনিই বুঝাবেন। তিনি এত উপায় ক'রেছেন, আর এ উপায় ক'র্‌বেন না? যদি বুঝাবার দরকার হয়, তিনিই বুঝাবেন। তিনি ত অন্তর্যামী। যদি ঐ মাটীর প্রতিমা পূজা করাতে,

কিছু ভুল হ'য়ে থাকে, তিনি কি জানেন না—তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হবেন। তোমার ওর জন্য মাথা ব্যথা কেন? তুমি নিজের যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয়, তার চেষ্টা কর!

এইবারে মাষ্টারের অহঙ্কার বোধ হয় একেবারে চূর্ণ হইল।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইনি যা ব'ল্‌ছেন তাতো ঠিক! আমার বুঝাতে যাবার কি দরকার? আমি কি ঈশ্বরকে জেনেছি, না আমার তাঁর উপর ভক্তি হ'য়েছে! "আপনি শুতে স্থান পায় না শঙ্করাকে ডাকে।" জানি না, শুনি না, পরকে বুঝাতে যাওয়া বড় লজ্জার কথা ও হীনবুদ্ধির কাজ! একি অঙ্কশাস্ত্র, না ইতিহাস, না সাহিত্য যে পরকে বুঝাব? এ যে ঈশ্বরতত্ত্ব! ইনি যা বলছেন, মনে বেশ লাগ্‌ছে।

ঠাকুরের সহিত মাষ্টারের এই প্রথম ও শেষ তর্ক।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি মাটীর প্রতিমা পূজা ব'ল্‌ছিলে। যদি মাটীরই হয়, সে পূজাতেও প্রয়োজন আছে। নানা রকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন ক'রেছেন। যাঁর জগৎ, তিনিই এ সব ক'রেছেন—অধিকারী ভেদে। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।

"এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়ীতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানা রকম ব্যঞ্জন ক'রেছেন—যার যা পেটে সয়। কা'রও জন্য মাছের পোলওয়া, কা'রও জন্য মাছের অম্বল, মাছের চড়্‌চড়ি, মাছ ভাজা, এই সব ক'রেছেন। যেটী যার ভাল লাগে। যেটী যার পেটে সয়।—বুঝলে?"

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সংসারার্ণবঘোরে যঃ কর্ণধারস্বরূপকঃ।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

[ভক্তির উপায়]

মাষ্টার (বিনীতভাবে)। ঈশ্বরে কি ক'রে মন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরের নাম গুণ গান সর্ব্বদা ক'র্‌তে হয়। আর সৎসঙ্গ; ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয় কাজের ভিতর রাত দিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না।

মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জ্জন না হ'লে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন।

"যখন চারাগাছ থাকে, তখন তার চারদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে।

"ধ্যান ক'র্‌বে মনে, কোণে ও বনে। আর সর্ব্বদা সদসৎ বিচার ক'র্‌বে। ঈশ্বরই সৎ, কিনা, নিত্যবস্তু; আর সব অসৎ, কিনা অনিত্য। এই বিচার ক'র্‌তে কর্‌তে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ কর্‌বে।

মাষ্টার (বিনীতভাবে)। সংসারে কি রকম ক'রে থাক্‌তে হবে?

[গৃহস্থ-সন্ন্যাস। উপায়—নির্জ্জনে সাধন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। সব কাজ ক'র্‌বে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী পুত্র, বাপ মা, সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জান্‌বে যে তোমার কেউ নয়।

"বড় মানুষের বাড়ীর দাসী সব কাজ ক'চ্ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ীর দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে, মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মত মানুষ করে। বলে 'আমার রাম', 'আমার হরি।' কিন্তু মনে বেশ জানে—এরা আমার কেউ নয়।

"কচ্ছপ জলে চ'রে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় প'ড়ে আছে জান?—আড়ায় প'ড়ে আছে। যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারের সব কর্ম্ম ক'র্‌বে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখ্‌বে।

"ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না ক'রে যদি সংসার ক'রতে যাও তাহলে আরও জড়িয়ে পড়্‌বে। বিপদ শোক তাপ এ সবে অধৈর্য্য হ'য়ে যাবে। আর যত বিষয় চিন্তা করবে, ততই আসক্তি বাড়্‌বে।

"তেল হাতে মেখে তবে কাঁটাল ভাঙ্গতে হয়। তা না হ'লে হাতে আটা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ ক'রে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।

"কিন্তু এই ভক্তি লাভ ক'র্‌তে হ'লে নির্জ্জন হওয়া চাই। মাখন তুল্‌তে গেলে নির্জ্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি ক'র্‌লে দই বসে না। তারপর নির্জ্জনে ব'সে, সব কাজ ফেলে, দই মন্থন ক'র্‌তে হয়। তবে, মাখন তোলা যায়।

"আবার দেখ এই মনে নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তা কর্‌লে, জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে ঐ মন নীচ হ'য়ে যায়। সংসারে কেবল কামিনীকাঞ্চন চিন্তা।

"সংসার জল, আর মনটী যেন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখ, তাহ'লে দুধে জলে মিশে এক হ'য়ে যায়, খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন্ তুলে যদি জলে রাখা যায়, তা হ'লে ভাসে। তাই নির্জ্জনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন লাভ কর্‌বে। সেই মাখন সংসারজলে ফেলে রাখলেও মিশবে না; ভেসে থাক্‌বে।

"সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাক্‌বার জায়গা হয় এই পর্য্যন্ত। কিন্তু এতে ভগবান্ লাভ হয় না। তাই, টাকা কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। এর নাম বিচার। বুঝেছ?"

মাষ্টার। আজ্ঞা, হাঁ; প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক আমি সম্প্রতি প'ড়েছি, তাতে আছে "বস্তুবিচার।"

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ বস্তুবিচার। এই দেখ, টাকাতেই বা কি আছে, আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে! বিচার কর, সুন্দরীর দেহেতেও কেবল, হাড় মাংস চর্‌বি মল মূত্র এই সব আছে। এই সব বস্তুতে, মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে, কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়?

[ঈশ্বর দর্শনের উপায়।]

মাষ্টার। ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ অবশ্য করা যায়। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে বাস; তাঁর নাম গুণ গান, বস্তু-বিচার; এই সব উপায় অবলম্বন কর্‌তে হয়।

মাষ্টার। কি অবস্থাতে তাঁকে দর্শন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। খুব ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ্‌লে তাঁকে দেখা যায়। মাগ ছেলের জন্য লোকে এক ঘটি কাঁদে; টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়; কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে? ডাকার মত ডাক্‌তে হয়।

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন—

গীত।

ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে।
কেমন শ্যামা থাকতে পারে, কেমন কালী থাক্‌তে পারে॥

মন যদি একান্ত হও জবা বিল্বদল লও।
ভক্তি চন্দন মিশাইয়ে (মার) পদে পুষ্পাঞ্জলি দাও॥

"ব্যাকুলতা হ'লেই অরুণ উদয় হ'ল। তার পর সূর্য্য দেখা দিবেন।

ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন

"তিন টান হ'লে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান, আর সতীর পতির উপর টান। এই তিন টান যদি কা'রও এক সঙ্গে হয়, সেই টানের জোরে ঈশ্বরকে লাভ কর্‌তে পারে।

"কথাটা এই, ঈশ্বরকে ভালবাস্‌তে হবে। মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে। বিষয়ী যেমন বিষয় ভাল বাসে। এই তিন জনের ভালবাসা, এই তিন টান, একত্র কর্‌লে যতখানি হয়, ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পার্‌লে তাঁর দর্শন লাভ হয়।

"ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকা চাই। বিড়ালের ছাঁ কেবল মিউ মিউ ক'রে মাকে ডাক্‌তে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানে থাকে—কখনও হেঁশালে, কখনও মাটীর উপর, কখনও বা বিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হ'লে সে কেবল মিউ মিউ ক'রে ডাকে, আর কিছু জানে না। মা যেখানেই থাকুক্, এই মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"
গীতা।

[নরেন্দ্র ও ভবনাথের সহিত মাষ্টারের মিলন।]

মাষ্টার তখন বরাহনগরে দিদির বাড়ীতে ছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করা অবধি সর্ব্বক্ষণ তাঁরই চিন্তা। সর্ব্বদাই যেন সেই আনন্দময় মূর্ত্তি দেখিতেছেন ও তাঁহার সেই অমৃতময়ী কথা শুনিতেছেন। ভাবিতে লাগিলেন, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিরূপে এই সব গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেন ও জানিলেন? আর এত সহজে এই সকল কথা বুঝাইতে মাষ্টার এ পর্য্যন্ত কাহাকেও কখনও দেখেন নাই। কখন্ তাঁহার কাছে যাইবেন ও আবার তাঁহাকে দর্শন করিবেন এই কথা রাত্র দিন ভাবিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে রবিবার আসিয়া পড়িল। বরাহনগরের নেপাল বাবুর সঙ্গে বেলা ৩টা ৪টার সময় মাষ্টার দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আসিয়া পঁহুছিলেন।

দেখিলেন, সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছোট তক্তপোষের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে এক ঘর লোক। রবিবারে অবসর হইয়াছে তাই ভক্তেরা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। এখনও মাষ্টারের সঙ্গে কাহারও আলাপ হয় নাই। মাষ্টার ও সভামধ্যে এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। দেখিলেন, ভক্তদের সঙ্গে সহাস্যবদনে ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

একটী ঊনবিংশতিবর্ষবয়স্ক ছোক্‌রাকে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁহার দিকে তাকাইয়া ঠাকুর যেন কত আনন্দিত হইয়া অনেক কথা বলিতেছিলেন। ছেলেটীর নাম নরেন্দ্র। তিনি কলেজে পড়েন ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন। কথাগুলি তেজঃপরিপূর্ণ। চক্ষু দুটী উজ্জ্বল। ভক্তের চেহারা।

মাষ্টার অনুমানে বুঝিলেন যে কথাটি বিষয়াক্ত সংসারী ব্যক্তির সম্বন্ধে হইতেছিল। যারা 'কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করে ও ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে' তাদের ঐ সকল ব্যক্তিরা নিন্দা করে। আর সংসারে কত দুষ্ট লোক আছে তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, এই সব কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। নরেন্দ্র! তুই কি বলিস? সংসারী লোকেরা কত কি বলে। কিন্তু ত্মাখ্ হাতী যখন চ'লে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চীৎকার করে। কিন্তু হাতী ফিরে ও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তুই কি মনে ক'র্‌বি?

নরেন্দ্র। আমি মনে ক'র্‌ব, কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'র্‌ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। না রে অতো দূর নয়। (সকলের হাস্য)। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাথামাখি চলে, মন্দ লোকের কাছ্ থেকে তফাৎ থাক্‌তে হয়। বাঘের ভিতরও নারায়ণ আছেন; তা ব'লে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না। (সকলের হাস্য)। যদি বল বাঘ তো নারায়ণ, তবে কেন পালাবো। তার উত্তর এই, যে যারা বল্‌ছে 'পালিয়ে এসো' তারাও নারায়ণ তাদের কথা কেন না শুনি।

"একটা গল্প শোন্। কোন এক বনে একটী সাধু থাকে। তাঁর অনেকগুলি শিষ্য। তিনি এক দিন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সর্ব্বভূতে নারায়ণ আছেন, এইটী জেনে সকলকে নমস্কার ক'র্‌বে। একদিন একটী শিষ্য হোমের জন্য কাঠ আন্‌তে বনের মধ্যে গিছলো। এমন সময়ে একটা রব উঠ্‌লো, 'কে কোথায় আছ পালাও—একটা পাগলা হাতী যাচ্ছে!' সবই পালিয়ে গেল, কিন্তু শিষ্যটী পালাল না। সে জানে যে, হাতীও

যে নারায়ণ, তবে কেন পালাব ? এই বলে দাঁড়িয়ে রইল ; আর নমস্কার ক'রে স্তব স্তুতি ক'রতে লাগলো। এ দিকে মাহুত চেঁচিয়ে বল্‌চে, 'পালাও' 'পালাও'। শিষ্যটী তবুও নড়্‌লো না। শেষে হাতীটা শুঁড়ে ক'রে তুলে নিয়ে তাকে এক ধারে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। শিষ্য ক্ষতবিক্ষত হয়ে ও অচৈতন্য হ'য়ে প'ড়ে রইল।

"এই সংবাদ পেয়ে গুরুও অন্যান্য শিষ্যরা তাঁকে আশ্রমে ধরাধরি ক'রে নিয়ে গেল। আর ঔষধ দিতে লাগ্‌লো। খানিক ক্ষণ পরে চেতনা হ'লে ওকে কেউ জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, 'তুমি কেন হাতী আস্‌ছে শুনেও চ'লে গে'ল না ?' সে ব'ল্লে গুরুদেব যে আমায় ব'লে দিছলেন যে, নারায়ণই মানুষ জীব জন্তু সব হ'য়েছেন। তাই আমি হাতী নারায়ণ আস্‌ছে দেখে সেখান থেকে সরে যাই নাই। গুরু তখন বল্লে বাবা, হাতী নারায়ণ আস্‌ছিলেন বটে, তা সত্য ; কিন্তু বাবা, মাহুত নারায়ণ তো তোমায় বারণ ক'রেছিলেন। যদি সবই নারায়ণ, তবে তার কথা বিশ্বাস করলে না কেন ? মাহুত নারায়ণের কথাও শুন্‌তে হয়। (সকলের হাস্য)।

"শাস্ত্রে আছে 'আপো নারায়ণঃ'—জল নারায়ণ। কিন্তু কোনও জল ঠাকুরসেবায় চলে ; আবার কোন জলে আঁচান, বাসন মাজা, কাপড় কাচা কেবল চলে, কিন্তু খাওয়া বা ঠাকুর সেবা চলে না। তেমনি সাধু অসাধু ভক্ত অভক্ত, সকলেরি হৃদয়ে নারায়ণ আছেন। কিন্তু অসাধু অভক্ত দুষ্ট লোকের সঙ্গে ব্যবহার চলে না। মাখামাখি চলে না। কারও সঙ্গে কেবল মুখের আলাপ পর্য্যন্ত চলে, আবার কারও সঙ্গে তাও চলে না। ঐরূপ লোকের কাছ্ থেকে তফাতে থাকৃতে হয়।"

একজন ভক্ত। মহাশয় ! যদি দুষ্ট লোক অনিষ্ট ক'র্‌তে আসে বা অনিষ্ট করে, তা হ'লে কি চুপ ক'রে থাকা উচিত ?

[গৃহস্থ ও তমোগুণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। লোকের সঙ্গে বাস ক'র্‌তে গেলেই, দুষ্ট লোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা ক'রবার জন্য একটু তমোগুণ দেখান দরকার। কিন্তু সে অনিষ্ট ক'র্‌বে বলে, উল্টে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়।

"এক মাঠে রাখালরা গরু চরাতো। সেই মাঠে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ ছিল। সকলেই সেই সাপের ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে থাকৃতো। এক দিন একটী ব্রহ্মচারী সেই মাঠের পথ দিয়ে আস্‌ছিল। রাখালেরা দৌড়ে

এসে ব'ল্লে, ঠাকুর মহাশয়! ওদিক দিয়ে যাবেন না। ওদিকে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ আছে। ব্রহ্মচারী ব'ল্লে, বাবা তা হোক, আমার তাতে ভয় নাই, আমি মন্ত্র জানি। এই কথা ব'লে ব্রহ্মচারী সেই দিকে চ'লে গেল। রাখালেরা ভয়ে কেউ সঙ্গে গেল না। এ দিকে সাপটা ফণা তুলে দৌড়ে আস্‌ছে। কিন্তু কাছে না আস্‌তে আস্‌তে ব্রহ্মচারী যেই একটী মন্ত্র প'ড়্‌লে, অমনি সাপটা কেঁচোর মতন পায়ের কাছে প'ড়ে রইল। ব্রহ্মচারী ব'ল্লে, ওরে! তুই কেন পরের হিংসা ক'রে ক'রে বেড়াস্, আয় তোকে মন্ত্র দিব। এই মন্ত্র জ'পলে তোর ভগবানে ভক্তি হবে, ভগবান্ লাভ হবে, আর হিংসা প্রবৃত্তি থাকবে না। এই ব'লে সে সাপকে মন্ত্র দিলে। সাপটা মন্ত্র পেয়ে গুরুকে প্রণাম ক'র্‌লে, আর জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, ঠাকুর! কি ক'রে সাধনা ক'র্‌ব বলুন। গুরু ব'ল্লেন, এই মন্ত্র জপ কর, আর কা'রও হিংসা কো'রো না। ব্রহ্মচারী যাবার সময় ব'ল্লে, আমি আবার আস্‌বো।

"এই রকমে কিছু দিন যায়। রাখালেরা দেখে যে, সাঁপটা আর কাম্‌ড়াতে আসে না। ঢ্যালা মারে, তবুও রাগ হয় না, যেন কেঁচোর মতন হ'য়ে গেছে। একদিন একজন রাখাল কাছে গিয়ে ল্যাজ্ ধ'রে খুব ঘুরপাক দিয়ে তাকে আছড়ে আছড়ে ফেলে দিলে। সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌তে লাগ্‌লো আর সে অচেতন হ'য়ে পড়্‌লো। নড়ে না, চড়ে না। রাখালরা মনে ক'র্‌লে যে সাপটা ম'রে গেছে। এই মনে ক'রে তারা সব চ'লে গেল।

"অনেক রাত্রে সাপের চেতনা হ'লো। তখন সে আস্তে আস্তে অতি কষ্টে তার গর্ত্তের ভিতর চ'লে গেল। শরীর চূর্ণ হ'য়ে গিছলো। নড়্‌বার শক্তি নাই। অনেক দিন পরে যখন অস্থিচর্ম্মসার হ'য়ে গেছে, তখন বাহিরে আহারের চেষ্টায় রোজ রাত্রে এক একবার চ'র্‌তে আস্‌তো। ভয়ে দিনের বেলা আস্‌ত না। মন্ত্র লওয়া অবধি আর হিংসা করে না। মাটি, পাতা, গাছ থেকে প'ড়ে গেছে এমন ফল, খেয়ে প্রাণধারণ ক'র্‌তো।

"প্রায় এক বৎসর পরে ব্রহ্মচারী সেই পথে আবার এলো। এসেই সাপের সন্ধান ক'র্‌লে। রাখালেরা ব'ল্লে, সে সাপটা ম'রে গেছে। ব্রহ্মচারীর কিন্তু ও কথা বিশ্বাস হ'লো না। সে জানে, যে মন্ত্র ও নিয়েছে তা সাধন না হ'লে দেহত্যাগ হবে না। খুঁজে খুঁজে সেই দিকে তার দেওয়া নাম ধ'রে, ডাকতে লাগ্‌লো। সে গুরুদেবের আওয়াজ শুনে গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এলো, ও খুব ভক্তিভাবে প্রণাম ক'র্‌লে। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে "তুই কেমন

আছিস ?" সে ব'ল্লে, "আজ্ঞে ভাল আছি।" ব্রহ্মচারী ব'ল্লে, "তবে তুই এত রোগা হ'য়ে গেছিস্ কেন ?" সাপ ব'ল্লে, ঠাকুর! আপনি আদেশ ক'রেছেন,—কা'রও হিংসা কোরো না। তাই পাতাটা, ফলটা খাই ব'লে বোধ হয় রোগা হ'য়ে গেছি!" ওর সত্ত্বগুণ হ'য়েছে কি না, তাই কারু উপর ক্রোধ নাই। সে ভুলেই গিছলো যে রাখালেরা তাকে মেরে ফেলবার জোগাড় ক'রেছিল! ব্রহ্মচারী ব'ল্লে, শুধু না খাওয়ার দরুণ এরূপ অবস্থা হয় না, অবশ্য আরো কোন কারণ আছে; তুই ভেবে দ্যাখ্। সাপটার তখন মনে প'ড়্লো যে, রাখালেরা তাকে আছাড় মেরেছিল। তখন সে ব'ল্লে, "ঠাকুর, এখন মনে প'ড়েছে বটে, রাখালেরা আমায় একদিন আছাড় মেরেছিল। তারা অজ্ঞান, তারা তো জানে না যে, আমার মনের কি অবস্থা; আমি যে কাহাকেও কামড়াব না বা কোনরূপ অনিষ্ট ক'র্বো না, তারা কেমন ক'রে জান্বে ?" ব্রহ্মচারী বল্লে, "ছি! তুই এতো বোকা, আপনাকে রক্ষা ক'র্তে জানিস না; আমি কামড়াতেই বারণ ক'রেছি, ফোঁষ ক'র্তে নয়! ফোঁষ ক'রে তাদের ভয় দেখাস্ নাই কেন ?"

"দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁষ ক'র্তে হয়। ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে। তাদের গায়ে বিষ ঢাল্তে নাই, উল্‌টে অনিষ্ট কর্তে নাই।

[ভিন্ন প্রকৃতি। Are all men equal ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নানা রকম জীব, জন্তু, গাছ পালা, আছে। জানোয়ারের মধ্যে ভাল আছে; মন্দ আছে। বাঘের মত হিংস্র জন্তু আছে। গাছের মধ্যে অমৃতের ন্যায় ফল হয় এমন আছে, আবার বিষফল হয় এমন আছে। তেমনি মানুষের মধ্যে ভাল আছে, মন্দও আছে; সাধু আছে, অসাধুও আছে; সংসারী জীব আছে আবার ভক্ত আছে।

"জীব চার প্রকার,—বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব।

"নিত্যজীব—যেমন নারদাদি। এরা সংসারে থাকে, জীবের মঙ্গলের জন্য—জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য।"

"বদ্ধজীব বিষয়ে আসক্ত হ'য়ে থাকে, আর ভগবান্‌কে ভুলে থাকে—ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না। মুমুক্ষুজীব—যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হ'তে পারে, কেউ বা পারে না।

"মুক্তজীব—যারা সংসারে কামিনী কাঞ্চনে আর বদ্ধ নয়—যেমন সাধু মহাত্মারা; যাদের মনে বিষয়বুদ্ধি নাই, আর যারা সর্ব্বদা হরিপাদপদ্ম চিন্তা করে।"

"যেমন জাল ফেলা হয়েছে পুকুরে। দু'চারটা মাছ এমন সেয়ানা যে কখনও জালে পড়ে না—এরা নিত্যজীবের উপমাস্থল। কিন্তু অনেক মাছই জালে পড়ে। এদের মধ্যে কতকগুলি পালাবার চেষ্টা করে; এরা মুমুক্ষু-জীবের উপমাস্থল। কিন্তু সব মাছেই পালাতে পারে না। দু'চারটা ধপাঙ্ ধপাঙ্ ক'রে জাল থেকে পালিয়ে যায়;—তখন জেলেরা বলে—ঐ একটা মস্ত মাছ পালিয়ে গেল! কিন্তু যারা জালে প'ড়েছে, অধিকাংশই পালাতেও পারে না। আর পালাবার চেষ্টাও করে না। বরং জাল মুখে ক'রে পুকুরের পাঁকের ভিতরে গিয়ে চুপ ক'রে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে থাকে—মনে করে, 'আর কোন ভয় নাই, আমরা বেশ আছি।' কিন্তু জানে না যে, জেলে হড়্ হড়্ ক'রে টেনে আড়ায় তুল্‌বে। এরাই বদ্ধজীবের উপমাস্থল।

[সংসারী লোক; বদ্ধজীব।]

"বদ্ধজীবেরা সংসারের কামিনী ও কাঞ্চনে বদ্ধ হ'য়েছে। হাত পা বাঁধা। আবার মনে করে যে ঐ সংসারের কামিনী ও কাঞ্চনেতেই সুখ হবে, আর নির্ভয়ে থাক্‌বে। জানে না যে, ওতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধজীব যখন মরে, তখন তার পরিবার বলে, 'তুমি তো চল্লে, আমার কি ক'রে গেলে?' আবার এমনি মায়া যে, প্রদীপটাতে বেশী সল্‌তে জ্বল্‌লে বলে, 'তেল পুড়ে যাবে, সল্‌তে কমিয়ে দাও।' এদিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রয়েছে।

"বদ্ধজীবেরা ঈশ্বরচিন্তা করে না। যদি অবসর হয়, তা হ'লে হয় অ্যাবোল তাবোল ফাল্‌তো গপ্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বলে, আমি চুপ ক'রে থাক্‌তে পারি না, তাই বেড়া বাঁধ্‌ছি। হয় তো সময় কাটে না দেখে তাস্ খেল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে।" (সকলে স্তব্ধ।)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"যোমামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্তেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥" গীতা, ১০, ৩।

[উপায়—বিশ্বাস।]

একজন ভক্ত। মহাশয় এরূপ সংসারী জীবের কি কোন উপায় নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অবশ্য উপায় আছে। মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ ক'র্‌তে হয় আর মাঝে মাঝে নির্জ্জনে থেকে ঈশ্বরচিন্তা ক'র্‌তে হয়। আর বিচার ক'র্‌তে হয়। তাঁর কাছে প্রার্থনা ক'র্‌তে হয়, 'আমাকে ভক্তি বিশ্বাস দাও।'

"বিশ্বাস হ'য়ে গেলেই হ'ল। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই।

(কেদারের প্রতি) "বিশ্বাসের কত জোর তা তো শুনেছ? পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধ্‌তে হ'ল। কিন্তু হনুমান রাম নামে বিশ্বাস ক'রে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে পড়ল! তার আর সেতুর দরকার হয় নাই। (সকলের হাস্য।)

"বিভীষণ একটী পাতায় রাম নাম লিখে, ঐ পাতাটী একটী লোকের কাপড়ের খোঁটে বেঁধে দিছ্‌ল। সে লোকটী সমুদ্রের পারে যাবে। বিভীষণ তাকে ব'ল্লে, তোমার ভয় নাই, তুমি বিশ্বাস ক'রে জলের উপর দিয়ে চ'লে যাও; কিন্তু দেখো, যাই অবিশ্বাস ক'র্‌বে, অমনি জলে ডুবে যাবে। লোকটী বেশ সমুদ্রের উপর দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল। এমন সময়ে তার ভারি ইচ্ছা হ'ল যে, কাপড়ের খোঁটে কি বাঁধা আছে একবার দ্যাখে। খুলে দেখে যে কেবল **রাম নাম** লেখা র'য়েছে। তখন সে ভাব্‌লে এ কি! শুধু রাম নাম একটী লেখা র'য়েছে! যাই অবিশ্বাস, অমনি ডুবে গেল।

"যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে—গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী হত্যা করে, তবুও ভগবানে এই বিশ্বাসের বলে ভারি ভারি পাপ থেকে উদ্ধার হ'তে পারে। সে যদি বলে, আর আমি এমন কাজ ক'র্‌বো না, তার কিছুতেই ভয় হয় না।" এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতে লাগিলেন,—

[গীত। মহাপাতক ও নাম-মাহাত্ম্য।]

"আমি দুর্গা দুর্গা ব'লে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তার কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

নরেন্দ্রের কথা পড়িল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্তদের ব'ল্লেন—

"এই ছেলেটিকে দেখ্‌ছ, এখানে এক রকম। দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেন জুজুটি; আবার চাঁদনীতে যখন খেলে, তখন আর এক মূর্ত্তি। এরা নিত্য সিদ্ধের থাক্। এরা সংসারে কখনও বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হ'লেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চ'লে যায়। এরা সংসারে আসে জীব শিক্ষার জন্য। এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না—এরা কামিনী কাঞ্চনে কখনও আসক্ত হয় না।

"বেদে আছে হোমা পাখীর কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখী থাকে। সেই আকাশেতেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লে ডিমটা পড়্‌তে থাকে—কিন্তু এত উঁচু যে অনেক দিন থেকে ডিম পড়্‌তে থাকে। ডিম পড়্‌তে পড়্‌তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা প'ড়্‌তে থাকে। প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে তার চোক ফোটে ও ডানা বেরোয়। চোখ ফুট্‌লেই দেখ্‌তে পায় যে, সে পড়ে যাচ্ছে, আর মাটীতে লাগ্‌লে একেবারে চুরমার হ'য়ে যাবে। তখন সে পাখী মার দিকে একেবারে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায়।"

নরেন্দ্র উঠিয়া গেলেন।

সভামধ্যে কেদার, প্রাণকৃষ্ণ, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। ত্যাখো, নরেন্দ্র গাইতে, বাজাতে, পড়া শুনায় সব তাতেই ভাল। সে দিন কেদারের সঙ্গে তর্ক ক'রছিল। কেদারের কথাগুলো কচ্ কচ্ ক'রে কেটে দিতে লাগ্‌ল। (ঠাকুরের ও সকলের হাস্য।)

(মাষ্টারের প্রতি) ইংরাজীতে কি কোন তর্কের বই আছে গা?

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ, ইংরাজীতে ন্যায়শাস্ত্র (Logic) আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, কি রকম একটু বল দেখি!

মাষ্টার এইবার মুস্কিলে পড়িলেন। বলিলেন—

"এক রকম আছে, সাধারণ সিদ্ধান্ত থেকে বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছান। যেমন,—সব মানুষ মরে যাবে; পণ্ডিতেরা মানুষ; অতএব পণ্ডিতেরা ম'রে যাবে।

"আর এক রকম আছে, বিশেষ দৃষ্টান্ত বা ঘটনা দেখে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছান। যেমন,—এ কাকটা কালো; ও কাকটা কালো; (আবার) যত কাক দেখছি, সবই কালো; অতএব সব কাকই কালো।

"কিন্তু এ রকমে সিদ্ধান্ত ক'র্‌লে ভুল হ'তে পারে; কেন না, হয় তো খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে আর এক দেশে সাদা কাক দেখা গেল। আর এক দৃষ্টান্ত,—যেখানে বৃষ্টি, সেইখানে মেঘ ছিল বা আছে; অতএব এই সাধারণ সিদ্ধান্ত হ'ল, যে মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। আরো এক দৃষ্টান্ত,—এ মানুষটীর বত্রিশ দাঁত আছে; ও মানুষটীর বত্রিশ দাঁত; (আবার) যে কোন মানুষ দেখ্‌ছি তারই বত্রিশ দাঁত আছে। অতএব সব মানুষেরই বত্রিশ দাঁত আছে।

"এরূপ সাধারণ সিদ্ধান্তের কথা ইংরাজী ন্যায়শাস্ত্রে আছে।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথাগুলি শুনিলেন মাত্র। শুনিতে শুনিতেই অন্যমনস্ক হইলেন। কাজে কাজেই আর এ বিষয়ে বেশী প্রসঙ্গ হইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥ গীতা, ২, ৫৩।

['সমাধি-মন্দিরে']

সভাভঙ্গ হইল। ভক্তেরা এদিক্ ওদিক্ পাইচারি করিতে লাগিলেন। মাষ্টারও পঞ্চবটী ইত্যাদি স্থানে বেড়াইতে লাগিলেন তখন বেলা আন্দাজ পাঁচটা। কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরের দিকে আসিয়া দেখিলেন, ঘরের উত্তরদিকের ছোট বারাণ্ডার মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার হইতেছে!

ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। নরেন্দ্র গান করিতেছেন, দুই চারিজন ভক্ত দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মাষ্টার আসিয়া গান শুনিতে লাগিলেন। গান শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া রহিলেন। ঠাকুরের গান ছাড়া এমন মধুর গান তিনি কখনও কোথায়ও শুনেন নাই। হঠাৎ ঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। দেখিলেন, ঠাকুর দাঁড়াইয়া নিঃস্পন্দ, চক্ষের পাতা পড়িতেছে না। নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিছে কি না বহিছে! জিজ্ঞাসা করাতে একজন ভক্ত বলিলেন, এর নাম সমাধি। মাষ্টার এরূপ কখনও দেখেন নাই, শুনেন নাই! অবাক্ হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ভগবানকে চিন্তা করিয়া মানুষ কি এত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়? না জানি কতদূর বিশ্বাস ভক্তি থাকিলে এরূপ হয়! গানটী এই—

গীত।

"চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন।
(কিবা) অনুপম ভাতি, মোহন মুরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন॥
নবরাগে রঞ্জিত, কোটী শশী বিনিন্দিত; (কিবা বিজলী চমকে,
সেরূপ-আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন।"

গানের এই চরণটি গাহিবার সময় ঠাকুর রামকৃষ্ণ শিহরিতে লাগিলেন। দেহ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে যেন কি দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। না জানি 'কোটী শশী বিনিন্দিত' কি অনুপম রূপ দর্শন করিতেছেন! এরই নাম কি ভগবানের চিন্ময়রূপ-দর্শন? কত সাধন করিলে, কত তপস্যার ফলে, কতখানি ভক্তি বিশ্বাসের বলে এরূপ ঈশ্বর দর্শন হয়?

আবার গান চলিতে লাগিল,—

"হৃদি কমলাসনে ভজ তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয়দর্শন।"

আবার সেই ভুবনমোহন হাস্য! শরীর সেইরূপ নিঃস্পন্দ! স্তিমিত লোচন! কিন্তু কি যেন অপরূপ রূপ দর্শন করিতেছেন! আর সেই অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া যেন মহানন্দে ভাসিতেছেন!

এইবারে গানের শেষ হইল। নরেন্দ্র গাইলেন—

"চিদানন্দরসে, ভক্তিযোগাবেশে, হও রে চিরমগন।
(চিদানন্দরসে, হায়রে) (প্রেমানন্দরসে)"

সমাধির ও প্রেমানন্দের এই অদ্ভুত ছবি হৃদয়মধ্যে গ্রহণ করিয়া মাষ্টার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে হৃদয়মধ্যে সেই হৃদয়োন্মত্ত-কারী মধুর সঙ্গীতের ফুট উঠিতে লাগিল,—

'প্রেমানন্দ রসে হও রে চিরমগন!' (হরিপ্রেমে মত্ত হয়ে)।

নবম পরিচ্ছেদ।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতোন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ গীতা, ৬, ২২।

নরেন্দ্র ও ভবনাথাদি ভক্তসঙ্গে আনন্দ।

তাহার পরদিনও ছুটি ছিল। বেলা তিনটার সময় মাষ্টার আবার আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। মেজেয় মাদুর পাতা। সেখানে নরেন্দ্র, ভবনাথ, আরও দুই এক জন বসিয়া আছেন। কয়টিই ছোকরা; উনিশ কুড়ি বৎসর বয়স। ঠাকুর সহাস্যবদন, ছোট তক্তপোষের উপর বসিয়া আছেন, আর ছোকরাদের সহিত আনন্দে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

মাষ্টার ঘরে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়াই ঠাকুর উচ্চহাস্য করিয়া ছোকরাদের বলিয়া উঠিলেন, 'ঐ রে আবার এসেছে!'—বলিয়াই হাস্য। সকলে হাসিতে লাগিল। মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। আগে হাতযোড় করিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতেন—ইংরাজিপড়া লোকেরা যেমন করে। কিন্তু আজ তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে শিখিয়াছেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে, ঠাকুর রামকৃষ্ণ কেন হাসিতেছিলেন, তাহাই নরেন্দ্রাদি ভক্তদের বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন,—

"ছাখ্ একটা ময়ূরকে বেলা চারটার সময় আফিম খাইয়ে দিছিল। তার পরদিন ঠিক চারটার সময় ময়ূরটা উপস্থিত—আফিমের মৌতাত ধ'রেছিল—তাই আবার ঠিক সময়ে আফিম খেতে এসেছ। (সকলের হাস্য)।

মাষ্টার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'ইনি ত ঠিকই কথা বলিতেছেন। বাড়ীতে যাই, কিন্তু দিবানিশি ইহার দিকে মন পড়িয়া থাকে—কখন্ দেখিব, কখন্ দেখিব। এখানে কে যেন টেনে আন্‌লে! মনে ক'র্‌লে অন্য যায়গায় যাবার যো নাই, এখানে আস্‌তেই হবে! এইরূপ ভাবিতেছেন, ঠাকুর এদিকে ছোক্‌রাগুলির সহিত অনেক ফষ্টিনাষ্টি করিতে লাগিলেন, যেন তারা সমবয়স্ক! হাসির লহরী উঠিতে লাগিল, যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে।

মাষ্টার অবাক্ হইয়া এই অদ্ভুত চরিত্র দেখিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, ইঁহারই কি পূর্ব্বদিনে সমাধি ও অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেমানন্দ দেখিয়াছিলাম? সেই ব্যক্তিই কি আজ প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন? ইনিই কি আমায় প্রথম দিনে উপদেশ দিবার সময় তিরস্কার ক'রেছিলেন? ইনিই কি আমায় 'তুমি কি জ্ঞানী' ব'লেছিলেন? ইনিই কি সাকার নিরাকার দুইই সত্য ব'লেছিলেন? ইনিই কি আমায় বলেছিলেন যে, ঈশ্বরই সত্য, আর সংসারের সমস্তই অনিত্য? ইনিই কি আমায় সংসারে দাসীর মত থাকতে বলেছিলেন?

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আনন্দ করিতেছেন ও মাষ্টারকে এক একবার দেখিতেছেন। দেখিলেন, তিনি অবাক্ হইয়া বসিয়া আছেন। তখন রামলালকে সাম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ছাখ্, এর একটু উমের বেশী কিনা, তাই একটু গম্ভীর। এরা এত হাসিখুসী ক'র্‌ছে, কিন্তু এ চুপ ক'রে ব'সে আছে।" মাষ্টারের বয়স তখন সাতাশ বৎসর হইবে।

কথা কহিতে কহিতে পরম ভক্ত হনুমানের কথা উঠিল। হনুমানের পট একখানি ঠাকুরের ঘরের দেয়ালে ছিল। ঠাকুর বলিলেন, 'দেখ হনুমানের কি ভাব! ধন, মান, দেহসুখ, কিছুই চায় না, কেবল ভগবানকে চায়! যখন স্ফটিকস্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে পালাচ্ছে, তখন মন্দোদরী অনেক রকম ফল নিয়ে লোভ দেখাতে লাগ্‌ল। ভাব্‌লে ফলের লোভে নেমে এসে অস্ত্রটা যদি ফেলে দেয়। কিন্তু হনুমান ভুলবার ছেলে নয়। সে ব'ল্লে—

[গীত। 'শ্রীরাম কল্পতরু'।]

আমার কি ফলের অভাব।

পেয়েছি যে ফল, জনম সফল ; মোক্ষ-ফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে॥
শ্রীরাম-কল্পতরু মূলে ব'সে রই—যখন যে ফল বাঞ্ছা সেই ফল প্রাপ্ত হই।
ফলের কথা কই (ধনি গো) ও ফল গ্রাহক নই ; যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে॥

[সমাধি-মন্দিরে।]

ঠাকুর এই গান গাইতে লাগিলেন। আবার সেই সমাধি। আবার নিস্পন্দ দেহ, স্তিমিত লোচন, দেহ স্থির! বসিয়া আছেন—ফটোগ্রাফে যেরূপ ছবি দেখা যায়। ভক্তেরা এইমাত্র এত হাসি খুসি করিতেছিলেন, এখন সকলেই একদৃষ্টি হইয়া ঠাকুরের সেই অদ্ভুত অবস্থা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সমাধি-অবস্থা মাষ্টার এই দ্বিতীয়বার দর্শন করিলেন।

অনেক ক্ষণ পরে ঐ অবস্থার পরিবর্তন হইতে লাগিল। দেহ শিথিল হইল। মুখ সহাস্য হইল। ইন্দ্রিয়গণ আবার নিজের নিজের কার্য্য করিতে লাগিল। চক্ষের কোণ দিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ঠাকুর 'রাম' 'রাম' এই নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন!

মাষ্টার ভাবিতে লাগিলেন, 'এই মহাপুরুষই কি ছেলেদের সঙ্গে ফচ্‌কিমি করিতেছিলেন? তখন ঠিক যেন পাঁচ বছরের বালক!'

ঠাকুর পূর্ব্বপ্রকতিস্থ হইয়া আবার প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। মাষ্টারকে ও নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া ব'ল্লেন,—"তোমরা দু'জনে ইংরাজীতে কথা কও ও বিচার করো, আমি শুন্‌বো।" মাষ্টার ও নরেন্দ্র উভয়ে এই কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। দু'জনে কিছু কিছু আলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাঙ্গালাতে। ঠাকুরের সাম্‌নে মাষ্টারের বিচার আর সম্ভব নয়। তাঁহার তর্কের ঘর ঠাকুরের কৃপায় এক রকম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আর কিরূপে তর্ক বিচার করিবেন? ঠাকুর আর একবার জিদ্ করিলেন; কন্তু ইংরাজীতে তর্ক করা হইল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং, ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা, সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতোমে॥

গীতা, বিশ্বরূপদর্শন, ১১, ১৮।

[অন্তরঙ্গ সঙ্গে। 'আমি কে?']

পাঁচটা বাজিয়াছে। ভক্ত কয়টি যে যার বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

কেবল মাষ্টার ও নরেন্দ্র রহিলেন। নরেন্দ্র গাড়ু লইয়া হাঁসপুকুরে ও ঝাউতলার দিকে মুখ ধুইতে গেলেন। মাষ্টারও ঠাকুরবাড়ীর এদিক ওদিক্ পায়চারি করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কুঠীর কাছ দিয়া হাঁসপুকুরের দিকে আসিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পুকুরের দক্ষিণ দিকের সিঁড়ির চাতালের উপর ঠাকুর রামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, আর নরেন্দ্র গাড়ু হাতে করিয়া মুখ ধুইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, "দেখ্, আর একটু বেশী বেশী আস্‌বি। সবে নূতন আস্‌ছিস্ কিনা। প্রথম আলাপের পর নূতন সকলেই ঘন ঘন আসে, যেমন নূতন—পতি। (নরেন্দ্র ও মাষ্টারের হাস্য)। কেমন আস্‌বি তো?" নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের ছেলে, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁ, চেষ্টা ক'র্‌বো।"

আবার সকলেই কুঠীর পথ দিয়া ঠাকুরের ঘরে আসিতে লাগিলেন। কুঠীর কাছে মাষ্টারকে ঠাকুর বলিলেন, "দেখ, চাষারা হাটে গরু কিন্‌তে যায়। তারা ভাল গরু, মন্দ গরু বেশ চেনে। ল্যাজের নীচে হাত দিয়ে দেখে। কোনও গরু ল্যাজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে; সে গরু কেনে না। কিন্তু যে গরু ল্যাজে হাত দিলে তিড়িং মিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠে, সেই গরুকেই পছন্দ করে। নরেন্দ্র এ সেই গরুর জাত। ভিতরে খুব তেজ আছে।" এই বলিয়া ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন। "আবার কেউ কেউ লোক আছে, যেন চিড়ের ফলার, আঁট নাই, জোর নাই, ভ্যাৎ ভ্যাৎ করছে!"

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর ঈশ্বরচিন্তা করিতে লাগিলেন। মাষ্টারকে বলিলেন, "তুমি নরেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করগে, আমায় ব'ল্‌বে কি রকম ছেলে।

আরতি হইয়া গেল। মাষ্টার অনেক ক্ষণ পরে চাঁদনীর পশ্চিম ধারে নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। পরস্পর আলাপ হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বলিলেন, আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের। কলেজে পড়িতেছি। ইত্যাদি।

রাত হইয়াছে—মাষ্টার এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন। কিন্তু যাইতে আর পারিতেছেন না। তাই নরেন্দ্রের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণকে খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার গান শুনিয়া হৃদয় মন মুগ্ধ হইয়াছে। বড় সাধ যে আবার তাঁর শ্রীমুখের গান শুনিতে পান। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, মা কালীর মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির মধ্যে একাকী ঠাকুর পাদচারণ করিতেছেন। মার মন্দিরে মার দুই পার্শ্বে আলো জ্বলিতেছিল। বৃহৎ নাটমন্দিরে একটি আলো জ্বলিতেছিল। ক্ষীণ আলোক। নাটমন্দিরে আলো ও অন্ধকার মিশ্রিত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ দেখাইতেছিল।

মাষ্টার ঠাকুরের গান শুনিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। যেন মন্ত্রমুগ্ধ সর্প! এক্ষণে সঙ্কুচিতভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ আর কি গান হবে?" ঠাকুর চিন্তা করিয়া বলিলেন, "না, আজ আর গান হবে না।" এই বলিয়া কি যেন মনে পড়িল, অমনই বলিলেন, "তবে এক কর্ম্ম কোরো। আমি বলরামের বাড়ী কলিকাতায় যাবো, তুমি যেও, সেখানে গান হবে।"

মাষ্টার। যে আজ্ঞে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি জান? বলরাম বসু?

মাষ্টার। আজ্ঞে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বলরাম বসু। বোসপাড়ায় বাড়ী।

মাষ্টার। যে আজ্ঞে, আমি জিজ্ঞাসা ক'রবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের সঙ্গে নাটমন্দিরে বেড়াইতে বেড়াইতে)। আচ্ছা তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাকে তোমার কি বোধ হয়?

মাষ্টার চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর আবার বলিলেন,—

"তোমার কি বোধ হয়? আমার কয় আনা জ্ঞান হ'য়েছে?

মাষ্টার। 'আনা' এ কথা বুঝতে পারছি না। তবে এরূপ জ্ঞান বা প্রেমভক্তি বা বিশ্বাস বা বৈরাগ্য বা উদার ভাব কখনও কোথাও দেখি নাই!

ঠাকুর রামকৃষ্ণ হাসিতে লাগিলেন।

এরূপ কথাবার্ত্তার পর মাষ্টার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। সদর ফটক পর্য্যন্ত আসিয়া আবার কি মনে পড়িল, অমনই ফিরিলেন। আবার নাটমন্দিরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে আসিয়া উপস্থিত।

ঠাকুর সেই ক্ষীণালোকমধ্যে একাকী পাদচারণ করিতেছেন। একাকী— নিঃসঙ্গ। পশুরাজ যেন অরণ্যমধ্যে আপন মনে একাকী বিচরণ করিতেছে। আত্মারাম! সিংহ এক্‌লা থাক্‌তে, এক্‌লা বেড়াতে, ভালবাসে! 'অনপেক্ষ'!

অবাক্‌ হইয়া মাষ্টার আবার সেই মহাপুরুষ দর্শন করিতে লাগিলেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আবার যে ফিরে এলে?

মাষ্টার। আজ্ঞে বোধ হয় বড়মানুষের বাড়ী—যেতে দেবে কি না; তাই সেখানে যাব না ভাব্‌ছি। এইখানে এসেই আপনার সঙ্গে দেখা ক'রব।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না গো, তা কেন? তুমি আমার নাম ক'রবে। ব'ল্‌বে তাঁর কাছে যাব, তা হ'লেই—কেউ আমার কাছে নিয়ে আস্‌বে।

মাষ্টার 'যে আজ্ঞে' বলিয়া আবার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ঠাকুর রামকৃষ্ণের নৌকাবিহার, আনন্দ ও কথোপকথন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

['সমাধি-মন্দিরে'।]

আজ কোজাগর লক্ষ্মীপূজা। শুক্রবার ২৭এ অক্টোবর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর সেই পূর্ব্ব-পরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। বিজয় (গোস্বামী) ও হরলালের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। একজন আসিয়া বলিলেন, কেশব সেন জাহাজে করিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত।

কেশবের শিষ্যেরা আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, মহাশয়, জাহাজ আসিয়াছে, আপনাকে যাইতে হইবে, চলুন একটু বেড়াইয়া আসিবেন, কেশব বাবু জাহাজে আছেন, আমাদের পাঠালেন।

বেলা ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর নৌকা করিয়া জাহাজে উঠিতেছেন। সঙ্গে বিজয়। নৌকায় উঠিয়াই বাহ্যশূন্য। সমাধিস্থ!

মাষ্টার জাহাজে দাঁড়াইয়া এই সমাধিস্থ চিত্র দেখিতেছেন। তিনি বেলা ৩ টার সময় কেশবের জাহাজে চড়িয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। বড় সাধ, দেখিবেন ঠাকুর ও কেশবের মিলন, তাঁহাদের আনন্দ। বড় সাধ, শুনিবেন তাঁহাদের কথাবার্ত্তা। কেশব তাঁহার সাধুচরিত্রে ও বক্তৃতাবলে মাষ্টারের ন্যায় অনেক বঙ্গীয় যুবকদিগের মন হরণ করিয়াছেন। অনেকেই তাঁহাকে পরম আত্মীয়বোধে হৃদয়ের ভালবাসা দিয়াছেন; কেশব ইংরাজিপড়া লোক; ইংরাজী দর্শন, সাহিত্য, পড়িয়াছেন। তিনি আবার দেব-দেবী পূজাকে অনেকবার পৌত্তলিকতা বলিয়াছেন। এইরূপ লোক ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, আবার মাঝে মাঝে দর্শন করিতে আসেন; এটি বিস্ময়কর ব্যাপার বটে! তাঁহাদের মনের মিল কোন্ খানে বা কেমন করিয়া হইল, এ রহস্য ভেদ করিতে মাষ্টারাদি অনেকেই কৌতূ-

হলাক্রান্ত হইয়াছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিরাকারবাদী বটেন, কিন্তু তিনি আবার সাকারবাদী; ব্রহ্মের চিন্তা করেন, আবার দেবদেবী প্রতিমার সম্মুখে ফুল, চন্দন দিয়া পূজাও করেন ও প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য গীত করেন। আবার খাট বিছানায় বসেন, লালপেড়ে কাপড়, জামা, মোজা, জুতা পরেন। কিন্তু সংসার করেন না। ভাব সমস্ত সন্ন্যাসীর মত, তাই লোকে পরমহংস বলে। এদিকে কেশব নিরাকারবাদী; স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসার করেন, ইংরাজীতে লেকচার দেন, আবার সংবাদপত্র লেখেন ও বিষয় কর্ম্মও করেন।

জাহাজে সমবেত কেশব-প্রমুখ ব্রাহ্মভক্তগণ জাহাজ হইতে ঠাকুরবাড়ীর শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। জাহাজের পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে বাঁধাঘাট ও ঠাকুরবাড়ীর চাঁদনী। জাহাজের আরোহীদের বামপার্শ্বে চাঁদনীর উত্তরে দ্বাদশ শিব মন্দিরের ক্রমান্বয়ে ছয় মন্দির। আরোহীদের দক্ষিণপার্শ্বেও ছয় শিবমন্দির। শরতের নীল আকাশ চিত্রপটে ভবতারিণীর মন্দিরের চূড়া ও উত্তরদিকে পঞ্চবটী ও ঝাউগাছের মাথাগুলি দেখা যাইতেছে। বকুলতলার নিকট একটী, ও কালীবাড়ীর দক্ষিণ প্রান্তভাগে আর একটী, নহবৎখানা। দুই নহবৎখানার মধ্যবর্ত্তী উদ্যানপথ; ও তাহার ধারে ধারে সারি সারি পুষ্পবৃক্ষ। শরতের নীলাকাশের নীলিমা জাহ্নবীজলে প্রতিভাসিত হইতেছে। বহির্জগতে কোমলভাব, ব্রাহ্মভক্তদের হৃদয়মধ্যে কোমলভাব! ঊর্দ্ধে সুন্দর সুনীল অনন্ত আকাশ, সম্মুখে সুন্দর ঠাকুরবাড়ী, নিম্নে পবিত্রসলিলা গঙ্গা, যাঁহার তীরে আর্য্যঋষিগণ ভগবানের চিন্তা করিয়াছেন! আবার আসিতেছেন একটী মহাপুরুষ, যেন সাক্ষাৎ সনাতনধর্ম্ম! এরূপ দর্শন মানুষের কপালে সর্ব্বদা ঘটে না। এরূপ স্থলে সমাধিস্থ মহাপুরুষে কাহার ভক্তির না উদ্রেক হয়, কোন্ পাষাণহৃদয় না বিগলিত হয়?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানিদেহী॥ গীতা, ২, ২২।

[সমাধি-মন্দিরে।]

নৌকা আসিয়া লাগিল। সকলেই ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত। ভিড় হইতেছে। ঠাকুরকে নিরাপদে নামাইবার জন্য কেশব

শশব্যস্ত হইলেন। ঠাকুরকে অনেক কষ্টে হুঁস করাইয়া ঘরের ভিতর লইয়া যাওয়া হইল। এখনও ভাবস্থ। একজন ভক্তের উপর ভর দিয়া আসিতেছেন। পা নড়িতেছে মাত্র। জাহাজের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কেশবাদি ভক্তেরা প্রণাম করিলেন, কিন্তু কোন হুঁস নাই। ঘরের মধ্যে একটী টেবিল খানকতক চেয়ার। একখানি চেয়ারে ঠাকুরকে বসান হইল। কেশব একখানিতে বসিলেন। বিজয় বসিলেন। অন্যান্য ভক্তেরা যে যেমন পাইলেন, মেজেতে বসিলেন। অনেক লোকের স্থান হইল না। তাঁহারা বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বসিয়া আবার সমাধিস্থ! সম্পূর্ণ বাহ্যশূন্য। সকলে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। কেশব দেখিলেন ঘরের মধ্যে অনেক লোক হইয়াছে, ঠাকুরের কষ্ট হইতেছে। বিজয় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াছেন ও তাঁহার কন্যার বিবাহ ইত্যাদি কার্য্যের বিরুদ্ধে অনেক বক্তৃতা দিয়াছেন; তাই বিজয়কে দেখিয়া কেশব একটু অপ্রস্তত হইলেন। কেশব আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। ঘরের জানালা খুলিয়া দিবেন।

ব্রাহ্মভক্তেরা একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। এখনও ভাব পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। ঠাকুর আপনি আপনি অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন "মা, আমায় এখানে আন্‌লি কেন। আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা ক'রতে পারব ?"

ঠাকুর কি দেখিতেছেন যে, সংসারী ব্যক্তিরা বেড়ার ভিতরে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, বাহিরে আসিতে পারিতেছে না, বাহিরের আলোকও দেখিতে পাইতেছে না, সকলের বিষয়কর্ম্মে হাত পা বাঁধা? তাঁহারা কেবল বাড়ীর ভিতরের জিনিসগুলি দেখিতে পাইতেছেন, আর মনে করিতেছেন যে জীবনের উদ্দেশ্য কেবল দেহসুখ ও বিষয়কর্ম্ম, 'কামিনী ও কাঞ্চন'? তাই কি ঠাকুর এমন কথা বলিলেন, "মা, আমায় এখানে আন্‌লি কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা ক'রতে পারব?"

ঠাকুরের ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হইতেছে। গাজিপুরের নীলমাধব বাবু, ও একজন ব্রাহ্মভক্ত পাউহারি বাবার কথা পাড়িলেন।

একজন ব্রাহ্মভক্ত (ঠাকুরের প্রতি)। মহাশয়, এঁরা সব পাউহারি বাবাকে দেখেছেন। তিনি গাজিপুরে থাকেন। আপনার মত আর একজন।

ঠাকুর এখনও কথা কহিতে পারিতেছেন না। ঈষৎ হাস্য করিলেন।

ব্রাহ্মভক্ত (ঠাকুরের প্রতি)। মহাশয়, পাউহারি বাবা নিজের ঘরে আপনার ফটোগ্রাফ রেখে দিয়েছেন।

ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"খোলটা!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃপশ্যতি স পশ্যতি॥ গীতা, ৫, ৫।

জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগের সমন্বয়।

'বালিস ও তার খোলটা'। দেহী ও দেহ। ঠাকুর কি বলিতেছেন যে, দেহ বিনশ্বর, থাকিবে না? দেহের ভিতর যিনি দেহী, তিনিই অবিনাশী; অতএব দেহের ফটোগ্রাফ লইয়া কি হইবে? দেহ অনিত্য জিনিস, এর আদর ক'রে কি হবে? বরং যে ভগবান অন্তর্যামিরূপে মানুষের হৃদয়মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারই পূজা করা উচিত?

ঠাকুর এইবার একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন;—

"তবে একটী কথা আছে! ভক্তের হৃদয় তাঁহার আবাসস্থান। তিনি সর্ব্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্তহৃদয়ে তিনি বিশেষরূপে আছেন। যেমন কোন জমিদার তার জমিদারির সকল স্থানে থাকতে পারে। তবে অমুক বৈঠকখানায় তিনি প্রায়ই থাকেন, এই কথা লোকে বলে। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। (সকলের আনন্দ)।

[এক ঈশ্বর—তাঁহার ভিন্ন নাম। জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত।]

"জ্ঞানীরা যাঁকে **ব্রহ্ম** বলে, যোগীরা তাঁকেই **আত্মা** বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই **ভগবান্** বলে।

"একই ব্রাহ্মণ। যখন সে পূজা করে, তা'র নাম পূজারী; যখন রাঁধে তখন রাঁধুনি বামুন। যিনি জ্ঞানী, জ্ঞানযোগ ধ'রে আছেন, তিনি নেতি নেতি এই বিচার করেন। ব্রহ্ম, এ নয় ও নয়, জীব নয়, জগৎ নয়। এইরূপ বিচার ক'রতে ক'রতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, আর সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা **ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা**; নাম রূপ এ সব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্ম কি যে, তা মুখে বলা যায় না; তিনি যে একজন ব্যক্তি,* তাও বল্‌বার যো নাই।

---

* ব্যক্তি-ব্রহ্ম, Personal God.

"জ্ঞানীরা ঐরূপ বলে—যেমন বেদান্তবাদীরা। ভক্তেরা কিন্তু সব অবস্থাই লয়। জাগ্রত অবস্থাও সত্য বলে লয়। জগৎকে স্বপ্নবৎ বলে না। ভক্তেরা বলে, এই জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য্য। আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, পর্ব্বত, সমুদ্র, জীব, জন্তু, এ সব ঈশ্বর ক'রেছেন। তাঁরই ঐশ্বর্য্য। তিনি অন্তরে হৃদয় মধ্যে। আবার বাহিরে আছেন। উত্তম ভক্ত বলে, তিনি নিজে এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব—জীব জগৎ হ'য়েছেন। ভক্তের সাধ যে, চিনি খায়। চিনি হ'তে ভালবাসে না। (সকলের হাস্য)।

"ভক্তের ভাব কিরূপ জান? হে ভগবন্ 'তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস', 'তুমি মা, আমি তোমার সন্তান' আবার 'তুমি আমার সন্তান, আমি তোমার পিতা বা মাতা।' 'তুমি পূর্ণ, আমি তোমার অংশ।' ভক্ত এমন কথা ব'লতে ইচ্ছা করে না যে, 'আমি ব্রহ্ম।'

"যোগীও পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার ক'রতে চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য—জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ। যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয় ও পরমাত্মাতে মন স্থির ক'র্‌তে চেষ্টা করে। তাই প্রথম অবস্থায় নির্জ্জনে স্থির আসনে অনন্যমন হ'য়ে ধ্যান চিন্তা করে।

"কিন্তু একই বস্তু। নাম ভেদমাত্র। যিনিই ব্রহ্ম তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান্। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম; যোগীর পরমাত্মা; ভক্তের ভগবান্।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ত্বমেব সূক্ষ্মা ত্বং স্থূলা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র, চতুর্থোল্লাস, ১৫।

বেদ ও তন্ত্রের সমন্বয়; আদ্যাশক্তির ঐশ্বর্য্য।

এদিকে আগ্নেয় পোত কলিকাতার অভিমুখে চলিতে লাগিল। ঘরের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে যাঁহারা দর্শন করিতেছিলেন ও তাঁহার অমৃতময়ী কথা শ্রবণ করিতেছিলেন, তাঁহারা জাহাজ চলিতেছে কি না, এ কথা জানিতেও পারিলেন না। ভ্রমর পুষ্পে বসিলে আর কি ভন্ ভন্ করে?

ক্রমে পোত দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইল। সুন্দর দেবালয়ের ছবি দৃশ্যপটের বহির্ভূত হইল। পোতচক্রবিক্ষুব্ধ নীলাভ গাঙ্গবারি তরঙ্গায়িত, ফেনিল, কল্লোলপূর্ণ, হইতে লাগিল। ভক্তদের কর্ণে সে কল্লোল আর পৌঁছিল না। তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া

দেখিতেছেন,—সহাস্যবদন, আনন্দময়, প্রেমানুরঞ্জিতনয়ন, প্রিয়দর্শন অদ্ভুত এক যোগী! তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন, সর্ব্বত্যাগী একজন প্রেমিক বৈরাগী! ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না! এদিকে ঠাকুরের কথা চলিতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, জীব জগৎ, এ সব শক্তির খেলা'। আর বলে যে, বিচার ক'র্‌তে গেলে, এ সব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু; শক্তিও স্বপ্নবৎ, অবস্তু।

"কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হ'লে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। 'আমি ধ্যান ক'র্‌ছি' 'আমি চিন্তা ক'র্‌ছি' এ সব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্য্যের মধ্যে।

"তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মান্‌লেই আর একটীকে মান্‌তে হয়, যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি—অগ্নি মান্‌লেই দাহিকাশক্তি মান্‌তে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না; আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। সেইরূপ আবার সূর্য্যকে বাদ দিয়ে সূর্য্যের রশ্মি ভাবা যায় না; আবার সূর্য্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্য্যকে ভাবা যায় না।

"দুধ কেমন? না, ধোবো ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না; আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না।

"তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, আবার শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে, ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, আবার লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না।*

"আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ক'রছেন। তাঁরই নাম কালী।

"কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ ক'রছেন না, এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন তিনি এই সব কার্য্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি; নাম রূপ ভেদ।

"যেমন জল, water, পানি। এক পুকুরে তিন চার ঘাট আছে। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খায়, তারা বলে 'জল'। এক ঘাটে মুসলমানেরা খায়, তারা বলে 'পানি।' আর এক ঘাটে ইংরাজেরা খায়, তারা বলে 'water'।

"তিনি একই; কেবল নামে তফাৎ! তাঁকে কেউ ব'লছে 'আল্লা'; কেউ ব'লছে 'God;' কেউ ব'ল্‌ছে 'ব্রহ্ম'; কেউ ব'লছে 'কালী;' কেউ কেউ ব'লছে রাম, হরি, যীশু, দুর্গা।

* নিত্য—The Absolute. লীলা—The Relative phenomenal world.

কেশব (সহাস্যে)। কালী কত ভাবে লীলা ক'রছেন, সেই কথাগুলি বলুন।

[মহাকালী ও সৃষ্টি-প্রকরণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। তিনি নানাভাবে লীলা ক'র্‌ছেন। তিনি মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না, নিবিড় আঁধার, তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ ক'র্‌ছিলেন। শ্যামাকালীর অনেকটা কোমলভাব—বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থের বাড়ীতে তাঁহারি পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়, তখন রক্ষাকালীর পূজা ক'র্‌তে হয়। শ্মশান-কালীর সংহার মূর্ত্তি। শব, শিবা, ডাকিনী যোগিনী মধ্যে; শশ্মানের উপর থাকেন! রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কোটীতে নরহস্তের কোমরবন্ধ!

"যখন জগৎ নাশ হয়, মহা প্রলয় হয় তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নির কাছে যেমন একটা ন্যাতাক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নি পাঁচরকম জিনিষ তুলে রাখে। (কেশবের ও সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। হ্যাঁ গো! গিন্নিদের ঐ রকম একটা হাঁড়ি থাকে। তার ভিতর সমুদ্রের ফেনা, নীলবড়ি, ছোট ছোট পুঁটুলি বাঁধা শশা বীচি, কুমড়ো বীচি, লাউ বীচি এই সব রাখে। দরকার হ'লে বার করে। মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টি নাশের পর ঐ রকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন।

"সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে 'ঊর্ণনাভির' কথা: মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা ভিতর থেকে জাল বা'র করে, আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর জগতের আধান, আধেয় দুই।

['কালীব্রহ্ম'—কালী নির্গুণ ও সগুণ।]

"কালী কি কালো? দূরে তাই কালো, জান্‌তে পারলে আর কালো নয়।

"আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে দ্যাখো কোন রং নাই! সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দ্যাখো, কোন রং নাই!"

এই কথা বলিয়া প্রেমোন্মত্ত হ'য়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ গান ধরিলেন—

মা কি আমার কালো রে।
কালরূপ দিগম্বরী,—হৃৎপদ্ম করে আলো রে॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌॥ গীতা, ৭, ১৩।]

এ সংসার কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাদি ভক্তের প্রতি)। বন্ধন আর মুক্তি, দুইয়ের কর্ত্তাই তিনি। তাঁর মায়াতে সংসারী জীব, কামিনী ও কাঞ্চনে বদ্ধ, আবার তাঁর দয়া হ'লেই মুক্ত হ'য়ে যায়। তিনি 'ভববন্ধনের বন্ধনহারিণী তারিণী'।

এই বলিয়া ঠাকুর গন্ধর্ব্বনিন্দিতকণ্ঠে রামপ্রসাদের গান গাইতে লাগিলেন।

"শ্যামা মা উড়াচ্ছো ঘুড়ি। (ভব সংসার বাজার মাঝে)
(ঐ যে) আশাবায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ী॥
কাক গণ্ডী মণ্ডী গাঁথা (তাতে) পঞ্জরাদি নানা নাড়ী।
ঘুড়ি স্বগুণে নির্ম্মাণ করা, কারিগিরি বাড়াবাড়ি॥
বিষয়ে মেজছ মাঞ্জা, কর্কশা হ'য়েছে দড়ী।
ঘুড়ি লক্ষের দুটা একটা কাটে, হেসে দেও মা হাত চাপড়ি॥
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভব সংসার সমুদ্র পারে প'ড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি॥"

"তিনি লীলাময়ী, এ সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী! লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন।"

একজন ব্রাহ্ম ভক্ত। মহাশয়, তিনি তো মনে করলে সকলকে মুক্ত ক'রতে পারেন্। কেন তবে আমাদের সকলকে সংসারে বদ্ধ ক'রে রেখেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা যে, তিনি এই সব নিয়ে খেলা করেন। বুড়ীকে আগে থাকৃতে ছুঁলে, আর দৌড়াদৌড়ি হয় না। সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, তাহ'লে খেলা হয় কেমন ক'রে? সকলেই ছুঁয়ে ফেল্লে বুড়ী অসন্তুষ্ট হয়। খেলা চল্লে বুড়ীর আহ্লাদ হয়। তাই—"লক্ষের দুটা একটা কাটে, হেসে দাও মা হাতচাপড়ি।" (সকলের আনন্দ।)

"তিনি মনকে আঁখি ঠেরে ইসারা ক'রে ব'লে দিয়েছেন, 'যা এখন সংসার ক'রগে যা'। মনের কি দোষ? তিনি যদি আবার দয়া ক'রে মনকে ফিরিয়ে দেন, তা হ'লে বিষয় বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি হয়। তখন আবার তাঁর পাদপদ্মে মন হয়।" ঠাকুর সংসারীর ভাবে মার কাছে অভিমান ক'রে গান গাইতেছেন।

"আমি ঐ খেদে খেদ করি।
তুমি মাতা থাকৃতে আমার জাগাঘরে চুরি॥
মনে করি তোমার নাম করি, কিন্তু সময়ে পাশরি।

আমি বুঝেছি জেনেছি আশয় পেয়েছি, এসব তোমারি চাতুরী ॥
কিছু দিলেনা পেলেনা, নিলেনা খেলেনা, সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াতাম তোমারি ॥
যশ, অপযশ, সুরস কুরস, সকল রস তোমারি।
(ওগো) রসে থেকে রস ভঙ্গ, কেন রসেশ্বরি ॥
প্রসাদ বলে মন দিয়েছ, মনেরে আঁখঠারি।
(ওমা) তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া মিষ্টি বলে ঘুরি ॥"

"তাঁরই মায়াতে ভুলে মানুষ সংসারী হ'য়েছে। প্রসাদ বলে "মন দিয়েছ মনেরি আঁকঠারি।"

কর্ম্মযোগ, সংসার, ও নিষ্কাম কর্ম্ম।

ব্রাহ্মভক্ত। মহাশয়, সব ত্যাগ না ক'র্‌লে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। নাগো! তোমাদের সব ত্যাগ ক'র্‌তে হবে কেন? তোমরা রসে বসে বেশ আছো। সারে মাতে। (সকলের হাস্য।) তোমরা বেশ আছো। নক্স খেলা জান? আমি বোস কাটিয়ে জ্বলে গেছি। তোমরা খুব শেয়ানা। কেউ দশে আছো; কেউ ছয়ে আছো; কেউ পাচে আছো। বেসি কাটাও নাই; তাই আমার মত জ্বলে যাও নাই। খেলা চল্‌ছে। এতো বেশ! (সকলের হাস্য।)

"সত্য বল্‌ছি, তোমরা সংসার ক'র্‌ছো, এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখ্‌তে হবে। তা না হ'লে হবে না। এক হাতে কর্ম্ম করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধ'রে থাকো। কর্ম্ম শেষ হ'লে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।

"মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে রঙ্গে ছোপাবে, সেই রঙ্গে ছুপ্‌বে। যেমন ধোপাঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজ রঙ্গে ছোপাও সবুজ। যে রঙ্গে ছোপাও সেই রঙ্গেই ছুপ্‌বে। দেখনা, যদি একটু ইংরাজি পড়, তো অমনি মুখে ইংরাজি কথা এসে পড়ে। ফুট ফাট ইট্‌মিট্ (সকলের হাস্য।) আবার পায়ে বুটজুতা; শিষ দিয়ে গান করা; এই সব এসে জুট্‌বে! আবার যদি পণ্ডিত সংস্কৃত পড়ে, তাহ'লে অমনি শোলোক ঝাড়্‌বে। মনকে যদি কুসঙ্গে রাখো, তো সেই রকম কথাবার্ত্তা, চিন্তা, হ'য়ে যাবে। যদি ভক্ত সঙ্গে রাখো, তাহা হ'লে ঈশ্বর চিন্তা, হরিকথা, এই সব হবে।

"মন নিয়েই সব। এক পাশে পরিবার, এক পাশে সন্তান; একজনকে এক ভাবে, সন্তানকে আর এক ভাবে, আদর করে। কিন্তু একই মন!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচ॥ গীতা, ১৮, ৬৬।

[খৃষ্টধর্ম্ম, ব্রাহ্মসমাজ ও পাপবাদ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি)। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ; সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান; রাজাধিরাজের ছেলে; আমায় আবার বাঁধে কে? যদি সাপে কাম্‌ড়ায়, 'বিষ নাই' জোর ক'রে বল্লে বিষ ছেড়ে যায়! তেমনি 'আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত', এই কথাটা রোক ক'রে ব'লতে ব'লতে তাই হ'য়ে যায়। মুক্তই হ'য়ে যায়।

"খ্রীষ্টানদের একখানা বই একজন দিলে। আমি প'ড়ে শুনাতে ব'ল্লুম। তাতে কেবল 'পাপ' আর 'পাপ!'

(কেশবের প্রতি) "তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল 'পাপ'। যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ,' 'আমি বদ্ধ,' বার বার বলে, সে শ্যালা বদ্ধই হ'য়ে যায়! যে রাতদিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' এই করে, সে তাই হ'য়ে যায়।

"ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—'কি! আমি তাঁর নাম ক'রেছি আমার এখনও পাপ থাক্‌বে! আমার আবার বন্ধন কি! কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু; সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। সে বৃন্দাবনে গি'ছিল, একদিন ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'রতে তার জলতৃষ্ণা পেয়েছিল। একটা কুয়ার কাছে গিয়ে দেখ্‌লে, একজন লোক দাঁড়িয়ে র'য়েছে। তাকে বল্লে, ওরে তুই এক ঘটি আমায় জল দিতে পারিস্? তুই কি জাত? সে বল্লে, ঠাকুর মহাশয় আমি হীন জাত; মুচি। কৃষ্ণকিশোর ব'ল্লে, তুই বল শিব। নে, এখন জল তুলে দে।

"ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হ'য়ে যায়।

"কেবল 'পাপ' আর 'নরক' এই সব কথা কেন? একবার বল যে, অন্যায় কর্ম্ম যা ক'রেছি আর করবো না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর।"

ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নামমাহাত্ম্য গাইতে লাগিলেন—

আমি দুর্গা দুর্গা ব'লে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, (ওমা) ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

"আমি মার কাছে কেবল ভক্তি চেয়ে ছিলাম। ফুল হাতে ক'রে মার

পাদপদ্মে দিয়েছিলাম; ব'লেছিলাম, 'মা এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও'।

(ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) একটি রামপ্রসাদের গান শোন।

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরুমূলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে তার বেটা, তত্ত্বকথা তায় সুধাবি॥
শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে পিরীত হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতা মাতায় তাড়িয়ে দিবি।
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্যখোটা ধ'রে রবি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞানখড়্গে বলি দিবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূর হতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে এমন হ'লে কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মতন মন হ'বি॥

"সংসারে ঈশ্বর লাভ হ'বে না কেন? জনক রাজার হ'য়েছিল। এ সংসার 'ধোঁকার টাটি' প্রসাদ ব'লেছিল। তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি লাভ ক'রলে আবার—

এই সংসারই মজার কুটি, আমি খাই দাই আর মজা লুটী।
জনক রাজা মহাতেজা, তার কিসে ছিল ত্রুটি।]
সে যে এদিক্ ওদিক্ দুদিক্ রেখে, খেয়েছিল দুধের বাটী॥ (সকলের হাস্য।

[ব্রাহ্মসমাজ ও জনকরাজা—গৃহস্থের উপায়

"কিন্তু ফস্ ক'রে জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা নির্জ্জনে অনেক তপস্যা ক'রেছিলেন। সংসারে থেকেও এক একবার নির্জ্জনে বাস ক'রতে হয়। একলা সংসারের বাহিরে গিয়ে যদি ভগবানের জন্য তিন দিনও কাঁদা যায়, সেও ভাল। এমন কি, অবসর পেয়ে এক দিনও নির্জ্জনে তাঁর চিন্তা যদি করা যায়, সেও ভাল। লোকে মাগ ছেলের জন্য এক ঘটি কাঁদে, ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদ্‌ছে বল? নির্জ্জনে থেকে মাঝে মাঝে ভগবানের জন্য সাধন ক'রতে হয়। সংসারের ভিতর, বিশেষ কর্ম্মের মধ্যে থেকে,

প্রথমাবস্থায় মন স্থির করতে অনেক ব্যাঘাত হয়! যেমন ফুটপাথের গাছ; যখন চারা গাছ থাকে, তখন বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে। প্রথমাবস্থায় বেড়া দিতে হয়; গুঁড়ি হ'লে আর বেড়ার দরকার থাকে না। তখন গুঁড়িতে হাতী বেঁধে দিলেও কিছু হয় না।

"রোগটী হ'চ্ছে বিকার! আবার যে ঘরে বিকারের রোগী, সেই ঘরে জলের জালা আর আচার তেঁতুল। যদি বিকারের রোগী, আরাম ক'র্‌তে চাও, তা হ'লে ঘর থেকে ঠাঁই নাড়া ক'র্‌তে হবে। সংসারী জীব বিকারের রোগী; বিষয় জলের জালা; বিষয় ভোগতৃষ্ণা জলতৃষ্ণা। আচার তেঁতুল মনে ক'র্‌লেই মুখে জল সরে। কাছে আন্‌তে হয় না এরূপ জিনিসও ঘরে র'য়েছে। যোষিৎসঙ্গ। তাই নির্জ্জনে চিকিৎসা দরকার।

"বিবেক বৈরাগ্য লাভ ক'রে সংসার ক'ত্তে হয়। সংসার সমুদ্রে কাম ক্রোধাদি কুমীর আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নাম্‌লে কুমীরের ভয় থাকে না। বিবেক বৈরাগ্য হলুদ। সদসৎ বিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বরই সৎ, নিত্য বস্তু; আর সব অসৎ, অনিত্য, দুই দিনের জন্য। এইটী বোধ।

"আর ঈশ্বরে অনুরাগ। তাঁর উপর টান্—ভালবাসা। গোপীদের কৃষ্ণের উপর যেরূপ টান ছিল। একটা গান শোন।

বংশী বাজিল ঐ বিপিনে।
(আমার তো না গেলে নয়) (শ্যাম পথে দাঁড়ায়ে আছে)
তোরা যাবি কি না যাবি বল গো?
তোদের শ্যাম কথার কথা। আমার শ্যাম অন্তরের ব্যথা (সই)॥

ঠাকুর অশ্রুপূর্ণনয়নে এই গান গাহিতে গাহিতে কেশবাদি ভক্তদের ব'ল্লেন, রাধাকৃষ্ণ মানো আর নাই মানো, এই টানটুকু নাও; ভগবানের জন্য কিসে এইরূপ ব্যাকুলতা হয়, তার জন্য চেষ্টা করো।

"ব্যাকুলতা থাক্‌লেই তাঁকে লাভ করা যায়।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতেরতা॥ গীতা, ১২, ৪।

ভাঁটা পড়িয়াছে। আগ্নেয়পোত কলিকাতাভিমুখে দ্রুতগতি চলিতেছে। তাই পোল পার হইয়া কোম্পানীর বাগানের দিকে আরো খানিকটা বেড়িয়া আসিতে কাপ্তেনকে হুকুম হইয়াছে। কতদূর পর্য্যন্ত জাহাজ গিয়াছিল,

অনেকেরই তাহা জ্ঞান নাই—তাঁহারা মগ্ন হইয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা শুনিতেছেন। কোন্ দিক্ দিয়ে সময় যাইতেছে হুঁস্ নাই

এইবার মুড়ি নাড়িকেল খাওয়া হইতে লাগিল। সকলেই কিছু কিছু কোঁচড়ে লইলেন ও খাইতে লাগিলেন। আনন্দের হাট। কেশব মুড়ি আয়োজন ক'রে এনেছিলেন। এই অবসরে ঠাকুর দেখিলেন যে, বিজয় ও কেশব দুইজনেই সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া আছেন। তখন ঠাকুর যেন দুইজন অবোধ ছেলেকে ভাব করিয়ে দিবেন। 'সর্ব্বভূতহিতেরত'।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)। ওগো! এই বিজয় এসেছেন। তোমাদের ঝগড়া বিবাদ—যেমন শিবরামের যুদ্ধ। (হাস্য।) রামের গুরু শিব। যুদ্ধও হোলো; দুজনে ভাবও হোলো! কিন্তু শিবের ভূতপ্রেতগুলো আর রামের বানরগুলো ওদের ঝগড়া কিচকিচী আর মেটে না! (উচ্চ হাস্য।)

"আপনার লোক। তবে এরূপ হ'য়ে থাকে। লব কুশ যে রামের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেছিলেন। আবার জানো, মাঁয়ে ঝীয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে। যেন মার মঙ্গল আর মেয়ের মঙ্গল দুটো আলাদা। কিন্তু এর মঙ্গলে ওর মঙ্গল হয়, ওর মঙ্গলে এর মঙ্গল হয়। তেমনি তোমাদের এর একটী সমাজ আছে; আবার ওরও একটী দরকার। (সকলের হাস্য।)

"তবে এ সব চাই। যদি বলো ভগবান্ নিজে লীলা ক'রেছেন, সেখানে জটিলে কুটীলের কি দরকার? জটিলে কুটীলে না থাক্‌লে লীলা পোষ্টাই হয় না। সকলের হাস্য। জটীলে কুটীলে না থাক্‌লে রগড় হয় না। (উচ্চহাস্য।)

"রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাঁর গুরু ছিলেন অদ্বৈতবাদী। শেষে দুজনে অমিল। গুরু শিষ্য পরস্পর মত খণ্ডন ক'রতে লাগ্‌ল। এরূপ হ'য়েই থাকে, যাই হোক, তবু আপনার লোক।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পিতাহি লোকস্য চরাচরস্য, ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যো লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব। গীতা, ১১, ৪৩।

গুরুগিরি ও ব্রাহ্মসমাজ।

সকলে আনন্দ করিতেছেন। ঠাকুর কেশবকে সম্বোধন করিয়া ব'ল্লেন, তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য করো না, তাই এইরূপ ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়।

"মানুষগুলি দেখ্‌তে সব এক রকম। কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারুর ভিতর

সত্ত্বগুণ বেশী, কারু রজোগুণ বেশী, কারু তমোগুণ। পুলিগুলি দেখ্‌তে সব এক রকম। কিন্তু কারুর ভিতর ক্ষীরের পোর, কারুর ভিতর নারিকেলের ছাঁই, কারুর ভিতর কলায়ের পোর। (সকলের হাস্য।)

"আমার কি ভাব জানো? আমি খাই দাই থাকি, আর সব মা জানে! আমার তিন কথাতে গায়ে কাঁটা বেঁধে। গুরু, কর্ত্তা আর বাবা।

"গুরু এক সচ্চিদানন্দ। তিনিই শিক্ষা দিবেন। আমার সন্তান ভাব। মানুষ গুরু মেলে লাখ্ লাখ্। সকলেই গুরু হ'তে চায়। শিষ্য কে হ'তে চায়?

"লোক শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন! যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন আর আদেশ দেন, তা'হলে হ'তে পারে। নারদ শুকদেবাদির আদেশ হ'য়েছিল। শঙ্করের আদেশ হ'য়েছিল। আদেশ না হ'লে কে তোমার কথা শুনবে? কল্‌কাতার হুজুগ তো জানো! যতক্ষণ কাঠে জ্বাল, দুধ ফোঁস ক'রে ফোলে। কাঠ টেনে নিলে কোথাও কিছু নাই। কল্‌কাতার লোক হুজুগে! এই এখানটা কুয়া খুঁড়ছে। বলে জল চাই। সেখানে পাথর হ'লো তো ছেড়ে দিলে! আবার এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ ক'রলে। সেখানে বালি মিলে গেল, ছেড়ে দিলে! আর এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ হ'লো! এই রকম!

"অবার মনে মনে আদেশ হ'লে হয় না। তিনি সত্য সত্যই সাক্ষাৎকার হন, আর কথা কন্। তখন আদেশ হ'তে পারে। সে কথার জোর কত? পর্ব্বত টলে যায়। শুধু লেক্‌চার? ঐ দিন কতক লোকে শুনবে, তার পর ভুলে যাবে। সে কথা অনুসারে কাজ ক'রবে না।

"ও দেশে হালদার পুকুর ব'লে একটা পুকুর আছে। পুকুরের পাড়ে রোজ সকাল বেলা লোকে বাহ্যে ক'রে রাখ্‌তো। যারা সকাল বেলা আসে, তারা খুব গালাগাল দেয়। কিন্তু আবার তার পর দিন সেইরূপ। বাহ্যে আর থামে না। (সকলের হাস্য।) তখন লোকে কোম্পানীকে জানালে। তারা একটা চাপরাসী পাঠিয়ে দিলে। সেই চাপরাসী যখন একটা কাগজ মেরে দিলে, 'বাহ্যে করিও না', তখন সব বন্ধ হলো। (হাস্য।)

"যে লোক শিক্ষা দেবে, তার চাপরাস চাই। না হ'লে হাসির কথা হ'য়ে পড়ে। আপনারই হয় না আবার অন্য লোক! কাণা কাণাকে পথ দেখিয়ে ল'য়ে যাচ্ছে! (হাস্য।) হিতে বিপরীত হয়। ভগবান্ লাভ হ'লে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তবেই কার কি রোগ বোঝা যায়। উপদেশ দেওয়া যায়।

"আদেশ না থাকলে 'আমি লোক শিক্ষা দিচ্ছি' এই অহঙ্কার হয়।

অহঙ্কার হয় অজ্ঞানে। অজ্ঞানে বোধ হয়, আমি কর্ত্তা।* 'ঈশ্বর কর্ত্তা, ঈশ্বরই সব ক'র্‌ছেন, আমি কিছু ক'র্‌ছি না', এ বোধ হ'লে তো সে জীবন্মুক্ত! 'আমি কর্ত্তা' 'আমি কর্ত্তা' এই বোধ থেকেই যত দুঃখ, অশান্তি।"

নবম পরিচ্ছেদ।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অশক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥ গীতা, ৩, ১৯।

কর্ম্মযোগ ও ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কৈশবাদি ভক্তের প্রতি)। তোমরা বলো, 'জগতের উপকার' করা। জগৎ কি এতটুকু গা! আর তুমি কে, যে জগতের উপকার ক'রবে? তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার করো! তাঁকে লাভ করো। তিনি শক্তি দিলে তবে সকলের হিত ক'রতে পারো। নচেৎ নয়।

একজন ভক্ত। যত দিন না লাভ হয়, তত দিন সব কর্ম্মত্যাগ ক'রবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না; কর্ম্ম ত্যাগ ক'রবে কেন? ঈশ্বরের চিন্তা, তাঁর নাম গুণ গান নিত্য কর্ম্ম, এ সব ক'রতে হবে।

ব্রাহ্মভক্ত। সংসারের কর্ম্ম? বিষয় কর্ম্ম?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তাও ক'রবে, সংসার যাত্রার জন্য যেটুকু দরকার। কিন্তু কেঁদে নির্জ্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা ক'রতে হবে, যাতে ঐ কর্ম্মগুলি নিষ্কামভাবে করা যায় আর ব'লবে, হে ঈশ্বর, আমার বিষয় কর্ম্ম কমিয়ে দাও, কেন না ঠাকুর দেখ্‌ছি যে, বেশী কর্ম্ম জুটলে তোমায় ভুলে যাই, মনে ক'র্‌ছি, নিষ্কাম কর্ম্ম ক'র্‌ছি, কিন্তু সকাম হ'য়ে পড়ে। হয়তো দান সদাব্রত বেশী ক'র্‌তে গিয়ে লোকমান্য হ'তে ইচ্ছা হ'য়ে প'ড়ে!

"শম্ভূ মল্লিক হাঁসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্কুল, রাস্তা, পুষ্করণীর কথা ব'লেছিল। আমি ব'ল্লাম, সম্মুখে যেটা পড়লো, না ক'র্‌লে নয়, সেইটাই নিষ্কাম হয়ে ক'র্‌তে হয়। ইচ্ছা ক'রে বেশী কাজ জড়ানো ভাল নয়, ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। কালীঘাটে দানই কর্ত্তে লাগ্‌লো; কালীদর্শন আর হলো না! (হাস্য।) আগে জোসো ক'রে ধাক্কা ধুক্কি খেয়েও কালী দর্শন কর্ত্তে হয়, তার পর দান যত কর, আর না করো। ইচ্ছা হয় খুব কোরো। ঈশ্বর লাভের জন্যই কর্ম্ম। শম্ভুকে তাই ব'ল্লুম, যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন, তাঁকে কি

---

* অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে—গীতা।

ব'ল্‌বে, কতকগুলা হাঁসপাতাল, ডিস্পেন্‌সারী ক'রে দাও। (হাস্য।) ভক্ত তখনও তা বলে না, বরং ব'ল্‌বে, 'ঠাকুর! আমায় পাদপদ্মে স্থান দাও, নিজের সঙ্গে সর্ব্বদা রাখো, পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও।'

"কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে কর্ম্ম ক'র্‌তে ব'লেছে, কলিকালে করা বড় কঠিন। অন্নগতপ্রাণ। বেশী কর্ম্ম চলে না। জর হ'লে কবিরাজী চিকিৎসা কর্‌তে গেলে এদিকে রোগীর হয়ে যায়। বেশী দেরি সয় না। এখন ডি, গুপ্ত। কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নামগুণগান আর প্রার্থনা। ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম। (ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) তোমাদেরও ভক্তিযোগ; তোমরা হরি নাম কর, মায়ের নাম গুণ গান কর, তোমরা ধন্য! তোমাদের ভাবটী বেশ। বেদান্তবাদীদের মত তোমরা জগৎকে স্বপ্নবৎ বলো না। ওরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা নও, তোমরা ভক্ত। তোমরা ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Person) বলো, এও বেশ! তোমরা ভক্ত। ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্‌লে তাঁকে অবশ্য পাবে।

দশম পরিচ্ছেদ।

[ভক্তমন্দিরে—ভক্তসঙ্গে।]

জাহাজ কয়লাঘাটে এইবার ফিরিয়া আসিল। সকলে নামিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখেন, কোজাগরের পূর্ণচন্দ্র হাঁসিতেছে, ভাগীরথীবক্ষ কৌমুদীর লীলাভূমি হইয়াছে! ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্য গাড়ী আনিতে দেওয়া হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর মাষ্টার ও দু একটী ভক্তের সহিত গাড়ীতে উঠিলেন। কেশবের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলালও গাড়ীতে উঠিলেন, ঠাকুরের সঙ্গে খানিকটা যাবেন।

গাড়ীতে সকলে বসিলে পর ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, কৈ তিনি কই?— অর্থাৎ কেশব কৈ? দেখিতে দেখিতে কেশব একাকী আসিয়া উপস্থিত। মুখে হাঁসি। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে কে এঁর সঙ্গে যাবে? সকলে গাড়ীতে বসিলে পর, কেশব ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরও সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

গাড়ী চলিতে লাগিল। ইংরাজটোলা। সুন্দর রাজপথ। পথের দুই দিকে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা। পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে; অট্টালিকাগুলি যেন বিমল শীতল চন্দ্রকিরণে বিশ্রাম করিতেছে। দ্বারদেশে বাষ্পীয় দীপ—কক্ষমধ্যে দীপমালা—স্থানে স্থানে হার্ম্মোনিয়ম, পিয়ানো সংযোগে ইংরাজ মহিলারা গান করিতেছে। ঠাকুর আনন্দে হাস্য করিতে করিতে যাইতেছেন। হঠাৎ বল্লেন,

'আমার জল তৃষ্ণা পাচ্ছে ; কি হবে ?' কি করা যায় ! নন্দলাল ইণ্ডিয়া ক্লাবের (India Club) নিকট গাড়ী থামাইয়া উপরে জল আনিতে গেলেন, কাঁচের গ্লাস করিয়া জল আনিলেন। ঠাকুর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, গ্লাসটি ধোয়া তো ? নন্দলাল ব'ল্লেন হাঁ। ঠাকুর সেই গ্লাসে জল খাইলেন।

বালকের স্বভাব। গাড়ী চালাইয়া দিলে ঠাকুর মুখ বাড়াইয়া লোক জন, গাড়ী, ঘোড়া, চাঁদের আলো দেখিতে লাগিলেন। সকল তাতেই আনন্দ।

নন্দলাল কলুটোলায় নামিলেন। ঠাকুরের গাড়ী সিমুলিয়ায় শ্রীযুক্ত সুরেশ মিত্রের বাড়ীতে আসিয়া লাগিল। সুরেশ ঠাকুরের পরম ভক্ত।

কিন্তু সুরেশ বাড়ীতে নাই। তাঁহাদের নূতন বাগানে গিয়াছে।

বাড়ীর লোকেরা বসিতে নীচের ঘর খুলিয়া দিলেন।

গাড়ীর ভাড়া দিতে হবে। কে দিবে ? সুরেশ থাকিলে সেই দিত।

ঠাকুর একজন ভক্তকে ব'ল্লেন, 'ভাড়াটা মেয়েদের কাছ থেকে চেয়ে নেনা। ওরা কি জানেনা, ওদের ভাতার্‌রা যায় আসে।' (সকলের হাস্য।)

নরেন্দ্র পাড়াতেই থাকেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

এদিকে বাড়ীর লোকেরা দুতলার ঘরে ঠাকুরকে বসাইলেন। ঘরের মেজেতে চাদর পাতা, দু চার্‌টা তাকিয়া তার উপর ; কক্ষ প্রাচীরে সুরেশের বিশেষ যত্নে প্রস্তুত ছবি (Oil painting) ; যাহাতে কেশবকে ঠাকুর দেখাইতেছেন, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সকল ধর্ম্মের সমন্বয়। আর বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয়।

ঠাকুর বসিয়া সহাস্যে গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে নরেন্দ্র আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন ঠাকুরের আনন্দ যেন দ্বিগুণ হইল। তিনি বল্লেন, "আজ কেশব সেনের সঙ্গে কেমন জাহাজ ক'রে বেড়াতে গি'ছিলাম। বিজয় ছিল, এরা সব ছিল। মাষ্টারকে নির্দ্দেশ করিয়া বল্লেন, "একে জিজ্ঞাসা কর, কেমন বিজয় আর কেশবকে ব'ল্লুম, মায় ঝিয়ে মঙ্গলবার, আর জটিলে কুটিলে না থাক্‌লে লীলা পোষ্টাই হয় না ; এই সব কথা। (মাষ্টারের প্রতি) কেমন গা ?" মাষ্টার ব'ল্লেন, আজ্ঞা হাঁ।

রাত্রি হইল, তবু সুরেশ ফিরিলেন না। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে যাইবেন, আর দেরী করা যায় না, রাত সাড়ে দশটা হইয়াছে।

রাস্তায় চাঁদের আলো। গাড়ী আসিল। ঠাকুর উঠিলেন। নরেন্দ্র ও মাষ্টার প্রণাম করিয়া কলিকাতাস্থিত স্ব স্ব বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।



তৃতীয় খণ্ড।



সিঁতি ব্রাহ্মসমাজ দর্শন ও শ্রীযুক্ত শিবনাথ ইত্যাদি ব্রাহ্মভক্তদিগের সহিত কথোপকথন ও আনন্দ।



প্রথম পরিচ্ছেদ।



[উৎসব মন্দিরে।]

প্রায় বিংশতি বর্ষ অতীত হইল, শ্রীশ্রীপরমহংসদেব সিঁতির ব্রাহ্মসমাজ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ২৮এ অক্টোবর, ইং ১৮৮২ সাল, শনিবার।

আশ্বিন মাসের কৃষ্ণাদ্বিতীয়া তিথি। আজ এখানে মহোৎসব। ব্রাহ্ম-সমাজের ষাণ্মাসিক। তাই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের এখানে নিমন্ত্রণ। বেলা ৩টা, ৪টার সময় তিনি কয়েকজন ভক্তসঙ্গে গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটী হইতে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের মনোহর উদ্যানবাটীতে উপস্থিত হইলেন। এই উদ্যানবাটীতে বাহ্মসমাজের অধিবেশন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজকে তিনি বড় ভালবাসেন। ব্রাহ্মভক্তগণও তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। ইহার পূর্ব্বদিন অর্থাৎ শুক্রবার বৈকালে কত আনন্দ করিতে করিতে সশিষ্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ভাগীরথী-বক্ষে, কালীবাটী হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ভক্তসঙ্গে ষ্টীমার করিয়া বেড়াইয়া আসিয়াছিলেন।

সিঁতি পাইকপাড়ার নিকট। কলিকাতা হইতে দেড় ক্রোশ উত্তরে।

উদ্যানবাটীটী মনোহর বলিয়াছি। স্থানটী অতি নিভৃত। ভগবানের উপাসনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। উদ্যানস্বামী বৎসরে দুইবার মহোৎসব করিয়া থাকেন। একবার শরৎকালে, আর একবার বসন্তে। এই মহোৎসব

উপলক্ষে তিনি কলিকাতার ও সিঁতির নিকটবর্ত্তী গ্রামের অনেক ভক্তদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন। তাই আজ কলিকাতা হইতে শিবনাথ আদি অনেক ভক্তগণ আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাতঃকালের উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন। আবার সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হইবে, তাই প্রতীক্ষা করিতেছেন। বিশেষতঃ তাঁহারা শুনিয়াছেন যে, অপরাহ্নে মহাপুরুষের আগমন হইবে ও তাঁহারা তাঁহার আনন্দমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন, তাঁহার হৃদয়-মুগ্ধকরী কথামৃত পান করিতে পাইবেন, তাঁহার সেই মধুর সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে ও দেবদুর্লভ হরিপ্রেমময় নৃত্য দেখিতে পাইবেন!

অপরাহ্নে বাগানটী বহুলোকসমাকীর্ণ হইয়াছে। কেহ লতামণ্ডপচ্ছায়ায় কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট। কেহ বা সুন্দর বাপীতটে বন্ধুসমভিব্যাহারে বিচরণ করিতেছেন। অনেকেই সমাজগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় পূর্ব্ব হইতেই উত্তম আসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। উদ্যানের প্রবেশ-দ্বারে পানের দোকান। প্রবেশ করিয়া বোধ হয় যেন পূজাবাড়ী—রাত্রি-কালে যাত্রা হইবে। চতুর্দ্দিক্ আনন্দপরিপূর্ণ। শরতের নীল আকাশে আনন্দ প্রতিভাসিত হইতেছিল। উদ্যানের বৃক্ষলতাগুল্ম মধ্যে প্রভাত হইতে আনন্দের সমীরণ বহিতেছিল। আকাশ জীবজন্তু বৃক্ষলতা যেন একতানে গান করিতেছে—

"আজি কি হরষ সমীর বহে প্রাণে—
ভগবৎ মঙ্গল কিরণে!"

সকলেই যেন ভগবদ্দর্শন-পিপাসু। এমন সময়ে পরমহংসদেবের গাড়ী আসিয়া সমাজগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া মহাপুরুষের অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আসিয়াছেন! চারিদিকের লোক তাঁহাকে মণ্ডলাকারে ঘেরিতে লাগিল।

সমাজগৃহের প্রধান প্রকোষ্ঠ মধ্যে বেদী রচনা হইয়াছে। সে স্থান লোকে পরিপূর্ণ। সম্মুখে দালান, সেখানে প্রভু পরমহংসদেব সমাসীন, সেখানেও লোক। আর দালানের দুই পার্শ্বস্থিত দুই ঘর,—সে ঘরেও লোক,—ঘরের দ্বারদেশে উদ্গ্রীব হইয়া লোক দণ্ডায়মান। দালানে উঠিবার সোপানপরম্পরা এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেই সোপানও লোকে লোকাকীর্ণ; সোপানের অনতিদূরে ২।৩টী বৃক্ষ, পার্শ্বে লতামণ্ডপ,—সেখানে কয়েকখানি কাষ্ঠাসন। তথা হইতেও লোক উদ্গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া

মহাপুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। সারি সারি ফলও পুষ্পের বৃক্ষ, মধ্যে পথ। বৃক্ষ সকল সমীরণে ঈষৎ হেলিতেছে দুলিতেছে—যেন আনন্দভরে মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে।

ঠাকুর পরমহংসদেব হাসিতে হাসিতে আসন গ্রহণ করিলেন। এখন সব চক্ষু এককালে তাঁহার আনন্দমূর্ত্তির উপর পতিত হইল। যতক্ষণ নাট্যশালায় অভিনয় আরম্ভ হয় না, ততক্ষণ দর্শকবৃন্দের মধ্যে কেহ হাসিতেছে, কেহ বিষয়-কর্ম্মের কথা কহিতেছে, কেহ একাকী অথবা বন্ধুসঙ্গে পাদচারণ করিতেছে, কেহ পান খাইতেছে, কেহ বা তামাক খাইতেছে। কিন্তু যাই ড্রপ সিন্ (Drop-scene) উঠিয়া গেল, অমনি সকলে সব কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া অনন্যমন হইয়া একদৃষ্টে নাট্যরঙ্গ দেখিতে থাকে। অথবা নানাপুষ্পপরিভ্রমণকারী ষট্পদবৃন্দ পদ্মের সন্ধান পাইলে অন্য কুসুম ত্যাগ করিয়া পদ্মমধু পান করিতে ছুটিয়া আসে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ গীতা, ১৪, ২৬।

[ভক্তসম্ভাষণে।]

সহাস্যবদনে ঠাকুর শ্রীযুক্ত শিবনাথ আদি ভক্তগণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই যে শিবনাথ! দেখ, তোমরা ভক্ত, তোমাদের দেখে আমার বড় আনন্দ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব, আর একজন গাঁজাখোরকে দেখ্‌লে ভারি খুসী হয়। হয় ত তার সঙ্গে কোলাকুলিই করে। (শিবনাথের ও সকলের হাস্য)।

[সংসারী-লোকের স্বভাব।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। যাদের দেখি ঈশ্বরে মন নাই, তাদের আমি বলি, "তোমরা একটু ঐখানে গিয়ে বস।" অথবা বলি, 'যাও, বেশ বিল্‌ডিং (Building) দেখগে' (অর্থাৎ রাসমণির কালীবাটীর মন্দির সকল)। (সকলের হাস্য)।

"আবার দেখেছি যে, ভক্তদের সঙ্গে হাবাতে লোক এসেছে। তাদের ভারি বিষয়-বুদ্ধি। তাদের ঈশ্বরীয় কথা ভাল লাগে না। ওরা হয় ত, আমার সঙ্গে অনেক ক্ষণ ধ'রে ঈশ্বরীয় কথা কহিছে। এদিকে এরা আর ব'সে থাকৃতে পারে না। ছটফট্ ক'র্‌ছে। বার বার তাদের কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ ক'রে

বল্‌ছে, 'কখন্ যাবে'—'কখন্ যাবে।' তারা হয় ত ব'ল্লে, 'দাঁড়াও না হে, আর একটু পরে যাব'। তখন এরা বিরক্ত হ'য়ে বলে, 'তবে তোমরা কথা কও, আমরা ততক্ষণ নৌকায় গিয়ে বসি।' (সকলের হাস্য)।

"সংসারী লোকদের যদি বল যে সব ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও, তা তারা কখনও শুন্‌বে না। তাই বিষয়ী লোকদের টান্‌বার জন্য গৌর-নিতাই দুই ভাই মিলে পরামর্শ ক'রে এই ব্যবস্থা ক'রেছিলেন—'মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি বোল।' প্রথম দুটীর লোভে অনেকে হরিবোল ব'ল্‌তে যেতো। হরিনামসুধার একটু আস্বাদ পেলে তারা বুঝ্‌তে পার্‌তো যে, 'মাগুর মাছের ঝোল' আর কিছু নয়, কেবল হরিপ্রেমে যে অশ্রু পড়ে; আর 'যুবতী মেয়ে' কিনা—পৃথিবী। 'যুবতী মেয়ের কোল' কিনা—ধূলায় হরিপ্রেমে গড়াগড়ি।

[নাম-মাহাত্ম্য।]

"নিতাই কোন রকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন। চৈতন্যদেব ব'লেছিলেন, ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য। শীঘ্র ফল না হ'তে পারে, কিন্তু কখন না কখন এর ফল হবেই হবে। যেমন কেউ বাড়ীর কার্ণিসের উপর বীজ রেখে গিয়েছিল; অনেক দিন পরে বাড়ী ভূমিসাৎ হ'য়ে গেল, তখনও সেই বীজ মাটীতে প'ড়ে গাছ হ'ল ও তার ফলও হ'ল।

মনুষ্যপ্রকৃতি ও গুণত্রয়;—ভক্তি ও গুণত্রয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যেমন সংসারীদের মধ্যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ আছে, তেমনি ভক্তিরও সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ আছে।

"সংসারীর সত্ত্বগুণ কি রকম জান? বাড়ীটী এখানে ভাঙ্গা, ওখানে ভাঙ্গা—মেরামত করে না। ঠাকুরদালানে পায়রাগুলো হাগ্‌ছে। উঠানে এখানে সেওলা প'ড়েছে, ওখানে সেওলা প'ড়েছে হুঁস নাই। আস্‌বাবগুলা পুরানো, ফিট্ ফাট্ কর্‌বার চেষ্টা নাই। কাপড় যা তাই, একখানা হ'লেই হ'লো। লোকটী খুব শান্ত, শিষ্ট, দয়ালু, অমায়িক, কারও কোনও অনিষ্ট করে না।

"সংসারীর রজোগুণের লক্ষণ আবার আছে। ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হাতে দুই তিনটা আংটী। বাড়ীর আস্‌বাব খুব ফিট্ ফাট্। ঘরের দেয়ালে (Queen's) কুইনের ছবি, রাজপুত্রের ছবি, কোন বড় মানুষের ছবি। বাড়ীটি চুণকাম্ করা যেন কোনখানে একটু দাগ নাই। নানা রকম ভাল ভাল পোষাক্। চাকরদেরও পোষাক্। এম্‌নি এম্‌নি সব।

"সংসারীর তমোগুণের লক্ষণ—নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, এই সব।

"আর ভক্তির সত্ত্ব আছে। যে ভক্তের এইরূপ সত্ত্বগুণ আছে, সে ধ্যান করে অতি গোপনে। সে হয় ত মশারির ভিতর ধ্যান করে,—সবাই জানছে ইনি শুয়ে আছেন, বুঝি রাত্রে ঘুম হয় নাই, তাই উঠ্‌তে এত দেরী হ'চ্ছে। এদিকে শরীরের উপর আদর কেবল পেট্‌চলা পর্য্যন্ত; শাকান্ন পেলেই হ'ল। খাবার ঘটা নাই। পোষাকের আড়ম্বর নাই। বাড়ীর আসবাবের জাঁকজমক নাই। আর সত্ত্বগুণী ভক্ত কখনও তোষামোদ করে ধন লয় না।

"ভক্তির রজঃ থাক্‌লে সে ভক্তের হয়তো তিলক আছে, রুদ্রাক্ষের মালা আছে। সেই মালার মধ্যে মধ্যে আবার একটী সোণার দানা (সকলের হাস্য)। যখন পূজা করে, তখন গরদের কাপড় প'রে পূজা করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ গীতা. ২।৩।

"ভক্তির তমঃ যার হয়, তার বিশ্বাস জ্বলন্ত—ঈশ্বরের কাছে সেরূপ ভক্ত জোর করে। যেন ডাকাতি ক'রে ধন কেড়ে লওয়া। 'মারো কাটো বাঁধো'। এইরূপ ডাকাত-পড়া ভাব।

ঠাকুর তাঁহার প্রেমরসাভিষিক্তকণ্ঠে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া গাহিতে লাগিলেন;—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী ব'লে আমার অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥
দান ব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে লয়।
মদনের যাগ যজ্ঞ, ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়॥
কালী নামের এত গুণ কেবা জান্‌তে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব যাঁর পঞ্চমুখে গুণ গায়॥

ঠাকুর ভাবোন্মত্ত, যেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গাহিলেন।

(নাম-মাহাত্ম্য ও পাপ।)

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে জানা যাবে গো শঙ্করী॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপানাদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক না ভাবি তিলেক, (ওমা) ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

"কি! আমি তাঁর নাম ক'রেছি—আমার আবার পাপ! আমি তাঁর

ছেলে! তাঁর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী!" এমন রোক হওয়া চাই!

"তমোগুণকে মোড় ফিরিয়ে দিলে ঈশ্বরলাভ হয়। তাঁর কাছে জোর কর, তিনি ত পর নন, তিনি ত আপনার লোক!

"আবার দেখ, এই তমোগুণকে পরের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা যায়। বৈদ্য তিন প্রকার;—উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে 'ঔষধ খেও হে,' এই কথা ব'লে চ'লে যায়, সে অধম বৈদ্য—রোগী খেলে কি না, এ খবর সে লয় না। যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক ক'রে বুঝায়—যে মিষ্ট কথাতে বলে 'ওহে ঔষধ না খেলে কেমন ক'রে ভাল হবে! লক্ষ্মীটী খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি, খাও'— সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য, রোগী কোনও মতে খেলে না দেখে, বুকে হাঁটু দিয়ে, জোর ক'রে ঔষধ খাইয়ে দেয়—সে উত্তম বৈদ্য। এইটী বৈদ্যের তমোগুণ, কিন্তু এ গুণে রোগীর মঙ্গল হয়, অপকার হয় না।

(তিন আচার্য্য।)

"বৈদ্যের মত আচার্য্যও তিন প্রকার। যে ধর্ম্ম উপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোন খবর লয় না, সে আচার্য্য অধম। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বার বার বুঝান, যাতে তারা উপদেশগুলি ধারণা কত্তে পারে, অনেক অনুনয় বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান্—তিনি মধ্যম থাকের আচার্য্য। আর যখন শিষ্যরা কোনও মতে শুনছে না দেখে, কোনও আচার্য্য জোর পর্য্যন্ত করেন, তাঁরে বলি উত্তম আচার্য্য।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

'যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'। উপনিষৎ।

[ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না।)

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার আবার সাকার। ভক্তের জন্য তিনি সাকার। যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হ'য়েছে, তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার। ভক্ত জানে, আমি একটী জিনিষ, জগৎ একটী জিনিষ। তাই ভক্তের কাছে ঈশ্বর 'ব্যক্তি' (Personal God) হ'য়ে দেখা দেন। জ্ঞানী—যেমন বেদান্তবাদী—কেবল নেতি নেতি বিচার করে। বিচার ক'রে জ্ঞানীর বোধে বোধ হয় যে, 'আমিও মিথ্যা,

জগত ও মিথ্যা—স্বপ্নবৎ।' জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে। তিনি যে কি, মুখে বল্‌তে পারে না।

"কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র—কুল কিনারা নাই—ভক্তিহিমে স্থানে স্থানে জল বরফ হ'য়ে যায়—বরফ আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তভাবে কখন কখন সাকার রূপ ধ'রে দেখা দেন। জ্ঞান সূর্য্য উঠ্‌লে, সে বরফ গলে যায়, তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্ত ব'লে বোধ হয় না—তাঁর রূপও দর্শন হয় না। কি তিনি, মুখে বলা যায় না। কে ব'ল্‌বে? যিনি ব'লবেন, তিনিই নাই, তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না।

"বিচার কর্‌তে কর্‌তে আমি টামি আর কিছুই থাকে না। যেমন প্যাঁজের প্রথমে লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তার পর সাদা পুরুখোসা ছাড়ালে, এইরূপ বরাবর ছাড়াতে ছাড়াতে ভিতরে কিন্তু খুঁজে কিছু পাওয়া যায় না।

"যেখানে নিজের 'আমি' খুঁজে পাওয়া যায় না—আর খুঁজেই বা কে?—সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ বোধে বোধ কিরূপ হয়, সে কথা কে ব'ল্‌বে। একটা লুণের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গি'ছ্‌ল। সমুদ্রে যাই নেমেছে, অমনি গলে মিশে গেল। তখন খপর কে দিবেক?

"পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ,—পূর্ণ জ্ঞান হ'লে মানুষ চুপ হয়ে যায়। তখন আমি-রূপ লুণের পুতুল সচ্চিদানন্দরূপ সাগরে গ'লে এক হয়ে যায়, আর একটুও ভেদ বুদ্ধি থাকে না।

"বিচার করা যত ক্ষণ না শেষ হয়, লোকে ফড়্ ফড়্ ক'রে তর্ক করে। শেষ হ'লে চুপ্ হ'য়ে যায়। কল্‌সী পূর্ণ হ'লে কলসীর জল পুকুরের জল এক হ'লে, আর শব্দ থাকে না। যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয়, ততক্ষণ শব্দ।

"আগেকার লোকে ব'লতো, কালাপানীতে জাহাজ গেলে আর ফেরে না।

['আমি' কিন্তু যায় না।]

"আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল" (সকলের হাস্য)। কিন্তু হাজার বিচার কর, 'আমি' যায় না। তাই তোমার আমার পক্ষে 'ভক্ত আমি' এ অভিমান ভাল।

ভক্তের পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম—অথাৎ তিনি সগুণ—একজন ব্যক্তি হয়ে, রূপ হয়ে, দেখা দেন। তিনিই প্রার্থনা শুনেন। তোমরা যে প্রার্থনা করো, তাঁকেই করো। তোমরা বেদান্তবাদী নও, জ্ঞানী নও, তোমরা ভক্ত। সাকার রূপ মানো আর না মানো, এসে যায় না। ঈশ্বর একজন ব্যক্তি ব'লে বোধ থাকৃলেই হলো, যে ব্যক্তি প্রার্থনা শুনেন, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করেন, যে ব্যক্তি

অনন্তশক্তি। ভক্তিপথেই তাঁকে সহজে পাওয়া যায়।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোহর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ গীতা, ১১, ৪৪।

[ঈশ্বর দর্শন। সাকার না নিরাকার ?]

একজন ব্রাহ্ম-ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়! ঈশ্বরকে কি দেখা যায়? যদি দেখা যায়, দেখিতে পাই না কেন ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, অবশ্য দেখা যায়—সাকার রূপ দেখা যায়, আবার অরূপ ও দেখা যায়। তা তোমায় বুঝাব কেমন ক'রে ?

ব্রাহ্মভক্ত। কি উপায়ে দেখা যেতে পারে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর জন্য কাঁদ্‌তে পার? লোকে ছেলের জন্য, স্ত্রীর জন্য, টাকার জন্য, এক ঘটী কাঁদে! কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদ্‌ছে? যতক্ষণ ছেলে চুসী নিয়ে ভুলে থাকে, মা রান্না-বান্না বাড়ীর কাজ সব করে। ছেলের যখন চুসী আর ভাল লাগে না—চুসী ফেলে চীৎকার ক'রে কাঁদে, তখন মা ভাতের হাঁড়ী নামিয়ে দুড়্ দুড়্ ক'রে এসে ছেলেকে কোলে লয়।

ব্রাহ্মভক্ত। মহাশয়! ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে এত নানা মত কেন ? কেউ বলে, সাকার, কেউ বলে, নিরাকার—আবার সাকারবাদীদের নিকট নানা-রূপের কথা শুনিতে পাই। এত গণ্ডগোল কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যে ভক্ত যেরূপ দেখে, সে সেইরূপ মনে করে, বাস্তবিক কোনও গণ্ডগোল নাই। তাঁকে কোন রকমে যদি একবার লাভ ক'র্‌তে পারা যায়, তা'হলে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। সে পাড়াতেই গেলে না,—সব খবর পাবে কেমন করে ?

"একটা গল্প শুন। একজন বাহ্যে গিছিলো। সে দেখ্‌লে যে গাছের উপর একটী জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আর একজনকে ব'ল্লে—দেখ, অমুক গাছে একটী সুন্দর লাল রঙ্গের জানোয়ার দেখে এলাম। লোকটী উত্তর ক'র্‌লে, 'আমি যখন বাহ্যে গিছিলাম, আমিও দেখিছি—তা সে লাল রঙ হ'তে যাবে কেন ? সে যে সবুজ রঙ!' আর একজন ব'ল্লে, 'না না—আমি দেখেছি হল্‌দে।' এইরূপে আরও কেউ কেউ ব'ল্লে, "না জরদা, বেগুনী,

নীল" ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক ব'সে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে ব'ল্লে, "আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটীকে বেশ জানি—তোমরা যা যা ব'লছ, সব সত্য—সে কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হল্‌দে, কখন নীল, আরও সব কত কি হয়? আবার কখন দেখি, কোনও রঙ নাই?"

"অর্থাৎ যে ব্যক্তি সদা সর্ব্বদা ঈশ্বর-চিন্তা করে, সেই জান্তে পারে, তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে, তিনি নানারূপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখা দেন—তিনি সগুণ আবার তিনি নির্গুণ। যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে, বহুরূপীর নানা রঙ—আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া ক'রে কষ্ট পায়।"

"কবীর ব'ল্‌তো, "নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা।"

"ভক্ত যে রূপটী ভালবাসে, সেইরূপে তিনি দেখা দেন—তিনি যে ভক্ত-বৎসল! পুরাণে আছে, বীরভক্ত হনুমানের জন্য তিনি রামরূপ ধ'রেছিলেন।

কালীরূপ ও শ্যামরূপের ব্যাখ্যা 'অনন্তকে'—জানা]

"বেদান্ত বিচারের কাছে রূপ্ টুপ্ উড়ে যায়। সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই—ব্রহ্ম সত্য, আর নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা। যতক্ষণ 'আমি ভক্ত' এই অভিমান থাকে, ততক্ষণই ঈশ্বরের রূপ দর্শন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Person) বলে বোধ সম্ভব হয়। বিচারের চক্ষে দেখ্‌লে ভক্তের 'আমি' অভিমান ভক্তকে একটু দূরে রেখেছে। কালীরূপ কি শ্যামরূপ চৌদ্দ পোয়া কেন? দূরে ব'লে। দূরে ব'লে সূর্য্য ছোট দেখায়। কাছে যাও—তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে, ধারণা ক'র্‌তে পার্‌বে না। আবার কালীরূপ কি শ্যামরূপ শ্যামবর্ণ কেন? সেও দূর ব'লে। যেমন দীঘির জল দূরে থেকে সবুজ, নীল বা কালবর্ণ দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে ক'রে জল তুলে দেখ, কোন রঙই নাই। আকাশ দূরে দেখ্‌লে নীলবর্ণ, কাছে দেখ, কোন রঙ নাই।

"তাই ব'লছি, বেদান্তবিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ। তাঁর কি স্বরূপ, তা মুখে বলা যায় না। কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য, ততক্ষণ জগতও সত্য, ঈশ্বরের নানারূপও সত্য। ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য।

[অনন্তকে জানা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তিপথ তোমাদের পথ। এ খুব ভাল—এ সহজ পথ।

অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানা যায়? আর তঁাকে জান্‌বারই বা কি দরকার? এই দুর্লভ মানুষজনম পেয়ে আমার দরকার তাঁর পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়।

"যদি আমার এক ঘটী জলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে, এ মাপ্‌বার আমার কি দরকার? আমি আধ বোতল মদে মাতাল হ'য়ে যাই—শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে আমার কি দরকার?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ গীতা, ৩, ১৭।

[ঈশ্বরলাভের লক্ষণ। সপ্তভূমি ও ব্রহ্মজ্ঞান।

"বেদে ব্রহ্মজ্ঞানীর নানারকম অবস্থা বর্ণনা আছে। সে পথ জ্ঞানপথ—বড় কঠিন পথ। বিষয়-বুদ্ধির—কামিনীকাঞ্চনে আসক্তির—লেশমাত্র থাক্‌লে সে জ্ঞান হয় না। এ পথ কলিযুগের পক্ষে নয়।

"এই সম্বন্ধে বেদে সপ্ত ভূমির (Planes) কথা আছে। এই সাত ভূমি মনের স্থান। যখন সংসারে মন থাকে, তখন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভি মনের স্থান। মনের তখন উর্দ্ধদৃষ্টি থাকে না—কেবল কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে। মনের চতুর্থ ভূমি হৃদয়। তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে। আর চারিদিকে জ্যোতিঃ দর্শন হয়। তখন সে ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ দেখে অবাক্ হ'য়ে বলে 'একি!' 'একি!' তখন আর নীচের দিকে (সংসারের দিকে) মন যায় না।

"মনের পঞ্চম ভূমি কণ্ঠ। মন যার কণ্ঠে উঠেছে, তার অবিদ্যা অজ্ঞান সব গিয়ে ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোন কথা শুন্‌তে বা বল্‌তে ভাল লাগে না। যদি কেউ অন্য কথা বলে, সে ব্যক্তি সেখান থেকে উঠে যায়।

"মনের ষষ্ঠ ভূমি কপাল। মন সেখানে গেলে অহর্নিশি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। তখনও একটু 'আমি' থাকে। সে ব্যক্তি সেই নিরুপম রূপ দর্শন ক'রে উন্মত্ত হ'য়ে, সেই রূপকে স্পর্শ আর আলিঙ্গন করতে যায়, কিন্তু পারে না। যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো আছে, মনে হয়, মনে হয়, এই আলো ছুঁ'লাম, কিন্তু কাঁচ ব্যবধান আছে ব'লে ছুঁতে পারা যায় না।

"শিরোদেশ সপ্তম ভূমি। সেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। কিন্তু সে অবস্থায় শরীর অধিক দিন থাকে না। সর্ব্বদা বেহুঁশ, কিছু খেতে পারে না, মুখে দুধ দিলে গড়িয়ে যায়। এই সপ্তম ভূমিতে একুশ দিনে মৃত্যু হয়।

"এই কঠিন ব্রহ্মজ্ঞানীর পথ তোমাদের নয়। তোমাদের ভক্তিপথ। ভক্তিপথ খুব ভাল আর সহজ।

[সমাধি ও কর্ম্মত্যাগ।]

"আমায় একজন ব'লেছিল, মহাশয়! আমাকে সমাধিটা শিখিয়ে দিতে পারেন? (সকলের হাস্য)।

"সমাধি হ'লে সব কর্ম্মত্যাগ হ'য়ে যায়। পূজা জপাদি কর্ম্ম, বিষয়কর্ম্ম, সব ত্যাগ হয়। প্রথমে কর্ম্মের বড় হৈ চৈ থাকে। যত ঈশ্বরের দিকে এগুবে, ততই কর্ম্মের আড়ম্বর কমে। এমন কি তাঁর নাম-গুণ-গান পর্য্যন্ত বন্ধ হ'য়ে যায়। (শিবনাথের প্রতি) যতক্ষণ তুমি সভায় আসনি, তোমার নাম, গুণ, কথা, অনেক হ'য়েছে। যাই তুমি এসে প'ড়েছ, অমনি সে সব কথা বন্ধ হ'য়ে গেল। তখন তোমার দর্শনেতেই আনন্দ। তখন লোকে বলে, 'এই যে শিবনাথ বাবু এসেছেন' তোমার বিষয়ে অন্য সব কথা বন্ধ হ'য়ে যায়।

"আমার এই অবস্থার পর গঙ্গাজলে তর্পণ কর্‌তে গিয়ে দেখি যে হাতের আঙ্গুলের ভিতর দিয়ে জল গ'লে প'ড়ে যাচ্ছে। তখন হলধারীকে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম, দাদা, আমার একি হ'ল! হলধারী ব'ল্‌লে, একে গলিত হস্ত বলে। ঈশ্বরের দর্শনের পর তর্পণাদি কর্ম্ম থাকে না।

"সঙ্কীর্ত্তনে প্রথমে বলে, 'নিতাই আমার মাতাহাতী'—'নিতাই আমার মাতাহাতী'। ভাব গাঢ় হ'লে শুধু বলে, "হাতী হাতী।" তার পর কেবল 'হাতী' এই কথাটী মুখে থাকে। শেষে 'হা' বলতে বলতে ভাব-সমাধি হয়। তখন সে ব্যক্তি এতক্ষণ কীর্ত্তন ক'র্‌ছিল, চুপ হ'য়ে যায়।

"যেমন ব্রাহ্মণভোজন প্রথমে খুব হৈ চৈ। যখন সকলে পাতা সম্মুখে ক'রে ব'স্‌ল, তখন অনেক হৈ চৈ ক'মে গেল, কেবল 'লুচি আন', 'লুচি আন' শব্দ হ'তে থাকে। তার পর যখন লুচি তরকারী খেতে আরম্ভ করে, তখন বার আনা শব্দ কমে গেছে। যখন দই এল, তখন সুপ্ সুপ্ (সকলের হাস্য)—শব্দ নাই ব'ললেও হয়। খাবার পর নিদ্রা। তখন সব চুপ।

"তাই ব'লছি, প্রথম প্রথম কর্ম্মের খুব হৈ চৈ থাকে। ঈশ্বরের পথে যত এগুবে, ততই কর্ম্ম কম্‌বে। শেষে কর্ম্মত্যাগ আর সমাধি।

"গৃহস্থের বৌ অন্তঃসত্ত্বা হ'লে শাশুড়ী কর্ম্ম কমিয়ে দেয়, দশ মাসে কর্ম্ম প্রায় ক'র্‌তে হয় না। ছেলে হ'লে একেবারে কর্ম্মত্যাগ। মা ছেলেটী নিয়ে কেবল নাড়া চাড়া করে। ঘরকন্নার কাজ শাশুড়ী, ননদ, জা, এরা করে।

[ঈশ্বরলাভ ও লোকশিক্ষা প্রদান।]

"সমাধিস্থ হ'বার পর প্রায় শরীর থাকে না। কা'র কা'র লোকশিক্ষার জন্য শরীর থাকে—যেমন নারদাদির। আর চৈতন্যদেবের মত অবতারদেব। কূপ খোঁড়া হ'য়ে গেলে, কেহ কেহ ঝুড়ি কোদাল বিদায় করে দেয়। কেউ কেউ রেখে দেয়—ভাবে, যদি পাড়ার কারু দরকার হয়। এরূপ মহাপুরুষ জীবের দুঃখে কাতর। এরা স্বার্থপর নয় যে, আপনাদের জ্ঞান হ'লেই হ'ল স্বার্থপর লোকের কথা তো জান। এখানে মোৎ ব'ল্লে মুৎবে না, পাছে তোমার উপকার হয় (সকলের হাস্য)। দু পয়সার সন্দেশ দোকান থেকে আন্‌তে দিলে চুষে চুষে এনে দেয় (সকলের হাস্য)।

"কিন্তু শক্তিবিশেষ। সামান্য আধার লোকশিক্ষা দিতে ভয় করে। হাবাতে কাঠ নিজে এক রকম ক'রে ভেসে যায়, কিন্তু একটা পাখী এসে ব'স্‌লে ডুবে যায়। কিন্তু নারদাদি বাহাদুরি কাঠ। এ কাঠ নিজেও ভেসে যায়, আবার উপরে কত মানুষ, গরু, হাতী পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ গীতা, ১১, ৪৫।

[ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা-পদ্ধতি ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য-বর্ণনা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিবনাথাদির প্রতি)। হ্যাঁগা, তোমরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অত বর্ণনা কর কেন? আমি কেশব সেনকে ঐ কথা ব'লেছিলাম। একদিন তারা সব ওখানে (কালী-বাড়ীতে) গি'ছিল। আমি ব'ল্লুম, তোমরা কি রকম lecture দাও, আমি শুন্‌বো। তা' গঙ্গার ঘাটের চাঁদনীতে সভা হ'ল, আর কেশব ব'ল্‌তে লাগ্‌ল। বেশ বল্লে; আমার, ভাব হ'য়ে গি'ছিল। পরে কেশবকে আমি বল্লুম, তুমি এগুলো এত বল কেন?—'হে ঈশ্বর, তুমি কি সুন্দর ফুল করিয়াছ, তুমি আকাশ করিয়াছ, তুমি তারা করিয়াছ, তুমি সমুদ্র করিয়াছ,' এই সব? যারা নিজে ঐশ্বর্য্য ভালবাসে, তারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা ক'র্‌তে ভালবাসে। যখন রাধাকান্তের গয়না চুরী গেল, সেজ বাবু (রাসমণির জামাই) রাধাকান্তের মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে ব'ল্‌তে লাগ্‌ল, 'ছি ঠাকুর! তুমি তোমার গয়না রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লে না!' আমি সেজ বাবুকে ব'ল্লুম, "ও

তোমার কি বুদ্ধি! স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর দাসী, পদসেবা করেন, তাঁর কি ঐশ্বর্য্যের অভাব! এ গয়না তোমার পক্ষেই ভারি একটা জিনিস, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে কতকগুলো মাটীর ড্যালা। ছি অমন হীনবুদ্ধির কথা বল্‌তে নাই, তুমি কি ঐশ্বর্য্য তাঁকে দিতে পার?' তাই বলি যাকে নিয়ে আনন্দ হয়, তাকেই লোকে চায়, তার বাড়ী কোথায়, ক'খানা বাড়ী, ক'টা বাগান, কত ধন জন দাস দাসী এর খবরে কাজ কি? নরেন্দ্রকে যখন দেখি, তখন আমি সব ভুলে যাই। তার কোথা বাড়ী, তার বাবা কি করে, তার কটী ভাই, এ সব কথা এক দিন ভুলেও জিজ্ঞাসা করি নাই। ঈশ্বরের মাধুর্য্যরসে ডুবে যাও। তাঁর অনন্ত সৃষ্টি! অনন্ত ঐশ্বর্য্য! অত খবরে আমাদের কাজ কি!

আবার সই গন্ধর্ব্বনিন্দিত কণ্ঠে সেই মধুরিমাপূর্ণ গান।

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজ্‌লে পাবি রে প্রেম রত্নধন॥
খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্‌লে পাবি হৃদয়-মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতী, জ্বল্‌বে সদা অনুক্ষণ।
ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন্ জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

"তবে দর্শনের পর ভক্তের ইচ্ছা হয়, তাঁর লীলা কি, দেখি। রামচন্দ্র রাবণবধের পর রাক্ষসপুরী প্রবেশ ক'ল্লেন; বুড়ী নিকষা দৌড়ে পালাতে লাগ্‌ল। লক্ষ্মণ ব'ল্লেন, 'রাম! একি বলুন দেখি, এই নিকষা এত বুড়ী, কত পুত্রশোক পেয়েছে—তার এত প্রাণের ভয়, পালাচ্ছে!' রামচন্দ্র নিকষাকে অভয়দান ক'রে সম্মুখে আনিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে, নিকষা ব'ল্লে, রাম এত দিন বেঁচে আছি ব'লে তোমার এত লীলা দেখ্‌লাম, তাই আরও বাঁচবার সাধ আছে। তোমার আরো কত লীলা দেখবো (সকলের হাস্য)।

(শিবনাথের প্রতি) "তোমাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে। শুদ্ধাত্মাদের না দেখ্‌লে কি নিয়ে থাক্‌ব? শুদ্ধাত্মাদের পূর্ব্বজন্মের বন্ধু ব'লে বোধ হয়।

[জন্মান্তর।*]

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, মহাশয়! আপনি জন্মান্তর মানেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, আমি শুনেছি, জন্মান্তর আছে। ঈশ্বরের কার্য্য আমরা

* বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহংবেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ গীতা, ৪, ৫

ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি বুঝ্‌বো? অনেকে ব'লে গেছে, তাই অবিশ্বাস কর্‌তে পারি না। ভীষ্মদেব দেহ ত্যাগ ক'র্‌বেন, শরশয্যায় শুয়ে আছেন, পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সব দাঁড়িয়ে। তাঁরা দেখ্‌লেন যে, ভীষ্মদেবের চক্ষু দিয়ে জল প'ড়্‌ছে। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ব'ল্লেন, ভাই, কি আশ্চর্য্য! পিতামহ, যিনি স্বয়ং ভীষ্মদেব, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানী, অষ্টবসুর এক বসু, তিনিও দেহত্যাগের সময় মায়াতে কাঁদ্‌চেন! শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবকে এ কথা বলাতে তিনি ব'ল্লেন, "কৃষ্ণ! তুমি বেশ জান, আমি সে জন্য কাঁদ্‌চি না। যখন ভাবচি যে, যে পাণ্ডবদের স্বয়ং ভগবান্ নিজে সারথী, তাদেরও দুঃখের, বিপদের, শেষ নাই, তখন এই মনে ক'রে কাঁদ্‌চি যে, ভগবানের কার্য্য কিছুই বুঝতে পার্‌লাম না।"

[কীর্ত্তনানন্দে—ভক্তসঙ্গে।]

সমাজগৃহে এইবার সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হইল। প্রায় রাত্রি সাড়ে আটটা হইয়াছে। সন্ধ্যার চার পাঁচ দণ্ডের পর রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী হইল। উদ্যানের বৃক্ষরাজি লতা পল্লব শরচ্চন্দ্রের বিমল কিরণে যেন ভাসিতে লাগিল। এদিকে সমাজগৃহে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মভক্তেরা খোল করতালি লইয়া তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে লাগিলেন। সকলেই ভাবে মত্ত, যেন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। হরিনামের রোল উত্তরোত্তর উঠিতে লাগিল। চারিদিকে গ্রামবাসীরা হরিনাম শুনিতে পাইল, আর মনে মনে উদ্যানস্বামী ভক্ত বেণীমাধবকে কতই ধন্যবাদ দিতে লাগিল!

কীর্ত্তনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হইয়া জগন্মাতাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন আর প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 'ভাগবতভক্তভগবান্, জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম, নিরাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম, আগেকার ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম, ব্রাহ্মসমাজের ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম।' বেণীমাধব নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য আয়োজন করিয়াছিলেন ও সমবেত সকল ভক্তকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও ভক্তসঙ্গে বসিয়া আনন্দ করিতে করিতে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ খণ্ড।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তের প্রতি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ গীতা, ২, ২০।

[শরীরত্যাগ না আত্মহত্যা ?]

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ভগবান্ রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে তিন চারিটী ব্রাহ্মভক্ত। অগ্রহায়ণ, শুক্লাচতুর্থী তিথি। বৃহস্পতিবার, ইংরাজী ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ। পরমহংসদেবের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত বলরামের সহিত ইঁহারা নৌকা করিয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নকালে সবে একটু বিশ্রাম করিতেছেন। রবিবারেই বেশী লোকসমাগম হয়। যে সকল ভক্তেরা একান্তে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে চান, তাঁহারা প্রায় অন্য দিনেই আসেন।

পরমহংসদেব তক্তাপোসের উপর উপবিষ্ট। বিজয়, বলরাম, মাষ্টার ও অন্যান্য ভক্তেরা, পশ্চিমাস্য হইয়া তাঁহার দিকে মুখ করিয়া কেহ মাদুরের উপর, কেহ শুধু মেজের উপর, বসিয়া আছেন। তাঁহারা ঘরের পশ্চিম দিকের দ্বারমধ্য দিয়া ভাগীরথী দর্শন করিতেছিলেন। শীতকালের স্থিরা স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথী। দ্বারের পরই পশ্চিমের অর্দ্ধমণ্ডলাকার বারাণ্ডা, তৎপরেই পুষ্পোদ্যান, তার পর পোস্তা। পোস্তার পশ্চিম গায়ে পুণ্যসলিলা কলুষহারিণী গঙ্গা, যেন ঈশ্বর-মন্দিরের পাদমূল আনন্দে ধৌত করিতে করিতে যাইতেছেন।

শীতকাল, তাই সকলের গায়ে গরম কাপড়। বিজয় শূলবেদনায় দারুণ যন্ত্রণা পান ; তাই সঙ্গে শিশি করিয়া ঔষধ আনিয়াছেন—ঔষধ সেবনের সময় হইলে খাইবেন। বিজয় এখনও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন বেতনভোগী আচার্য্য। সমাজের বেদীর উপর বসিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিতে হয়। তবে এখন সমাজের সহিত নানা বিষয়ে মতভেদ হইতেছে। কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন, কি করেন—স্বাধীন ভাবে কথাবার্ত্তা বা কার্য্য করিতে পারেন না। বিজয় অতি পবিত্র বংশে—অদ্বৈত গোস্বামীর বংশে—জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বৈত গোস্বামী জ্ঞানী ছিলেন—নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তা করিতেন ; আবার ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি ভগবান চৈতন্যদেবের একজন প্রধান পার্ষদ—হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেন—এত আত্মহারা হইতেন যে, নৃত্য করিতে করিতে পরিধানবস্ত্র খসিয়া যাইত। বিজয়ও ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন—নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তা করেন ; কিন্তু মহাভক্ত পূর্ব্বপুরুষ শ্রীঅদ্বৈতের শোণিত ধমনীমধ্যে প্রবাহিত হইতেছিল ; শরীরমধ্যস্থিত হরিপ্রেমের বীজ এখন প্রকাশোন্মুখ—কেবল কাল প্রতীক্ষা করিতেছে। তাই তিনি ভগবান্ রামকৃষ্ণের দেবদুর্ল্লভ হরিপ্রেমে 'গর্গর মাতোয়ারা' অবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। মন্ত্রমুগ্ধ সর্প যেমন ফণা ধরিয়া সাপুড়ের কাছে বসিয়া থাকে, বিজয়ও পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত ভাগবত শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট বসিয়া থাকেন। আবার যখন তিনি হরিপ্রেমে বালকের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকেন, বিজয়ও তাঁহার সঙ্গে নাচিতে থাকেন।

একটী ছোক্‌রা, এঁড়েদয়ে বাড়ী, গলায় ক্ষুর দিয়া শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। আজ প্রথমে তাঁহারই কথা হইতেছিল। ছোক্‌রাটীর নাম বিষ্ণু।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়, মাষ্টার ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)। দেখ, এই ছেলেটী শরীর ত্যাগ ক'রেছে শুনলুম, তাই মনটা খারাপ হ'য়ে র'য়েছে। এখানে আস্‌তো, স্কুলে প'ড়্‌তো, কিন্তু ব'ল্‌তো—সংসার ভাল লাগে না। পশ্চিমে গিয়ে কোন আত্মীয়ের কাছে কিছু দিন ছিল—সেখানে নির্জ্জনে, মাঠে, বনে, পাহাড়ে, সর্ব্বদা ব'সে ধ্যান ক'রতো। ব'লেছিল যে, কত কি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করি।

"বোধ হয়—শেষ জন্ম। পূর্ব্বজন্মে অনেক কাজ করা ছিল। একটু বাকী ছিল, সেইটুকু বুঝি এবার হ'য়ে গেল।

"পূর্ব্বজন্মের সংস্কার মান্‌তে হয়। শুনেছি—একজন শব-সাধন ক'র্‌ছিল,

গভীর বনে ভগবতীর আরাধনা ক'র্‌ছিল কিন্তু সে অনেক বিভীষিকা দেখ্‌তে লাগ্‌লো; শেষে তাকে বাঘে নিয়ে গেল। আর একজন, বাঘের ভয়ে, নিকটে একটা গাছের উপর উঠেছিল। সে, শব আর অন্যান্য পূজার উপকরণ তৈয়ার দেখে, নেমে এসে আচমন ক'রে শবের উপর ব'সে গেল। একটু জপ ক'রতে ক'রতে, মা সাক্ষাৎকার হ'লেন ও ব'ল্লেন—'আমি তোমার উপর প্রসন্ন হ'য়েছি, তুমি বর নাও।' সে মার পাদপদ্মে প্রণত হ'য়ে ব'ল্লে—'মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার কাণ্ড দেখে অবাক্ হ'য়েছি। সে ব্যক্তি, এত খেটে, এত আয়োজন ক'রে, এতদিন ধ'রে তোমার সাধন ক'র্‌ছিল, তাকে তোমার দয়া হ'লো না! আর আমি, কিছু জানি না, শুনি না, ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, আমার উপর এত কৃপা হ'লো!' ভগবতী হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্লেন,—'বাছা! তোমার জন্মান্তরের কথা স্মরণ নাই, তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্যা করেছিলে, সেই সাধনবলে তোমার এরূপ জোটুপাটু হ'য়েছে, তাই আমার দর্শন পেলে। এখন বল, কি বর চাও?'

[মুক্তপুরুষ ও শরীরত্যাগ।]

একজন ভক্ত। আত্মহত্যা ক'রেছে শুনে ভয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আত্মহত্যা করা মহাপাপ, ফিরে ফিরে সংসারে আস্‌তে হবে, আর এই সংসার যন্ত্রণা ভোগ ক'রতে হবে।

"তবে যদি ঈশ্বরের দর্শন হ'য়ে কেউ শরীর ত্যাগ করে, তাকে আত্মহত্যা বলে না। সে শরীরত্যাগে দোষ নাই। জ্ঞানলাভের পর কেউ কেউ শরীর ত্যাগ করে। যখন সোণার প্রতিমা একবার মাটীর ছাঁচে ঢালাই হয়, তখন মাটীর ছাঁচ রাখ্‌তেও পার, আবার ভেঙ্গে ফেল্‌তেও পার।

"অনেক বছর আগে বরাহনগর থেকে একটী ছোকরা আস্‌তো—উমের কুড়ি বছর হ'বে। যখন এখানে আস্‌তো, তখন এত ভাব হ'তো, যে হৃদয়কে ধ'রতে হ'তো—পাছে প'ড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙ্গে যায়। সে ছোক্‌রা একদিন ব'ললে—আর আমি আস্‌তে পারবো না—তবে আমি চ'ল্লুম। কিছু দিন পরে শুন্‌লুম যে, সে শরীর ত্যাগ ক'রেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্। গীতা ৯, ৩৩।

[মুক্তির ব্যাঘাত—কামিনীকাঞ্চন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। "জীব চার থাক ব'লেছে—(১) বদ্ধজীব, (২) মুমুক্ষুজীব, (৩) মুক্তজীব, (৪) নিত্যজীব।

"সংসার যেন জালের স্বরূপ, জীব যেন মাছ, ঈশ্বর (যাঁর মায়া এই সংসার) তিনি যেন জেলে। জেলের জালে যখন মাছ পড়ে, কতকগুলো মাছ জাল ছিঁড়ে পালাবার চেষ্টা করে, অর্থাৎ মুক্ত হবার চেষ্টা করে। এদের মুমুক্ষু-জীব বলা যায়। যারা পালাবার চেষ্টা ক'রছে, তারা সকলেই পালাতে পারে না। দু চারটা মাছ ধপাঙ্ শব্দ ক'রে পালায়। তখন লোকেরা বলে,—'ঐ মাছটা বড় পালিয়ে গেল!' এই দু'চারটা লোক—মুক্তজীব। কতকগুলি মাছ স্বভাবতঃ এত সাবধান যে, কখনও জালে পড়ে না। নারদাদি নিত্যজীব কখনও সংসার-জালে পড়ে না। কিন্তু অধিকাংশ মাছ জালে পড়ে, অথচ এ বোধ নাই যে, জালে প'ড়েছে, ম'রতে হবে। তারা, জালে প'ড়েই জাল শুদ্ধ চোঁচা দৌড় মারে ও একেবারে পাঁকে গিয়ে শরীর লুকাবার চেষ্টা করে। পালাবার কোন চেষ্টা নাই, বরং আরও পাঁকে গিয়ে পড়ে। এরাই বদ্ধজীব। জালে এরা রয়েছে, কিন্তু মনে করে—আমরা হেথায় বেশ আছি। বদ্ধজীব, সংসারে—অর্থাৎ কামিনী কাঞ্চনে—আসক্ত হ'য়ে আছে; কলঙ্ক-সাগরে মগ্ন হ'য়ে র'য়েছে; কিন্তু মনে করে যে বেশ আছি। যারা মুমুক্ষু বা মুক্ত, সংসার তাদের পাতকুয়া বোধ হয়; ভাল লাগে না, তাই কেউ কেউ জ্ঞান লাভের পর, ভগবান্ লাভের পর, শরীর ত্যাগ করে। কিন্তু সে রকম শরীর ত্যাগ, অনেক দূরের কথা।

[বদ্ধজীবের লক্ষণ।

"বদ্ধজীবের—সংসারী জীবের—কোন মতে হুঁস আর হয় না। এত দুঃখ, এত দাগা পায়, এত বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য হয় না।

"উট্ কাঁটাঘাস বড় ভালবাসে। কিন্তু যত খায়, মুখ দিয়ে রক্ত দর্-দর্ ক'রে পড়ে; তবুও সেই কাঁটা ঘাসই খাবে, ছাড়বে না! সংসারী-লোক এত শোক-তাপ পায়, তবু কিছু দিনের পর যেমন তেমনি। স্ত্রী ম'রে গেল— কি অসতী হ'লো,—তবু আবার বিয়ে ক'রবে! ছেলে ম'রে গেল, কত শোক পেলে, কিন্তু কিছু দিন পরেই সব ভুলে গেল! সেই ছেলের মা, যে শোকে

অধীর হ'য়েছিল, আবার কিছুদিন পরে চুল বাঁধ্‌লো, গয়না প'র্‌লো। এ রকম লোক মেয়ের বিয়েতে সর্ব্বস্বান্ত হয়, আবার বছরে বছরে তাদের মেয়ে ছেলেও হয়। মোকদ্দমা ক'রে সর্ব্বস্বান্ত হয়, আবার মোকদ্দমা করে। যা ছেলে হ'য়েছে, তাদেরই খাওয়াতে পারে না, পড়াতে পারে না, ভাল ঘরে রাখ্‌তে পারে না, আবার বছরে বছরে ছেলে হয়।

"আবার কখনও কখনও যেন সাপে ছুঁচো গেলা হয়। গিল্‌তেও পারে না, আবার উগ্‌রাতেও পারে না। বদ্ধজীব হয় ত বুঝ্‌ছে যে সংসারে কিছুই সার নাই; আমড়ার কেবল আঁটী আর চামড়া। তবু ছাড়্‌তে পারে না। তবুও ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারে না।

"কেশব সেনের এক জন আত্মীয়—পঞ্চাশ বছর বয়স—দেখি তাস্‌ খেল্‌ছে যেন ঈশ্বরের নাম ক'রবার সময় হয় নাই।

"বদ্ধজীবের আর একটী লক্ষণ আছে। তাকে যদি সংসার থেকে সরিয়ে ভাল জায়গায় রাখা যায়, তা হ'লে হেদিয়ে হেদিয়ে মারা যাবে। বিষ্ঠার পোকার বিষ্ঠাতেই বেশ আনন্দ। ঐতেই বেশ হৃষ্ট পুষ্ট হয়। যদি সেই পোকাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখ, তাহ'লে ম'রে যাবে। (সকলে স্তব্ধ)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্‌।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥ গীতা, ৬, ৩৫।

[তীব্রবৈরাগ্য।]

বিজয়। বদ্ধজীবের মনের কি অবস্থা হ'লে মুক্তি হ'তে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরের কৃপায় তীব্রবৈরাগ্য হ'লে এই কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি থেকে নিস্তার হ'তে পারে। তীব্রবৈরাগ্য কা'কে বলে? হচ্ছে, হবে, ঈশ্বরের নাম করা যাক্‌; এ সব মন্দ বৈরাগ্য। যার তীব্র বৈরাগ্য, তার প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল; মার প্রাণ যেমন পেটের ছেলের জন্য ব্যাকুল। যার তীব্র বৈরাগ্য, সে ভগবান্‌ বৈ আর কিছু চায় না; সংসারকে পাতকুয়া দেখে; মনে হয়, বুঝি ডুবে গেলুম। আত্মীয়দের কাল সাপ্‌ দেখে, কাছ থেকে পলাতে ইচ্ছা হয়; আর পালায় ও। 'বাড়ীর বন্দোবস্ত করি, তার পর ঈশ্বর চিন্তা ক'রবো,' একথা ভাবেই না। ভিতরে খুব রোক্‌!

"তীব্রবৈরাগ্য কাকে বলে, একটা গল্প শোনো। এক দেশে অনাবৃষ্টি হ'য়েছে। চাষারা সব খানা কেটে দূর থেকে জল আন্‌ছে। এক জন চাষার

খুব রোক্ আছে ; সে এক দিন প্রতিজ্ঞা ক'রলে, যতক্ষণ না জল আসে, খানার সঙ্গে আর নদীর সঙ্গে এক হয়, ততক্ষণ খানা খুঁড়ে যাবে। এদিকে স্নান করবার বেলা হ'লো। গৃহিণী মেয়ের হাতে তেল পাঠিয়ে দিল। মেয়ে বল্লে— 'বাবা! বেলা হ'য়েছে, তেল মেখে নেয়ে ফেল।' সে ব'ল্লে 'তুই যা, আমার এখন কাজ আছে।' বেলা ছুই প্রহর একটা হ'লো, তখনও চাষা মাঠে কাজ ক'চ্ছে। স্নান করার নামটী নাই। তার স্ত্রী তখন মাঠে এসে ব'ল্লে, 'এখনও নাও নাই কেন? ভাত জুড়িয়ে গেল, তোমার যে সবই বাড়াবাড়ি। না হয় কাল ক'র্‌বে, কি খেয়ে দেয়েই ক'র্‌বে!' গালাগালি দিয়ে চাষা, কোদাল হাতে ক'রে তাকে তাড়া কল্লে ; আর বল্লে, তোর আক্কেল নাই? বৃষ্টি হয় নাই! চাষ বাস কিছুই হলো না, এবার ছেলেপুলে কি খাবে? না খেয়ে সব মারা যাবি! আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, মাঠে আজ জল আন্‌বো, তবে নাওয়া খাওয়ার কথা কবো।' স্ত্রী গতিক দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল। চাষা সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রে, সন্ধ্যার সময় খানার সঙ্গে নদীর যোগ ক'রে দিল। তখন একধারে ব'সে দেখ্‌তে লাগলো যে, নদীর জল মাঠে কুল্‌কুল্ ক'রে আস্‌ছে। তার মন তখন শান্ত আর আনন্দে পূর্ণ হ'লো। বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে ব'ল্লে 'নে, এখন তেল দে, আর একটু তামাক সাজ।' তার পর নিশ্চিন্ত হ'য়ে নেয়ে খেয়ে, সুখে ভোঁস্ ভোঁস্ ক'রে নিদ্রা যেতে লাগলো! এই রোক্—তীব্র বৈরাগ্যের উপমা।

"আর একজন চাষা সেও মাঠে জল আন্‌ছিল। তার স্ত্রী যখন গেল আর বল্লে, 'অনেক বেলা হয়েছে, এখন এস, অত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই;' তখন সে, বেশী উচ্চবাচ্য না ক'রে, কোদাল রেখে স্ত্রীকে ব'ল্লে—'তুই যখন বল্‌ছিস্ তা চল্' (সকলের হাস্য)। সে চাষার আর মাঠে জল আনা হ'লো না! এটী মন্দ বৈরাগ্যের উপমা। খুব রোক্ না হ'লে, চাষার যেমন মাঠে জল আসে না, সেইরূপ মানুষের ঈশ্বরলাভ হয় না

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ গীতা, ২, ৭০।

দাসত্ব ও 'কামিনী'।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। আগে অত আস্‌তে; এখন আ'স না কেন?

বিজয়। এখানে আস্‌বার খুব ইচ্ছা, কিন্তু আমি স্বাধীন নই, সমাজের কাজ স্বীকার ক'রেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। কামিনী-কাঞ্চনে জীবকে বদ্ধ করে, জীবের স্বাধীনতা যায়। কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার। তার জন্য পরের দাসত্ব ক'র্‌তে হয়। স্বাধীনতা চ'লে যায়। তোমার মনের মত কাজ ক'র্‌তে পার না।

"জয়পুরে গোবিন্‌জীর পূজারীরা প্রথম প্রথম বিবাহ করে নাই। তখন খুব তেজস্বী ছিল। রাজা একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তা তারা যায় নাই। ব'লেছিল—'রাজাকে আস্‌তে বল।' তার পর রাজা ও পাঁচজনে, তাদের বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখন রাজার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য, আর কাহারও ডাক্‌তে হ'লো না। নিজে নিজেই গিয়ে উপস্থিত। মহারাজ, আশীর্ব্বাদ ক'র্‌তে এসেছি, এই নির্ম্মাল্য এনেছি, ধারণ করুন্‌।' কাজে কাজেই আস্‌তে হয়; আজ ঘর তুলতে হবে, আজ ছেলের অন্নপ্রাশন, আজ হাতে খড়ি, এই সব।

" 'বারশো ন্যাড়া আর তেরশো নেড়ী তার সাক্ষী উদম সাঁড়ী' এ গল্পতো জান। নিত্যানন্দ গোস্বামীর ছেলে বীরভদ্রের তেরশো ন্যাড়া শিষ্য ছিল। তারা যখন সিদ্ধ হ'য়ে গেল, তখন বীরভদ্রের ভয় হ'লো। তিনি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, 'এরা সিদ্ধ হ'লো; লোক্‌কে যা বল্‌বে তাই ফল্‌বে; যে দিক দিয়ে যাবে, সেই দিকেই ভয়; কেন না, লোক না জেনে যদি অপরাধ করে, তাদের অনিষ্ট হবে'। এই ভেবে, বীরভদ্র তাদের ডেকে ব'ল্লেন,—তোমরা গঙ্গায় গিয়ে সন্ধ্যা আহ্নিক ক'রে এস। ন্যাড়াদের এত তেজ যে, ধ্যান ক'র্‌তে ক'র্‌তে সমাধি হ'লো। কখন্‌ জোয়ার মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে, হুঁস নাই। আবার ভাঁটা প'ড়ছে, তবু ধ্যান ভাঙ্গে না। তেরশোর মধ্যে একশো বুঝেছিল—বীরভদ্র কি ব'লবেন। গুরুর বাক্য লঙ্ঘন ক'রতে নাই, তাই তারা স'রে প'ড়লো, আর বীরভদ্রের সঙ্গে দেখা ক'ল্লে না। বাকী বারশো দেখা ক'রলে। বীরভদ্র ব'ল্লেন, 'এই তেরশো নেড়ী তোমাদের সেবা ক'র্‌বে। তোমরা এদের বিয়ে কর।' ওরা ব'ল্লে, 'যে আজ্ঞা; কিন্তু আমাদের মধ্যে একশো জন কোথায় চলে গেছে।' ঐ বারশোর এখন প্রত্যেকের সেবাদাসী সঙ্গে থাক্‌তে লাগ্‌লো। তখন আর সে তেজ নাই, সে তপস্যার বল নাই। মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকাতে আর সে বল রইল না; কেন না, সে সঙ্গে স্বাধীনতা লোপ হ'য়ে যায়। (বিজয়ের প্রতি) তোমরা নিজে নিজে তো দেখ্‌ছো, পরের কর্ম্ম স্বীকার ক'রে কি হ'য়ে র'য়েছ! আর দেখ, অত পাশকরা, কত ইংরাজি পড়া পণ্ডিত,

সাহেবের চাকরী স্বীকার ক'রে, তাদের বুট জুতোর গোঁজা দুবেলা খায়। এর কারণ কেবল "কামিনী"। বিয়ে ক'রে নদের হাট বসিয়ে এখন আর হাট তোলবার যো নাই! তাই অত অপমান বোধ। অত দাসত্বের যন্ত্রণা!

[ঈশ্বর লাভের পর কামিনীকাঞ্চন।]

"যদি একবার এই রূপ তীব্রবৈরাগ্য হ'য়ে ঈশ্বরলাভ হয়, তা হ'লে আর মেয়েমানুষে আসক্তি থাকে না, ঘরে থাক্‌লেও মেয়েমানুষে আসক্তি থাকে না— তাদের ভয় থাকে না। যদি একটা চুমুক পাথর খুব বড় হয়, আর একটা সামান্য হয়, তা'হলে লোহাকে কোন্‌টা টেনে লবে? বড়টাই টেনে লেবে। ঈশ্বর বড় চুমুক পাথর, তাঁর কাছে কামিনী ছোট চুমুক পাথর। কামিনী কি ক'র্‌বে?

একজন ভক্ত। মহাশয়। মেয়েমানুষকে কি ঘৃণা ক'র্‌বো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যিনি ঈশ্বরলাভ ক'রেছেন, তিনি কামিনীকে আর অন্য চক্ষে দেখেন না যে, ভয় হবে। তিনি ঠিক দেখেন যে, মেয়েরা মা ব্রহ্মময়ীর অংশ, আর মা ব'লে তাই সকলকে পূজা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। তুমি মাঝে মাঝে আস্‌বে, তোমাকে দেখ্‌তে বড় ইচ্ছা করে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[গুরু কে? আদেশ-বাদ ও অধিকারী নির্ণয়।]

বিজয়। ব্রাহ্মসমাজের কাজ ক'র্‌তে হয়, তাই সদা সর্ব্বদা আস্‌তে পারি না; সুবিধা হ'লেই আস্‌বো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। দেখ, আচার্য্যের কাজ বড় কঠিন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ ব্যতিরেকে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না।

"যদি আদেশ না পেয়ে উপদেশ দাও, লোকে শুন্‌বে না। সে উপদেশের কোন শক্তি নাই। আগে সাধন ক'রে, বা যে কোন রূপে হোক, ঈশ্বরকে লাভ ক'রতে হয়। তাঁর আদেশ পেয়ে লেক্‌চার দিতে হয়।

"ও দেশে একটী পুকুর আছে, নাম হালদারপুকুর। তার পাড়ে রোজ লোকে বাহ্যে ক'রে রাখ্‌তো। সকালে যারা ঘাটে আস্‌তো, তারা তাদের গালাগালি দিয়ে খুব গোলমাল ক'র্‌তো। গালাগালে কোন কাজ হতো না—আবার তার পর দিন পাড়েতেই বাহ্যে! শেষে কোম্পানীর চাপরাসী এসে নোটিস

টাঙ্গিয়ে দিল যে, 'এখানে কেউ ওরূপ কাজ ক'র্‌তে পার্‌বে না; যদি করে, শাস্তি হবে।' এই নোটিসের পর আর কেউ পাড়ে বাহ্যে ক'র্‌তো না। (হাস্য।)

"তাঁর আদেশের পর যেখানে সেখানে আচার্য্য হওয়া যায় ও লেক্‌চার (Lecture) দেওয়া যায়। যে তাঁর আদেশ পায়, সে তাঁর কাছ থেকে শক্তি পায়! তখন এই কঠিন আচার্য্যের কর্ম্ম ক'র্‌তে পারে।

"এক জন বড় জমিদারের সঙ্গে একজন সামান্য প্রজা বড় আদালতে মোকদ্দমা ক'রেছিল। তখন লোকে বুঝেছিল যে, ঐ প্রজার পেছনে এক জন বলবান্ লোক আছে। হয়তো আর একজন বড় জমিদার তার পেছনে থেকে মোকদ্দমা চালাচ্ছে। মানুষ সামান্য জীব, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ শক্তি না পেলে আচার্য্যের এমন কঠিন কাজ ক'রতে পারে না।

বিজয়। মহাশয়! ব্রাহ্ম সমাজে যে উপদেশাদি হয়, তাতে কি লোকের পরিত্রাণ হয় না?

[সচ্চিদানন্দ গুরু ও মুক্তি।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। মানুষের কি সাধ্য যে, অপর কে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে! যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া, তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত ক'রতে পারেন। সচ্চিদানন্দ গুরু বই আর গতি নাই। যারা ঈশ্বরলাভ করে নাই, যারা তাঁর আদেশ পায় নাই, যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান্ হয় নাই, তাদের কি সাধ্য যে, জীবের ভববন্ধন মোচন করে!

"আমি একদিন পঞ্চবটীর* কাছ দিয়ে ঝাউতলায় বাহ্যে যাচ্ছিলাম, শুনে গেলুম যে, একটা কোলা ব্যাঙ খুব ডাক্‌ছে। বোধ হ'লো সাপে ধরেছে। অনেক ক্ষণ পরে যখন ফিরে আস্‌ছি, তখনও দেখি, ব্যাঙটা খুব ডাক্‌ছে। একবার উঁকি মেরে দেখ্‌লুম, কি হ'য়েছে। দেখি যে, একটা ঢোঁড়ায় ব্যাঙটাকে ধ'রেছে—ছাড়্‌তেও পার্‌ছে না গিলতেও পারছে না, ব্যাঙটার যন্ত্রণা ঘুচ্‌ছে না। তখন ভাবলাম, ওরে! যদি জাত সাপে ধ'রতো, তাহ'লে তিন ডাকের পর ব্যাঙটা চুপ হ'য়ে যেতো; এ একটা ঢোঁড়ায় ধ'রেছে কি না, তাই সাপটারও যন্ত্রণা, ব্যাঙটারও যন্ত্রণা!

"যদি সদ্‌গুরু হয়, তাহ'লে জীবের অহংকার তিন ডাকে ঘুচে যায়। গুরু কাঁচা হ'লে গুরুরও যন্ত্রণা শিষ্যেরও যন্ত্রণা। শিষ্যের অহংকার আর ঘুচে না, সংসার-বন্ধন আর কাটে না। কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়্‌লে শিষ্য মুক্ত হয় না।

* দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির কালীবাড়ীর ভিতরে পঞ্চবটী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে। গীতা।

[মুক্তি বা ঈশ্বর লাভের উপায়।]

বিজয়। মহাশয়! কেন আমরা এরূপ বদ্ধ হ'য়ে আছি? কেন ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পাই না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ ক'রে রেখেছে। "আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।" যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্ত্তা' এই বোধ হ'য়ে গেল, তা হ'লে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হ'য়ে গেল! তার আর ভয় নাই।

"এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্য্যকে দেখা যায় না,—মেঘ সরে গেলেই সূর্য্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় একবার অহংবুদ্ধি যায়, তাহ'লে ঈশ্বর দর্শন হয়।

"আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র, যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর; মধ্যে সীতারূপিনী মায়া ব্যবধান আছে ব'লে, লক্ষ্মণরূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পান নাই।

"এই দেখ, আমি এই গাম্‌ছাখানা দিয়ে মুখের সাম্‌নে আড়াল্ ক'রছি। আর আমায় দেখতে পা'রছ না। তবু আমি এত কাছে। সেইরূপ ভগবান্ সকলের চেয়ে কাছে, তবু এই মায়া-আবরণের দরুণ তাঁকে দেখতে পা'রছ না।

"জীব তো সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। কিন্তু এই মায়া বা অহংকারে তাদের সব নানা উপাধি হ'য়ে প'ড়েছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে।

"এক একটী উপাধি হয়, আর জীবের স্বভাব বদ্‌লে যায়। যে কালাপেড়ে কাপড় প'রে আছে, অমনি দেখবে, তার নিধুর টপ্পার তান এসে জোটে; আর তাস খেলা, বেড়াতে যাবার সময় হাতে ছড়ী (stick), এই সব এসে জোটে। রোগা লোকও যদি বুট জুতা পরে, সে অমনি সিস্ দিতে আরম্ভ করে, আর সিঁড়ি উঠবার সময় সাহেবদের মত লাফিয়ে উঠ্‌তে থাকে। মানুষের হাতে যদি কলম থাকে, এমনি কলমের গুণ যে, সে অমনি একটা কাগজ টাগজ পেলেই তার উপর ফ্যাস্ ফ্যাস্ করে টান্ দিতে থাক্‌বে।

"টাকাও একটী বিলক্ষণ উপাধি। টাকা হ'লেই মানুষ আর এক রকম হ'য়ে যায়; আর সে মানুষ থাকে না।

"এখানে একজন ব্রাহ্মণ আসা যাওয়া ক'র্‌তো। সে বাহিরে বেশ বিনয়ী ছিল। কিছু দিন পরে আমরা কোন্নগরে গেছ্‌লুম। হৃদে সঙ্গে ছিল। নৌকা

থেকে যাই নাম্‌ছি, দেখি সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে ব'সে আছে। বোধ হয়, হাওয়া খাচ্ছিল। আমাদের দেখে ব'ল্‌ছে, 'কি ঠাকুর? বলি—আছ কেমন?' তার কথার স্বর শুনে আমি হৃদেকে বল্লুম, 'ওরে হৃদে! এ লোকটার টাকা হ'য়েছে, তাই এই রকম কথা।' হৃদে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

"একটা ব্যাঙের একটা টাকা ছিল। তার গর্ত্তে টাকাটা ছিল। একটা হাতী সেই গর্ত্ত ডিঙ্গিয়ে গিছিল, তখন ব্যাঙটা বেরিয়ে এসে খুব রাগ করে হাতীকে লাথী দেখাতে লাগল, আর ব'ল্লে, 'তোর এত বড় সাধ্য যে আমায় ডিঙ্গিয়ে যাস্!' টাকার এত অহংকার।

(অহংকার কখন যায়; ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা।)

"জ্ঞানলাভ হ'লে অহংকার যেতে পারে। লাভ হলে সমাধিস্থ হয়। সমাধিস্থ হ'লে তবে অহং যায়। সে জ্ঞানলাভ বড় কঠিন।

"বেদে আছে যে, সপ্তম ভূমিতে মন গেলে তবে সমাধি হয়, সমাধি হলেই তবে অহং চ'লে যেতে পারে। মনের সচরাচর বাস কোথায়? প্রথম তিন ভূমিতে। লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি—সেই তিন ভূমি; তখন মনের আসক্তি কেবল সংসারে; কামিনী-কাঞ্চনে। হৃদয়ে যখন মনের বাস হয়, তখন ঈশ্বরীয় জ্যোতিঃ দর্শন হয়, সে ব্যক্তি জ্যোতিঃ দর্শন ক'রে বলে, 'একি! একি!' তার পর কণ্ঠ, সেখানে যখন মনের বাস হয়, তখন কেবল ঈশ্বরীয় কথা কহিতে ও শুন্‌তে ইচ্ছা হয়। কপালে—ভ্রূমধ্যে মন গেলে তখন সচ্চিদানন্দরূপ দর্শন হয়, সেই রূপের সঙ্গে আলিঙ্গন স্পর্শন কর্‌তে ইচ্ছা হয়, কিন্তু পারে না, লণ্ঠনের ভিতর আলো দর্শন হয় কিন্তু স্পর্শ হয় না, ছুঁই ছুঁই বোধ হয়, কিন্তু ছোঁয়া হয় না। সপ্তমভূমিতে মন যখন যায়, তখন অহং অহং আর থাকে না, সমাধি হয়।

বিজয়। সেখানে পঁহুছিবার পর, যখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়, মানুষ কি দেখে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সপ্তমভূমিতে মন পৌঁছুছিলে কি হয় মুখে বলা যায় না।

"জাহাজ একবার কালাপানীতে গেলে আর ফেরে না। জাহাজের খপর আর পাওয়া যায় না। সমুদ্রের খপরও জাহাজের কাছে আর পাওয়া যায় না।

"নুনের ছবি সমুদ্র মাপ্‌তে গিছিল। কিন্তু যাই নেমেছে, অমনি গ'লে গেছে। সমুদ্র কত গভীর, কে খপর দিবেক? যে দেবে, সে মিসে গেছে। সপ্তমভূমিতে মনের নাশ হয়, সমাধি হয়। কি বোধ হয়, মুখে বলা যায় না।

(বজ্জাৎ 'আমি'।)

"যে 'আমি' তে সংসারী করে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত করে, সেই 'আমি' ই

খারাপ। জীব ও আত্মার প্রভেদ হ'য়েছে, এই 'আমি' মাঝখানে আছে ব'লে। জলের উপর যদি একটা লাঠি ফেলে দেওয়া যায়, তা'হলে দুটা ভাগ দেখায়। বস্তুতঃ, এক জল; লাঠিটার দরুণ দুটা দেখাচ্ছে। 'অহং' ই এই লাঠি! লাঠি তুলে লও, সেই এক জলই থাক্‌বে।

"বজ্জাৎ 'আমি' কে? যে 'আমি' বলে,—'আমায় জানে না! আমার এতো টাকা, আমার চেয়ে কে বড় লোক আছে? যদি চোরে দশ টাকা চুরী করে থাকে, প্রথমে টাকা কেড়ে লয়, তার পর চোরকে খুব মারে; তাতেও ছাড়ে না, পাহারাওয়ালা ডেকে পুলিশে দেয় ও ম্যাদ খাটায়। 'বজ্জাৎ আমি' ব'লে! জানে না—আমার দশ টাকা নিয়েছে! এত বড় আস্পর্দ্ধা।

('অহং' কিন্তু যায় না।)

বিজয়। যদি অহং না গেলে সংসার-আসক্তি যাবে না—সমাধি হবে না, তা'হলে ব্রহ্মজ্ঞানের পথ অবলম্বন করাই ভাল,—যাতে সমাধি হয়। আর ভক্তিযোগে যদি অহং থাকে, তবে জ্ঞানযোগই ভাল?

শ্রীরামকৃষ্ণ। দুই একটী লোকের সমাধি হ'য়ে 'অহং' যায় বটে, কিন্তু প্রায় যায় না। হাজার বিচার কর, 'অহং' ফিরে ঘুরে এসে উপস্থিত। আজ অশ্বত্থগাছ কেটে দাও, কাল আবার সকালে দেখো, ফেঁকড়ী বেরিয়েছে।

(দাস 'আমি'।)

"একান্ত যদি 'আমি' যাবে না, তবে থাক্ শালা 'দাস আমি' হ'য়ে। 'হে ঈশ্বর! তুমি প্রভু, আমি দাস', এই ভাবে থাকো। 'আমি দাস' 'আমি ভক্ত,' এরূপ 'আমি'তে দোষ নাই, মিষ্ট খেলে অম্বল হয়, কিন্তু মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। জ্ঞানযোগ ভারি কঠিন। দেহাত্মবুদ্ধি না গেলে জ্ঞান হয় না। কলিযুগে অন্নগত প্রাণ—দেহাত্মবুদ্ধি, অহংবুদ্ধি যায় না। তাই কলিযুগের পক্ষে ভক্তি-যোগ। ভক্তিপথ সহজ পথ। আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁর নামগুণ কর, প্রার্থনা কর, ভগবান্‌কে লাভ ক'র্‌বে, কোন সন্দেহ নাই।

"যেমন জলের রাশির উপর বাঁশ না রেখে একটী রেখা কাটা হ'য়েছে। যেন দুইভাগ জল। আর রেখা অনেকক্ষণ থাকে না। 'দাস আমি,' কি 'ভক্তের আমি,' কি 'বালকের আমি' এরা যেন 'আমি'র রেখা মাত্র।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষা মব্যক্তাসক্তচেতসাম্।

অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ গীতা, ১২, ৫।

[ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ।]

বিজয় (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। মহাশয়! আপনি 'বজ্জাৎ আমি' ত্যাগ ক'র্‌তে বল্‌ছেন। 'দাস আমি' তে দোষ নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, 'দাস আমি' অর্থাৎ আমি 'ঈশ্বরের দাস' আমি তাঁর ভক্ত, এই অভিমান। এতে দোষ নাই, বরং এতে ঈশ্বরলাভ হয়।

বিজয়। আচ্ছা, যার 'দাস আমি' আছে, তার কামক্রোধাদি কিরূপ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক ভাব যদি হয়, তা হ'লে কাম ক্রোধের কেবল আকার মাত্র থাকে। যদি ঈশ্বর লাভের পর 'দাস আমি' বা 'ভক্তের আমি' থাকে, সে ব্যক্তি কারো অনিষ্ট ক'র্‌তে পারে না। পরসমণি ছোঁয়ার পর তরবার সোণা হ'য়ে যায়, তরবারের আকার থাকে, কিন্তু কারো হিংসা করে না।

"নারকেল গাছের বেল্লো শুকিয়ে ঝড়ে প'ড়ে গেলে, কেবল দাগমাত্র থাকে। সেই দাগে এইটী টের পাওয়া যায় যে, এককালে ঐখানে নারকেলের বেল্লো ছিল। সেই রকম যার ঈশ্বর লাভ হ'য়েছে, তার অহংকারের দাগমাত্র থাকে, কাম ক্রোধের আকার মাত্র থাকে, বালকের অবস্থা হয়। বালকের যেমন সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের মধ্যে কোন গুণের আঁট নাই। বালকের কোন জিনিসের উপর টান করতেও যতক্ষণ, তাকে ছাড়্‌তেও ততক্ষণ। একখান পাঁচ টাকার কাপড় তুমি আধপয়সার পুতল দিয়ে ভুলিয়ে নিতে পারো। কিন্তু প্রথমে খুব আঁট ক'রে বল্‌বে এখন—'না আমি দেবো না, আমার বাবা কিনে দিয়েছে'। বালকের আবার সব্বাই সমান—ইনি বড়, উনি ছোট, এরূপ বোধ নাই। তাই জাতিবিচার নাই। মা ব'লে দিয়েছে 'ও তোর দাদা হয়,' সে ছুঁতোর হলেও একপাতে ব'সে ভাত খাবে। বালকের ঘৃণা নাই, শুচি অশুচি বোধ নাই। পাইখানায় গিয়ে হাতে মাটী দেয় না!

(ভক্তিযোগ যুগধর্ম্ম; জ্ঞানযোগ বড় কঠিন।)

"কেউ কেউ সমাধির পরও 'ভক্তের আমি,' 'দাস আমি' নিয়ে থাকে। 'আমি দাস, তুমি প্রভু,' 'আমি ভক্ত, তুমি ভগবান্,' এই অভিমান ভক্তের থাকে। ঈশ্বরলাভের পর ও থাকে, সব 'আমি' যায় না। আবার এই অভিমান অভ্যাস ক'র্‌তে ক'র্‌তে ঈশ্বরলাভ হয়। এরই নাম ভক্তিযোগ।

"ভক্তির পথ ধ'রে গেলে ব্রহ্মজ্ঞানও হয়। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, মনে ক'র্‌লে ব্রহ্মজ্ঞানও দিতে পারেন। ভক্তেরা প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। 'আমি দাস, তুমি প্রভু.' 'আমি ছেলে, তুমি মা,' এই অভিমান রাখ্‌তে চায়।"

বিজয়। যাঁরা বেদান্ত বিচার করেন, তাঁরাও তো তাঁকে পান?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, বিচারপথেও তাঁকে পাওয়া যায়। একেই জ্ঞানযোগ বলে। বিচারপথ বড় কঠিন। তোমায় তো সপ্তমভূমির কথা ব'লেছি। সপ্তমভূমিতে মন পঁহুছিলে সমাধি হয়। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বোধ ঠিক হ'লে মনের লয় হয়, সমাধি হয়। কিন্তু কলিতে জীব অন্নগত প্রাণ, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' কেমন ক'রে বোধ হবে? সে বোধ দেহবুদ্ধি না গেলে হয় না। 'আমি দেহ নই, আমি মন নই, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব নই, আমি সুখ-দুঃখের অতীত, আমার আবার রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু কৈ?' এ সব বোধ কলিতে হওয়া কঠিন। যতই বিচার করো কোনখান্ থেকে দেহাত্মবুদ্ধি এসে দেখা দেয়। অশ্বত্থগাছ এই কেটে দাও, মনে ক'র্‌লে মূলশুদ্ধ উঠে গেল, কিন্তু তার পর দিন সকালে দেখো, গাছের একটী ফেঁক্‌ড়ী দেখা দিয়েছে! দেহাভিমান যায় না। তাই ভক্তিযোগ কলির পক্ষে ভাল; সহজ।

"আর 'চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে ভালবাসি।' আমার এমন কখন ইচ্ছা হয় না, যে বলি, 'আমি ব্রহ্ম'। আমি বলি, 'তুমি ভগবান্, আমি তোমার দাস'। পঞ্চমভূমি আর ষষ্ঠভূমির মাঝখানে বাচ্‌খেলান ভাল। ষষ্ঠভূমি পার হ'য়ে সপ্তমভূমিতে অনেকক্ষণ থাক্‌তে আমার সাধ হয় না। আমি তাঁর নামগুণগান ক'র্‌বো, এই আমার সাধ। সেব্যসেবক ভাব খুব ভাল। আর দেখো, গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের গঙ্গা কেউ বলে না।

"'আমিই সেই' এ অভিমান ভাল নয়। দেহাত্মবুদ্ধি থাক্‌তে যে এ অভিমান করে, তার বিশেষ হানি হয়, এগুতে পারে না, ক্রমে অধঃপতন হয়। পরকে ঠকায়, আবার নিজে নিজেকে ঠকায়, নিজের অবস্থা বুঝ্‌তে পারে না।

(দ্বিবিধা ভক্তি।)

"কিন্তু ভক্তি অমনি করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমাভক্তি না হ'লে ঈশ্বরলাভ হয় না। প্রেমাভক্তির আর একটী নাম রাগভক্তি। প্রেম, অনুরাগ, না হ'লে ভগবান্ লাভ হয় না। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না এলে তাঁকে লাভ করা যায় না।

"আর এক রকম ভক্তি আছে; তার নাম বৈধী ভক্তি। এতো জপ্ ক'র্‌তে

হবে, উপোস ক'র্‌তে হবে, তীর্থে যেতে হবে, এতো উপচারে পূজা ক'র্‌তে হবে, এতোগুলি বলিদান দিতে হবে—এ সব বৈধীভক্তি। এ সব অনেক ক'র্‌তে ক'র্‌তে ক্রমে রাগভক্তি আসে। কিন্তু রাগভক্তি যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ ঈশ্বরলাভ হবে না। তাঁর উপর ভালবাসা চাই। সংসারবুদ্ধি একেবারে চলে যাবে, আর তাঁর উপর ষোল আনা মন হবে, তবে তাঁকে পাবে।

"কিন্তু কারু কারু রাগভক্তি আপনা আপনি হয়। স্বতঃসিদ্ধ। ছেলেবেলা থেকেই আছে। ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরের জন্য কাঁদে। যেমন প্রহ্লাদ। 'বিধিবাদীয়' ভক্তি; যেমন, হাওয়া পাবে বলে পাখা করা। হাওয়ার জন্য পাখার দরকার হয়। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা আস্‌বে বলে জপ, তপ, উপবাস। কিন্তু যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি বয়, পাখাখানা লোকে ফেলে দেয়। ঈশ্বরের উপর অনুরাগ, প্রেম আপনি এলে, জপ, তপ, কর্ম্ম, ত্যাগ হ'য়ে যায়। হরি প্রেমে মাতোয়ারা হ'লে বৈধীকর্ম্ম কে ক'র্‌বে?

"যতক্ষণ না তাঁর উপর ভালবাসা জন্মায়, ততক্ষণ ভক্তি কাঁচাভক্তি। তাঁর উপর ভালবাসা এলে, তখন সেই ভক্তির নাম পাকাভক্তি।

(উত্তম অধিকারী।)

"যার কাঁচা ভক্তি, সে ঈশ্বরের কথা, উপদেশ, ধারণা ক'র্‌তে পারে না। পাকা ভক্তি হ'লে ধারণা কর্‌তে পারে। ফটোগ্রাফের কাঁচে যদি কালি* মাখান থাকে, তা হলে যা ছবি পড়ে, তা র'য়ে যায়। কিন্তু শুধু কাঁচের উপর হাজার ছবি পড়ুক, একটাও থাকে না—একটু সরে গেলেই, যেমন কাঁচ তেমনি কাঁচ। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না থাক্‌লে উপদেশ ধারণা হয় না।"

[ঈশ্বর দর্শন (God-vision): উপায়।]

বিজয়। মহাশয়, ঈশ্বরকে লাভ ক'র্‌তে গেলে, তাঁকে দর্শন ক'র্‌তে গেলে, ভক্তি হলেই হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, ভক্তি দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয়; কিন্তু পাকাভক্তি, প্রেমাভক্তি, রাগভক্তি চাই। সেই ভক্তি এলেই তাঁর উপর ভালবাসা আসে। যেমন, ছেলের মার উপর ভালবাসা, মার ছেলের উপর ভালবাসা; স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা।

"এ ভালবাসা, এ রাগভক্তি, এলে স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, কুটুম্বের উপর সে মায়ার টান থাকে না। দয়া থাকে। এ ভালবাসা এলে, সংসার বিদেশ বোধ

* কালি—Solution of silver.

হয়; একটী কর্ম্মভূমি মাত্র বোধ হয়। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ী কিন্তু কলিকাতা কর্ম্মভূমি। কলিকাতায় বাসা ক'রে থাক্‌তে হয়, কর্ম্ম কর্‌বার জন্য! ঈশ্বরে ভালবাসা এলে সংসারাসক্তি—বিষয়বুদ্ধি—একেবারে যাবে।

"বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাক্‌লে তাঁকে দর্শন হয় না। দেশ্‌লায়ের কাটী যদি ভিজে থাকে, হাজার ঘষো, কোন রকমেই জ্বলবে না—কেবল এক রাশ কাটী লোকশান হয়। বিষয়াসক্ত মন ভিজে দেশ্‌লাই।

"শ্রীমতী (রাধিকা) যখন ব'ল্লেন, আমি কৃষ্ণময় দেখ্‌ছি, সখীরা ব'ল্লে, কৈ আমরা তো তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্ছিনা। তুমি কি প্রলাপ বোক্‌চো? শ্রীমতী বল্লেন, সখি! অনুরাগ-অঞ্জন চক্ষে মাখো, তা হলে তাঁকে দেখ্‌তে পাবে।

(বিজয়ের প্রতি) তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের গানে আছে,—

'প্রভু বিনে অনুরাগ, করে যজ্ঞযাগ,
তোমারে কি যায় জানা!'"

"এই অনুরাগ, এই প্রেম, এই পাকাভক্তি, এই ভালবাসা যদি একবার হয়, ত হ'লে সাকার নিরাকার দুই সাক্ষাৎকার হয়।"

(ঈশ্বর দর্শন ও কৃপা।)

বিজয়। ঈশ্বর দর্শন কেমন করে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। চিত্তশুদ্ধি না হলে হয় না কামিনীকাঞ্চনে মন মলিন হয়ে আছে, মনে ময়লা পড়ে আছে। ছুঁচ কাদা দিয়ে ঢাকা থাক্‌লে আর চুম্বকে টানে না। মাটী কাদা ধুয়ে ফেল্লে তখন চুম্বকে টানে। মনের ময়লা তেমনি চোখের জলে ধুয়ে ফেলা যায়। 'হে ঈশ্বর আর অমন কাজ ক'র্ব্বো না' বলে যদি কেউ অনুতাপে কাঁদে, তা হ'লে ময়লাটা ধুয়ে যায়। তখন ঈশ্বররূপ চুম্বক পাথর মনরূপ ছুঁচকে টেনে লন। তখনি সমাধি হয়, ঈশ্বর দর্শন হয়।

"কিন্তু হাজার চেষ্টা কর তাঁর কৃপা না হ'লে কিছু হয় না। তাঁর কৃপা না হ'লে তাঁর দর্শন হয় না।

"কৃপা কি সহজে হয়? অহঙ্কার একেবারে ত্যাগ ক'র্‌তে হবে। 'আমি কর্ত্তা' এ বোধ থাক্‌লে ঈশ্বর দর্শন হয় না। ভাঁড়ারে একজন আছে, তখন বাড়ীর কর্ত্তাকে যদি কেউ বলে মহাশয়, আপনি এসে জিনিস বার করে দিন। তখন কর্ত্তাটী বলে ভাঁড়ারে একজন র'য়েছে আমি আর গিয়ে কি ক'রব। যে নিজে কর্ত্তা হ'য়ে বসেছে তার হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর সহজে আসেন না।

"কৃপা হলেই দর্শন হয়। তিনি জ্ঞানসূর্য্য। তাঁর একটী কিরণে এই জগতে

জ্ঞানের আলো পড়েছে; তবেই আমরা পরস্পরকে জান্‌তে পা'র্‌ছি, আর জগতে কত রকম বিদ্যা উপার্জ্জন কর্‌ছি। তাঁর আলো যদি একবার তিনি নিজে তাঁর মুখের উপর ধরেন, তা হ'লে তাঁর দর্শনলাভ হয়।

"সার্জ্জন সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে ক'রে বেড়ায়। তার মুখ কেউ দেখ্‌তে পায় না। কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখ্‌তে পায়। আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখ্‌তে পায়।

"যদি কেউ সার্জ্জনকে দেখ্‌তে চায়, তা হ'লে তাকে প্রার্থনা কর্‌তে হয়। বল্‌তে হয়, সাহেব কৃপা ক'রে একবার আলোটী নিজের মুখের উপর ফিরাও, তোমাক একবার দেখি!

"ঈশ্বরকে প্রার্থনা করতে হয়, ঠাকুর, কৃপা করে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি।

"ঘরে যদি আলো না জ্বলে,সেটী দারিদ্রের চিহ্ন। তাই হৃদয় মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বাল্‌তে হয়। 'জ্ঞান দীপ জেলে ঘরে, ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না'"।

বিজয় সঙ্গে ঔষধ আনিয়াছেন। ঠাকুরের সম্মুখে সেবন করিলেন। ঔষধ জল দিয়া খাইতে হয়। ঠাকুর জল আনাইয়া দিলেন। ঠাকুর অহেতুক কৃপা-সিন্ধু; বিজয় গাড়ীভাড়া, নৌকা ভাড়া, দিয়া আসিতে পারেন না। ঠাকুর মাঝে মাঝে লোক পাঠাইয়া দেন, আসতে বলেন। এবার বলরামকে পাঠাইয়াছিলেন। বলরাম ভাড়া দিবেন। বলরামের সঙ্গে বিজয় আসিয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় বিজয়, নবকুমার, ও বিজয়ের অন্যান্য সঙ্গীগণ বলরামের নৌকাতে আবার উঠিলেন। বলরাম তাঁহাদিগকে বাগবাজারের ঘাটে পৌছিয়া দিবেন। মাষ্টারও ঐ নৌকায় উঠিলেন। যখন বলরামের বাগবাজারের বাড়ীর কাছে তাঁহারা পৌছিলেন, তখন জ্যোৎস্না একটু উঠিয়াছে। আজ শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথি। শীতকাল, অল্প অল্প শীত করিতেছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের অমৃতোপম উপদেশ স্মরণ করিতে করিতে ও তাঁহার আনন্দ মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া, বিজয়, বলরাম, মাষ্টার ইত্যাদি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

পঞ্চম খণ্ড।

শ্রীযুত অমৃত, শ্রীযুত ত্রৈলোক্য ইত্যাদি ব্রাহ্মভক্তের সহিত কথোপকথন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

['সমাধি-মন্দিরে'।]

ফাল্গুনের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি, বৃহস্পতিবার ১৬ই চৈত্র। ইংরাজী ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ ২৯শে মার্চ্চ।

মধ্যাহ্নে ভোজনের পর ভগবান্ রামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর সেই পূর্ব্ব পরিচিত ঘর। সম্মুখে পশ্চিমদিকে গঙ্গা। চৈত্রমাসের গঙ্গা। বেলা দুইটার সময় জোয়ার আসিতে আরম্ভ হইয়াছে।

ভক্তেরা কেহ কেহ আসিয়াছেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মভক্ত শ্রীযুক্ত অমৃত ও মধুর-কণ্ঠ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য, যিনি কেশবের ব্রাহ্মসমাজে ভগবল্লীলাগুণগান করিয়া আবালবৃদ্ধের কতবার মন হরণ করিয়াছেন। রাখালের অসুখ হইয়াছে। এই কথা ভগবান্ রামকৃষ্ণ ভক্তদের বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই দেখ, রাখালের অসুখ হইয়াছে। সোডা খেলে কি ভাল হয় গা? কি হবে বাপু! রাখাল, তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা।

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ অদ্ভুত ভাবে ভাবিত হইলেন। বুঝি দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার সম্মুখে রাখাল রূপে সাক্ষাৎ নারায়ণ বালকের দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন। একদিকে কামিনীকাঞ্চনত্যাগী শুদ্ধ-আত্মা বালকভক্ত রাখাল—অপরদিকে ঈশ্বরপ্রেমে অহরহঃ মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রেমের চক্ষু, সহজেই বাৎসল্যভাবের উদয় হইল। পরমহংসদেব সেই বালক রাখালকে বাৎসল্যভাবে দেখিতে লাগিলেন ও 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' এই নাম প্রেমভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া যশোদার যে ভাবের উদয় হইত, এ বুঝি সেই ভাব!

ভক্তেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে সব স্থির। গোবিন্দ নাম করিতে করিতে ভক্তাবতার ঠাকুর রামকৃষ্ণের সমাধি হইয়াছে! শরীর চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির। ইন্দ্রিয়গণ কাজে জবাব দিয়া যেন চলিয়া গিয়াছে! নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির। নিশ্বাস বহিছে, কি না বহিছে। শরীরমাত্র ইহলোকে পড়িয়া আছে। আত্মাপক্ষী বুঝি চিদাকাশে বিচরণ করিতেছে। এতক্ষণ যিনি সাক্ষাৎ মায়ের ন্যায় সন্তানের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তিনি এখন কোথায়? এই অদ্ভুত ভাবান্তরের নাম কি সমাধি?

এই সময়ে একটী গেরুয়া কাপড়পরা অপরিচিত একটী বাঙ্গালী আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ গীতা, ৩, ৬।

পরমহংসদেবের সমাধি ক্রমে ভঙ্গ হইতে লাগিল। ভাবস্থ হইয়াই কথা কহিতে লাগিলেন। আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—

[গেরুয়াবসন ও সন্ন্যাসী।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (গেরুয়াদৃষ্টে) আবার গেরুয়া কেন? একটা কি পর্‌লেই হ'লো! (হাস্য)। একজন ব'লেছিল, "চণ্ডী ছেড়ে হলুম ঢাকী!"—আগে চণ্ডীর গান গাইতো, এখন ঢাক বাজায়। (সকলের হাস্য)।

"বৈরাগ্য তিন চার প্রকার আছে। সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়াবসন প'রেছে—সে বৈরাগ্য বেশী দিন থাকে না। হয় ত কর্ম্ম নাই,—গেরুয়া প'রে কাশী চলে গেল। তিন মাস পরে ঘরে পত্র এলো, 'আমার একটী কর্ম্ম হইয়াছে, কিছুদিন পরে বাড়ী যাইব, তোমরা ভাবিত হইও না'। আবার সব আছে, কোন অভাব নাই, কিন্তু কিছু ভাল লাগে না। ভগবানের জন্য একলা একলা কাঁদে। সে বৈরাগ্য যথার্থ বৈরাগ্য।

"মিথ্যা কিছুই ভাল নয়। মিথ্যা ভেক্ ভাল নয়। ভেকের মত যদি মনটা না হয়, তা হ'লে ক্রমে সর্ব্বনাশ হয়। মিথ্যা বল্‌তে বা ক'র্‌তে ক্রমে ভয় ভেঙ্গে যায়। তার চেয়ে সাদা কাপড় ভাল। মনে আসক্তি, মাঝে মাঝে পতনও হচ্চে, আর বাহিরে গেরুয়া! বড় ভয়ঙ্কর!

[মিথ্যা ও নববৃন্দাবন নাটক।]

"এমন কি, যারা সৎ, অভিনয়েও তাদের মিথ্যা কথা বা কাজ ভাল নয়।

কেশব সেনের ওখানে নববৃন্দাবন নাটক দেখ্‌তে গি'ছিলাম। কি একটা আন্‌লে, ক্রস্ (Cross)। আবার জল ছড়াতে লাগ্‌লো ; বলে শান্তিজল। একজন দেখি, মাতাল সেজে মাতলামি ক'র্‌ছে।"

একজন ব্রাহ্মভক্ত। কু—বাবু।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তের পক্ষে ও রূপ সাজাও ভাল নয়। ও সব বিষয়ে মন অনেক ক্ষণ রাখায় দোষ হয়। মনধোপা ঘরের কাপড়, যে রঙে ছোপাবে, সেই রঙ হ'য়ে যায়। মিথ্যাতে অনেকক্ষণ ফেলে রাখ্‌লে মিথ্যার রঙ ধ'রে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর একদিন নিমাইসন্ন্যাস কেশবের বাড়ীতে দেখতে গি'ছিলাম। যাত্রাটী কেশবের কতকগুলো খোসামুদে শিষ্য জুটে খারাপ ক'রেছিল। একজন কেশবকে ব'ল্লে, 'কলির চৈতন্য হ'চ্চেন আপনি'। কেশব আবার আমার দিকে চেয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্লে, 'তা হ'লে ইনি কি হলেন ?' আমি ব'ল্লুম, 'আমি তোমাদের দাসের দাস। রেণুর রেণু।' কেশবের লোকমান্য হবার ইচ্ছা ছিল।

[নিত্যসিদ্ধ ও রাগভক্তি।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (অমৃত ও ত্রৈলোক্যের প্রতি)। নরেন্দ্র, রাখাল টাখাল এই সব ছোক্‌রা এরা নিত্যসিদ্ধ, এরা জন্মে জন্মে ঈশ্বরের ভক্ত। অনেকের সাধ্য সাধনা ক'রে একটু ভক্তি হয়, এদের কিন্তু আজন্ম ঈশ্বরে ভালবাসা। যেন পাতালফোঁড়া শিব—বসান শিব নয়।

"নিত্যসিদ্ধ একটী থাক আলাদা। সব পাখীর ঠোঁট্ বাঁকা নয়। এরা কখনও সংসারে আসক্ত হয় না। যেমন প্রহ্লাদ।

"সাধারণ লোক সাধন করে ; ঈশ্বরে ভক্তিও করে। আবার সংসারেও আসক্ত হয়, কামিনীকাঞ্চনে মুগ্ধ হয়। মাছী যেমন ফুলে বসে, সন্দেশে বসে ; আবার বিষ্ঠাতেও বসে। (সকলে স্তব্ধ)।

"নিত্যসিদ্ধ যেমন মৌমাছি, কেবল ফুঁলের উপর ব'সে মধুপান করে। নিত্যসিদ্ধ হরিরস পান করে, বিষয় রসের দিকে যায় না।

"সাধ্যসাধনা ক'রে যে ভক্তি, এদের সে ভক্তি নয়। এত জপ, এত ধ্যান ক'র্‌তে হ'বে, এইরূপ পূজা ক'র্‌তে হবে, এ সব 'বিধিবাদীয়' ভক্তি। যেমন ধান হ'লে, মাট পার হ'তে গেলে, আল দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে। আবার যেমন সম্মুখের গাঁয়ে যাবে, কিন্তু বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে।

"রাগভক্তি, প্রেমভক্তি, ঈশ্বরে আত্মীয়ের ন্যায় ভালবাসা, এলে আর

কোন বিধিনিয়ম থাকে না। তখন ধানকাটা মাঠ যেমন পার হওয়া। আল দিয়ে যেতে হয় না। সোজা এক দিক দিয়ে গেলেই হ'লো।

"বন্যে এলে আর বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয় না। তখন মাঠের উপর এক বাঁশ জল। সোজা নৌকা চালিয়ে দিলেই হলো।

"এই রাগভক্তি, অনুরাগ, এই ভালবাসা, না এলে ঈশ্বর লাভ হয় না।

অমৃত। মহাশয়! আপনার এই সমাধি অবস্থায় কি বোধ হয়?

[সমাধিতত্ত্ব ; সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুনেছো, আরশুলা কুমুরে পোকা চিন্তা ক'রে কুমুরে পোকা হ'য়ে যায়? কি রকম জানো? যেমন হাঁড়ার মাছ গঙ্গায় ছেড়ে দিলে হয়।

অমৃত। একটুও কি অহং থাকে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, আমার প্রায় একটু অহং থাকে। সোণার একটু কণা সোণার চাপে যত ঘসো না কেন, তবু একটু কণা থেকে যায়। আর যেমন বড় আগুন, আর তার একটী ফিন্‌কি। বাহ্যজ্ঞান চ'লে যায়, কিন্তু প্রায় তিনি একটু অহং রেখে দেন—বিলাসের জন্য। আমি তুমি থাক্‌লে তবে আস্বাদন হয়।

"কখন কখন সে আমিটুকুও তিনি পুঁছে ফেলেন। এর নাম 'জড় সমাধি,' নির্ব্বিকল্প সমাধি। তখন কি অবস্থা হয় মুখে বলা যায় না। যেমন নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছিল। একটু নেমেই গলে গেল। 'তদাকারকারিত'। তখন আর কে উপরে এসে সংবাদ দেবে, সমুদ্র কত গভীর!"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

ষষ্ঠ খণ্ড।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে ভক্তদের সঙ্গে ব্রহ্মতত্ত্ব ও আদ্যাশক্তি বিষয়ে কথোপকথন ও তাঁহাদের প্রতি উপদেশ।

ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্র সেনের কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আষাঢ়ের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি। ইংরাজি ২২শে জুলাই, ১৮৮৩ সাল। আজ রবিবার। ভক্তেরা শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আবার আসিয়াছেন। অন্য অন্য বারে তাঁহারা প্রায় আসিতে পারেন না। রবিবারে তাঁহারা অবসর পান। অধর, রাখাল, মাষ্টার কলিকাতা হইতে একখানি গাড়ী করিয়া বেলা একটা দুইটার সময় কালীবাটীতে পৌঁছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। ঘরে মণিমল্লিকাদি আরও কয়েকজন ভক্ত বসিয়াছিলেন।

রাসমণির কালীবাড়ীর বৃহৎ প্রাঙ্গনের পূর্ব্বাংশে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দির ও শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দির। পশ্চিমাংশে দ্বাদশ শিবমন্দির। সারি সারি শিব মন্দিরের ঠিক উত্তরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ঘর। ঘরের পশ্চিমে অর্দ্ধ মণ্ডলাকার বারাণ্ডা। সেখানে তিনি দাঁড়াইয়া পশ্চিমাস্য হইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন। গঙ্গার পোস্তা ও বারাণ্ডার মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ডে ঠাকুরবাড়ীর পুষ্পোদ্যান। এই পুষ্পোদ্যান বহুদূরব্যাপী। দক্ষিণে বাগানের সীমা পর্য্যন্ত। উত্তরে পঞ্চবটী পর্য্যন্ত—যেখানে ঠাকুর রামকৃষ্ণ তপস্যা করিয়াছিলেন—ও পূর্ব্বে উদ্যানের দুই

প্রবেশদ্বার পর্য্যন্ত। পরমহংসদেবের ঘরের কোলে ঐ একটী কৃষ্ণচূড়ার গাছ। নিকটেই গন্ধরাজ, কোকিলাক্ষ, শ্বেত ও পদ্ম করবী। ঘরের দেওয়ালে ঠাকুরদের ছবি, তন্মধ্যে 'পিটার জল মধ্যে ডুবিতেছেন ও যীশু তাঁর হাত ধরিয়া তুলিতেছেন' সে ছবি খানিও আছে। আর একটী বুদ্ধদেবের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিও আছে। তক্তপোষের উপর তিনি উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। ভক্তেরা মেজের উপর, কেহ মাদুরে কেহ আসনে উপবিষ্ট। সকলেই মহাপুরুষের আনন্দমূর্ত্তি একদৃষ্টে দেখিতেছেন। ঘরের অনতিদূরে পোস্তার পশ্চিম গা দিয়া পূতসলিলা গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইতেছিলেন। বর্ষাকালের খরস্রোতে যেন সাগরসঙ্গমে পঁহুছিবার জন্য কত ব্যস্ত। পথে কেবল একবার মহাপুরুষের ধ্যানমন্দির দর্শন স্পর্শন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন।

শ্রীযুক্ত মণিমল্লিক একটী পুরাতন ব্রাহ্মভক্ত। বয়স ষাট পঁয়ষট্টি হইবে। তিনি কিছু দিন পূর্ব্বে কাশীধাম দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। আজ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন ও তাঁহাকে কাশী-পর্য্যটন-বৃত্তান্ত বলিতেছেন।

[জ্ঞানযোগ ও 'নির্ব্বাণ' মত।]

মণিমল্লিক। আর একটী সাধুকে দেখ্‌লাম। তিনি বলেন ইন্দ্রিয়সংযম না হ'লে কিছু হবে না। শুধু ঈশ্বর ঈশ্বর করলে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। এদের মত কি জান? আগে সাধন চাই; শম দম তিতিক্ষা চাই। এরা নির্ব্বাণের চেষ্টা ক'রছে। এরা বেদান্তবাদী, কেবল বিচার করে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'। বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হ'লে তুমিও মিথ্যা, যিনি ব'লছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও মিথ্যা, স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা।

"কি রকম জান? যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না। কাঠ্‌ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে। শেষ বিচারের পর সমাধি হয়। তখন 'আমি' 'তুমি' 'জগৎ' এ সবের খবর থাকে না।

[পণ্ডিত পদ্মলোচন ও জ্ঞানযোগ।]

"পদ্মলোচন ভারী জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু আমি মা, মা, ক'র্‌তুম, তবু আমায় খুব মান্‌তো। পদ্মলোচন বর্দ্ধমানের রাজার সভাপণ্ডিত ছিল। কলিকাতায় এসেছিল, এসে কামারহাটীর কাছে একটী বাগানে ছিল। আমার পণ্ডিত দেখ্‌বার ইচ্ছা হ'লো। হৃদেকে পাঠিয়ে দিলুম জান্‌তে, অভিমান আছে কি না? শুন্‌লাম পণ্ডিতের অভিমান নাই। আমার সঙ্গে দেখা হ'লো। এতো জ্ঞানী আর পণ্ডিত, তবু আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কান্না! কথা

কয়ে এমন সুখ কোথাও পাই নাই। আমায় ব'ল্লে 'ভক্তের সঙ্গ কর্‌বার কামনা ত্যাগ ক'রো, নচেৎ নানা রকমের লোক তোমায় পতিত ক'র্‌বে।' বৈষ্ণবচরণের গুরু উৎসবানন্দের সঙ্গে লিখে বিচার ক'রেছিল, আমায় আবার ব'ল্লে, 'আপনি একটু শুনুন'। একটা সভায় বিচার হ'য়েছিল—শিব বড়, না ব্রহ্মা বড়। শেষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পদ্মলোচনকে জিজ্ঞাসা ক'রলে। পদ্মলোচন এমনি সরল, সে ব'ল্লে 'আমার চৌদ্দপুরুষ শিবও দেখে নাই, ব্রহ্মাও দেখে নাই।' কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগ শুনে আমায় একদিন ব'ল্লে, 'ও সব ত্যাগ ক'রেছ কেন? এটা টাকা, এটা মাটী, এ ভেদবুদ্ধি তো অজ্ঞান থেকে হয়'। আমি কি ব'ল্‌বো, ব'ল্লাম—কে জানে বাপু, আমার টাকাকড়ি ও সব ভাল লাগে না।

[শুধু পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাসাগর।]

"একজন পণ্ডিতের ভারী অভিমান ছিল। ঈশ্বরের রূপ মান্‌তো না। কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্য কে বুঝবে? তিনি আদ্যাশক্তিরূপে দেখা দিলেন। পাণ্ডিত অনেকক্ষণ বেহুঁস হ'য়ে রৈল! একটু হুঁস হবার পর কা! কা! কা! এই শব্দ কেবল ক'রতে লাগ্‌লো।"

একজন ভক্ত। মহাশয়, বিদ্যাসাগরকে দেখেছেন, কি রকম বোধ হ'লো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নাই। অন্তরে সোণা চাপা আছে, যদি সেই সোণার সন্ধান পেতো, এত বাহিরের কাজ যা ক'চ্ছে সে সব কম প'ড়ে যেতো; শেষে একেবারে ত্যাগ হ'য়ে যেতো। অন্তরে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর আছেন এ কথা জান্‌তে পারলে তাঁরই ধ্যান চিন্তায় মন যেতো। কা'রু কা'রু নিষ্কাম কর্ম্ম অনেক দিন ক'র্‌তে ক'রতে শেষে বৈরাগ্য হয়, আর ঐ দিকে মন যায়, ঈশ্বরে মন লিপ্ত হয়।

"ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যেরূপ কাজ ক'রছে সে খুব ভাল। দয়া খুব ভাল। দয়া আর মায়া অনেক তফাৎ। দয়া ভাল, মায়া ভাল নয়। মায়া আত্মীয়ের উপর ভালবাসা, স্ত্রী পুত্র ভাই ভগিনী ভাইপো ভাগ্নে বাপ্ মা এদের উপর ভালবাসা। দয়া সর্ব্বভূতে সমান ভালবাসা।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

'গুণত্রয়ব্যতিরিক্তং সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ।' মাণ্ডূক্য-উপনিষৎ।

[ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত।]

মাষ্টার। দয়াও কি একটা বন্ধন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে অনেক দূরের কথা। দয়া সত্ত্বগুণ থেকে হয়। সত্ত্বগুণে পালন, রজোগুণে সৃষ্টি, তমোগুণে সংহার। কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্বরজোতমঃ তিন্ গুণের পার। প্রকৃতির পার।

"যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে গুণ পঁহুছিতে পারে না। চোর যেমন ঠিক যায়গায় যেতে পারে না, ভয় হয় পাছে ধরা পড়ে। সত্ত্বরজোতমঃ তিন গুণই চোর। একটা গল্প বলি শুন।

"একটী লোক বনের পথ দিয়ে যা'চ্ছিল। এমন সময়ে তাকে তিন জন ডাকাতে এসে ধরলে। তারা তার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে। একজন চোর ব'ল্লে, আর এ লোকটাকে রেখে কি হবে? এই কথা ব'লে খাঁড়া দিয়ে কাটতে এলো। তখন আর এক জন চোর ব'ল্লে, না হে কেটে কি হবে? একে হাত পা বেঁধে এখানে ফেলে যাও। তখন তাকে হাত পা বেঁধে ঐখানে রেখে চোরেরা চ'লে গেল। কিছুক্ষণ পরে তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে ব'ল্লে, 'আহা, তোমার কি লেগেছে? এসো আমি তোমার বন্ধন খুলে দিই'। তার বন্ধন খুলে দিয়ে চোরটী ব'ল্লে, 'আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো, তোমায় সদর রাস্তায় তুলে দিচ্ছি'। অনেকক্ষণ পরে সদর রাস্তায় এসে ব'ল্লে, 'এই রাস্তা ধ'রে যাও, ঐ তোমার বাড়ী দেখা যাচ্ছে'। তখন লোকটী চোরকে ব'ল্লে, 'ম'শাই আমার অনেক উপকার কর্লেন, এখন আপনিও আসুন, আমার বাড়ী পর্য্যন্ত যাবেন'। চোর ব'ল্লে 'না, আমার ওখানে যাবার যো নাই, পুলিশে টের পাবে'।

"সংসারই অরণ্য। এই বনে সত্ত্বরজোতমঃ তিন গুণ ডাকাত, জীবের তত্ত্বজ্ঞান কে'ড়ে লয়। তমোগুণ জীবের বিনাশ ক'র্তে যায়। রজোগুণ সংসারে বদ্ধ করে। কিন্তু সত্ত্বগুণ রজোতমঃ থেকে বাঁচায়। সত্ত্বগুণের আশ্রয় পেলে কাম ক্রোধ এই সব তমোগুণ থেকে রক্ষা হয়। সত্ত্বগুণ আবার জীবের সংসার বন্ধন মোচন করে। কিন্তু সত্ত্বগুণও চোর, তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারে না। কিন্তু সেই পরম ধামে যা'বার পথে তুলে দেয়। দিয়ে বলে, ঐ দেখ তোমার বাড়ী দেখ, ঐ দেখা যায়! যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান সেখান থেকে সত্ত্বগুণও অনেক দূরে।

"ব্রহ্ম কি, তা মুখে বলা যায় না। যার হয় সে খবর দিতে পারে না। একটা কথা আছে, কালাপানীতে গেলে জাহাজ আর ফিরে না।

"চা'র বন্ধু ভ্রমণ ক'র্তে ক'র্তে পাঁচীলে ঘেরা একটা জায়গা দেখ্‌তে পেলে। খুব উঁচু পাঁচীল। ভিতরে কি আছে দেখবার জন্য সকলে বড় উৎসুক হ'ল। পাঁচীল বেয়ে একজন উঠ্‌লো। উঁকি মেরে যা দেখলে, তাতে অবাক্ হ'য়ে "হা

হা হা হা" বলে ভিতরে প'ড়ে গেল; আর কোন খবর দিল না। যেই উঠে সেই "হা হা হা হা" ক'রে পড়ে যায়। তখন খবর আর কে দিবে?

"জড়-ভরত, দত্তাত্রেয়, এরা ব্রহ্ম দর্শন ক'রে আর খবর দিতে পারে নাই। ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়ে সমাধি হ'লে আর 'আমি' থাকে না। তাই রামপ্রসাদ ব'লেছে, 'আপনি যদি না পারিস্ মন, তবে রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে'না'। মনের লয় হওয়া চাই, আবার 'রামপ্রসাদের লয়' অর্থাৎ অহংতত্ত্বের লয়, হওয়া চাই। তবে সেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

একজন ভক্ত। মহাশয়, শুকদেবের কি জ্ঞান হয় নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ কেউ কেউ বলে, শুকদেব ব্রহ্মসমুদ্রের দর্শন স্পর্শন মাত্র ক'রেছিলেন, নেমে ডুব দেন নাই। তাই ফিরে এসে অত উপদেশ দিয়েছেন। কেউ বলে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের পর ফিরে এসেছিলেন—লোকশিক্ষার জন্য। পরীক্ষিৎকে ভাগবত ব'ল্‌বেন, আরো কত লোক-শিক্ষা দিবেন, তাই ঈশ্বর তাঁর সব 'আমি'র লয় করেন নাই। বিদ্যার 'আমি' এক রেখে দিয়েছিলেন।

[দল (সাম্প্রদায়িকতা) ও ব্রহ্মজ্ঞান ; কেশবচন্দ্র সেন।]

একজন ভক্ত। ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে কি দলটল থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশবসেনের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হ'চ্ছিল। কেশব ব'ল্লে, আরও বলুন। আমি বল্লুম, আর ব'ল্লে দলটল থাকে না। তখন কেশব ব'ল্লে, তবে আর থাক্, ম'শাই। (সকলের হাস্য)। তবু আমি কেশবকে ব'ল্লুম, 'আমি 'আমার' এটা অজ্ঞান। 'আমি কর্ত্তা' আর 'আমার এই সব স্ত্রী, পুত্র, বিষয়, মান, সম্ভ্রম,' এ ভাব অজ্ঞান না হ'লে হয় না। তখন কেশব ব'ল্লে, মহাশয়, 'আমি' ত্যাগ ক'র্‌লে যে আর কিছুই থাকে না। আমি ব'ল্লুম, কেশব, তোমাকে সব 'আমি' ত্যাগ করতে ব'ল্‌ছি না, তুমি 'কাঁচা আমি' ত্যাগ কর। 'আমি কর্ত্তা' 'আমার স্ত্রী পুত্র' 'আমি গুরু' এ সব অভিমান, 'কাঁচা আমি,' এইটী ত্যাগ কর। এইটী ত্যাগ ক'রে 'পাকা আমি' হ'য়ে থাকো। 'আমি তাঁর দাস, আমি তাঁ'র ভক্ত, আমি অকর্ত্তা, তিনি কর্ত্তা'।

[আদেশ ও ধর্ম্মপ্রচার।]

একজন ভক্ত। "পাকা আমি" কি দল করতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কেশব সেনকে বল্লুম, আমি দলপতি, আমি দল ক'রেছি, আমি লোক শিক্ষা দিচ্ছি, এ 'আমি' 'কাঁচা আমি'। মতপ্রচার

বড় কঠিন। ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতিরেকে হয় না। তাঁর আদেশ চাই। যেমন শুকদেব ভাগবত কথা ব'লতে আদেশ পেয়েছিলেন। যদি ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার ক'রে কেউ আদেশ পায়, সে যদি প্রচার করে, লোক শিক্ষা দেয়, তা হ'লে দোষ নাই। তার 'আমি' 'কাঁচা আমি' নয়, 'পাকা আমি'।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশবকে বলে'ছিলাম 'কাঁচা আমি' ত্যাগ কর। দাস আমি, ভক্তের আমি, এতে কোন দোষ নাই।

"আর, তুমি দল দল ক'রছ। তোমার দল থেকে লোক ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে। কেশব ব'ল্লে, মহাশয় তিন বৎসর এ দলে থেকে আবার ও দলে গেল। যাবার সময় আবার আমায় গালাগালি দিয়ে গেল। আমি বল্লাম, তুমি লক্ষণ দেখ না কেন, যাকে তাকে চেলা কর্‌লে কি হয়!"

"আর কেশবকে বলেছিলাম, তুমি আদ্যাশক্তিকে মানো। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যতক্ষণ দেহবুদ্ধি ততক্ষণ দুটো বলে বোধ হয়। ব'লতে গেলেই দুটো। কেশব কালী (শক্তি) মেনে ছিল।

"এক দিন কেশব শিষ্যদের সঙ্গে এখানে এসেছিল। আমি ব'ল্লাম, তোমার লেক্‌চার শুন্‌বো। চাঁদনীতে ব'সে লেক্‌চার দিলে। তার পর ঘাটে এসে ব'সে অনেক কথাবার্ত্তা হ'ল। আমি ব'ল্লাম, যিনিই ভগবান তিনিই একরূপে ভক্ত। তিনিই একরূপে ভাগবত। তোমরা বল ভাগবত-ভক্ত-ভগবান। কেশব বল্লে, আর শিষ্যরাও সব এক সঙ্গে ব'ল্লে, ভাগবত-ভক্ত-ভগবান। যখন বল্লাম, বলো গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব, তখন কেশব ব'ল্লে, 'মহাশয়, এখন এত দূর নয়; তা'হলে লোকে গোঁড়া বলবে'।

"ত্রিগুণাতীত হওয়া বড় কঠিন। ঈশ্বর লাভ না ক'র্‌লে হয় না। জীব মায়ার রাজ্যে বাস করে। এই মায়া ঈশ্বরকে জান্‌তে দেয় না। এই মায়া মানুষকে অজ্ঞান করে রেখেছে। হৃদে একটা এঁড়ে বাছুর পেয়েছিল। এক দিন দেখি, সেটাকে বাগানে বেঁধে দিয়েছে, ঘাস খাওয়াবার জন্য। আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম, হৃদে ওটাকে রোজ ওখানে বেঁধে রাখিস কেন। হৃদে ব'ল্লে, 'মামা এঁড়েটাকে দেশে পাঠিয়ে দিব। বড় হ'লে লাঙ্গল টান্‌বে'।

"যাই এ কথা বলেছে আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম! মনে হয়ে ছিল, কি মায়ার খেলা! কোথায় কামারপুকুর সিওড়, কোথায় কল্‌কাতা! এই বাছুরটী যাবে, ওই পথ। সেখানে বড় হ'বে! তার পর কত দিন পরে লাঙ্গল টান্‌বে! এরই নাম সংসার এরই নাম মায়া! অনেক ক্ষণ পরে মূর্চ্ছা ভেঙ্গে ছিল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

['সমাধি-মন্দিরে']

ঠাকুর রামকৃষ্ণ অহর্নিশি সমাধিস্থ! দিনরাত কোথা দিয়া যাইতেছে! কেবল ভক্তদের সঙ্গে এক একবার ঈশ্বরীয় কথা বা কীর্ত্তন করেন।

তিনটা চারিটার সময় মাষ্টার দেখিলেন ঠাকুর ছোট তক্তাপোষে বসিয়া আছেন। ভাবাবিষ্ট। কিয়ৎক্ষণ পরে মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

মার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে একবার বলিলেন, 'মা, ওকে এক কলা দিলি কেন'? ঠাকুর খানিক ক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আবার বলিতেছেন, 'মা বুঝেছি, এক কলাতেই যথেষ্ট হবে। এক কলাতেই তোর কাজ হবে, জীবশিক্ষা হবে'।

ঠাকুর কি সাঙ্গোপাঙ্গদের ভিতর এইরূপে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন? এ সব কি আয়োজন হইতেছে যে, পরে তাঁহারা জীব শিক্ষা দিবেন? মাষ্টার ছাড়া ঘরে রাখালও বসিয়া আছেন। ঠাকুর এখনও আবিষ্ট। রাখালকে বলিতেছেন, 'তুই রাগ ক'রেছিলি? তোকে রাগালুম কেন, এর মানে আছে। ঔষধ ঠিক পড়বে ব'লে! পীলে মুখ তুললে পর মন্‌সার পাতা টাতা দিতে হয়'।

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন, "হাজরাকে দেখ্‌লাম শুষ্ক কাঠ! তবে এখানে থাকে কেন? তার মানে আছে জটিলে কুটিলে থাক্‌লে লীলা পোষ্টাই হয়।"

(মাষ্টারের প্রতি)। ঈশ্বরীয় রূপ মান্‌তে হয়! জগদ্ধাত্রীরূপের মানে জান? যিনি জগৎকে ধারণ করে আছেন। তিনি না ধর্‌লে, তিনি না পালন কর্‌লে জগৎ পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। মনকরীকে যে বশ কর্‌তে পারে তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন।

রাখাল। 'মন-মত্ত-করী'!

শ্রীরামকৃষ্ণ। সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতিকে জব্দ করেছে।

সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়ীতে আরতি হইতে লাগিল। সন্ধ্যাসমাগমে ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজের ঘরে ঠাকুরদের নাম করিতেছেন। ঘরে ধুনা দেওয়া হইল। ঠাকুর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ছোট তক্তাপোষটির উপর বসিয়া আছেন। মার চিন্তা করিতেছেন। বেলঘরের শ্রীযুত গোবিন্দ চাটুয্যে ও তাঁহার বন্ধুগণ আসিয়া প্রণাম করিয়া মেজেতে বসিলেন। মাষ্টারও বসিয়া আছেন। রাখালও আছেন।

বাহিরে চাঁদ উঠিয়াছে। জগৎ নিঃশব্দে হাসিতেছে! ঘরের ভিতরে সকলে

নিঃশব্দে বসিয়া ঠাকুরের শান্ত মূর্ত্তি দেখিতেছেন! ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। কিয়ৎক্ষণ পরে কথা কহিলেন। এখনও ভাবাবস্থা।

[শ্যামারূপ—পুরুষপ্রকৃতি—যোগমায়া—শিবকালী ও রাধাকৃষ্ণ রূপের ব্যাখ্যা—'উত্তম ভক্ত'—বিচার পথ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)। বল তোমাদের যা সংশয়। আমি সব বল্‌ছি।

গোবিন্দ ও অন্যান্য ভক্তেরা ভাবিতে লাগিলেন।

গোবিন্দ। আজ্ঞা, শ্যামা এ রূপটী হল কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে দূর বলে। কাছে গেলে কোন রংই নাই! দীঘির জল দূর থেকে কাল দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে করে তোল কোন রং নাই। আকাশ দূর থেকে যেন নীলবর্ণ। কাছের আকাশ দেখ, কোন রং নাই। ঈশ্বরের যত কাছে যাবে, ততই ধারণা হবে তাঁর নাম রূপ নাই, পেছিয়ে একটু দূরে এলে আবার 'আমার শ্যামা মা'! যেন ঘাসফুলের রং!

"শ্যামা পুরুষ না প্রকৃতি? এক জন ভক্ত পূজা করেছিল। এক জন দর্শন কর্‌তে এসে দেখে ঠাকুরের গলায় পৈতে রয়েছে। সে বল্‌লে, তুমি মার গলায় পৈতে পরিয়ে রেখেছ! ভক্তটি বল্‌লে, "ভাই, তুমিই মাকে চিনেছ! আমি এখনও চিনতে পারি নাই, তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি! তাই পৈতে পরিয়েছি।"

"যিনি শ্যামা, তিনিই ব্রহ্ম। যাঁরই রূপ, তিনিই অরূপ। যিনি সগুণ, তিনিই নির্গুণ। ব্রহ্ম শক্তি—শক্তি ব্রহ্ম। অভেদ। সচ্চিদানন্দময় আর সচ্চিদানন্দময়ী।"

গোবিন্দ। যোগমায়া কেন বলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যোগমায়া অর্থাৎ পুরুষপ্রকৃতির যোগ। যা কিছু দেখছ সবই পুরুষ প্রকৃতির যোগ। শিবকালীর মূর্ত্তি, শিবের উপর কালী দাঁড়িয়ে আছেন। শিব শব হয়ে পড়ে আছেন। কালী শিবের দিকে চেয়ে আছেন। এ সমস্তই পুরুষ প্রকৃতির যোগ। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তাই শিব শব হয়ে আছেন। পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ কর্‌ছেন। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্‌ছেন।

"রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তির ও মানে ঐ। ঐ যোগের জন্যই বঙ্কিম ভাব। সেই যোগ দেখাবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের নাকে মুক্তা; শ্রীমতীর নাকে নীল পাথর। শ্রীমতীর গৌর বরণ, মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল। শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ, তাই শ্রীমতীর নীলপাথর। আবার শ্রীকৃষ্ণ পীতবসন ও শ্রীমতী নীলবসন পরেছেন।

"উত্তম ভক্ত কে? যে ব্রহ্মজ্ঞানের পর দেখে, তিনিই জীব জগৎ,

চতুর্বিংশতিতত্ত্ব হয়েছেন। প্রথমে 'নেতি' 'নেতি' বিচার করে ছাদে পৌঁছিতে হয়। তার পর সে দেখে, ছাদ ও যে জিনিসে তৈয়ারি—ইট্, চুণ, শুরকি—সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈয়ারি। তখন দেখে ব্রহ্মই জীব জগৎ সমস্ত হয়েছেন!

"শুধু বিচার! থু! থু!—কাজ নাই।"

এই বলিয়া ঠাকুর মুখামৃত ফেলিলেন।

ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন, 'কেন বিচার করে শুষ্ক হয়ে থাক্‌ব? যত ক্ষণ 'আমি তুমি' আছে ততক্ষণ যেন তাঁর পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গোবিন্দের প্রতি)। কখনও বলি—তুমিই আমি, আমিই তুমি। আবার কখনও 'তুমিই তুমি' হয়ে যায়! তখন আমি খুঁজে পাই না!

"শক্তিরই অবতার। এক মতে রাম ও কৃষ্ণ চিদানন্দসাগরের দুটী ঢেউ।

"অদ্বৈতজ্ঞানের পর চৈতন্য লাভ হয়। তখন দেখে সর্ব্বভূতে চৈতন্যরূপে তিনি আছেন। চৈতন্যলাভের পর আনন্দ। 'অদ্বৈত, চৈতন্য, নিত্যানন্দ'।

[ঈশ্বরের রূপ। ভোগবাসনা ও ব্যাকুলতা।]

(মাষ্টারের প্রতি)। আর তোমায় বল্‌ছি—রূপ, ঈশ্বরীয় রূপ, অবিশ্বাস কোরো না! রূপ আছে বিশ্বাস কোরো! তার পর যে রূপটী ভাল বাস সেইরূপ ধ্যান কোরো।

(গোবিন্দের প্রতি)। কি জান, যতক্ষণ ভোগ বাসনা থাকে, ততক্ষণ ঈশ্বরকে জান্‌তে বা দর্শন করতে প্রাণ ব্যাকুল হয় না। ছেলে, খেলা নিয়ে, ভুলে থাকে। সন্দেশ দিয়ে ভুলোও, খানিক সন্দেশ খাবে। যখন খেলাও ভাল লাগে না, সন্দেশও ভাল লাগে না, তখন বলে 'মা যাব'। আর সন্দেশ চায় না। যাকে চেনে না, কোনও কালে দেখে নাই, সে যদি বলে, আয় মার কাছে নিয়ে যাই—তারই সঙ্গে যাবে। যে কোলে করে নিয়ে যায় তারই সঙ্গে যাবে।

"সংসারের ভোগ হয়ে গেলে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। তখন কি করে তাঁকে পাবো, কেবল এই চিন্তা হয়। যে যা বলে তাই শুনে।"

মাষ্টার (স্বগতঃ)। ভোগবাসনা গেলে তবে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হবে!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

সপ্তম খণ্ড।

[দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে—ভক্তসঙ্গে।]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আজ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তসঙ্গে। শ্রাবণ কৃষ্ণাপ্রতিপদ; ১৯শে আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

আজ রবিবার। এইমাত্র ভোগারতির সময় সানাই বাজিতেছিল। ঠাকুর-ঘর বন্ধ হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও প্রসাদপ্রাপ্তির পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছেন। বিশ্রামের পর—এখনও মধ্যাহ্নকাল—তিনি তাঁহার ঘরে ছোট তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন। এমন সময়ে মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার সঙ্গে বেদান্তসম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল।

[বেদান্তবাদীদিগের মত।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। "দেখ, অষ্টাবক্রসংহিতায় আত্মজ্ঞানের কথা আছে। আত্মজ্ঞানীরা বলে, 'সোঽহম্‌', অর্থাৎ 'আমিই সেই পরমাত্মা।' এ সব বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর মত, সংসারীর পক্ষে এ মত ঠিক নয়। সবই করা যাচ্ছে, অথচ 'আমিই সেই নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা' এ কিরূপ হ'তে পারে ?

"বেদান্তবাদীরা বলে, আত্মা নির্লিপ্ত। সুখ-দুঃখ, পাপপুণ্য এ সব আত্মার কোনও অপকার ক'র্‌তে পারে না—তবে দেহাভিমানী লোকদের কষ্ট দিতে পারে। ধোঁয়া দেয়াল ময়লা করে, আকাশের কিছু ক'র্‌তে পারে না।

"কৃষ্ণকিশোর জ্ঞানীদের মত ব'ল্‌তো, আমি 'খ'—অর্থাৎ আকাশবৎ। তা, সে পরম ভক্ত, তার মুখে ও কথা বরং সাজে, কিন্তু সকলের মুখে নয়।

[পাপ ও পুণ্য। মায়া না দয়া ?]

"কিন্তু 'আমি মুক্ত' এ অভিমান খুব ভাল। 'আমি মুক্ত' এ কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে সে মুক্ত হ'য়ে যায়। আবার 'আমি বদ্ধ,' 'আমি বদ্ধ,' এ কথা ব'ল্‌তে

ব'ল্‌তে সে ব্যক্তি বদ্ধই হ'য়ে যায়। যে কেবল বলে, 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' সেই শালাই পড়ে যায়। বরং ব'ল্‌তে হয়, আমি তাঁর নাম ক'রেছি, আমার আবার পাপ কি, বন্ধন কি!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। দেখ, আমার মনটা বড় খারাপ হ'য়েছে। হৃদে * চিঠি লিখেছে, তার বড় অসুখ। একি মায়া না দয়া?

মাষ্টার কি বলিবেন? চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মায়া কাকে বলে জান? বাপ-মা, ভাইভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র, ভাগিনা ভাগ্‌নী, ভাইপো-ভাইঝি, এই সব আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসা। আর দয়া মানে—সর্ব্বভূতে ভালবাসা। আমার এটা কি হ'লো, মায়া না দয়া? হৃদে কিন্তু আমার অনেক ক'রেছিল—অনেক সেবা ক'রেছিল—হাতে করে গু পরিষ্কার ক'র্‌তো। আবার তেমনি শেষে শাস্তিও দিয়েছিল! এত শাস্তি দিত যে, পোস্তার উপর গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ ক'রতে গি'ছিলুম। কিন্তু আমার অনেক ক'রেছিল—এখন সে কিছু (টাকা) পেলে আমার মনটা স্থির হয়! কিন্তু কোন্ বাবুকে আবার ব'ল্‌তে যাব? কে ব'লে বেড়ায়?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

['মৃণ্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী'।]

বেলা দুটা তিনটার সময় ভক্তবীর শ্রীযুত অধরচন্দ্র সেন ও শ্রীযুত বলরাম বসু আসিয়া উপনীত হইলেন ও পরমহংসদেবকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেমন আছেন?

ঠাকুর বলিলেন, 'হাঁ, শরীর ভাল আছে, তবে আমার মনে একটু কষ্ট হ'য়ে আছে।' হৃদয়ের পীড়া সম্বন্ধে কোন কথারই উত্থাপন করিলেন না।

বড়বাজারের মল্লিকদের সিংহবাহিনীনামক দেবীবিগ্রহের কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সিংহবাহিনী আমি দেখ্‌তে গি'ছিলুম। চাষাধোপাপাড়ার এক জন মল্লিকদের বাড়ীতে ঠাকুরকে দেখ্‌লুম। পোড়ো বাড়ী। তারা গরীব হ'য়ে গেছে। এখানে পায়রার গু, ওখানে শেওলা, এখানে ঝুর্‌ ঝুর্‌ ক'রে

---

* হৃদয় ইং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে প্রায় বিশ বৎসর পরমহংসদেবের সেবা করিয়াছিলেন। সম্পর্কে হৃদয় তাঁহার ভাগিনেয়। তাঁহার জন্মভূমি হুগলী জেলার অন্তঃপাতী সিওড় গ্রাম। ঐ গ্রাম ঠাকুরের জন্মভূমি ৺কামারপুকুর হইতে দুই ক্রোশ। ১৩০৬ সালের বৈশাখ মাসে দ্বিষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রমে জন্মভূমিতে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে।

বালি সুরকি পড়ছে; অন্য মল্লিকদের বাড়ীর যেমন দেখেছি, এ বাড়ীর সে শ্রী নাই। (মাষ্টারের প্রতি)। আচ্ছা, এর মানে কি বল দেখি?

মাষ্টার চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জান, যার যা কর্ম্মের ভোগ আছে, তা তার ক'র্‌তে হয়। সংস্কার, প্রারব্ধ এ সব মান্‌তে হয়।

(মাষ্টারের প্রতি) "আর পোড়ো বাড়ীতে দেখ্‌লুম যে, সেখানেও সিংহ-বাহিনীর মুখের ভাব জল্‌ জল্‌ ক'রছে! আবির্ভাব মান্‌তে হয়।

"আমি একবার বিষ্ণুপুরে গি'ছিলুম। রাজার বেশ সব ঠাকুর-বাড়ী আছে। সেখানে ভগবতীর মূর্ত্তি আছে, নাম মৃণ্ময়ী। ঠাকুর-বাড়ীর সম্মুখে বড় দীঘি। (মাষ্টারের প্রতি)। আচ্ছা, দীঘিতে আবাঠার (মাথাঘসার) গন্ধ পেলুম কেন বল দেখি? আমি ত জান্‌তুম না যে, মেয়েরা মৃণ্ময়ীদর্শনের সময় আবাঠা তাঁকে দেয়। আর দীঘির কাছে আমার ভাবসমাধি হ'ল, তখন বিগ্রহ দেখি নাই। আবেশে সেই দীঘির কাছে মৃণ্ময়ী-দর্শন হ'ল—কোমর পর্য্যন্ত।"

[ভক্তের সুখ দুঃখ। ভাগবত ও মহাভারতের কথা।]

এতক্ষণে আর সব ভক্ত আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। কাবুলের রাজবিপ্লব ও যুদ্ধের কথা উঠিল। একজন বলিলেন যে, ইয়াকুব খাঁ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন। তিনি পরমহংসদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! ইয়াকুব খাঁ কিন্তু একজন বড় ভক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জান, সুখ-দুঃখ দেহধারণের ধর্ম্ম। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে আছে যে, কালুবীর জেলে গি'ছিল; তার বুকে পাষাণ দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র। দেহধারণ ক'রলেই সুখ দুঃখ ভোগ আছে।

"শ্রীমন্ত বড় ভক্ত। আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাস্‌তেন, সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ। মশানে কাট্‌তে নিয়ে গি'ছিলো।

"একজন কাঠুরে—পরম ভক্ত—ভগবতীর দর্শন পেলে, তিনি কত ভাল বাস্‌লেন—কত কৃপা কর্‌লেন। কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আর ঘুচলো না। সেই কাঠ কেটে আবার খেতে হবে। কারাগারে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান দেবকীর দর্শন হ'ল। কিন্তু কারাগার ঘুচ্‌লো না!

মাষ্টার। শুধু কারাগার ঘোচা কেন? দেহই ত যত জঞ্জালের গোড়া, দেহটা ঘুচে যাওয়া উচিত ছিল!

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জান, প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ। যে ক'দিন ভোগ আছে, দেহ

ধারণ ক'র্‌তে হয়। একজন কাণা গঙ্গাস্নান ক'র্‌লে। পাপ সব ঘুচে গেল। কিন্তু কাণা চোক আর ঘুচ্‌লো না। (সকলের হাস্য।) পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ছিল, তাই ভোগ।

মণি। যে বাণটা ছোড়া গেল, তার উপর কোনও আয়ত্ত থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেহের সুখ দুঃখ যাই হোক, ভক্তের জ্ঞান ও ভক্তির ঐশ্বর্য্য থাকে, সে ঐশ্বর্য্য কখনও যাবার নয়। দেখ না—পাণ্ডবদের অত বিপদ! কিন্তু এ বিপদে তারা চৈতন্য একবারও হারায় নাই। তাদের মত জ্ঞানী, তাদের মত ভক্ত কোথায়?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সমাধিমন্দিরে।

(কাপ্তেন ও নরেন্দ্রের প্রবেশ।)

এমন সময় নরেন্দ্র ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বনাথ নেপালের রাজার উকিল,—রাজ প্রতিনিধি। পরমহংসদেব তাঁহাকে কাপ্তেন বলিতেন। নরেন্দ্রের বয়স বছর বাইশ; বি, এ, পড়িতেছেন। মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ রবিবারে, দর্শন করিতে আসেন।

তাঁহারা প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে, পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে গান গাইতে অনুরোধ করিলেন। ঘরের পশ্চিম ধারে তানপুরাটী ঝুলান ছিল। নরেন্দ্র সেই তানপুরাটী লইয়া তাহার কাণ মলিয়া সুর বাঁধিতে লাগিলেন। সকলে একদৃষ্টে গায়কের দিকে চাহিয়া রহিলেন; বাঁয়া ও তবলায় সুর বাঁধা হইতে লাগিল;—কখন্ গান হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রের প্রতি) দেখ্, এ আর তেমন বাজে না।

কাপ্তেন। পূর্ণ হয়ে বসে আছে, তাই শব্দ নাই। (সকলের হাস্য)। পূর্ণকুম্ভ!

শ্রীরামকৃষ্ণ। (কাপ্তেনের প্রতি) কিন্তু নারদাদি?

কাপ্তেন। তাঁরা পরের দুঃখে কথা ক'য়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, নারদ, শুকদেব এঁরা সমাধির পর নেমে এসেছিলেন—দয়ার জন্য, পরের হিতের জন্য তাঁরা কথা ক'য়েছিলেন।

নরেন্দ্র গান আরম্ভ করিলেন। গাইলেন,—

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদি মন্দিরে।
(সে দিন কবে বা হ'বে)
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপ-সাগরে।
জ্ঞান-অনন্তরূপে পশিবে নাথ মম হৃদে,
অবাক্ হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।
আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয়-আকাশে,
চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে,
আমরাও নাথ তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে।
শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজরাজ-চরণে,
বিকাইব ওহে প্রাণসখা সফল করিব জীবনে।
এমন অধিকার কোথা পাব আর স্বর্গভোগ জীবনে (সশরীরে)।
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার,
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর,
তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ-আঁধার।
ওহে ধ্রুবতারা-সম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে,
জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পূরাও মনের আশ,
আমি নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে,
আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে।
(সে দিন কবে হ'বে)॥

'আনন্দ অমৃতরূপে' এই কথা বলিতে না বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন! আসীন হইয়া করযোড়ে বসিয়া আছেন। পূর্ব্ব-আস্য। দেহ উন্নত। আনন্দময়ীর রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন! লোকবাহ্য একবারে নাই। শ্বাস বহিছে, কি না বহিছে! স্পন্দহীন! নিমেষশূন্য চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। যেন এ রাজ্য ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছেন!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সমাধিভঙ্গের পর।

[সচ্চিদানন্দ লাভের উপায়। জ্ঞানী ও ভক্তের প্রভেদ।

সমাধি ভঙ্গ হইল। ইতিপূর্ব্বে নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি দৃষ্টে কক্ষ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডায় চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে হাজরা মহাশয় কম্বলাসনে হরিনামের মালা হাতে করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে নরেন্দ্র আলাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে ঘরে এক ঘর লোক হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিভঙ্গের পর ভক্তদের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখেন যে, নরেন্দ্র নাই। শূন্য তানপুরা পড়িয়া রহিয়াছে। আর ভক্তগণ সকলে তাঁর দিকে ঔৎসুক্যের সহিত চাহিয়া রহিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আগুন জ্বেলে গেছে, এখন থাক্‌লো আর গেল।

(কাপ্তেন ও অন্যান্য ভক্তদিগের প্রতি)। চিদানন্দ আরোপ কর, তোমাদেরও আনন্দ হবে। চিদানন্দ আছেই—কেবল আবরণ ও বিক্ষেপ। বিষয়াসক্তি যত কম্‌বে, ঈশ্বরে রতিমতি তত বাড়্‌বে।

কাপ্তেন। কলিকাতার বাড়ীর দিকে যত আস্‌বে, কাশী থেকে তত তফাৎ হবে। আবার কাশীর দিকে যত যাবে, বাড়ী থেকে তত তফাৎ হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীমতী যত কৃষ্ণের দিকে এগুচ্চেন, ততই কৃষ্ণের দেহগন্ধ পাচ্ছিলেন। ঈশ্বরের নিকট যত যাওয়া যায়, ততই তাঁতে ভাবভক্তি হয়। সাগরের নিকট নদী যতই যায়, ততই জোয়ার ভাঁটা দেখা যায়।

"জ্ঞানীর ভিতর একটানা গঙ্গা বহিতে থাকে। তার পক্ষে সব স্বপ্নবৎ। সে সর্ব্বদা স্বস্বরূপে থাকে। ভক্তের ভিতর একটানা নয়; জোয়ার ভাঁটা হয়। হাঁসে, কাঁদে, নাচে, গায়। ভক্ত তাঁর সঙ্গে বিলাস ক'ত্তে ভালবাসে—কখন সাঁতার দেয়, কখন ডুবে, কখন উঠে—যেমন জলের ভিতর বরফ 'টাপুর টুপুর'—'টাপুর টুপুর' করে। (সকলের হাস্য)।

(সচ্চিদানন্দ ও সচ্চিদানন্দময়ী। ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি অভেদ।)

"জ্ঞানী ব্রহ্মকে জান্‌তে চায়। ভক্তের ভগবান্—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্। কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনিই সচ্চিদানন্দময়ী; যেমন মণির জ্যোতিঃ ও মণি; মণির জ্যোতিঃ ব'ল্লেই মণি বুঝায়, মণি ব'ল্লেই জ্যোতি বুঝায়। মণি না ভাব্‌লে মণির জ্যোতিঃ ভাব্‌তে পারা যায় না—মণির জ্যোতি না ভাব্‌লে মণি ভাব্‌তে পারা যায় না।

"এক সচ্চিদানন্দ শক্তিভেদে উপাধিভেদ—তাই নানা রূপ—'সে তো তুমিই গো তারা!' যেখানে কার্য্য (সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়) সেইখানেই শক্তি! কিন্তু জল স্থির থাক্‌লেও জল—তরঙ্গ ভুড়ভুড়ি হ'লেও জল। সেই সচ্চিদানন্দই আদ্যাশক্তি—যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন। যেমন কাপ্তেন যখন কোন কাজ করেন না, তখনও যিনি, আর কাপ্তেন পূজা ক'র্‌ছেন, তখনও তিনি, আর কাপ্তেন লাট সাহেবের কাছে যাচ্ছেন, তখনও তিনি—কেবল উপাধিবিশেষ।

কাপ্তেন। আজ্ঞা হাঁ, মহাশয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি এই কথা কেশব সেনকে ব'লেছিলুম।

কাপ্তেন। কেশব সেন ভ্রষ্টাচার, স্বেচ্ছাচার—তিনি বাবু—সাধু নন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। কাপ্তেন আমায় বারণ করে, কেশব সেনের ওখানে যেতে।

কাপ্তেন। মহাশয়, আপনি যাবেন, তা আর কি ক'র্‌বো?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্তভাবে)। তুমি লাট সাহেবের কাছে যেতে পার টাকার জন্য, আর আমি কেশব সেনের কাছে যেতে পারি না? সে ঈশ্বরচিন্তা করে, হরিনাম করে! তবে না তুমি বল, 'ঈশ্বরমায়াজীব জগৎ'—যিনি ঈশ্বর, তিনিই এই সব জীব, জগৎ হ'য়েছেন!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[নরেন্দ্রসঙ্গে।]

এই বলিয়া ঠাকুর হঠাৎ ঘর হইতে উত্তর-পূর্ব্বের বারাণ্ডায় চলিয়া গেলেন। কাপ্তেন ও অন্যান্য ভক্তেরা ঘরেই বসিয়া তাঁর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাষ্টার তাঁহার সঙ্গে ঐ বারাণ্ডায় আসিলেন।

উত্তর-পূর্ব্বের বারাণ্ডায় নরেন্দ্র হাজরার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ জানেন, হাজরা বড় শুষ্ক জ্ঞানবিচার করে—বলে, 'জগৎ স্বপ্নবৎ—পূজা নৈবেদ্য এ সব মনের ভুল—কেবল স্ব-স্বরূপকে চিন্তা করাই উদ্দেশ্য। আর আমিই সেই'।

(জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। কি গো! তোমাদের কি সব কথা হ'চ্চে?

নরেন্দ্র (সহাস্যে)। আমাদের কত কি কথা হ'চ্চে—'লম্বা লম্বা' কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞান আর শুদ্ধভক্তি এক। শুদ্ধজ্ঞান যেখানে নিয়ে যায়, শুদ্ধভক্তিও সেই খানে, নিয়ে যায়। ভক্তিপথ বেশ সহজ পথ!

নরেন্দ্র। 'আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে, দে মা পাগল ক'রে।' (মাষ্টারের প্রতি) দেখুন Hamiltonএ প'ড়্লুম—লিখ্ছেন, 'A learned ignorance is the end of Philosophy and the beginning of Religion.'

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। এর মানে কি গা ?

নরেন্দ্র। Philosophy (দর্শনশাস্ত্র) পড়া শেষ হলে মানুষটা পণ্ডিতমূর্খ হ'য়ে দাঁড়ায়, তখন ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে। তখন ধর্ম্মের আরম্ভ হয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। Thank you! Thank you!

(সকলের হাস্য।)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(সন্ধ্যা-সমাগমে।)

কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া অধিকাংশ লোক বাটী গমন করিলেন। নরেন্দ্রও বিদায় হইলেন।

বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল। সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুরবাড়ীর ফরাস চারিদিকে আলোর আয়োজন করিতে লাগিল। কালীঘরের ও বিষ্ণুঘরের দুই জন পূজারি গঙ্গায় অর্দ্ধনিমগ্ন হইয়া বাহ্য ও অন্তর শুচি করিতেছেন; শীঘ্র গিয়া আরতি ও ঠাকুরদের রাত্রিকালীন শীতল দিতে হইবে। দক্ষিণেশ্বর-গ্রামবাসী যুবকবৃন্দ—কাহারও হাতে ছড়ি, কেহ বন্ধু সঙ্গে—বাগান বেড়াইতে আসিয়াছে। তাহারা পোস্তার উপর বিচরণ করিতেছে ও কুসুমগন্ধবাহী নির্ম্মল সন্ধ্যাসমীরণ সেবন করিতে করিতে শ্রাবণ মাসের খরস্রোত ঈষৎবীচিবিকম্পিত গঙ্গাপ্রবাহ দেখিতেছে। তন্মধ্যে হয় ত কেহ অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল, পঞ্চবটীর বিজনভূমিতে পাদচারণ করিতেছে। ভগবান রামকৃষ্ণও পশ্চিমের বারাণ্ডা হইতে কিয়ৎকাল গঙ্গাদর্শন করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা হইল। ফরাস আলোগুলি জ্বালিয়া দিয়া গেল। পরমহংসদেবের ঘরে আসিয়া দাসী প্রদীপ্ জ্বালিয়া ধূনা দিল। এদিকে দ্বাদশমন্দিরে শিবের আরতি আরম্ভ হইল, তৎপরেই বিষ্ণুঘরের ও কালীঘরের আরতি আরম্ভ হইল। কাঁসর, ঘড়ি ও ঘণ্টা মধুর ও গম্ভীর নিনাদ করিতে লাগিল—মধুর ও গম্ভীর—কেন না, মন্দিরের পার্শ্বেই কলকলনিনাদিনী গঙ্গা!

শ্রাবণের কৃষ্ণা প্রতিপদ। কিয়ৎক্ষণ পরেই চাঁদ উঠিল। বৃহৎ উঠান ও উদ্যানস্থিত বৃক্ষশীর্ষ ক্রমে চন্দ্রকিরণে প্লাবিত হইল। এদিকে জ্যোৎস্নাস্পর্শে ভাগীরথীসলিল যেন কত আনন্দ করিতে করিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পরেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতাকে নমস্কার করিয়া, হাততালি দিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। কক্ষমধ্যে অনেকগুলি ঠাকুরদের ছবি—ধ্রুব প্রহ্লাদের ছবি, রাম রাজার ছবি, মা কালীর ছবি, রাধাকৃষ্ণের ছবি। তিনি সকল ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁহাদের নাম করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। আবার বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান্, ভাগবত-ভক্ত-ভগবান্; ব্রহ্ম-শক্তি, শক্তি ব্রহ্ম; বেদ পুরাণ, তন্ত্র; গীতা, গায়ত্রী। শরণাগত, শরণাগত; নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু; আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, ইত্যাদি। নামের পর করযোড়ে জগন্মাতার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দুই চারিজন ভক্ত সন্ধ্যাগমে উদ্যানমধ্যে গঙ্গাতীরে বেড়াইতেছিলেন। তাঁহারা ঠাকুরদের আরতির কিয়ৎক্ষণ পরে পরমহংসদেবের ঘরে ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব খাটে উপবিষ্ট। মাষ্টার, অধর, কিশোরী ইত্যাদি নীচে সম্মুখে বসিয়া আছেন।

(নরেন্দ্রের কত গুণ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, এরা সব নিত্য সিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ। দেখ না, নরেন্দ্র কাহাকেও care (গ্রাহ্য) করে না। আমার সঙ্গে কাপ্তেনের গাড়ীতে যাচ্ছিল—কাপ্তেন ভাল জায়গায় ব'সতে ব'ল্লে—তা চেয়েও দেখ্‌লে না। আমারই অপেক্ষা রাখে না! আবার যা জানে, তাও বলে না—পাছে আমি লোকের কাছে বলে বেড়াই যে, নরেন্দ্র এত বিদ্বান্। মায়ামোহ নাই—যেন কোন বন্ধন নাই! খুব ভাল আধার। একাধারে অনেক গুণ; গাইতে বাজাতে, লিখ্‌তে পড়্‌তে। এদিকে জিতেন্দ্রিয়, —ব'লেছে, বিয়ে কোর্‌বো না। নরেন্দ্র আর ভবনাথ দু'জনে ভারি মিল—যেন স্ত্রী পুরুষ। নরেন্দ্র বেশী আসে না। সে ভাল। বেশী এলে আমি বিহ্বল হই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

অষ্টম খণ্ড।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের সিন্দূরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজে গমন ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সহিত কথোপকথন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

['সমাধি-মন্দিরে।']

কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথি। ইংরাজী ২৬শে নবেম্বর ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীযুক্ত মণি মল্লিকের বাটীতে সিন্দূরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইত। বাড়ীটী চিৎপুর রোডের উপর; পূর্ব্বধারে হ্যারিসন রোডের চৌমাথা —যেখানে বেদানা, পেস্তা, আপেল এবং অন্যান্য মেওয়ার দোকান আছে, সেখান হইতে কয়েক খানি দোকান বাড়ীর উত্তরে। সমাজের অধিবেশন রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী দুতলার হলঘরে হইত। আজ সমাজের সাম্বৎসরিক; তাই শ্রীযুক্ত মণি মল্লিক মহোৎসব করিয়াছেন।

উপাসনাগৃহ আজ আনন্দপূর্ণ. বাহিরে ও ভিতরে হরিৎ বৃক্ষপল্লবে, নানাপুষ্প ও পুষ্পমালায় সুশোভিত। গৃহমধ্যে ভক্তগণ আসন গ্রহণ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন. কখন উপাসনা হইবে। গৃহমধ্যে সকলের স্থান হয় নাই, অনেকেই পশ্চিমদিকের ছাদে বিচরণ করিতেছেন, বা যথাস্থানে স্থাপিত সুন্দর বিচিত্র কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। মাঝে মাঝে গৃহস্বামী ও তাঁহার আত্মীয়-গণ আসিয়া মিষ্ট সম্ভাষণে অভ্যাগত ভক্তবৃন্দকে আপ্যায়িত করিতেছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্ম ভক্তগণ আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা আজ একটী বিশেষ উৎসাহে উৎসাহান্বিত। আজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরম-হংসদেবের শুভাগমন হইবে। ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণ কেশব, বিজয়, শিবনাথ প্রভৃতি ভক্তগণকে পরমহংসদেব বড় ভাল বাসেন, তাই তিনি ব্রাহ্ম ভক্তদের

এত প্রিয়। পরমহংসদেব হরিপ্রেমে মাতোয়ারা ; তাঁহার প্রেম, তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বাস, তাঁহার বালকের ন্যায় ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন, ভগবানের জন্য তাঁহার ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন, তাঁহার মাতৃজ্ঞানে স্ত্রীজাতির পূজা, তাঁহার বিষয়কথা-বর্জ্জন ও তৈল-ধারা তুল্য নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বর-কথা প্রসঙ্গ, তাঁহার সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ও অপর ধর্ম্মে বিদ্বেষভাবলেশশূন্যতা, তাঁহার ঈশ্বর ভক্তের জন্য রোদন, এই সকল ব্যাপার ব্রাহ্মভক্তদের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। তাই আজ অনেকে বহুদূর হইতে তাঁহার দর্শন লাভার্থে আসিয়াছেন।

[শিবনাথ ও সত্যকথা।]

উপাসনার পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্ম-ভক্তদের সহিত সহাস্য বদনে আলাপ করিতে লাগিলেন। সমাজগৃহে আলো জ্বালা হইল, অনতিবিলম্বে উপাসনা আরম্ভ হইবে।

পরমহংসদেব বলিলেন, "হ্যাঁগা, শিবনাথ আস্‌বে না?" একজন ব্রাহ্মভক্ত বলিলেন, "না, আজ তাঁর অনেক কাজ আছে, আস্‌তে পার্‌বেন না।" পরম-হংসদেব বলিলেন, "শিবনাথকে দেখ্‌লে আমার বড় আনন্দ হয়, যেন ভক্তিরসে ডুবে আছে; আর যাকে অনেকে গণে মানে, তা'তে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কিছু শক্তি আছে। তবে শিবনাথের একটা ভারি দোষ আছে—কথার ঠিক নাই। আমাকে ব'লেছিল যে, একবার ওখানে (দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে) যাবে, কিন্তু যায় নাই, আর কোন খবরও পাঠায় নাই; ওটা ভাল নয়। এই রকম আছে যে, সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট ক'রে ধ'রে থাক্‌লে ভগবান্ লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হ'য়ে যায়। আমি এই ভেবে, যদিও কখন বলে ফেলি যে বাহ্যে যাব, যদি বাহ্যে নাও পায়, তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে ক'রে ঝাউতলার দিকে যাই। ভয় এই—পাছে সত্যের আঁট যায়। আমায় এই অবস্থার পর মাকে ফুল হাতে ক'রে ব'লে-ছিলুম, 'মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাম তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।' যখন এই সব ব'লেছিলুম, তখন একথা বল্‌তে পারি নাই, 'মা! এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য।' সব মাকে দিতে পাল্লুম, 'সত্য' মাকে দিতে পাল্লুম না।"

['সমাধি-মন্দিরে।']

ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা আরম্ভ হইল। বেদীর উপরে আচার্য্য, সম্মুখে সেজ! উদ্বোধনের পর আচার্য্য পরব্রহ্মের উদ্দেশে বেদোক্ত মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মভক্তগণ সমস্বরে সেই পুরাতন আর্য্য ঋষির শ্রীমুখনিঃসৃত, তাঁহাদের সেই পবিত্র রসনার দ্বারা উচ্চারিত, নাম গান করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন—"সত্যংজ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম আনন্দমমৃতম্ যদ্বিভাতি শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্"। প্রণবসংযুক্ত এই ধ্বনি ভক্তদের হৃদয়াকাশে প্রতিধ্বনিত হইল। অনেকের অন্তরে বাসনা নির্ব্বাপিত-প্রায় হইল। চিত্ত অনেকটা স্থির ও ধ্যানপ্রবণ হইতে লাগিল। সকলেরই চক্ষু মুদ্রিত—ক্ষণকালের জন্য বেদোক্ত সগুণ ব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব ভাবে নিমগ্ন হইলেন। স্পন্দহীন, স্থিরদৃষ্টি, অবাক্, চিত্র-পুত্তলীর ন্যায় বসিয়া রহিলেন। আত্মাপক্ষী কোথায় আনন্দে বিচরণ করিতেছেন; আর দেহটী মাত্র শূন্য মন্দিরে পড়িয়া রহিয়াছে।

সমাধির অব্যবহিত পরেই পরমহংসদেব চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, দেখিলেন সভাস্থ সকলেই নিমীলিত নেত্র। তখন "ব্রহ্ম" "ব্রহ্ম" বলিয়া হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলেন। উপাসনান্তে ব্রাহ্মভক্তেরা খোল করতাল লইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, আর নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে মধুর নৃত্য সকলে মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ও অন্যান্য ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে লাগিলেন। অনেকে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া ও কীর্ত্তনানন্দ সম্ভোগ করিয়া এককালে সংসার ভুলিয়া গেলেন। ক্ষণকালের জন্য তাঁহারা হরি-রস পান করিয়া বিষয়ানন্দ ভুলিয়া গেলেন। বিষয় সুখের রস তিক্তবোধ করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর কি বলেন, শুনিবার জন্য সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[গৃহস্থের প্রতি উপদেশ।]

সমবেত ব্রাহ্মভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—"নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসার করা বড় কঠিন। প্রতাপ ব'লেছিল, মহাশয় আমাদের

জনক রাজার মত। জনক নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসার ক'রেছিলেন, আমরাও তাই কর্‌বো। আমি ব'ল্লুম; মনে কল্লেই কি জনক রাজা হওয়া যায়? জনকরাজা কত তপস্যা ক'রেছিলেন! হেটমুণ্ড ঊর্দ্ধপদ হ'য়ে অনেক বৎসর ঘোরতর তপস্যা ক'রে জ্ঞানলাভ ক'রে, তবে সংসারে ফিরে গিছ্‌লেন।"

"তবে সংসারীর কি উপায় নাই?—হাঁ, অবশ্য আছে। দিনকতক নির্জ্জনে সাধন কর্ত্তে হয়। নির্জ্জনে ক'ল্লে ভক্তি লাভ হয়, জ্ঞান লাভ হয়; তার পর গিয়ে সংসার কর, দোষ নাই। যখন নির্জ্জনে সাধন ক'রবে তখন সংসার থেকে একবারে তফাতে যাবে; তখন যেন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী, আত্মীয় কুটুম্ব কেহ কাছে না থাকে। নির্জ্জনে-সাধনের সময় ভাব্‌বে, আমার কেউ নাই; ঈশ্বরই আমার সর্ব্বস্ব। আর কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে জ্ঞান ভক্তির জন্য প্রার্থনা ক'র্‌বে।

"যদি বল, কত দিন নির্জ্জনে সংসার ছেড়ে থাকবো? তা এক দিন যদি এই রকম ক'রে থাক, সেও ভাল; তিন দিন থাক্‌লে, আরও ভাল; বা বারোদিন, একমাস, তিন মাস, এক বৎসর, যে যেমন পারে। জ্ঞান ভক্তি লাভ ক'রে, সংসার ক'ল্লে, আর বড় বেশী ভয় নাই।

"হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গ্‌লে হাতে আটা লাগে না। চোর চোর যদি খেল, বুড়ী ছুঁয়ে ফেল্লে আর ভয় নাই। একবার পরশমণিকে ছুঁয়ে সোণা হও, সোণা হবার পর হাজার বৎসর যদি মাটীতে পোতা থাক, মাটী থেকে তোলবার পর সেই সোণাই থাক্‌বে।

"মনটী দুধের মত। সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তা হ'লে দুধে জল মিশে যাবে, তাই দুধকে নির্জ্জনে দই পেতে মাখন তুল্‌তে হয়। মন-দুধ থেকে, যখন নির্জ্জনে সাধন ক'রে জ্ঞান-ভক্তিরূপ মাখন তোলা হ'লো, তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার-জলে রাখা যায়। সে মাখন কখনও সংসার জলের সঙ্গে মিশে যাবে না—সংসার-জলের উপর নির্লিপ্ত হ'য়ে ভাস্‌বে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(বিজয়ের নির্জ্জনে সাধন।)

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সবে গয়া হইতে ফিরিয়াছেন। সেখানে অনেক দিন নির্জ্জনে বাস ও সাধুসঙ্গ হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছেন। অবস্থা ভারী সুন্দর, যেন সর্ব্বদা অন্তর্মুখ। পরমহংসদেবের

নিকট হেটমুখ হইয়া রহিয়াছেন, যেন মগ্ন হইয়া কি ভাবিতেছেন।

বিজয়কে দেখিতে দেখিতে পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিলেন, "বিজয়! তুমি কি বাসা পাক্‌ড়েছ?"

"দেখ, দু'জন সাধু ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে একটি সহরে এসে প'ড়েছিল। এক জন হাঁ ক'রে সহরের বাজার, দোকান, বাড়ী, দেখ্‌ছিল; এমন সময়ে অপরটীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তখন সে সাধুটী ব'ল্লে, তুমি হাঁ ক'রে সহর দেখ্‌ছ, তল্পী তাল্পা কোথায়? প্রথম সাধুটী ব'ল্লে, আমি আগে বাসা পাক্‌ড়ে তল্পী তাল্পা রেখে ঘরে চাবি দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেরিয়েছি। এখন সহরে রং দেখে বেড়াচ্ছি। তাই তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি, তুমি কি বাসা পাক্‌ড়েছ?"

(মাষ্টার ইত্যাদির প্রতি) "দেখ, বিজয়ের এতদিন ফোয়ারা চাপা ছিল, এইবার খুলে গেছে।"

[বিজয় ও শিবনাথ। নিষ্কাম কর্ম্ম ও সকাম কর্ম্ম।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। দেখ শিবনাথের ভারী ঝঞ্ঝাট। খবরের কাগজ লিখ্‌তে হয়, আর অনেক কর্ম্ম কর্ত্তে হয়। বিষয়-কর্ম্ম কল্লেই অশান্তি হয়, অনেক ভাবনা চিন্তা জোটে।

"শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে, অবধূত চব্বিশ গুরুর মধ্যে চিল্‌কে একটী গুরু ক'রেছিলেন। এক জায়গায় জেলেরা মাছ ধ'র্ত্তে ছিল, একটী চিল এসে একটা মাছ ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। কিন্তু মাছ দেখে পেছনে পেছনে প্রায় এক হাজার কাক চিলকে তাড়া ক'রে গেল, আর একসঙ্গে কা কা কা করে বড় গোলমাল কর্ত্তে লাগলো; চিল মাছ নিয়ে যে দিকে যায়, কাকগুলোও তাড়া করে সেই দিকে যেতে লাগলো। দক্ষিণ দিকে চিলটা গেল; কাকগুলাও সেই দিকে গেল; আবার উত্তরদিকে যখন সে গেল; ওরাও সেই দিকে গেল। এইরূপে পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিমদিকে চিল ঘুর্‌তে লাগলো! শেষে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে ঘুর্‌তে ঘুরতে মাছটা তার কাছ থেকে পড়ে গেল। তখন কাকগুলা চিলকে ছেড়ে মাছের দিকে গেল। চিল তখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটা গাছের ডালের উপর গিয়ে বস্‌লো। ব'সে ভাব্‌তে লাগলো—ঐ মাছটা যত গোল ক'রেছিল। এখন মাছ কাছে নাই, তাই আমি নিশ্চিন্ত হ'লুম।"

"অবধূত চিলের কাছে এই শিক্ষা ক'ল্লেন যে, যতক্ষণ সঙ্গে মাছ থাকে অর্থাৎ বাসনা থাকে, ততক্ষণ কর্ম্ম থাকে, আর কর্ম্মের দরুণ ভাবনা, চিন্তা অশান্তি। বাসনা ত্যাগ হ'লেই কর্ম্ম ক্ষয় হয়, আর শান্তি হয়।"

"তবে, নিষ্কাম কর্ম্ম ভাল। তাতে অশান্তি হয় না। কিন্তু নিষ্কাম করা বড় কঠিন। মনে ক'চ্চি নিষ্কাম কর্ম্ম ক'রছি, কিন্তু কোথা থেকে কামনা এসে প'ড়ে, জান্‌তে দেয় না। আগে যদি অনেক সাধন থাকে, সাধনের বলে কেউ কেউ নিষ্কাম কর্ম্ম ক'র্ত্তে পারে। ঈশ্বর দর্শনের পর নিষ্কাম কর্ম্ম অনায়াসে করা যায়। ঈশ্বর দর্শনের পর প্রায় কর্ম্মত্যাগ হয়; তুই একজন (নারদাদি) লোকশিক্ষার জন্য কর্ম্ম করে।

[সন্ন্যাসী ও সঞ্চয়।*]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। অবধূতের আর একটী গুরু ছিল—মৌমাছি। মৌমাছি অনেক কষ্টে অনেক দিন ধ'রে মধুসঞ্চয় করে। কিন্তু সে মধু নিজের ভোগ হয় না। আর একজন এসে চাক ভেঙ্গে নিয়ে যায়। মৌমাছির কাছে অবধূত এই শিখলেন যে, সঞ্চয় ক'র্‌তে নাই। সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোলআনা নির্ভর ক'র্‌বে, তাদের সঞ্চয় ক'র্ত্তে নাই।

"এটী সংসারীর পক্ষে নয়। সংসারীর সংসার প্রতিপালন ক'র্ত্তে হয়। তাই, সঞ্চয়ের দরকার হয়। পন্‌ছী (পাখী) আউর দর্ব্বেশ (সাধু) সঞ্চয় করে না কিন্তু পাখীর ছানা হ'লে সঞ্চয় করে—ছানার জন্য মুখে ক'রে খাবার আনে।

"দেখ বিজয়, সাধুর সঙ্গে যদি পুটলী পাটলা থাকে, পনরটা গাঁটওয়ালা যদি কাপড় বুচ্‌কি থাকে, তা'হলে তাদের বিশ্বাস কোরো না। আমি বটতলায়† ঐ রকম সাধু দেখেছিলাম। দু'তিন জন বসে আছে; কেউ ডাল বাচ্ছেন, কেউ কেউ কাপড় সেলাই কচ্ছেন, আর বড় মানুষের বাড়ীর ভাণ্ডারার গল্প কর্‌ছেন। ব'লছেন, "আরে, ও বাবুনে লাখো রূপেয়া খরচ কিয়া; সাধু লোককো বহুৎ খিলায়া—পুরী, জিলেবী, পেঁড়া, বরফী, মালপুয়া, বহুৎ চিজ তৈয়ার কিয়াথা।" (সকলের হাস্য)।

বিজয়। আজ্ঞা হাঁ। গয়ায় ঐ রকম সাধু দেখেছি! গয়ার লোটাওয়ালা সাধু। (সকলের হাস্য)।

[প্রেম; কর্ম্মত্যাগ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। "ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আস্‌লে কর্ম্মত্যাগ আপনি হয়ে যায়। যাদের ঈশ্বর কর্ম্ম করাচ্ছেন, তারা করুক। তোমার এখন

* "Take no thought for the morrow."

† রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে যে পঞ্চবটী আছে, সেইখানে।

সময় হয়েছে—সব ছেড়ে তুমি বলো "মন তুই ছাখ, আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে!"

এই বলিয়া ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মাধুর্য্য বর্ষণ করিতে করিতে গান গাইলেন ;—

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন তুই দ্যাখ্ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা ব'লে ডাকে।
(মাঝে মাঝে সে যেন মা ব'লে ডাকে)॥
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিওনাকো।
জ্ঞান নয়নকে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে।
(খুব যেন সাবধানে থাকে)॥

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। ভগবানের শরণাগত হ'য়ে এখন লজ্জা, ভয়, এ সব ত্যাগ কর। আমি হরিনামে যদি নাচি, লোকে আমায় কি ব'ল্‌বে, এ সব ভাব ত্যাগ কর।

[লজ্জা, ঘৃণা, ভয়।]

"লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাক্‌তে নয়।" লজ্জা, ঘৃণা, ভয় জাতি অভিমান, জীবের এ সব পাশ। এ সব গেলে তার সংসার হতে মুক্তি হয়।

"পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব। ভগবানের প্রেম—দুর্লভ জিনিস। প্রথমে. স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা আছে, সেইরূপ নিষ্ঠা ঈশ্বরেতে হয়; তবেই ভক্তি হয়। শুদ্ধাভক্তি হওয়া বড় কঠিন। ভক্তিতে প্রাণ মন ঈশ্বরেতে লীন হবে।

"তার পর ভাব। ভাবেতে মানুষ অবাক্ হয়। বায়ু স্থির হ'য়ে যায়। আপনি কুম্ভক হয়। যেমন বন্দুকে গুলি ছোড়বার সময়, যে ব্যক্তি গুলি ছোড়ে সে বাক্যশূন্য হয় ও তার বায়ু স্থির হ'য়ে যায়।

"প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা। চৈতন্যদেবের প্রেম হ'য়েছিল। ঈশ্বরে প্রেম হ'লে, বাহিরের জিনিস ভুল হয়ে যায়। জগৎ ভুল হ'য়ে যায়। আর নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস তাও ভুল হ'য়ে যায়।"

এই বলিয়া পরমহংসদেব আবার গান গাহিতে লাগিলেন —

সে দিন কবে বা হবে?
হরি বলিতে ধারা বেয়ে পড়্‌বে (সে দিন কবে বা হবে?)
সংসার বাসনা যাবে (সে দিন কবে বা হবে)
অঙ্গে পুলক হবে (সে দিন কবে বা হবে)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[ভাব ও কুম্ভক।]

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে নিমন্ত্রিত আর কয়েকটী ব্রাহ্মভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে কয়েকটী পণ্ডিত ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। তাঁহাদের মধ্যে একজন, শ্রীরজনীনাথ রায়।

পরমহংসদেব, ভাব হইলে বায়ু স্থির হয়, এই কথা বলিতেছেন। আরও বলিতেছিলেন, "অর্জ্জুন যখন লক্ষ্য বিঁধেছিল, কেবল মাছের চোখের দিকে দৃষ্টি ছিল—আর কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। এমন কি, চোক ছাড়া আর কোন অঙ্গ দেখ্‌তে পায় নাই। এরূপ অবস্থায় বায়ু স্থির হয়, কুম্ভক হয়।

"ঈশ্বর দর্শনের একটী লক্ষণ—ভিতর থেকে মহাবায়ু গর্ গর্ ক'রে উঠে মাথার দিকে যায়। তখন যদি সমাধি হয়, ভগবানের দর্শন হয়।"

[শুধু পাণ্ডিত্য।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (অভ্যাগত ব্রাহ্মভক্ত দৃষ্টে)। যাঁরা শুধু পণ্ডিত, কিন্তু যাঁদের ভগবানে ভক্তি হয় নাই, তাঁদের কথা গোলমেলে। সামাধ্যায়ী ব'লে এক পণ্ডিত ব'লেছিল, "ঈশ্বর নীরস, তোমরা নিজেদের প্রেম-ভক্তি দিয়ে সরস কর"! বেদে যাঁকে "রস স্বরূপ" ব'লেছে তাঁকে কি না নীরস বলে! আর এতে বোধ হ'চ্ছে, সে ব্যক্তি ঈশ্বর কি বস্তু, কখনও জানে নাই। তাই এরূপ গোলমেলে কথা।

"একজন ব'লেছিল, 'আমার মামার বাড়ীতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে'! এ কথায় বুঝতে হবে, ঘোড়া আদবেই নাই, কেন না গোয়ালে ঘোড়া থাকে না"। (সকলের হাস্য)।

[ঐশ্বর্য্য, বিভব, মান, পদ।]

"কেউ ঐশ্বর্য্যের—বিভব, মান, পদ, এই সবের—অহংকার করে; কিন্তু এ সব দুই দিনের জন্য, কিছুই সঙ্গে যাবে না। একটা গান আছে—

"ভেবে দ্যাখ্ মন কেউ কারো নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুলনা দক্ষিণে কালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে॥
যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে।
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া অমঙ্গল হবে ব'লে॥
দিন দুই তিনের জন্য ভবে, কর্ত্তা ব'লে সবাই মানে,
সেই কর্ত্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে॥

[অহঙ্কারের মহৌষধ।]

"আর টাকার অহঙ্কার ক'ত্তে নাই। যদি বলো, আমি ধনী, তো ধনীর আবার তারে বাড়া, তারে বাড়া আছে। সন্ধ্যার পর যখন জোনাকি পোকা উঠে, সে মনে করে, আমি এই জগৎকে আলো দিচ্চি। কিন্তু নক্ষত্র যাই উঠ্‌লো, অমনি তার অভিমান চ'লে গেল। তখন নক্ষত্রেরা ভাব্‌তে লাগ্‌লো আমরা জগৎকে আলো দিচ্চি! কিছু পরে চন্দ্র উঠ্‌লো, তখন নক্ষত্রেরা লজ্জায় মলিন হ'য়ে গেল। চন্দ্র মনে ক'ল্লেন, আমার আলোতে জগৎ হাসচে, আমি জগৎকে আলো দিচ্চি!—দেখ্‌তে দেখ্‌তে অরুণ উদয় হলো; সূর্য্য উঠ্‌চেন। চাঁদ মলিন হ'য়ে গেল—খানিকক্ষণ পরে আর দেখাই গেল না!

"এই গুলি ধনীরা যদি ভাবে, তা হ'লে ধনের অহঙ্কার হয় না।"

* * * *

উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মণিমল্লিক অনেক উপাদেয় খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি অনেক যত্ন করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সমবেত ভক্তগণকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। যখন সকলে বাড়ী প্রত্যাগমন করিলেন, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছিল; কাহারও কোন কষ্ট হয় নাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

নবম খণ্ড।

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেনের বাড়ীতে শুভাগমন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইংরাজী ২৮শে নবেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। আজ বেলা ৪টা ৫টার সময় ঠাকুর রামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের কমল কুটীর (Lily Cottage) নামক বাটীতে গিয়াছিলেন। কেশব তখন পীড়িত, শীঘ্রই মর্ত্তধাম ত্যাগ করিয়া যাইবেন। কেশবকে দেখিয়া রাত্রি ৭টার পর মাথাঘসা গলিতে শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেনের বাটীতে কয়েকটি ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর আগমন করিলেন।

ভক্তেরা কত কি ভাবিতেছেন। ঠাকুর দেখিতেছি নিশিদিন হরিপ্রেমে বিহ্বল। বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম্মপত্নীর সহিত এরূপ সংসার করেন নাই। ধর্ম্মপত্নীকে ভক্তি করেন, পূজা করেন, তাঁহার সহিত কেবল ঈশ্বরীয় কথা কহেন, ঈশ্বরের গান করেন, তাঁহার সঙ্গে ঈশ্বরের পূজা করেন, ধ্যান করেন। মায়িক কোন সম্বন্ধই নাই। দেখিতেছি ঠাকুর ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু দেখিতেছেন। টাকা স্পর্শ করিতে পারেন না। ধাতুদ্রব্য ঘটী বাটীও স্পর্শ করিতে পারেন না। স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিতে পারেন না। এ সব স্পর্শ করিলে সিঙি মাছের কাঁটা ফোটা মত সেই স্থান ঝন্ ঝন্ কন্ কন্ করে। হাতে টাকা সোণা দিলে হাত তেউড়ে যায়, বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, নিশ্বাস বন্ধ হয়; অবশেষে ফেলিয়া দিলে আবার পূর্ব্বের ন্যায়, নিশ্বাস বহিতে থাকে।

ভক্তেরা কত কি ভাবিতেছেন। সংসার কি ত্যাগ করিতে হইবে? পড়া শুনা আর করিবার প্রয়োজন কি? যদি বিবাহ না করি, চাকরী তো করিতে হইবে না। বাপ মা কি ত্যাগ করিতে হইবে? আর আমি বিবাহ করিয়াছি, সন্তান হইয়াছে, পরিবার প্রতিপালন করিতে হইবে, আমার কি হইবে? আমারও ইচ্ছা করে, নিশিদিন হরিপ্রেমে মগ্ন হইয়া থাকি! ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দেখি আর ভাবি, আমি কি করিতেছি? ইনি রাতদিন তৈলধারার ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন

ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন; আর আমি? রাতদিন বিষয় চিন্তা করিতে ছুটিতেছি!! ইঁহারই দর্শন যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের এক স্থানে একটু জ্যোতিঃ। জীবন সমস্যা কিরূপে পূরণ করিতে হইবে?

"ইনি তো নিজে ক'রে দেখালেন। তবে, এখনও সন্দেহ?

"ভেঙ্গে বালির বাঁধ, পূরাই মনের সাধ।" সত্য কি "বালির বাঁধ"? তবে ছাড়িতে পারিতেছি না কেন? বুঝি শক্তি কম। যদি তাঁর উপর সেরূপ ভালবাসা আসে, তাহ'লে আর হিসাব আস্‌বে না। যদি জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটে, তাহা হ'লে কে রোধ কর্‌বে? যে প্রেমোদয় হওয়াতে শ্রীগৌরাঙ্গ কৌপীন ধারণ ক'রেছিলেন, যে প্রেমে ঈশা অনন্যচিত্ত হ'য়ে বনবাসী হ'য়েছিলেন, আর প্রেমময় পিতার মুখ চেয়ে শরীর ত্যাগ ক'রেছিলেন, যে প্রেমে বুদ্ধ রাজভোগ ত্যাগ ক'রে বৈরাগী হ'য়েছিলেন, সেই প্রেমের একবিন্দু যদি উদয় হয়, তাহা হ'লে এই অনিত্য সংসার কোথায় পড়ে থাকে?

"আচ্ছা যারা দুর্ব্বল, যাদের সে প্রেমোদয় হয় নাই, যারা সংসারী জীব, যাদের পায়ে মায়ার বেড়ী, তাদের কি উপায়? এই প্রেমিক বৈরাগী মহাপুরুষের সঙ্গ ছাড়িব না। দেখি, ইনি কি বলেন?"

ভক্তেরা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। ঠাকুর জয়গোপালের বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে উপবিষ্ট—সম্মুখে জয়গোপাল, তাঁহার আত্মীয়েরা ও প্রতিবেশীগণ। একজন প্রতিবেশী বিচার করিবেন বলিয়া প্রস্তুত ছিলেন। তিনিই অগ্রণী হইয়া কথারম্ভ করিলেন। জয়গোপালের ভ্রাতা বৈকুণ্ঠ ও ছিলেন।

[গৃহস্থাশ্রম ও শ্রীরামকৃষ্ণ।]

বৈকুণ্ঠ। আমরা সংসারী লোক, আমাদের কিছু বলুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে জেনে,—এক হাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে, আর এক হাতে সংসারের কার্য্য কর।

বৈকুণ্ঠ। মহাশয়! সংসার কি মিথ্যা?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যতক্ষণ তাঁকে না জানা যায়, ততক্ষণ মিথ্যা। তখন তাঁকে ভুলে, মানুষ 'আমার' 'আমার' করে। আর মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে, কামিনী কাঞ্চনে মুগ্ধ হ'য়ে, মানুষ আরও ডোবে। মায়াতে এমনই মানুষ অজ্ঞান হয় যে, পালাবার পথ থাকলেও পালাতে পারে না। একটী গান আছে—

"এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি জানিতে পারে॥

বিল করে ঘুণী পাতে, মীন প্রবেশ করে তাতে।
গতায়াতের পথ আছে তবু মীন পলাতে নারে॥
গুটীপোকায় গুটী করে পালালেও পলাতে পারে।
মহামায়ায় বদ্ধ গুটী, আপনার নালে আপনি মরে॥"

"তোমরা তো নিজে নিজে দেখছো, সংসার অনিত্য! এই বাড়ীই দেখো না কেন? কত লোক এলো গেলো! কত জন্মালো, কত দেহ ত্যাগ ক'র্‌লে! সংসার এই আছে, এই নাই। অনিত্য। যাদের এতো আমার' 'আমার' ক'র্‌ছো, চোখ বুঝ্‌লেই নাই। কেউ নাই, তবু নাতির জন্য কাশী যাওয়া হয় না। 'আমার হারুর কি হবে?' গতায়াতের পথ আছে, তবু মীন পলাতে নারে। গুটী পোকা আপন নালে আপনি মরে। এরূপ সংসার মিথ্যা; অনিত্য।

প্রতিবেশী। মহাশয়! এক হাত ঈশ্বরে আর এক হাত সংসারে রাখ্‌বে কেন? যদি সংসার অনিত্য এক হাতই বা দিব কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে জেনে সংসার করলে, অনিত্য নয়। গান শোনো।

মন্‌রে কৃষি কায জান না।
এমন মানব জমি রইল পতিত, আবাদ ক'ল্লে ফল্‌তো সোণা॥
কালী নামে দেওরে বেড়া ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥
অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে, বাজাপ্ত হবে জান না।
এখন আপন একৃতারে (মন্‌রে) চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা॥
গুরু দত্ত বীজ রোপণ করে, ভক্তি-বারি সেঁচে দেনা।
একা যদি না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[গৃহস্থাশ্রম ও ঈশ্বর।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। গান শুন্‌লে? 'কালী নামে দেওরে বেড়া ফসলে তছরূপ হবে না।' ঈশ্বরের শরণাগত হও, তা'হলে সব পাবে। সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না।' শক্ত বেড়া! তাঁকে যদি লাভ ক্'র্‌তে পার, সংসার অসার ব'লে বোধ হবে না। যে তাঁকে জেনেছে, সে দেখে যে জীব জগৎ সে তিনিই হ'য়েছেন। ছেলেদের খাওয়াবে, যেন গোপালকে খাওয়াচ্ছ। পিতামাতাকে ঈশ্বর ঈশ্বরী দেখবে ও সেবা ক'র্‌বে। তাঁকে জেনে সংসার ক'র্‌লে লোকের বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ঐহিক সম্বন্ধ থাকে না।

দুজনেই ভক্ত, কেবল ঈশ্বরের কথা কয়, ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নিয়ে থাকে। ভক্তের সেবা করে। সর্ব্বভূতে তিনি আছেন, তাঁহার সেবা দুজনে করে।

প্রতিবেশী। মহাশয়, এরূপ স্ত্রীপুরুষ তো দেখা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আছে—অতি বিরল—বিষয়ী লোকেরা তাদের চিন্‌তে পারে না। তবে এরূপটী হ'তে গেলে দুজনেরই ভাল হওয়া চাই। দুই জনেই যদি সেই ঈশ্বরানন্দ পেয়ে থাকে, তাহ'লেই এটী সম্ভব হয়। ভগবানের বিশেষ কৃপা চাই। না হ'লে সর্ব্বদা অমিল হয়। একজনকে তফাতে যেতে হয়। যদি না মিল হয়, তাহলে বড় যন্ত্রণা। স্ত্রী হয়তো রাত দিন বলে, "বাবা কেন এখানে বিয়ে দিলে! না খেতে পেলুম, না বাছাদের খাওয়াতে পারলুম, না পরতে পেলুম, না বাছাদের পরাতে পেলুম, না একখানা গয়না!—তুমি, আমায় কি সুখে রেখেছ! চক্ষু বুজে ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রছেন! ওসব পাগলামী ছাড়ো!"

একজন ভক্ত। এ সব প্রতিবন্ধক আছে, আবার হয়তো ছেলেরা অবাধ্য। তার পর কত আপদ আছে। তবে মহাশয় উপায় কি?

[উপায়।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। সংসারে সাধন করা বড় কঠিন। অনেক ব্যাঘাত—তা আর তোমাদের বলতে হবে না—রোগ, শোক, দারিদ্র্য, আবার স্ত্রীর সঙ্গে মিল নাই, ছেলে অবাধ্য, মূর্খ, গোঁয়ার। তবে উপায় আছে, মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে তাঁকে প্রার্থনা ক'র্‌তে হয়, তাঁকে লাভ করবার জন্য চেষ্টা ক'র্‌তে হয়।

প্রতিবেশী। বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। একেবারে নয়। যখন অবসর পাবে, কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়ে একদিন দুদিন থাকবে—যেন কোন সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না, যেন কোন বিষয়ী লোকদের সঙ্গে সাংসারিক বিষয় নিয়ে আলাপ না ক'র্‌তে হয়। হয় নির্জ্জনে বাস, নয় সাধুসঙ্গ।

প্রতিবেশী। সাধু চিন্‌বো কেমন করে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যাঁর মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে, তিনিই সাধু। যিনি কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, তিনিই সাধু। যিনি সাধু তিনি স্ত্রীলোককে ঐহিক চক্ষে দেখেন না—সর্ব্বদাই তাদের অন্তরে থাকেন—যদি স্ত্রীলোকের কাছে আসেন, তাঁকে মাতৃবৎ দেখেন ও পূজা করেন। সাধু সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা করেন। ঈশ্বরীয় কথা বই কথা কন না, আর সর্ব্বভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে তাদের সেবা করেন। মোটামুটি এইগুলি সাধুর লক্ষণ।

প্রতিবেশী। নির্জ্জনে বরাবর থাকতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ফুটপাথের গাছ দেখছ? যত দিন চারা চারদিকে বেড়া দিতে হয়। না হ'লে ছাগল গরু খেয়ে ফেলবে। গাছের গুঁড়ী মোটা হ'লে আর বেড়ার দরকার নাই। তখন হাতী বেঁধে দিলেও গাছ ভাঙ্গবে না। গুঁড়ী যদি ক'রে নিতে পারো, আর ভাবনা কি, ভয় কি? বিবেক লাভ কর্‌বার চেষ্টা আগে কর। তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গ, হাতে আঠা জড়াবে না।

প্রতিবেশী। বিবেক কাকে বলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ, এই বিচার। সৎ মানে নিত্য। অসৎ—অনিত্য। যার বিবেক হ'য়েছে, সে জানে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। বিবেক উদয় হলে ঈশ্বরকে জানবার ইচ্ছা হয়; অসৎকে ভাল বাসলে—যেমন দেহসুখ, লোক মান্য, টাকা, এই সব ভাল বাসলে—ঈশ্বর, যিনি সৎস্বরূপ, তাঁকে জানতে ইচ্ছা হয় না। সদসৎ বিচার এলে তবে ঈশ্বরকে খুঁজতে ইচ্ছা করে। শোনো, আর একটা গান শোন।

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরুমূলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে তার বেটারে, তত্ত্ব কথা তায় শুধাবি॥
শুচি অশুচিরে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি।
তাদের দুই সতীনে পিরীত হলে. তবে শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতা মাতায় তাড়িয়ে দিবি।
যদি মোহগর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধ'রে রবি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞানখড়্গে বলি দিবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে, দূর হতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে এমন হ'লে, কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মত মন হবি॥

শ্রীরামকৃষ্ণ। মনে নিবৃত্তি এলে তবে বিবেক হয়, বিবেক হ'লে তবে তত্ত্বকথা মনে উঠে। তখন মনের বেড়াতে যেতে সাধ করে—কালীকল্পতরুমূলে সেই গাছতলায় গেলে, ঈশ্বরের কাছে গেলে, চার ফল কুড়িয়ে পাবে—অনায়াসে পাবে, কুড়িয়ে পাবে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। তাঁকে পেলে ধর্ম্ম অর্থ কাম যা সংসারীর দরকার, তাও হয়—যদি কেউ চায়।

প্রতিবেশী। তবে সংসার মায়া বলে কেন ?

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যত ক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওয়া যায়, তত ক্ষণ নেতি নেতি ক'রে ত্যাগ ক'র্‌তে হয়। তাঁকে যারা পেয়েছে, তারা জানে যে তিনিই সব হয়েছেন। ঈশ্বরমায়াজীবজগৎ। তখন বোধ হয়, জীবজগৎ শুদ্ধ তিনি। যদি একটা বেলের খোলা, শাঁস আর বীচি আলাদা করা যায়, আর একজন যদি বলে, বেলটা কত ওজনে ছিল, একবার দেখত। তুমি কি খোলা আর বীচি ফেলে দিয়ে শাঁসটা কেবল ওজন ক'র্‌বে ? না, ওজন ক'র্‌তে হ'লে খোলা বীচি সমস্ত ধ'র্‌তে হ'বে। তবে ব'লতে পার্‌বে, বেলটা এতো ওজনে ছিল। খোলাটা যেন জগৎ, জীব গুলি যেন বীচি। বিচারের সময় জীব আর জগৎকে অনাত্মা বলেছিলে, অবস্তু ব'লেছিলে। বিচার করবার সময় বেলের শাঁসকেই সার, খোলা আর বীচিকে অসার, ব'লে বোধ হয়। বিচার হ'য়ে গেলে, সমস্ত জড়িয়ে এক ব'লে বোধ হয়। তখন বোধ হয় যে, যে সত্ত্বাতে শাঁস, সেই সত্ত্বা দিয়েই বেলের খোলা আর বীচি হ'য়েছে। বেল বুঝতে গেলেই সব বুঝিয়ে যাবে।

"অনুলোম বিলোম। ঘোলেরই মাখম, মাখমেরই ঘোল। যদি ঘোল হ'য়ে থাকে তো মাখমও হ'য়েছে। যদি মাখম হ'য়ে থাকে, তা'হলে ঘোলও হ'য়েছে। আত্মা যদি থাকেন, তো অনাত্মাও আছে।

"যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা (phenomenal world) যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য (Absolute) যিনি ঈশ্বর ব'লে গোচর হন, তিনিই জীবজগৎ হ'য়েছেন।

"তাঁকে যে জেনেছে, সে দেখে যে তিনিই সব হ'য়েছেন—বাপ, মা, ছেলে, প্রতিবেশী, জীব, জন্তু, ভাল মন্দ, শুচি অশুচি, সমস্ত।

[পাপবোধ। Sense of sin and responsibility.]

প্রতিবেশী। তবে পাপ পুণ্য নাই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আছে, আবার নাই। তিনি যদি অহংতত্ত্ব (Ego) রেখে দেন, তা'হলে ভেদবুদ্ধিও রেখে দেন, পাপ পুণ্য জ্ঞানও রেখে দেন। তিনি দু এক জনেতে অহঙ্কার একেবারে পুঁছে ফেলেন—তারা পাপ পুণ্য, ভাল মন্দের পার হ'য়ে যায়। ঈশ্বর দর্শন যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি, ভালমন্দ জ্ঞান, থাক্‌বেই থাকবে। তুমি মুখে ব'ল্‌তে পারো, 'আমার পাপ পুণ্য সমান হ'য়ে গেছে; তিনি যেমন করাচ্চেন, তেমনি করছি।' কিন্তু অন্তরে জান যে, সব কথামাত্র, মন্দ কাজটী ক'রলেই মন ধুগ্‌ধুগ ক'র্‌বে।

"ঈশ্বর দর্শনের পরও তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তিনি 'দাস আমি' রেখে দেন। সে অবস্থায় ভক্ত বলে, আমি দাস তুমি প্রভু! সে ভক্তের ঈশ্বরীয় কথা, ঈশ্বরীয় কাজ ভাল লাগে, ঈশ্বর-বিমুখ লোককে ভাল লাগে না, ঈশ্বর ছাড়া কাজ ভাল লাগে না। তবেই হ'লো, এরূপ ভক্তেতেও তিনি ভেদবুদ্ধি রাখেন।

প্রতিবেশী। মহাশয় ব'লছেন, ঈশ্বরকে জেনে সংসার কর। তাঁকে কি জানা যায়?

['The Unknown and Unknowable.']

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে ইন্দ্রিয় দ্বারা বা এই মনের দ্বারা জানা যায় না। যে মনে বিষয় বাসনা নাই সেই শুদ্ধ মনের দ্বারা তাঁকে জানা যায়।

প্রতিবেশী। ঈশ্বরকে কে জান্‌তে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক কে জানবে? আমাদের যতটুকু দরকার, ততটুকু হ'লেই হ'লো। আমার এক পাতকুয়া জলের কি দরকার? এক ঘটী হ'লেই খুব হ'লো। চিনির পাহাড়ের কাছে একটা পিঁপড়ে গি'ছিল। তার সব পাহাড়টার কি দরকার? ১টা ২টা দানা হ'লেই হেউ ঢেউ হয়।"

প্রতিবেশী। আমাদের যে বিকার, এক ঘটী জলে হয় কৈ? ইচ্ছা করে ঈশ্বরকে সব বুঝে ফেলি।

[রোগ ও ঔষধ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা বটে। কিন্তু বিকারের ঔষধও আছে।

প্রতিবেশী। মহাশয়, কি ঔষধ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধুসঙ্গ, তাঁর নাম গুণ গান, তাঁকে সর্ব্বদা প্রার্থনা। আমি বলেছিলাম, মা আমি জ্ঞান চাই না; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান—মা আমায় তোমার পাদপদ্মে কেবল শুদ্ধা ভক্তি দাও। আর আমি কিছু চাই নাই।

[ঔষধ—'মামেকং শরণং ব্রজ'।]

"যেমন রোগ, তার তেমনি ঔষধ। গীতায় তিনি ব'লেছেন, 'হে অর্জ্জুন, তুমি আমার শরণ লও, তোমাকে সব রকম পাপ থেকে আমি মুক্ত ক'র্‌বো।' তাঁর শরণাগত হও, তিনি সদ্বুদ্ধি দেবেন, তিনি সব ভার লবেন, তখন সব রকম বিকার দূরে যাবে। এ বুদ্ধি দিয়ে কি তাঁকে বুঝা যায়? এক সের ঘটীতে কি চার সের দুধ ধরে? আর তিনি না বুঝালে কি বুঝা যায়? তাই ব'লছি, তাঁর শরণাগত হও—তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করুন। তিনি ইচ্ছাময়। মানুষের কি শক্তি আছে?"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

দশম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব।

আজ ঠাকুর সুরেন্দ্রের বাগানে আসিয়াছেন। রবিবার, জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথি, ১৫ই জুন, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুর সকাল নয়টা হইতে ভক্তসঙ্গে আনন্দ করিতেছেন।

সুরেন্দ্রের বাগান কলিকাতার নিকটস্থ কাঁকুড়গাছী নামক পল্লীর অন্তর্গত। নিকটেই রামের বাগান—যে বাগানে ঠাকুর প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে শুভাগমন করিয়াছিলেন। আজ সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব হইতেছে।

সকাল হইতেই সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। কীর্ত্তনীয়াগণ মাথুর গাইতেছিল। গোপীদিগের প্রেম, শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীমতীর শোচনীয় অবস্থা, সমস্ত বর্ণিত হইতেছিল। ঠাকুর মুহুর্মুহুঃ ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। ভক্তগণ উদ্যানগৃহমধ্যে চতুর্দ্দিকে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

উদ্যানগৃহ মধ্যে প্রধান প্রকোষ্ঠে সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল। ঘরের মেজেতে সাদা চাঁদর পাতা ও মাঝে মাঝে তাকিয়া রহিয়াছে। এই প্রকোষ্ঠের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে একটী করিয়া কামরা এবং উত্তরে ও দক্ষিণে বারাণ্ডা আছে। উদ্যান্-গৃহের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে একটী বাঁধাঘাটবিশিষ্ট সুন্দর পুষ্করিণী। গৃহ ও পুষ্করিণী ঘাটের মধ্যবর্ত্তী পূর্ব্বপশ্চিমে উদ্যানপথ। পথের দুই ধারে পুষ্পবৃক্ষ ও ক্রোটনাদি গাছ। উদ্যান-গৃহের পূর্ব্বধারে পূর্ব্ব হইতে উত্তরে ফটক পর্য্যন্ত আর একটী রাস্তা গিয়াছে। লাল সুরকির রাস্তা। তাহারও দুই পার্শ্বে নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ ও ক্রোটনাদি গাছ। ফটকের নিকট ও রাস্তার পূর্ব্ব ধারে আর একটী বাঁধাঘাট পুষ্করিণী। পল্লীবাসী সাধারণ লোকে এখানে স্নানাদি করে এবং পানীয় জল লয়। উদ্যানগৃহের পশ্চিম ধারেও উদ্যানপথ, সেই

পথের দক্ষিণ পশ্চিমে রন্ধনশালা। আজ এখানে খুব ধুমধাম, ঠাকুর ও ভক্তদের সেবা হইবে। সুরেশ ও রাম সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

উদ্যানগৃহের বারাণ্ডায়ও ভক্তদের সমাবেশ হইয়াছে। কেহ কেহ একাকী বা বন্ধুসঙ্গে প্রথমোক্ত পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতেছেন! কেহ কেহ বাঁধাঘাটে মাঝে মাঝে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন।

সঙ্কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। সঙ্কীর্ত্তনগৃহ মধ্যে ভক্তের জনতা হইয়াছে। ভবনাথ, নিরঞ্জন, রাখাল, সুরেন্দ্র, রাম, মাষ্টার, মহিমাচরণ ও মণিমল্লিক ইত্যাদি অনেকেই উপস্থিত আছেন। অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্তও উপস্থিত।

*　　*　　*　　*

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া অতি করুণ স্বরে, আঁখর দিতেছেন—"সখি! হয় প্রাণবল্লভকে আমার কাছে নিয়ে আয়, নয় আমাকে সেখানে রেখে আয়।" ঠাকুরের শ্রীরাধার ভাব হইয়াছে। কথাগুলি বলিতে বলিতেই ঠাকুর নির্ব্বাক্ হইলেন; দেহ স্পন্দহীন, অর্দ্ধনিমীলিতনেত্র! সম্পূর্ণ বাহ্যশূন্য; ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন!

অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইলেন। আবার সেই করুণ স্বর। বলিতেছেন, "সখি! তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে তুই আমাকে কিনে নে; তুই তো আমাকে কৃষ্ণ-প্রেম শিখায়েছিলি।"

কীর্ত্তনীয়াদিগের গান চলিতে লাগিল। শ্রীমতী বলিতেছেন, "সখি! যমুনার জল আন্‌তে আমি যাব না। কদম্বতলে আমি প্রিয়সখাকে দেখে-ছিলাম, সেখানে গেলেই আমি বিহ্বল হই।"

ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কাতর হইয়া বলিতেছেন 'আহা' 'আহা'!

কীর্ত্তনান্তে কীর্ত্তনীয়ারা উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে, প্রভু আবার দণ্ডায়মান। সমাধিস্থ। কতক সংজ্ঞা লাভ করিয়া, অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন, "কিষ্ট, কিষ্ট" (কৃষ্ণ, কৃষ্ণ)। ভাবে মগ্ন। নাম সম্পূর্ণ উচ্চারণ হইতেছে না।

এইবারে নাম সঙ্কীর্ত্তন। তাহারা খোল করতাল সঙ্গে গাইতে লাগিল, "রাধে গোবিন্দ জয়।" ঠাকুর আঁখর দিতেছেন—

"ধনি দাঁড়ালো রে।
অঙ্গ হেলাইয়ে ধনি দাঁড়ালো রে!
শ্যামের বামে ধনি দাঁড়ালো রে!
তমাল বেড়ি বেড়ি ধনি দাঁড়ালো রে।

ভক্তরা সকলেই উন্মত্ত! ঠাকুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তরাও তাঁহাকে বেড়িয়া আনন্দে নাচিতে লাগিলেন। মুখে, "রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয়!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[সরলতা ও ঈশ্বরলাভ।]

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে একটু উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে নিরঞ্জন আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। ঠাকুর তাহাকে দেখিয়াই দাঁড়াইয়া উঠিলেন। আনন্দে বিস্ফারিতলোচনে সস্মিতমুখে বলিয়া উঠিলেন, "তুই এসেছিস্!"

(মাষ্টারের প্রতি)। দেখ, এ ছোকরাটী বড় সরল। সরলতা পূর্ব্ব জন্মে অনেক তপস্যা না করিলে হয় না। কপটতা পাটোয়ারি এ সব থাকিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

"দেখ্‌ছ না, ভগবান যেখানে অবতার হ'য়েছেন, সেই খানেই সরলতা। দশরথ কত সরল। নন্দ—শ্রীকৃষ্ণের বাবা—কত সরল। লোক বলে, " আহা কি স্বভাব, ঠিক যেন নন্দঘোষ।"

ভক্তরা সরল। ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিতেছেন যে, আবার ভগবান অবতীর্ণ হ'য়েছেন?

(ভগবানের সেবা ও সংসারের সেবা।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (নিরঞ্জনের প্রতি)। " দেখ্, তোর মুখে যেন একটা কাল আবরণ প'ড়েছে। তুই আফিসের কাজ করিস কি না, তাই প'ড়েছে। আফিসের হিসাব পত্র কর্‌তে হয় আরও নানা রকম কাজ আছে; সর্ব্বদা ভাব্‌তে হয়।"

"সংসারী লোকেরা যেমন চাকরী করে, তুইও চাক্‌রি কর্‌ছিস্ তবে একটু তফাৎ আছে। তুই মার জন্য চাক্‌রি স্বীকার ক'রেছিস্। মা গুরুজন, ব্রহ্মময়ী-স্বরূপা। যদি মাগ্ ছেলের জন্য চাক্‌রি ক'র্‌তিস্, তা'হলে আমি বল্‌তুম "ধিক্ ধিক্! শত ধিক্!" (মণিমল্লিকের প্রতি) দেখ, ছোক্‌রাটী ভারি সরল। তবে আজ কাল একটু আধটু মিথ্যা কথা কয়, এই যা দোষ। সে দিন বলে গেল যে আস্‌বে, আর এলো না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও গোপী প্রেম।]

ঠাকুর পশ্চিমের কামরায় দু চার জন ভক্তের সহিত এইবার কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। সেই ঘরের টেবিল চেয়ার কয়েক খানা জড় করাছিল, ঠাকুর টেবিলে ভর দিয়া অর্দ্ধেক দাঁড়িয়েছেন, অর্দ্ধেক ব'সেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আহা গোপীদের কি অনুরাগ! তমাল দেখে একেবারে প্রেমোন্মাদ হ'য়ে গেল।

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ! গৌরাঙ্গের ঐরকম হ'য়েছিল। বন দেখে বৃন্দাবন ভেবেছিলেন, সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবেছিলেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ। আহা, সেই প্রেমের যদি এক বিন্দু কারুর হয়! কি অনুরাগ! কি ভালবাসা! শুধু ষোল আনা অনুরাগ নয়, পাঁচ সিকী পাঁচ আনা। এরই নাম প্রেমোন্মাদ। কথাটা এই, তাঁহাকে ভালবাসতে হবে। তাঁর জন্য ব্যাকুল হ'তে হবে। তা তুমি যে পথেই থাকো, সাকারেই বিশ্বাস কর বা নিরাকারেই বিশ্বাস কর—ভগবান মানুষ হ'য়ে অবতার হন, এ কথা বিশ্বাস কর আর না কর, তাঁতে অনুরাগ থাকলেই হোল। তখন তিনি যে কেমন, তিনি নিজেই জানিয়ে দেবেন।

"যদি পাগল হ'তে হয়, সংসারের জিনিস নিয়ে কেন পাগল হবে? যদি পাগল হতে হয়, তবে ঈশ্বরের জন্য পাগল হও।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[ভক্তসঙ্গে হরিকথাপ্রসঙ্গে।]

ঠাকুর হলঘরে আবার ফিরিলেন। তাঁহার বসিবার আসনের কাছে একটী তাকিয়া দেওয়া হইল। ঠাকুর বসিবার সময় "ওঁ তৎসৎ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাকিয়া স্পর্শ করিলেন। বিষয়ী লোকেরা এই বাগানে আসা যাওয়া করে ও এই সকল তাকিয়া ব্যবহার করে, এই জন্য বুঝি ঠাকুর ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উপাধানটী শুদ্ধ করিয়া লইলেন! ভবনাথ, মাষ্টার প্রভৃতি কাছে বসিলেন।

বেলা অনেক হইয়াছে, এখনও খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হয় নাই। ঠাকুর বালকস্বভাব। বলিলেন, "কৈগো, এখনও যে দেয় না! নরেন্দ্র কোথায়?"

একজন ভক্ত। (ঠাকুরের প্রতি) মহাশয়! রাম বাবু অধ্যক্ষ। তিনি সব দেখছেন। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। রাম অধ্যক্ষ! তবেই হ'য়েছে!

একজন ভক্ত। আজ্ঞা, রামবাবু যেখানে অধ্যক্ষ, সেখানে এই রকমই হ'য়ে থাকে। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। সুরেন্দ্র কোথায়? আহা সুরেন্দ্রের বেশ স্বভাবটী হয়েছে। বড় স্পষ্ট বক্তা—কারুকে ভয় ক'রে কথা কয় না। আর দেখ খুব মুক্তহস্ত। কেউ তার কাছে সাহায্যের জন্য গেলে শুধু হাতে ফেরে না।

(মাষ্টারের প্রতি) তুমি ভগবান দাসের কাছে গিয়েছিলে, কি রকম দেখলে?

মাষ্টার। আজ্ঞা, কালনায় গেছিলাম। ভগবান দাস খুব বুড়ো হ'য়েছেন। রাত্রে দেখা হ'য়েছিল, কাঁথার উপর শুয়েছিলেন। প্রসাদ এনে একজনে খাইয়ে দিতে লাগ্‌ল, চেঁচিয়ে কথা কইলে শুন্‌তে পান। আপনার নাম শুনে ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন, তোমাদের আর ভাবনা কি? সেই বাড়ীতে নামব্রহ্মের পূজা হয়।

ভবনাথ (মাষ্টারের প্রতি)। আপনি অনেক দিন দক্ষিণেশ্বরে যান নাই। ইনি আমাকে দক্ষিণেশ্বরে আপনার বিষয় জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছিলেন আর ব'ল্‌ছিলেন যে মাষ্টারের কি অরুচি হ'য়ে গেল।

এই বলিয়া ভবনাথ হাসিতে লাগিলেন। ঠাকুর উভয়ের কথোপকথন সমস্ত শুনিতেছিলেন। তিনি মাষ্টারের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি করিয়া বলিতে লাগিলেন, হাঁ গো, তুমি অনেক দিন যাও নাই কেন বল দেখি?

মাষ্টার তো তো করিতে লাগিলেন।

এমন সময় মহিমাচরণ আসিয়া উপস্থিত। মহিমাচরণ কাশীপুরবাসী, ঠাকুরকে ভারি শ্রদ্ধা ভক্তি করেন ও সর্ব্বদা দক্ষিণেশ্বরে যান। ব্রাহ্মণসন্তান, কিছু পৈতৃক বিষয় আছে। স্বাধীনভাবে থাকেন, কাহারও চাকরী করেন না। সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনা ও ঈশ্বরচিন্তা করেন। কিছু পাণ্ডিত্যও আছে। ইংরাজি সংস্কৃত অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, মহিমার প্রতি)। এ কি! এখানে জাহাজ এসে উপস্থিত! (সকলের হাস্য)। এমন জায়গায় ডিঙ্গি টিঙ্গি আস্‌তে পারে, এ যে একেবারে জাহাজ! (সকলের হাস্য)। তবে একটা কথা আছে। এ টা আষাঢ় মাস! (সকলের হাস্য)।

মহিমাচরণের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)। আচ্ছা, লোককে খাওয়ান এক রকম

তাঁরই সেবা করা, কি বল? সব জীবের ভিতরে তিনি অগ্নিরূপে র'য়েছেন। খাওয়ান কি না, তাঁহাকে অহুতি দেওয়া।

"কিন্তু তা বলে অসৎ লোককে খাওয়াতে নাই। এমন লোক, যারা ব্যভিচারাদি মহাপাতক ক'রেছে, ঘোর বিষয়াসক্ত লোক, এরা যেখানে বসে খায়, সে জায়গার সাত হাত মাটি অপবিত্র হয়।

"হৃদে সিওড়ে একবার লোক খাইয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই খারাপ লোক। আমি ব'ল্লুম্ 'দেখ্ হৃদে, ওদের যদি তুই খাওয়াস্, তবে এই তোর বাড়ী থেকে চ'ল্লুম।' (মহিমার প্রতি)। আচ্ছা, আমি শুনেছি, তুমি আগে লোকদের খুব খাওয়াতে, এখন বুঝি খরচা বেড়ে গেছে? (সকলের হাস্য)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে।)

এইবার পাতা হইতে লাগিল। দক্ষিণের বারাণ্ডায়। ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিলেন, আপনি একবার যাও, দেখ, ওরা সব কি ক'র্‌ছে; আর না হয় একটু পরিবেশন ক'র্‌লে। মহিমাচরণ হুঁ হুঁ করিয়া একটু দালানের দিকে গেলেন, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিলেন।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে পরমানন্দে আহার করিতে বসিলেন। আহারান্তে ঘরে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ভক্তেরাও দক্ষিণের পুষ্করণীর বাঁধা ঘাটে আচমন করিয়া পান খাইতে খাইতে আবার ঠাকুরের কাছে আসিয়া জুটিলেন। সকলেই আসন গ্রহণ করিলেন।

বেলা দুইটার পর প্রতাপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি একজন ব্রাহ্ম-ভক্ত। আসিয়া ঠাকুরকে অভিবাদন করিলেন; ঠাকুর ও মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিলেন। প্রতাপের সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

প্রতাপ। মহাশয়! আমি পাহাড়ে গিয়েছিলাম (অর্থাৎ দারজিলিঙ্গে)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু তোমার শরীর ত তত ভাল হয় না। তোমার কি অসুখ হ'য়েছে?

প্রতাপ। আজ্ঞা, তাঁর যে অসুখ ছিল, আমারও সেই অসুখ হ'য়েছে।

কেশবেরও ঐ অসুখ ছিল। কেশবের অন্যান্য কথা হইতে লাগিল। প্রতাপ বলিতে লাগিলেন, কেশবের বৈরাগ্য বাল্যকাল থেকেই দেখা গিছ্‌ল। তাঁকে আহ্লাদ আমোদ ক'র্ত্তে প্রায় দেখা যেত না। হিন্দু কলেজে প'ড়্‌তেন, সেই

সময়ে সত্যেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব হয়। আর ঐ সূত্রে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ হয়। কেশবের দুইই ছিল। যোগও ছিল, ভক্তিও ছিল।

"তাঁর ভক্তির সময়ে সময়ে এত উচ্ছ্বাস হতো যে, মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা হ'তো। গৃহস্থদের ভিতর ধর্ম্ম আনা তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

[লোকমান্য ও অহঙ্কার। 'আমি কর্ত্তা', 'আমি গুরু'।]

একটি মহারাষ্ট্র দেশীয় স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল।

প্রতাপ। এ দেশের মেয়েরাও কেউ কেউ বিলেতে গেছে। একটি মহারাষ্ট্র দেশের মেয়ে খুব পণ্ডিত বিলেতে গিছিল। তিনি কিন্তু খ্রীষ্টান হ'য়েছেন। মহাশয়, কি তার নাম শুনেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না; তবে তোমার মুখে যা শুন্‌লুম, তাতে বোধ হচ্ছে যে, তার লোকমান্য হবার ইচ্ছা।

"এরূপ অহঙ্কার ভাল নয়। 'আমি কর্‌ছি,' এটী অজ্ঞান থেকে হয়; হে ঈশ্বর, তুমি ক'র্‌ছ এইটী জ্ঞান। ঈশ্বরই কর্ত্তা, আর সব অকর্ত্তা।

"'আমি আমি' ক'র্‌লে যে কত দুর্গতি হয়, বাছুরের অবস্থা ভাবলে বুঝ্‌তে পার্‌বে। বাছুর 'হাম্ মা, হাম্ মা' (আমি আমি) করে। তার দুর্গতি দেখ। হয় ত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লাঙ্গল টান্‌তে হচ্ছে, রোদ নাই, বৃষ্টি নাই। হয়ত কষাই কেটে ফেল্লে। মাংসগুলো লোক খাবে। ছালটা চামড়া হবে; সেই চামড়ায় জুতো এই সব তৈয়ার হবে। লোকে তার উপর পা দিয়ে চলে যাবে। তাতেও দুর্গতির শেষ হয় নাই। চামড়ায় ঢাক্ তৈয়ার হয়। আর ঢাকের কাটি দিয়ে অনবরত চামড়ার উপর আঘাত করে। অবশেষে কিনা নাড়ি ভুঁড়িগুলো নিয়ে তাঁত তৈয়ার করে। যখন ধুনুরীর তাঁত তোয়ের হয় তখন ধোন্‌বার সময় তুঁহু তুঁহু বলে। আর 'হাম্ মা' হাম্ মা বলে না। তুঁহু তুঁহু বলে, তবেই নিস্তার, তবেই তার মুক্তি। আর কর্ম্মক্ষেত্রে আস্‌তে হয় না।

"জীবও যখন বলে, 'হে ঈশ্বর, আমি কর্ত্তা নই, তুমিই কর্ত্তা—আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী,' তখনই জীবের সংসার-যন্ত্রণা শেষ হয়। তখনই জীবের মুক্তি হয়, আর এ কর্ম্মক্ষেত্রে আস্‌তে হয় না।"

একজন ভক্ত। জীবের অহঙ্কার কেমন ক'রে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে দর্শন না ক'র্‌লে অহঙ্কার যায় না। যদি কারু অহঙ্কার গিয়ে থাকে, তার অবশ্য ঈশ্বর দর্শন হ'য়েছে।

একজন ভক্ত। মহাশয়! কেমন ক'রে জানা যায় যে, ঈশ্বর দর্শন হ'য়েছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বর দর্শন ক'রেছে, তার চারিটী লক্ষণ হয়—(১) বালকবৎ, (২) পিশাচবৎ, (৩) জড়বৎ, (৪) উন্মাদবৎ।

"যার ঈশ্বর দর্শন হ'য়েছে, তার বালকের স্বভাব হয়। সে ত্রিগুণাতীত—কোন গুণের আঁট নাই। আবার শুচি অশুচি তার কাছে দুই সমান—তাই পিশাচবৎ। আবার পাগলের মত কভু হাসে কভু কাঁদে; এই বাবুর মত সাজে গোজে, আবার খানিকপরে স্তাংটা—বগলের নীচে কাপড় রেখে বেড়াচ্ছে। তাই উন্মাদবৎ। আবার কখন বা জড়ের স্থায় চুপ ক'রে বসে আছে।

একজন ভক্ত। ঈশ্বর দর্শনের পর কি অহঙ্কার একেবারে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কখন কখন তিনি অহঙ্কার একেবারে পুঁছে ফেলেন—যেমন সমাধি অবস্থায়। আবার প্রায় অহঙ্কার একটু রেখে দেন। কিন্তু সে অহঙ্কারে দোষ নাই। যেমন বালকের অহঙ্কার। পাঁচ বছরের বালক 'আমি' 'আমি' করে, কিন্তু কারো অনিষ্ট ক'র্‌তে জানে না।

"পরশমণি ছুঁলে লোহা সোণা হয়ে যায়। লোহার তরোয়াল্ সোণার তরোয়াল হ'য়ে যায়। তরোয়ালের আকার থাকে, কারুর অনিষ্ট করে না। সোণার তরোয়ালে মারা কাটা চলে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[বিলাত ও কাঞ্চনের পূজা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)। তুমি বিলাতে গিয়েছিলে, কি দেখ্‌লে, সব বল।

প্রতাপ। বিলাতের লোকেরা আপনি যাকে কাঞ্চন বলেন, তারই পূজা করে। তবে অবশ্য কেউ কেউ ভাল লোক—অনাসক্ত লোক—আছে। কিন্তু সাধারণতঃ আগা গোড়া রজোগুণের কাণ্ড। আমেরিকাতেও তাই দেখে এলুম।

[বিলাত ও কর্ম্মযোগ। কলিযুগে কর্ম্মযোগ না ভক্তিযোগ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)। বিষয় কর্ম্মে আসক্তি শুধু যে বিলাতে আছে, এমন নয়। সব জায়গায় আছে। তবে কি জান? কর্ম্মকাণ্ড হ'চ্ছে আদি কাণ্ড। সত্ত্বগুণ (ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া এই সব) না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। রজোগুণে কাজের আড়ম্বর হয়। তাই রজোগুণ

থেকে তমোগুণ এসে পড়ে। বেশী কাজ জড়ালেই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। আর কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি বাড়ে।

"তবে কর্ম্ম ত্যাগ কর্‌বার যো নাই। তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম্ম করাবে। তা তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর। তাই ব'লেছে, অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম কর। অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করা—কি না কর্ম্মের ফল আকাঙ্ক্ষা ক'র্‌বে না। যেমন পূজা জপ তপ ক'র্‌ছো, কিন্তু লোকমান্য হবার জন্য নয়, কিম্বা পুণ্য কর্‌বার জন্য নয়।

"এরূপ অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করার নাম কর্ম্মযোগ। ভারি কঠিন। একে কলিযুগ, সহজেই আসক্তি এসে যায়। মনে ক'র্‌ছি, অনাসক্ত হ'য়ে কাজ কর্‌ছি, কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে আসক্তি এসে যায়, জান্‌তে দেয় না। হয়তো পূজা মহোৎসব ক'র্‌লুম, কি অনেক গরিব কাঙালদের সেবা কর্‌লুম, মনে ক'রলুম যে, অনাসক্ত হ'য়ে ক'রেছি, কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে লোকমান্য হবার ইচ্ছা হ'য়েছে, জান্‌তে দেয় না।

"তবে একেবারে অনাসক্ত হওয়া সম্ভব কেবল যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে।

একজন ভক্ত। যাঁরা ঈশ্বরকে লাভ করেন নাই, তাঁদের উপায় কি? তাঁরা কি বিষয় কর্ম্ম সব ছেড়ে দেবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কলিতে ভক্তিযোগ। নারদীয় ভক্তি। ঈশ্বরের নাম গুণ গান করা ও ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা করা—'হে ঈশ্বর আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, আমায় দেখা দাও।'

"কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। তাই প্রার্থনা ক'র্‌তে হয়, 'হে ঈশ্বর, আমার কর্ম্ম কমিয়ে দাও। আর যে টুকু কর্ম্ম রেখেছো, সে টুকু যেন তোমার কৃপায় অনাসক্ত হ'য়ে ক'র্‌তে পারি। আর যেন বেশী কর্ম্ম জড়াতে না ইচ্ছা হয়।'

"কর্ম্ম ছাড়্‌বার যো নাই। আমি চিন্তা ক'র্‌ছি, আমি ধ্যান ক'র্‌ছি, এ ও কর্ম্ম।

"ভক্তিলাভ ক'র্‌লে বিষয়কর্ম্ম আপনা আপনি কমে যায়। আর ভাল লাগে না। ওলা মিছরীর পানা পেলে চিটে গুড়ের পানা কে খেতে চায়?

একজন ভক্ত। বিলেতের লোকেরা কেবল 'কর্ম্ম কর' 'কর্ম্ম কর' করে। কর্ম্ম তবে জীবনের উদ্দেশ্য নয়?

[জীবনের উদ্দেশ্য কি? কর্ম্ম না ঈশ্বর লাভ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। কর্ম্মতো আদি কাণ্ড, জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। তবে নিষ্কাম কর্ম্ম একটী উপায়,—উদ্দেশ্য নয়।

"শম্ভু ব'ল্লে, এখন এই আশীর্ব্বাদ করুন যে, যা টাকা আছে, সে গুলি সদ্ব্যয়ে যায়—হাঁসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারী করা, রাস্তা ঘাট করা, কুয়ো করা এই সব। আমি ব'ল্লুম, এ সব কর্ম্ম অনাসক্ত হ'য়ে ক'র্‌তে পার্‌লে ভাল, কিন্তু তা বড় কঠিন! আর যাই হোক্ এটী যেন মনে থাকে যে, তোমার মানবজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ; হাঁসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারী করা নয়! মনে কর, ঈশ্বর তোমার সাম্‌নে এলেন। এসে ব'ল্লেন, তুমি বর লও; তা হ'লে তুমি কি ব'ল্‌বে, 'আমায় কতকগুলো হাঁসপাতাল ডিস্‌পেন্‌সারী ক'রে দাও', না ব'ল্‌বে 'হে ভগবন, তোমার পাদপদ্মে যেন আমার শুদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমাকে আমি সর্ব্বদা দেখ্‌তে পাই।'

"হাঁসপাতাল ডিস্‌পেন্‌সারী এ সব অনিত্য বস্তু। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। তাঁকে লাভ হ'লে আবার বোধ হয়, তিনিই কর্ত্তা, আমরা অকর্ত্তা। তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নানা কাজ বাড়িয়ে মরি? তাঁকে লাভ হ'লে তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাঁসপাতাল ডিস্‌পেন্‌সারি হ'তে পারে।

['এগিয়ে পড়']।

"তাই বল্‌চি, কর্ম্ম আদিকাণ্ড। কর্ম্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়। সাধন ক'রে আরও এগিয়ে পড়। সাধন ক'র্‌তে ক'র্‌তে আরও এগিয়ে প'ড়্‌লে শেষে জান্‌তে পার্‌বে যে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু, ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য।

"একজন কাঠুরে বনে কাঠ কাট্‌তে গিছ্‌লো। হঠাৎ এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হ'লো। ব্রহ্মচারী বল্লেন, 'ওহে, এগিয়ে পড়ো!' কাঠুরে বাড়ীতে ফিরে এসে ভাব্‌তে লাগ্‌লো ব্রহ্মচারী এগিয়ে যেতে ব'ল্লেন কেন?

"এই রকমে কিছু দিন যায়। এক দিন সে ব'সে আছে, এমন সময়ে সেই ব্রহ্মচারীর কথাগুলি মনে পড়্‌লো। তখন সে মনে মনে ব'ল্লে, আজ আমি আরও এগিয়ে যাবো। বনে গিয়ে আরো এগিয়ে দেখে যে, অসংখ্য চন্দনের গাছ। তখন আনন্দে গাড়ি গাড়ি চন্দনের কাঠ নিয়ে এলো; আর বাজারে বেচে খুব বড় মানুষ হয়ে গেল। এই রকমে কিছুদিন যায়। আর একদিন মনে প'ড়্‌লো, ব্রহ্মচারী ব'লেছেন, 'এগিয়ে পড়'। তখন আবার বনে গিয়ে এগিয়ে দেখে, নদীর ধারে রূপোর খনি! এ কথা সে কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই। তখন খনি থেকে কেবল রূপো নিয়ে গিয়ে বিক্রী ক'র্‌তে লাগ্‌লো। এত টাকা হ'লো যে, আণ্ডিল হ'য়ে গেল।

"আবার কিছু দিন যায়। এক দিন ব'সে ভাব্‌ছে, ব্রহ্মচারী তো আমাকে

রূপোর খনি পর্য্যন্ত যেতে ব'লেন নাই—তিনি যে আমাকে এগিয়ে যেতে ব'লেছেন। এবার নদীর পারে গিয়ে দেখে, সোনার খনি। তখন সে ভাব্‌লে, ওহো! তাই ব্রহ্মচারী ব'লেছিলেন, এগিয়ে পড়!

"আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে দেখে, হীরে-মাণিক রাশাকৃত প'ড়ে আছে। তখন তার কুবেরের ঐশ্বর্য্য হ'লো।

"তাই বল্‌ছি যে, যা কিছু কর না কেন, এগিয়ে গেলে আরো ভাল জিনিষ পাবে। একটু জপ তপ ক'রে উদ্দীপন হ'য়েছে ব'লে মনে কোরো না, যা হবার তা হ'য়ে গেছে। কর্ম্ম কিছু জীবনের উদ্দেশ্য নয়। আরো এগোও, তাহ'লে কর্ম্ম নিষ্কাম ক'র্‌তে পার্‌বে। তবে নিষ্কাম কর্ম্ম বড় কঠিন। তাই ভক্তি ক'রে ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, 'হে ঈশ্বর, তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দাও,' আর কর্ম্ম কমিয়ে দাও, আর যেটুকু কর্ম্ম রাখ্‌বে, সেটুকু কর্ম্ম যেন নিষ্কাম হ'য়ে ক'র্‌তে পারি।

"আরো এগিয়ে গেলে ঈশ্বরকে লাভ হবে। তাঁকে দর্শন হবে। ক্রমে তাঁর সঙ্গে আলাপ কথাবার্ত্তা হবে।"

* * * *

কেশবের স্বর্গলাভের পর মন্দিরের বেদী লইয়া যে বিবাদ হয়, এইবারে তাহার কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)। শুন্‌ছি তোমার সঙ্গে বেদী নিয়ে নাকি ঝগড়া হ'য়েছে। যারা ঝগড়া ক'রেছে, তারা তো সব হ'রে প্যালা পঞ্চা। (সকলের হাস্য)।

(ভক্তদের প্রতি)। "দেখ, প্রতাপ, অমৃত, এ সব শাঁক বাজে। আর যা সব শুন তাদের কোন আওয়াজ নাই। (সকলের হাস্য)।

প্রতাপ। মহাশয়, বাজে যদি ব'ল্লেন তো আঁবের কশিও বাজে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

[ব্রাহ্মসমাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)। দেখো, তোমাদের ব্রাহ্ম সমাজের লেক্‌চার শুন্‌লে লোকটার ভাব বেস বোঝা যায়। এক হরিসভায় আমায় নিয়ে গিছ্‌লো। আচার্য্য হয়েছিলেন একজন পণ্ডিত, তাঁর নাম সামাধ্যায়ী। বলে কি, 'আমাদের ঈশ্বর নীরস, আমাদের প্রেম ভক্তি দিয়ে তাঁকে সরস ক'রে নিতে হবে'। এই কথা শুনে আমি অবাক্। তখন একটা গল্প মনে প'ড়্‌লো। একটি ছেলে বলেছিল, আমার মামার বাড়াতে অনেক ঘোঁড়া আছে, এক

গোয়াল ঘোঁড়া! এখন গোয়াল যদি হয়, তা হ'লে কখন ঘোঁড়া থাকৃতে পারে না, গরু থাকাই সম্ভব। এরূপ অসম্বদ্ধ কথা শুন্‌লে লোকে কি ভাবে? এই ভাবে যে, ঘোঁড়া টোঁড়া কিছুই নাই। (সকলের হাস্য)।

একজন ভক্ত। ঘোঁড়া তো নাইই! গরুও নাই (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ দেখিন্, যিনি রসস্বরূপ, তাঁকে কিনা ব'লছে 'নীরস'। এতে এই বোঝা যায় যে, ঈশ্বর যে কি জিনিস, কখনও অনুভব করে নাই।

[প্রতাপের প্রতি উপদেশ। 'আমি' ও 'আমার'।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)। দেখ তোমায় বলি। তুমি লেখা পড়া জান, বুদ্ধিমান, গম্ভীরাত্মা! কেশব আর তুমি ছিলে যেন গৌর নিতাই দু ভাই। এ সব তো অনেক হ'লো, লেক্‌চার দেওয়া, তর্ক ঝগড়া, বাদ, বিসম্বাদ অনেক তো হ'লো। আর কি এ সব তোমার ভাল লাগে? এখন সব মনটা কুড়িয়ে ঈশ্বরের দিকে দাও। ঈশ্বরেতে এখন ঝাঁপ দাও।

প্রতাপ। আজ্ঞা হাঁ, তার সন্দেহ নাই, তাই করা কর্ত্তব্য। তবে এ সব করা তাঁর নামটা যাতে থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাঁসিয়া)। তুমি ব'ল্‌ছো বটে, তাঁর নাম রাখ্‌বার জন্য সব ক'চ্ছো; কিন্তু কিছু দিন পরে এ ভাবও থাকৃবে না। একটা গল্প শুন।

"এক জন লোকের একটা পাহাড়ের উপর একখানা ঘর ছিল। কুঁড়ে ঘর অনেক মেহনত ক'রে ঘর খানি ক'রেছিল। কিছু দিন পরে এক দিন ভারি ঝড় এলো। কুঁড়ে ঘর টল্ টল্ ক'র্ত্তে লাগ্‌লো; তখন সে ঘর রক্ষার জন্য ভারি চিন্তিত হ'লো। ব'ল্লে, হে পবন দেব, দেখো যেন ঘরটী ভেঙ্গো না বাবা! পবনদেব কিন্তু শুন্‌ছেন না। ঘর মড় মড় ক'ত্তে লাগ্‌লো। তখন লোকটা একটা ফিকির ঠাওরালে—তার মনে পড়্‌লো যে, হনুমান পবনের ছেলে। যাই মনে পড়া, অমনি ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো—বাবা! ঘর ভেঙ্গো না, হনুমানের ঘর, দোহাই তোমার! কিন্তু ঘর তবুও মড় মড় করে। কেবা তার কথা শুনে! অনেকবার 'হনুমানের ঘর' 'হনুমানের ঘর' করার পর দেখ্‌লে যে কিছু হ'লো না! তখন ব'ল্‌তে লাগ্‌লো, বাবা 'লক্ষ্মণের ঘর' 'লক্ষ্মণের ঘর'। তাতেও হ'লো না। তখন বলে, বাবা, 'রামের ঘর' 'রামের ঘর' দেখো বাবা ভেঙ্গো না, দোহাই তোমার! তাতেও কিছু হ'লো না, ঘর মড় মড় ক'রে ভাঙ্গ্‌তে আরম্ভ হ'লো। তখন প্রাণ বাঁচাতে হবে, লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌বার সময় ব'লতে লাগলো, যা শালার ঘর!

[জীবনের উদ্দেশ্য ; ডুব দাও।]

(প্রতাপের প্রতি)। কেশবের নাম তোমায় রক্ষা ক'ত্তে হবে না। যা কিছু হ'য়েছে, জান্‌বে ঈশ্বরের ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছাতে হ'লো আবার তাঁর ইচ্ছাতে যাচ্ছে, তুমি কি ক'র্‌বে ? তোমার এখন কর্ত্তব্য যে, ঈশ্বরেতে সব মন দাও—তাঁর প্রেমের সাগরে ঝাঁপ দাও।

এই কথা বলিয়া ঠাকুর সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মধুর গান গাইতে লাগিলেন।

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজ্‌লে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন॥
খুজ্ খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্‌লে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বল্‌বে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাঙায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন্‌জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

(প্রতাপের প্রতি)। "গান শুন্‌লে ? লেক্‌চার, ঝগড়া, ও সব তো অনেক হ'লো, এখন ডুব দাও। আর এ সমুদ্রে ডুব দিলে মর্‌বার ভয় নাই। এ যে অমৃতের সাগর। মনে কোরোনা যে, এতে মানুষ বেহেড্ হয় ; মনে কোরোনা যে বেশী ঈশ্বর ঈশ্বর ক'ল্লে মানুষ পাগল হ'য়ে যায়। আমি নরেন্দ্রকে ব'লেছিলাম—

প্রতাপ। মহাশয়, নরেন্দ্র কে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও আছে একটি ছোকরা। আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলুম, দেখ্, ঈশ্বর রসের সাগর। তোর ইচ্ছা হয় না কি যে, এই সাগরে ডুব দিই ? আচ্ছা, মনে কর, এক খুলি রস আছে, আর তুই মাছি হয়েছিস্। তা কোন্ খানে ব'সে রস খাবি ? নরেন্দ্র বল্‌লে, আমি খুলির কিনারায় ব'সে মুখ বাড়িয়ে খাব। আমি জিজ্ঞাসা ক'ল্লুম, কেন ? কিনারায় ব'স্‌বি কেন ? সে বল্লে, বেশী দূরে গেলে ডুবে যাব, আর প্রাণ হারাব। তখন আমি ব'ল্লুম, বাবা সচ্চিদানন্দ সাগরে সে ভয় নাই। এ যে অমৃতের সাগর, ঐ সাগরে ডুব দিলে মৃত্যু হয় না, মানুষ অমর হয়। ঈশ্বরেতে পাগল হ'লে মানুষ বেহেড্ হয় না।

(ভক্তদের প্রতি)। 'আমি' আর 'আমার' এইটীর নাম অজ্ঞান। কালী-বাড়ী রাসমণি ক'রেছেন, এই কথাই লোকে বলে। কেউ বলে না যে, ঈশ্বর ক'রেছেন। 'ব্রাহ্মসমাজ অমুক লোক ক'রে গেছেন' একথা আর কেউ বলে

না যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এটী হ'য়েছে। আমি ক'চ্ছি, এইটীর নাম অজ্ঞান—হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা আর অমি অকর্ত্তা; তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র; এইটীর নাম জ্ঞান। হে ঈশ্বর, আমার কিছুই নয়—এ মন্দির আমার নয়, এ কালীবাড়ী আমার নয়, এ সমাজ আমার নয়, এ সব তোমার জিনিস—এ স্ত্রী পুত্র পরিবার এ সব কিছুই আমার নয়, সব তোমারি জিনিস; এর নাম জ্ঞান।

"আমার জিনিস, আমার জিনিস, ব'লে সেই সকল জিনিসকে ভালবাসার নাম মায়া। সব্বাইকে ভালবাসার নাম দয়া। শুধু ব্রাহ্মসমাজের লোকগুলিকে ভালবাসি, কি শুধু পরিবারদের ভালবাসি, এর নাম মায়া; শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসি এর নাম মায়া; সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্ম্মের লোকদের ভালবাসা, এটী দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়।

"মায়াতে মানুষ বদ্ধ হ'য়ে যায়, ভগবান থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। শুকদেব, নারদ এঁরা দয়া রেখেছিলেন।"

*　　*　　*　　*

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

[ব্রাহ্মসমাজ ও কামিনীকাঞ্চন।]

প্রতাপ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। মহাশয়! যাঁরা আপনার কাছে আসেন, তাঁদের ক্রমে ক্রমে উন্নতি হ'চ্ছে তো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি বলি যে, সংসার ক'ত্তে দোষ কি? তবে সংসারে দাসীর মত থাক।

[গৃহস্থের সাধন।]

"দাসী মনিবের বাড়ীর কথায় বলে, 'আমাদের বাড়ী।' কিন্তু তার নিজের বাড়ী হয়তো কোন পাড়াগাঁয়ে। মনিবের বাড়ীকে দেখিয়ে মুখে বলে, 'আমাদের বাড়ী'। কিন্তু মনে জানে যে, ও বাড়ী আমাদের নয়, আমাদের বাড়ী সেই পাড়াগাঁয়ে। আবার মনিবের ছেলেকে মানুষ করে, আর বলে, 'হরি আমার বড় দুষ্ট হ'য়েছ,' 'আমার হরি মিষ্টি খেতে ভালবাসে না।' 'আমার হরি', মুখে বলে বটে, কিন্তু জানে যে, হরি আমার নয়, মনিবের ছেলে।

"তাই যারা আসে, তাদের আমি বলি, সংসার কর না কেন, তাতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরেতে মন রেখে কর; জেনো যে বাড়ী ঘর পরিবার আমার

নয়, এ সব ঈশ্বরের, আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে; আর বলি যে, তাঁর পাদপদ্মে ভক্তির জন্য ব্যাকুল হ'য়ে সর্ব্বদা প্রার্থনা ক'র্‌বে।”

* * * *

বিলাতের কথা আবার পড়িল। একজন ভক্ত বলিলেন, মহাশয়! আজ-কাল বিলাতের পণ্ডিতেরা নাকি ঈশ্বর আছেন এ কথা মানেন না।

প্রতাপ। মুখে তাঁরা যে যা বলুন, আন্তরিক তাঁরা যে কেউ নাস্তিক, তা আমার বোধ হয় না। এই জগতের ব্যাপারের পেছনে যে একটা মহাশক্তি আছে, এ কথা অনেককেই মান্‌তে হ'য়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হ'লেই হ'লো, শক্তিতো মান্‌ছে? নাস্তিক কেন হবে?

প্রতাপ। তা ছাড়া ইউরোপের পণ্ডিতেরা moral government (সৎ-কার্য্যের পুরস্কার আর পাপের শাস্তি এই জগতে হয়, এ কথা) ও মানেন।

* * * *

অনেক কথাবার্ত্তার পর প্রতাপ বিদায় লইতে গাত্রোত্থান করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)। আর কি বলবো তোমায়? তবে এই বলা যে, আর ঝগড়া বিবাদের ভিতর থেকো না।

“আর এক কথা, কামিনীকাঞ্চনই ঈশ্বর থেকে মানুষকে বিমুখ করে। সে দিকে যেতে দেয় না—এই দেখ না, সকলেই নিজের পরিবারকে সুখ্যাত করে (সকলের হাস্য)। তা ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্। যদি জিজ্ঞাসা কর, তোমার পরিবারটি কেমন গা, অমনি বলে, আজ্ঞে, খুব ভাল”—

প্রতাপ। তবে আমি আসি।

প্রতাপ চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের অমৃতময়ী কথা, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের কথা, সমাপ্ত হইল না। সুরেন্দ্রের বাগানের বৃক্ষস্থিত পত্রগুলি দক্ষিণবায়ু-সংঘাতে দুলিতেছিল ও মর্ম্মর শব্দ করিতেছিল, কথাগুলি সেই শব্দের সঙ্গে মিশাইয়া গেল। একবার মাত্র ভক্তদের হৃদয়ে আঘাত করিয়া গেল। অবশেষে অনন্ত আকাশে লয় প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু প্রতাপের হৃদয়ে কি এ কথা প্রতিধ্বনিত হয় নাই?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

একাদশ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণের পণ্ডিত* দর্শন।]

আজ রথযাত্রা। বুধবার, ২৫এ জুন ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ, আষাঢ় শুক্লাদ্বিতীয়া তিথি। সপ্তদশ বর্ষ অতীত হইল। সকালে পরমহংসদেব কলিকাতায় ঈশানের বাড়ী নিমন্ত্রণে আসিয়াছেন। ঠন্‌ঠনিয়ায় ঈশানের ভদ্রাসন-বাটী। সেখানে তিনি শুনিলেন যে, পণ্ডিত শশধর অনতিদূরে কলেজ ষ্ট্রীটে চাটুর্য্যেদের বাড়ী রহিয়াছেন। পণ্ডিতকে দেখিবার তাঁহার ভারি ইচ্ছা। বৈকালে পণ্ডিতের বাড়ী যাইবেন, স্থির হইল।

প্রায় বেলা চারিটার সময় ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহার অতি কোমলাঙ্গ। অতি সন্তর্পণে দেহ রক্ষা হইত। তাই পথে চলিতে কষ্ট হয়—অল্প দূর ও প্রায় গাড়ী না হ'লে যাইতে পারেন না। গাড়ীতে উঠিয়াই ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইলেন। তখন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ষাকাল; আকাশে মেঘ; পথে কাদা। ভক্তেরা গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে যাইতেছেন। তাঁহারা পথে দেখিলেন, রথযাত্রা উপলক্ষে ছেলেরা তাল পাতার ভেঁপু বাজাইতেছে।

গাড়ী বাটীর সম্মুখে উপনীত হইল। দ্বারদেশে গৃহস্বামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

উপরে যাইবার সিঁড়ি। তৎপরে বৈঠকখানা। উপরে উঠিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন যে, শশধর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছেন। পণ্ডিতকে দেখিয়া বোধ হইল যে, তিনি যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর বলিলে, বলা যায়। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। তিনি অতি বিনীতভাবে ভক্তিভরে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে সঙ্গে করিয়া ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া আসন গ্রহণ

---

* শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি।

করিলেন। সকলেই উৎসুক যে, তাঁহার নিকটে বসেন ও তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথামৃত পান করেন। নরেন্দ্র, রাখাল, রাম, মাষ্টার ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা উপস্থিত আছেন। হাজ্‌রাও শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ী হইতে আসিয়াছেন। ঠাকুর পণ্ডিতকে দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই অবস্থায় হাসিতে হাসিতে পণ্ডিতের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, বেশ! বেশ! পরে পণ্ডিতকে বলিতেছেন, আচ্ছা তুমি কি রকম লেক্‌চার দাও?

শশধর। মহাশয়, আমি শাস্ত্রের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করি।

[কলিতে ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ নহে।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি। শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মের কথা আছে, তার সময় কৈ? আজকালকার জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রোগীর এদিকে হ'য়ে যায়। আজকাল ফিবার মিক্‌শ্চার। কর্ম্ম ক'র্‌তে যদি বল তো নেজামুড়া বাদ দিয়ে ব'ল্‌বে। আমি লোকদের বলি, তোমাদের 'আপোধন্যন্যা' ও সব অত বল্‌তে হবে না। তোমাদের গায়ত্রী জপ্‌লেই হবে। কর্ম্মের কথা যদি একান্ত বল, তবে ঈশানের মত কর্ম্মী দুই এক জনকে ব'ল্‌তে পার।

[বিষয়ী লোক ও লেক্‌চার।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাজার লেক্‌চার দাও, বিষয়ী লোকদের কিছু ক'র্‌তে পার্‌বে না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙ্গে যাবে তো দেওয়ালের কিছু হবে না। তরোয়ালের চোট মার্‌লে কুমীরের কি হবে? সাধুর কমণ্ডলু (তুম্বা) চার ধাম করে আসে, কিন্তু যেমন তেঁতো তেমনি তেঁতো। তোমার লেক্‌চারে বিষয়ী লোকদের বড় কিছু হ'চ্ছে না। তবে, তুমি ক্রমে ক্রমে জান্‌তে পারবে। বাছুর একবারে দাঁড়াতে পারে না। মাঝে মাঝে প'ড়ে যায়, আবার দাঁড়ায়;—তবে তো দাঁড়াতে ও চলতে শিখে।

[নবানুরাগ ও বিচার।]

"কে ভক্ত কে বিষয়ী তুমি চিন্তে পার না। তা সে তোমার দোষ নয়। প্রথম ঝড় উঠ্‌লে কোন্‌টা তেঁতুল গাছ, কোন্‌টা আম গাছ, বোঝা যায় না।

[কর্ম্মত্যাগ ও ঈশ্বরলাভ; যোগ ও সমাধি।]

"এ কথা সত্য, ঈশ্বরলাভ না হ'লে কেউ একবারে কর্ম্মত্যাগ ক'রতে পারে না। সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কত দিন? যত দিন না ঈশ্বরের নামে অশ্রু আর পুলক

হয়। একবার 'ওঁ রাম' ব'লতে যদি চক্ষে জল আসে, তা'হলে নিশ্চয় জেন যে, তোমার কর্ম্ম শেষ হ'য়েছে। আর সন্ধ্যাদি কর্ম্ম ক'রতে হবে না।

'ফল হলেই ফুল পড়ে যায়। ভক্তি—ফল ; কর্ম্ম—ফুল। গৃহস্থের বউ, পেটে ছেলে হ'লে বেশী কর্ম্ম ক'রতে পারে না। শাশুড়ী দিন দিন তার কর্ম্ম কমিয়ে দেয়। দশ মাসে পড়লে, শাশুড়ী প্রায় কর্ম্ম ক'রতে দেয় না। ছেলে হ'লে সে ঐটীকে নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে ; আর কর্ম্ম ক'রতে হয় না।

"সন্ধ্যা, গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী, প্রণবে লয় হয়। প্রণব সমাধিতে লয় হয়। যেমন ঘণ্টার শব্দ টং,—ট-অ-ম্। যোগী নাদভেদ ক'রে পরব্রহ্মে লয় হন।

"সমাধি মধ্যে সন্ধ্যাদিকর্ম্মের লয় হয়। এই রকমে জ্ঞানীদের কর্ম্মত্যাগ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[পাণ্ডিত্য ও সাধন। পাণ্ডিত্য ও বিবেক বৈরাগ্য।]

সমাধি কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাবান্তর হইল! তাঁহার চন্দ্রমুখ হইতে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বহির্গত হইতে লাগিল। আর বাহ্যজ্ঞান নাই। মুখে একটী কথা নাই। নেত্র স্থির। নিশ্চয়ই জগতের নাথকে দর্শন করিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বালকের ন্যায় বলিতেছেন, আমি জল খাব।

সমাধির পর যখন জল খাইতে চাহিতেন, তখন ভক্তেরা এক প্রকার জানিতে পারিতেন যে, এবার ইনি ক্রমশঃ বাহ্যজ্ঞান লাভ করিবেন

ঠাকুর ভাবে বলিতে লাগিলেন, মা! সে দিন ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখালি। তার পর আমি আবার ব'লেছিলাম, 'মা! আমি আর এক জন পণ্ডিতকে দেখ্‌বো' ; তাই তুই আমায় এখানে এনেছিস্।

পরে শশধরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বাবা! আর একটু বল বাড়াও। আর কিছু দিন সাধন ভজন কর। গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি ? তবে তুমি লোকের ভালর জন্য এ সব ক'রছ।

এই বলিয়া ঠাকুর শশধরকে মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিলেন।

ঠাকুর আরও বলিলেন, "যখন প্রথমে তোমার কথা শুন্‌লুম, তখন জিজ্ঞাসা ক'রলুম যে, এই পণ্ডিত কি শুধু পণ্ডিত, না বিবেক-বৈরাগ্য আছে ?

[আদেশ ও আচার্য্য।]

"যে পণ্ডিতের বিবেক নাই, সে ব্যক্তি পণ্ডিতই নয়।

"যদি আদেশ হ'য়ে থাকে, তা'হলে লোক-শিক্ষায় দোষ নাই। আদেশ পেয়ে যদি কেউ লোক-শিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না।

"বাগ্বাদিনীর কাছ থেকে যদি একটী কিরণ আসে, তা'হলে এমন শক্তি হয় যে, বড় বড় পণ্ডিতগুলো কেঁচোর মত হয়ে যায়।

"প্রদীপ জ্বাল্‌লে, বাদুলে পোকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি আসে—ডাক্‌তে হয় না। তেমনি যে আদেশ পেয়েছে, তার লোক ডাক্‌তে হয় না। অমুক সময়ে লেক্‌চার হবে ব'লে, খবর পাঠাতে হয় না। তার নিজের এমনি টান যে লোক তার কাছে আপনি আসে। তখন রাজা, বাবু সকলে দলে দলে আসে। আর বল্‌তে থাকে, আপনি কি লবেন? আম, সন্দেশ, টাকা, কড়ি, শাল এই সব এনেছি, আপনি কি লবেন? আমি সে সকল লোককে বলি, 'দূর কর—আমার ও সব ভাল লাগে না, আমি কিছু চাই না'।

"চুম্বক পাথর কি লোহাকে বলে, তুমি আমার কাছে এস? ব'লতে হয় না—লোহা আপনি চুম্বুক পাথরের টানে ছুটে আসে!

"এরূপ লোক পণ্ডিত নয় বটে। তা'বোলে মনে করো যে, তার জ্ঞানের কিছু কম্‌তি হয়। বই পড়ে কি জ্ঞান হয়? যে আদেশ পেয়েছে, তার জ্ঞানের শেষ নাই। সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে—ফুরোয় না।

"ওদেশে ধান মাপ্‌বার সময়, একজন মাপে, আর একজন রাশ ঠেলে দেয়; তেমনি যে আদেশ পায়, সে যত লোক-শিক্ষা দিতে থাকে, মা আমার পেছন থেকে জ্ঞানের রাশ ঠেলে ঠেলে দেন; সে জ্ঞান আর ফুরায় না।

"মার যদি একবার কটাক্ষ হয়, তা'হলে কি আর জ্ঞানের অভাব থাকে? তাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি, কোন আদেশ পেয়েছ কি না?

হাজরা। হাঁ, অবশ্য আদেশ পেয়েছেন। কেমন মহাশয়?

পণ্ডিত। না, আদেশ? তা এমন কিছু পাই নাই।

গৃহস্বামী। আদেশ পান নাই বটে। কর্ত্তব্যবোধে লেকচার দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যে আদেশ পায় নাই, তার লেকচার কি হবে?

"একজন (ব্রাহ্ম) লেকচার দিতে দিতে ব'লেছিল, "ভাইরে, আমি কত মদ খেতুম, হেন কত্তুম, তেন কত্তুম।" এই কথা শুনে, লোকগুলো বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌লো, "শালা, বলে কিরে? মদ খেত!" এই কথা বলাতে উল্টো উৎপত্তি হ'ল। তাই ভাল লোক না হ'লে লেকচারে কোন উপকার হয় না।

"বরিশালে বাড়ী একজন সদরওয়ালা বলেছিল, 'মহাশয়, আপনি প্রচার ক'র্‌তে আরম্ভ করুন। তা'হলে আমিও কোমর বাঁধি'। আমি ব'ল্‌লাম ওগো একটা গল্প শোন। ওদেশে হালদার পুকুর ব'লে একটী পুকুর আছে। যত লোক তার পাড়ে বাহ্যে ক'র্‌তো। সকাল বেলা যারা পুকুরে আস্‌তো, গালাগালে তাদের ভূত ছাড়িয়ে দিত; কিন্তু গালাগালে কোন কাজ হ'ত না; আবার তার পর দিন সকালে পাড়ে বাহ্যে ক'রেছে, লোকে দেখ্‌তো। কিছু দিন পরে কোম্পানি থেকে একজন চাপরাসী একটা হুকুম পুকুরের কাছে মেরে দিলে; কি আশ্চর্য্য, একবারে বাহ্যে করা বন্ধ হ'য়ে গেল!

"তাই ব'লছি হেঁজি পেঁজি লোকে লেকচার দিলে কিছু কাজ হয় না। চাপরাস থাকলে তবে লোকে মান্‌বে। ঈশ্বরের আদেশ না থাকলে লোক-শিক্ষা হয় না। যে লোক-শিক্ষা দিবে, তার খুব শক্তি চাই! কলকাতায় অনেক হনুমানপুরী আছে—তাদের সঙ্গে তোমায় লড়তে হ'বে। এরা তো (যারা চারিদিকে সভায় বসে আছে) পাঠ্‌ঠা!

"চৈতন্যদেব নিজে অবতার। তিনি যা ক'রে গেলেন তারই কি র'য়েছে বল দেখি? আর যে আদেশ পায় নাই, তা'র লেকচারে কি উপকার হবে?

[কিরূপে আদেশ পাওয়া যায়।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই ব'লছি ঈশ্বরের পদেপদ্মে মগ্ন হও। এই কথা বলিয়া ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গান গাইতে লাগিলেন।

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ-সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজ্‌লে পাবি রে প্রেম-রত্নধন॥
খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্‌লে পাবি হৃদয়-মাঝে বৃন্দাবন।
দিব্ দিব্ দিব্ জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বলবে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন্‌জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ সাগরে ডুব্‌লে মরে না—এ যে অমৃতের সাগর!

[নরেন্দ্র ও অমৃতের সাগর।]

"আমি নরেন্দ্রকে ব'লেছিলুম—ঈশ্বর রসের সমুদ্র; তুই এ সমুদ্রে ডুব্ দিবি কি না বল্। আচ্ছা মনে কর খুলিতে এক খুলি রস র'য়েছে, আর তুই মাছি হ'য়েছিস। তুই কোথা ব'সে রস খাবি বল? নরেন্দ্র ব'ল্লে, আমি

খুলির আড়ায় ব'সে মুখ বাড়িয়ে খা'ব ; কেন না বেশী দূরে গেলে ডুবে যাব যে ! তখন আমি ব'ললাম, বাবা এ সচ্চিদানন্দ সাগর—এতে মরণের ভয় নাই, এ সাগর অমৃতের সাগর। যারা অজ্ঞান তারাই বলে যে, ভক্তি প্রেমের বাড়াবাড়ি ক'র্‌তে নাই। ঈশ্বরপ্রেমের কি বাড়াবাড়ি আছে ? তাই, তোমায় বলি, সচ্চিদানন্দ সাগরে মগ্ন হও।

"ঈশ্বর লাভ হ'লে ভাবনা কি ? তখন আদেশও হ'বে, লোক-শিক্ষাও হবে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[ঈশ্বর লাভের নানা পথ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ।

"যে কোন প্রকারে হউক এ সাগরে পড়্‌তে পার্‌লেই হ'ল। মনে কর অমৃতের একটী কুণ্ড আছে। কোন রকমে এই অমৃত একটু মুখে পড়্‌লেই অমর হবে—তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড় বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেমে একটু খাও, বা কেউ তোমায় ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক্। একই ফল। একটু অমৃত আস্বাদন কর্‌লেই তুমি অমর হবে।

"অনন্ত পথ ;—তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি যে পথ দিয়া যাও, আন্তরিক হ'লে ঈশ্বরকে পাবে।

"মোটামুটি যোগ তিন প্রকার ;—'জ্ঞানযোগ,' 'কর্ম্মযোগ,' আর 'ভক্তিযোগ।'

১। জ্ঞানযোগ—জ্ঞানী, ব্রহ্মকে জানতে চায়। নেতি নেতি বিচার করে। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই বিচার করে। সদসৎ বিচার করে। বিচারের শেষ যেখানে, সেখানে সমাধি হয়, আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

২। কর্ম্মযোগ ;—কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরে মন রাখা। তুমি যা শিখাচ্ছ।

"অনাসক্ত হ'য়ে প্রাণায়াম, ধ্যানধারনাদি করা কর্ম্মযোগ। সংসারী লোকেরা যদি অনাসক্ত হ'য়ে, ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে, তাঁ'তে ভক্তি রেখে, সংসারের কর্ম্ম করে, সেও কর্ম্মযোগ। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে পূজা, জপ এই সব কর্ম্ম করার নামও কর্ম্মযোগ। ঈশ্বর লাভই কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য।

৩। ভক্তিযোগ ;—ঈশ্বরের নাম গুণ কীর্ত্তন এই সব ক'রে, তাঁ'তে মন রাখা। কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ পথ। ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম।

"কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। প্রথমতঃ, আমি আগেই ব'লেছি, সময় কৈ ? শাস্ত্রে যে সব কর্ম্ম ক'র্‌তে বলেছে, তার সময় কৈ ? কলিতে আয়ু কম।

"তার পর অনাসক্ত হ'য়ে, ফলকামনা না ক'রে, কর্ম্ম করা ভারি কঠিন। ঈশ্বর লাভ না ক'রলে ঠিক অনাসক্ত হওয়া যায় না। তুমি হয় তো জান না, কিন্তু কোথা থেকে আসক্তি এসে পড়ে।

"আবার জ্ঞানযোগও এ যুগে ভারি কঠিন। জীবের একে অন্নগত প্রাণ তাতে আবার আয়ু কম। তার পর আবার দেহবুদ্ধি কোন মতে যায় না। এ দিকে দেহবুদ্ধি না গেলে একবারে জ্ঞানই হবে না। জ্ঞানী বলে, আমি সেই ব্রহ্ম; আমি শরীর নই; আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, এ সকলের পার।

"যদি রোগ, শোক, সুখ, দুঃখ, এ সব বোধ থাকে, তুমি জ্ঞানী কেমন ক'রে হবে? এ দিকে কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর ক'রে রক্ত পড়্‌ছে, খুব লাগছে—অথচ ব'লছে, কৈ হাত তো কাটে নাই! আমার কি হ'য়েছে?

[ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম ; জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ নহে।]

"তাই এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ আর অন্যান্য পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এ সব পথ ভারি কঠিন।

"ভক্তিযোগ যুগধর্ম্ম—তার এ মানে নয় যে ভক্ত এক জায়গায় যাবে; জ্ঞানী বা কর্ম্মী আর এক জায়গায় যাবে। এর মানে যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধ'রেও যান, তা হ'লেও সেই জ্ঞান লাভ ক'র্‌বেন। ভক্তবৎসল মনে ক'র্‌লেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন।

[ভক্তের কি ব্রহ্মজ্ঞান হয়?]

"ভক্ত ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখতে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'র্‌তে চায়—প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যদি খুসী হয়, তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেন। ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন।

"কলকাতায় যদি কেউ একবার এসে পড়্‌তে পারে, তা হ'লে গড়ের মাঠ, সুসাইটী সবই দেখতে পায়।

"কথাটা এই, এখন কলকাতায় কেমন ক'রে আসি।

"জগতের মাকে পেলে, ভক্তিও পাবে আবার জ্ঞানও পাবে। জ্ঞানও পাবে, আবার ভক্তিও পাবে। ভাবসমাধিতে রূপদর্শন হয়; আবার নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ডসচ্চিদানন্দ দর্শন হয়, তখন অহং, নাম, রূপ থাকে না।

[ভক্ত ও কর্ম্ম ; ভক্তের প্রার্থনা।]

"ভক্ত বলে "মা, সকাম কর্ম্মে আমার বড় ভয় হয়। সে কর্ম্মে কামনা আছে। সে কর্ম্ম ক'রলেই ফল পেতে হবে। আবার অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করা বড় কঠিন। সকাম কর্ম্ম ক'র্‌তে গেলে, তোমায় ভুলে যাবো। তবে এমন কর্ম্মে কাজ নাই। যত দিন না তোমায় লাভ ক'র্‌তে পারি, তত দিন পর্য্যন্ত যেন কর্ম্ম কমে যায়। যে টুকু কর্ম্ম থাকবে, সে টুকু কর্ম্ম যেন অনাসক্ত হ'য়ে কর্‌তে পারি, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খুব ভক্তি হয়। আর যত দিন না তোমায় লাভ ক'র্ত্তে পারি, তত দিন যেন নূতন কর্ম্ম জড়াতে মন না যায়। তবে যখন তুমি আদেশ ক'রবে তখন তোমার কর্ম্ম করবো, নচেৎ নয়।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[তীর্থযাত্রা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।]

পণ্ডিত। মহাশয়ের তীর্থে কত দূর যাওয়া হ'য়েছিল ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, কতক জায়গা দেখেছি। (সহাস্যে) হাজরা অনেক দূর গিছ্‌ল, আর খুব উঁচুতে উঠে ছিল। হৃষীকেশ গিছ্‌ল। (সকলের হাস্য)। আমি অত দূরও যাই নাই, অত উঁচুতেও উঠি নাই। (সকলের হাস্য)।

"চিল শকুনিও অনেক উচ্চে উঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে। (সকলের হাস্য)। ভাগাড় কি জান ? কামিনী ও কাঞ্চন।

"যদি এখানে ব'সে ভক্তি লাভ করতে পার, তা হ'লে তীর্থ যাবার কি দরকার ? কাশী গিয়ে দেখ্‌লাম সেই গাছ ! সেই তেঁতুলপাতা।

"তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তিলাভ না হ'লো, তা হ'লে তীর্থ যাওয়ার আর ফল হ'ল না। আর ভক্তিই সার, আর এক মাত্র প্রয়োজন। চিল শকুনি কি জান ? অনেক লোক আছে, তারা লম্বা লম্বা কথা কয়। আর বলে যে, শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্ম ক'রতে বলেছে, আমরা অনেক ক'রেছি। এ দিকে তাদের মন ভারি বিষয়াসক্ত—টাকা, কড়ি, মান, সম্ভ্রম, দেহের সুখ, এ সব নিয়ে ব্যস্ত।"

পণ্ডিত। আজ্ঞা হাঁ মহাশয়, তীর্থে যাওয়া যা, আর কৌস্তভ মণি ফেলে অন্য হীরা মাণিক খুঁজে বেড়ানোও তা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর তুমি এইটী জেনো, হাজার শিক্ষা দাও সময় না হ'লে ফল হবে না। ছেলে বিছানায় শোবার সময় মাকে ব'ল্লে, 'মা! আমার যখন

হাগা পাবে, তখন তুমি আমায় উঠিও।' মা উত্তরে ব'ল্লে, 'বাবা, হাগাই তোমাকে উঠাবে, এজন্য তুমি কিছু ভেব না।' (সকলের হাস্য।)

"সেইরূপ ভগবানের জন্য ব্যাকুল হওয়া। ঠিক সময় হ'লেই হয়

[আচার্য্যের তিন শ্রেণী। পাত্রাপাত্র।]

"তিন রকম বৈদ্য আছে।

"এক রকম আছে তারা নাড়ী দেখে, ঔষধ ব্যবস্থা ক'রে চলে যায়। কেবল রোগীকে ব'লে যায়, ঔষধ খেয়ো হে। এরা অধম থাকের বৈদ্য।

"সেইরূপ কতকগুলি আচার্য্য উপদেশ দিয়ে যায়, কিন্তু তাদের উপদেশে লোকের ভাল হ'ল কি মন্দ হ'ল, তা দেখে না। তা'র জন্য ভাবে না।

"কতকগুলি বৈদ্য আছে, তারা ঔষধ ব্যবস্থা ক'রে রোগীকে ঔষধ খেতে বলে। রোগী যদি খেতে না চায়, তা'কে অনেক বুঝায়। এরা মধ্যম থাকের বৈদ্য। সেইরূপ মধ্যম থাকের আচার্য্যও আছে। তারা উপদেশ দেয়, আবার অনেক ক'রে লোকদের বুঝায়, যা'তে তা'রা উপদেশ অনুসারে চলে।

"আবার উত্তম থাকের বৈদ্য আছে। যদি মিষ্ট কথাতে রোগী না বুঝে, তা হ'লে তারা জোর পর্য্যন্ত করে। যদি দরকার হয়, রোগীর বুকে হাঁটু দিয়ে রোগীকে ঔষধ গিলিয়ে দেয়। সেইরূপ আবার উত্তম থাকের আচার্য্য আছে। তারা ঈশ্বরের পথে আন্‌বার জন্য শিষ্যদের উপর জোর পর্য্যন্ত করে।"

পণ্ডিত। মহাশয়, যদি উত্তম থাকের আচার্য্য থাকেন, তবে কেন আপনি, সময় না হ'লে জ্ঞান হয় না, এ কথা ব'ললেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সত্য বটে। কিন্তু মনে কর, ঔষধ যদি পেটে না যায়—যদি মুখ থেকে গড়িয়ে যায়, তা হ'লে বৈদ্য কি ক'র্‌বে? উত্তম বৈদ্যও কিছু ক'র্‌তে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। পাত্র দেখে উপদেশ দিতে হয়। তোমরা পাত্র দেখে উপদেশ দাও না। আমার কাছে কেউ ছোকরা এলে আমি আগে জিজ্ঞাসা করি, 'তোর কে আছে ?' মনে কর, বাপ নাই, হয় তো বাপের ঋণ আছে, তা হ'লে সে কেমন ক'রে ঈশ্বরে মন দিবেক ? শুন্‌ছো বাপু ?

পণ্ডিত। আজ্ঞা হাঁ, আমি সব শুনছি।

[ঈশ্বরের দয়া]

শ্রীরামকৃষ্ণ। এক দিন ঠাকুরবাড়ীতে কতকগুলি শিখ সিপাহি এসেছিল। মা কালীর মন্দিরের সম্মুখে তাদের সঙ্গে দেখা হ'ল। একজন ব'ল্‌লে, 'ঈশ্বর

দয়াময়।' আমি ব'ল্লাম, 'বটে ? সত্য না কি ? কেমন ক'রে জান্‌লে ?' 'তারা ব'ল্লে, 'কেন মহাশয়, ঈশ্বর আমাদের খাওয়াচ্ছেন এত যত্ন ক'রছেন! আমি ব'ল্লাম, সে কি আশ্চর্য্য ? ঈশ্বর যে সকলের বাপ! বাপ ছেলেকে দেখ্‌বে না ত কে দেখ্‌বে ? ও পাড়ার লোক এসে দেখ্‌বে না কি ?'

নরেন্দ্র। তবে ঈশ্বরকে দয়াময় ব'ল্‌বো না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে কি আমি দয়াময় ব'ল্‌তে বারণ ক'রছি ? আমার বল্‌বার মানে এই যে, ঈশ্বর আমাদের আপনার লোক, পর নয়।

পণ্ডিত। কথা অমূল্য!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[বিদায়।]

ঠাকুর জল খাইতে চাহিলেন। তাঁহার কাছে এক গ্লাস জল রাখা হইয়াছিল। সে জল খাইতে পারিলেন না, আর এক গ্লাস জল আনিতে বলিলেন। পরে শুনা গেল যে, কোনও ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি ঐ জল স্পর্শ করিয়াছিল।

* * * *

পণ্ডিত (হাজরার প্রতি)। আপনারা ইঁহার সঙ্গে রাত দিন থাকেন—আপনারা মহানন্দে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। আজ আমার খুব দিন! আমি দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখ্‌লাম। (সকলের হাস্য)। দ্বিতীয়ার চাঁদ কেন ব'ললুম জান ?

"সীতা রাবণকে ব'লেছিলেন, 'রাবণ পূর্ণচন্দ্র, আর রামচন্দ্র আমার দ্বিতীয়ার চাঁদ। রাবণ মানে বুঝতে পারে নাই, তাই ভারি খুসি। সীতার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, রাবণের সম্পদ যত দুর হবার হ'য়েছে, এইবার দিন দিন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হ্রাস পাবে। রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চাঁদ, তাঁর দিন দিন বৃদ্ধি হবে।

এই বলিয়া ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। বন্ধুবান্ধব সঙ্গে পণ্ডিত ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর ভক্তগণ সমভিব্যাহারে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

দ্বাদশ খণ্ড।

সিঁতির ব্রাহ্মসমাজ পুনর্ব্বার দর্শন ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি উপদেশ ও তাঁহাদের সহিত আনন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

['সমাধি-মন্দিরে।']

আবার ব্রাহ্মভক্তেরা সিঁতির ব্রাহ্মসমাজে মিলিত হইলেন। ৺কালী পূজার পর দিন, কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথি, ইংরাজি ১৯এ অক্টোবর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। এবার শরতের মহোৎসব। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের মনোহর উদ্যানবাটীতে আবার ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইল। প্রাতঃকালের উপাসনাদি হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বেলা সাড়ে চারিটার সময় আসিয়া পঁহুছিলেন। তাঁহার গাড়ি আসিয়া বাগানের মধ্যে দাঁড়াইল। অমনি দলে দলে ভক্ত আসিয়া মণ্ডলাকারে তাঁহাকে ঘেরিতে লাগিলেন। প্রধান প্রকোষ্ঠ মধ্যে সমাজের বেদী রচনা হইয়াছে। তাহার সম্মুখে দালান। সেই দালানে ঠাকুর উপবেশন করিলেন। অমনি ভক্তগণ চারিধারে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। বিজয়, ত্রৈলোক্য ও অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্ত উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত একজন সদরওয়ালা (Sub-Judge) ও আছেন।

সমাজগৃহ মহোৎসব উপলক্ষে বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে। কোথা ও বা নানাবর্ণের পতাকা; মধ্যে মধ্যে হর্ম্ম্যোপরি বা বাতায়নপথে নয়নরঞ্জন, সুন্দর পাদপ-বিভ্রমকারী বৃক্ষপল্লব। সম্মুখে পূর্ব্বপরিচিত সেই সরোবরে স্বচ্ছ সলিল মধ্যে শরতের সুনীল নভোমণ্ডল প্রতিভাসিত হইতেছে। উদ্যানস্থিত রাঙ্গা রাঙ্গা পথগুলির দুই পার্শ্বে সেই পূর্ব্ব-পরিচিত ফল-পুষ্পের বৃক্ষশ্রেণী। আজ ঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সেই বেদধ্বনি ভক্তেরা আবার শুনিতে পাই-

বেন—যে ধ্বনি আর্য্যঋষিদের মুখ হইতে বেদাকারে এককালে বহির্গত হইয়াছিল—যে ধ্বনি আর একবার নররূপধারী পরমসন্ন্যাসী, ব্রহ্মগতপ্রাণ, জীবের দুঃখে কাতর, ভক্তবৎসল, ভক্তাবতার হরিপ্রেমবিহ্বল, ঈষার (Jesusএর) মুখ হইতে তাঁহার দ্বাদশ শিষ্য সেই নিরক্ষর মৎসজীবিগণ শুনিয়াছিলেন, যে ধ্বনি পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকারে এক কালে বহির্গত হইয়াছিল—সারথিবেশধারী মানবাকার সচ্চিদানন্দ গুরু প্রমুখাৎ যে মেঘ-গম্ভীর ধ্বনি মধ্যে বিনয়-নম্র, ব্যাকুল 'গুড়াকেশ, কৌন্তেয়'এই কথামৃত পান করিয়াছিলেন,—

"যদক্ষরং ব্রহ্মবিদো বদন্তি, বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগা।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥
কবিং পুরাণং অনুশাসিতারম্, অণোরণীয়ান্সমনুস্মরেৎ যঃ
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
প্রয়াণ-কালে মনসাচলেন, ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্, স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আসন গ্রহণ করিয়াই সমাজের সুন্দররচিত বেদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই অমনি নতশির হইয়া প্রণাম করিলেন। বেদী হইতে শ্রীভগবানের কথা হয়—তাই তিনি দেখিতেছেন যে, বেদীক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র। দেখিতেছেন, এখানে অচ্যুতের কথা হয়, তাই সর্ব্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে। আদালতগৃহ দেখিলে যেমন মোকদ্দমা মনে পড়ে ও জজ্ মনে পড়ে, সেইরূপ এই হরিকথার স্থান দেখিয়া তাঁহার ভগবানের উদ্দীপন হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য গান গাইতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, হ্যাঁগা, ঐ গানটী তোমার বেশ, 'দেমা পাগল করে,' ঐটী গাও না। তিনি গাইলেন ;—

আমায় দে মা পাগল ক'রে (ব্রহ্মময়ি)।
আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে॥
তোমার প্রেমের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা,
ওমা ভক্তচিত্ত-হরা ডুবাও প্রেমসাগরে॥
তোমার এ পাগলা-গারদে, কেহ হাসে, কেহ কাঁদে,
কেহ নাচে আনন্দভরে।
ঈশা মুসা, শ্রীচৈতন্য, ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য,
হায় কবে হব মা ধন্য, ওমা মিশে তার ভিতরে॥

স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা
প্রেমের খেলা কে বুঝ্‌তে পারে।
তুই প্রেমে উন্মাদিনী, ও মা পাগলের শিরোমণি,
প্রেমধনে কর মা ধনী, কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে॥

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। একেবারে সমাধিস্থ—'উপেক্ষিয়া মহত্তত্ত্ব, ত্যজি চতুর্বিংশ তত্ত্ব, সর্ব্বাতত্ত্বাতীত তত্ত্ব দেখি আপনি আপনে।' কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার সমস্তই যেন পুঁছিয়া গিয়াছে। দেহমাত্র চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বিদ্যমান্। এক দিন ভগবান্ পাণ্ডবনাথের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ শ্রীকৃষ্ণগতান্তরাত্মা পাণ্ডবগণ কাঁদিয়াছিলেন। তখন আর্য্যকুলগৌরব ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত থাকিয়া অন্তিমকালে ভগবানের ধ্যাননিরত ছিলেন। তখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সবে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সহজেই কাঁদিবার দিন। শ্রীকৃষ্ণের এই সমাধিপ্রাপ্ত অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া পাণ্ডবেরা কাঁদিয়াছিলেন; ভাবিয়াছিলেন, তিনি বুঝি দেহত্যাগ করিলেন!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[হরিকথাপ্রসঙ্গে]

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবাবস্থায় ব্রাহ্মভক্তদের উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই ঈশ্বরীয় ভাব খুব ঘনীভূত; যেন বক্তা মাতাল হইয়া কি বলিতেছেন। ভাব ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে, অবশেষে পূর্ব্বের ঠিক সহজাবস্থা।

["আমি সিদ্ধি খাব।" গীতা ও অষ্টসিদ্ধি।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)। মা! কারণানন্দ চাই না। সিদ্ধি খাব।

"সিদ্ধি কিনা বস্তু লাভ। 'অষ্টসিদ্ধি'র সিদ্ধি নয়। সে (অণিমা লঘিমাদি) সিদ্ধির কথা কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ব'লেছিলেন, 'ভাই, যদি দেখ যে, অষ্টসিদ্ধির একটী সিদ্ধি কারও আছে, তা'হলে জেনো যে, সে ব্যক্তি আমাকে পাবে না।' কেন না, সিদ্ধাই থাক্‌লেই অহংকার থাক্‌বে, আর অহংকারের লেশ থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

[ঈশ্বর লাভ কি ?]

"আর এক আছে, প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ। যে ব্যক্তি সবে

ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হ'য়েছে, সে প্রবর্ত্তকের থাক। সে সব লোক ফোঁটা কাটে, তিলক মালা পরে, বাহিরে খুব আচার করে। সাধক, আরো এগিয়ে গেছে। লোক দেখান ভাব কমে গিয়েছে। সাধক ঈশ্বরকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়, আন্তরিক তাঁকে ডাকে, তাঁর নাম করে, তাঁকে সরলান্তঃকরণে প্রার্থনা করে। সিদ্ধ কে? যাঁর নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হ'য়েছে যে ঈশ্বর আছেন, আর তিনিই সব ক'র্‌ছেন; যিনি ঈশ্বরকে দর্শন ক'র্‌ছেন! 'সিদ্ধের সিদ্ধ' কে? যিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রেছেন। শুধু দর্শন নয়; কেউ পিতৃভাবে, কেউ বাৎসল্যভাবে, কেউ সখ্যভাবে, কেউ মধুরভাবে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করে।

"কাঠে আগুন নিশ্চিত আছে, এই বিশ্বাস; আর কাঠ থেকে আগুন বার ক'রে ভাত রেঁধে, খেয়ে, শান্তি আর তৃপ্তিলাভ করা; দুটি ভিন্ন জিনিস।

"ঈশ্বরীয় অবস্থার ইতি করা যায় না। তারে বাড়া, তারে বাড়া আছে।

[ব্রাহ্মসমাজ ও নিরাকারবাদ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)। এরা ব্রহ্মজ্ঞানী, নিরাকারবাদী। তা বেশ।

(ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি)। একটাতে দৃঢ় হও, হয় সাকারে নয় নিরাকারে। দৃঢ় হ'লে তবে ঈশ্বর লাভ হয়, নচেৎ হয় না। দৃঢ় হ'লে সাকারবাদীও ঈশ্বর লাভ ক'র্‌বে, নিরাকারবাদীও ঈশ্বর লাভ ক'র্‌বে। মিছরীর রুটী সিদে ক'রে খাও, আর আড় ক'রে খাও, মিষ্টি লাগ্‌বে। (সকলের হাস্য)।

[বিষয়ীর ঈশ্বর; ব্যাকুলতা ও ঈশ্বর লাভ।]

"কিন্তু দৃঢ় হ'তে হ'বে, ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাক্‌তে হবে। বিষয়ীর ঈশ্বর কিরূপ জান? যেমন খুড়ী জেঠীর কোঁদল শুনে ছেলেরা খেলা কর্‌বার সময় পরস্পর বলে, 'আমার ঈশ্বরের দিব্য'। আর যেমন কোন ফিট বাবু পান চিবুতে চিবুতে হাতে ষ্টিক (stick) ক'রে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটী ফুল তুলে বন্ধুকে বলে, 'ঈশ্বর কি beautiful ফুল ক'রেছেন!' কিন্তু এ বিষয়ীর ভাব ক্ষণিক, যেন তপ্ত লোহার উপর জলের ছিটে!

"একটার উপর দৃঢ় হ'তে হবে। ডুব দাও। না দিলে সমুদ্রের ভিতরে রত্ন পাওয়া যায় না। জলের উপর কেবল ভাস্‌লে পাওয়া যায় না।"

এই বলিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে গানে কেশবাদি ভক্তদের মন মুগ্ধ করিতেন, সেই গান—সেই মধুর কণ্ঠে গাইতে লাগিলেন। সকলের বোধ হইল, যেন স্বর্গধামে বা বৈকুণ্ঠে বসিয়া আছেন।

গান।

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজ্‌লে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন॥
খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্‌লে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বলবে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাঙায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন্ জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[ব্রাহ্মভক্ত সঙ্গে।]

[ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। ডুব দাও। ঈশ্বরকে ভালবাস্‌তে শেখ। তাঁর প্রেমে মগ্ন হও। দেখ, তোমাদের উপাসনা শুনেছি। কিন্তু তোমাদের ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অত বর্ণনা কর কেন? 'হে ঈশ্বর, তুমি আকাশ করিয়াছ, বড় বড় সমুদ্র করিয়াছ, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, নক্ষত্রলোক, সব ক'রেছ', এ সব কথা আমাদের অতো কাজ কি?

"সব লোক বাবুর বাগান দেখেই অবাক্—কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন ঝিল, কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার ভিতর ছবি, এই সব দেখেই অবাক; কিন্তু কই, বাগানের মালিক যে বাবু, তাঁকে খোঁজে ক জন? বাবুকে খোঁজে তুই একজনা। ঈশ্বরকে ব্যাকুল হ'য়ে খুঁজ্‌লে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়, যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা ক'চ্চি। সত্য ব'লছি দর্শন হয়! একথা কারেই বা ব'লছি, কে বা বিশ্বাস করে!

[শাস্ত্র না প্রত্যক্ষ (The Law or Revelation)?]

শ্রীরামকৃষ্ণ। শাস্ত্রের ভিতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? শাস্ত্র প'ড়ে হদ্দ অস্তিমাত্র বোধ হয়। কিন্তু নিজে ডুব না দিলে ঈশ্বর দেখা দেন না। ডুব দেবার পর, তিনি নিজে জানিয়ে দিলে তবে সব সন্দেহ দূর হয়। বই হাজার পড়, মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হয়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ধ'রতে পারবে না। শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষকে ভোলাতে পারবে, কিন্তু তাঁকে পাবে না।

"শাস্ত্র, বই, শুধু এ সব তাতে কি হবে? তাঁর কৃপা না হ'লে কিছু হবে না, যাতে তাঁর কৃপা হয়, ব্যাকুল হ'য়ে তার চেষ্টা করো। কৃপা হ'লে তাঁর দর্শন হবে। তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা কইবেন।

[ব্রাহ্মসমাজ ও সাম্য ; 'ঈশ্বরের বৈষম্য-দোষ'।]

সদরওয়ালা। মহাশয়, তাঁর কৃপা কি এক জনের উপর বেশী আর এক জনের উপর কম ? তা হ'লে যে ঈশ্বরের বৈষম্য-দোষ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি ! ঘোড়াটাও টা আর সরাটাও টা ! তুমি যা ব'ল্‌ছো ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ঐ কথা ব'লেছিল। ব'লেছিল, মহাশয়, তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি দিয়েছেন, কারুকে কম দিয়েছেন ? আমি ব'ল্লাম বিভুরূপে তিনি সকলের ভিতর আছেন—আমার ভিতরও যেমনি, পীঁপ্‌ড়েটীর ভিতরও তেমনি। কিন্তু শক্তিবিশেষ আছে। যদি সকলেই সমান হবে, তবে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নাম শুনে তোমায় আমরা কেন দেখ্‌তে এসেছি! তোমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে, তাই দেখতে এসেছি! তা নয়, তুমি দয়ালু, তুমি পণ্ডিত এই সব গুণ তোমার অপরের চেয়ে আছে, তাই তোমার এত নাম। দেখ না, এমন লোক আছে যে, সে একলা একশো লোককে হারাতে পারে, আবার এমন আছে, একজনার ভয়ে পালায়।

"যদি শক্তিবিশেষ না হয়, লোকে কেশবকে এতো মানতো কেন ?

"গীতায় আছে, যাকে অনেকে গণে মানে—তা বিদ্যার জন্যই হউক, বা গাওনা বাজনার জন্যই হউক, বা লেক্‌চার (Lecture) দেবার জন্যই হউক, বা আর কিছুর জন্যই হউক—নিশ্চিত জেনো যে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।

ব্রাহ্মভক্ত (সদরওয়ালার প্রতি)। যা বল্‌ছেন, মেনে নেন না !

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মভক্তের প্রতি)। তুমি কি রকম লোক ! কথায় বিশ্বাস না ক'রে শুধু মেনে লওয়া ! কপটতা ! তুমি ঢং কাচ দেখ্‌ছি !

ব্রাহ্মভক্তটী অতিশয় লজ্জিত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত কেশব ও নির্লিপ্ত সংসার ; সংসার-ত্যাগ।]

সদরওয়ালা। মহাশয়, সংসার কি ত্যাগ ক'রতে হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, তোমাদের ত্যাগ কেন করতে হবে ? সংসারে থেকেই হ'তে পারে। তবে আগে দিন কতক নির্জ্জনে থাকতে হয়। নির্জ্জনে থেকে ঈশ্বরের সাধনা ক'রতে হয়। বাড়ীর কাছে এমন একটী আড্ডা ক'রতে হয়, সেখানে থেকে বাড়ীতে এসে অমনি একবার ভাত খেয়ে যেতে পার। কেশব

সেন, প্রতাপ, এরা সব ব'লেছিল, মহাশয়, আমাদের জনক রাজার মত। আমি বল্লুম, জনক রাজা অমনি মুখে বল্লেই হওয়া যায় না। জনক রাজা হেটমুণ্ড হ'য়ে আগে নির্জ্জনে কত তপস্যা ক'রেছিল! তোমরা কিছু কর, তবে তো জনক রাজা হবে। অমুক খুব তর তর ক'রে ইংরাজি লিখতে পারে; তা কি একেবারেই লিখতে পেরেছিল? সে গরিবের ছেলে, আগে একজনের বাড়ীতে থেকে তাদের রেঁধে দিতো, আর দুটী দুটী খেতো, অনেক কষ্টে লেখা পড়া শিখেছিলো, তাই এখন তর তর ক'রে লিখতে পারে।

"কেশব সেনকে আরও ব'লেছিলুম, নির্জ্জনে না গেলে, শক্ত রোগ সারবে কেমন ক'রে? রোগটী হ'চ্ছে বিকার। আবার যে ঘরে বিকারী রোগী, সেই ঘরেই আচার তেঁতুল, আর জলের জালা! তা রোগ সারবে কেমন ক'রে? আচার তেঁতুল—এই দেখো, ব'লতে ব'লতে আমার মুখে জল এসেছে। (সকলের হাস্য)। সম্মুখে থাকলে কি হয়, সকলেই তো জান! মেয়েমানুষ পুরুষের পক্ষে এই আচার তেঁতুল, আবার ভোগ-বাসনা জলের জালা। বিষয়-তৃষ্ণার শেষ নাই, আর এই বিষয় রোগীর ঘরে। এতে কি বিকার রোগ সারে? দিন কতক ঠাঁইনাড়া হ'য়ে থাকতে হয়, যেখানে আচার তেঁতুল নাই, জলের জালা নাই। তার পর নীরোগ হ'য়ে আবার সেই ঘরে এলে আর ভয় নাই। তাঁকে লাভ ক'রে সংসারে এসে থাকলে আর কামিনী-কাঞ্চনে কিছু ক'রতে পারে না। তখন জনকের মত নির্লিপ্ত হ'তে পা'রবে।

"কিন্তু প্রথমাবস্থায় সাবধান হওয়া চাই। খুব নির্জ্জনে থেকে সাধন করা চাই। অশ্বত্থগাছ যখন চারা থাকে, তখন চারিদিকে বেড়া দেয়, পাছে ছাগল গরুতে নষ্ট করে। কিন্তু গুঁড়ি মোটা হ'লে আর বেড়ার দরকার হয় না। হাতী বেঁধে দিলেও গাছের কিছু ক'রতে পারে না। যদি নির্জ্জনে সাধন ক'রে, ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তিলাভ ক'রে, বল বাড়িয়ে, বাড়ী গিয়ে সংসার কর, তা'হলে কামিনীকাঞ্চনে তোমার কিছু করতে পা'রবে না।

"নির্জ্জনে দৈ পেতে মাখম্ তুলতে হয়। জ্ঞানভক্তি রূপ মাখম্ যদি একবার মন রূপ দুধ থেকে তোলা হয়, তা'হলে সংসার রূপ জলের উপর রাখলে নির্লিপ্ত হ'য়ে ভাস্‌বে। কিন্তু মনকে কাঁচা অবস্থায়—দুধের অবস্থায়, যদি সংসার রূপ জলের উপর রাখ, তা'হলে দুধে জলে মিশে যাবে। তখন আর মন নির্লিপ্ত হ'য়ে ভাস্‌তে পারবে না।

"ঈশ্বরলাভের জন্য সংসারে থেকে, এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে

থাকবে, আর এক হাতে কাজ করবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন দুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাকবে, তখন নির্জ্জনে বাস ক'রবে, কেবল তাঁর চিন্তা আর সেবা ক'রবে

সদরওয়ালা (আনন্দিত হইয়া)। মহাশয়, এ অতি সুন্দর কথা! নির্জ্জনে সাধন চাই বই কি! কিন্তু ঐটী আমরা ভুলে যাই। মনে করি বুঝি একবারে জনক রাজা হ'য়ে প'ড়েছি! (শ্রীরামকৃষ্ণের ও সকলের হাস্য)। সংসারত্যাগের যে প্রয়োজন নাই, বাড়ীতে থেকেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, এ কথা শুনেও আমার শান্তি ও আনন্দ হ'লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ত্যাগ তোমাদের কেন ক'রতে হবে? যে কালে যুদ্ধ করতে হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ করা ভাল। ইন্দ্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হবে; খিদে তৃষ্ণা এ সবের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হবে। এ যুদ্ধ সংসার থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ, হয়তো খেতেই পেলে না, তখন ঈশ্বর টিশ্বর সব ঘুরে যাবে। একজন তার মাগ্‌কে ব'লেছিল, 'আমি সংসার ত্যাগ ক'রে চ'ল্লুম'। মাগটী একটু জ্ঞানী ছিল। সে তাকে ব'ল্লে, 'কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? যদি পেটের ভাতের জন্য দশ ঘরে যেতে না হয়, তবে যাও। তা যদি হয়, তা'হলে এই এক ঘরই ভাল।'

"তোমরা ত্যাগ কেন ক'রবে? বাড়ীতে বরং সুবিধা। আহারের জন্য ভাব্‌তে হবে না। সহবাস স্বদারার সঙ্গে, তাতে দোষ নাই। শরীরের যখন যেটী দরকার, কাছেই পাবে। রোগ হ'লে সেবা করবার লোক কাছে পাবে।

"জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ এঁরা জ্ঞানলাভ ক'রে সংসারে ছিলেন। এঁরা দুখানা তরবার ঘুরাতেন। একখান জ্ঞানের, একখান কর্ম্মের।

[জ্ঞানীর লক্ষণ।]

সদরওয়ালা। মহাশয়! জ্ঞান যে হ'য়েছে তা কেমন ক'রে জানবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞান হ'লে তাঁকে (ঈশ্বরকে) আর দূরে দেখায় না। তিনি আর তিনি বোধ হয় না। তখন ইনি। হৃদয়মধ্যে তাঁকে দেখা যায়। তিনি সকলেরই ভিতরে আছেন, যে খুঁজে সেই পায়।

সদরওয়ালা। মহাশয়! আমি পাপী, কেমন ক'রে বলি যে, তিনি আমার ভিতরে আছেন?

[ব্রাহ্মসমাজ, খ্রীষ্টধর্ম্ম ও পাপবাদ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সদরওয়ালার প্রতি)। ঐ কেবল তোমাদের পাপ আর পাপ!

এ সব বুঝি খ্রীষ্টানী মত। আমায় একজন একখান বই (Bible) দিলে, একটু পড়া শুনলুম, তা তাতে কেবল ঐ এক কথা! পাপ আর পাপ! আমি তাঁর নাম ক'রেছি, ঈশ্বর কি রাম কি হরি ব'লেছি—আমার আবাব পাপ! এমন বিশ্বাস থাকা চাই! নামমাহাত্ম্যে বিশ্বাস থাকা চাই।

সদরওয়ালা। মহাশয়! কেমন ক'রে ঐ বিশ্বাস হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁতে অনুরাগ কর। তোমাদেরই গানে আছে, 'প্রভু! বিনে অনুরাগ, ক'রে যজ্ঞ যাগ, তোমারে কি যায় জানা।' যাতে এরূপ অনুরাগ, এরূপ ঈশ্বরে ভালবাসা হয়, তার কাছে গোপনে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, আর কাঁদ। মাগের ব্যামো হ'লে, কি টাকা লোকসান হ'লে, কি কর্ম্মের জন্য, লোকে এক ঘটী কাঁদে, ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদ্‌ছে বল দেখি?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"আম্মোক্তারী দাও।"

ত্রৈলক্য। মহাশয়, এঁদের সময় কই। ইংরেজের কর্ম্ম ক'রতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সদরওয়ালার প্রতি)। আচ্ছা তাঁকে আম্মোক্তারী দাও। ভাল লোকের উপর যদি কেউ ভাব দেয়, সে লোক কি তার মন্দ করে? তাঁর উপর আন্তরিক সব ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাক। তিনি যা কাজ ক'ত্তে দিয়েছেন, তাই ক'রো।

"বিড়ালছানার পাটওয়ারি বুদ্ধি নাই। মা মা করে। মা যদি হেঁসালে রাখে, সেইখানেই প'ড়ে আছে। কেবল মিউ মিউ ক'রে ডাকে। আবার মা যখন গৃহস্থের বিছানার উপর রাখে, তখনও সেই ভাব। মা মা ক'রে।

সদরওয়ালা। আমরা গৃহস্থ, কত দিন এ সব কর্ত্তব্য ক'রতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমাদের কর্ত্তব্য আছে বৈ কি? ছেলেদের মানুষ ক'রতে হ'বে। স্ত্রীকে ভরণপোষণ ক'রতে হবে ও অবর্ত্তমানে স্ত্রীর ভরণপোষণের যোগাড় ক'রে রাখতে হবে। তা যদি না কর, তুমি নির্দ্দয়। দয়া শুকদেবাদি রেখেছিলেন। দয়া যার নাই, সে মানুষই নয়।

সদরওয়ালা। সন্তান প্রতিপালন কত দিন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত। পাখী বড় হ'লে যখন সে আপনার ভার নিতে পারে, তখন তাকে ধাড়ী ঠোকরায়, কাছে আস্‌তে দেয় না। (সকলের হাস্য)।

[গৃহস্থের কর্ত্তব্য; জ্ঞানোন্মাদ ও কর্ত্তব্য।]

সদরওয়ালা। স্ত্রীর প্রতি কি কর্ত্তব্য?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি বেঁচে থাকতে থাকতে ধর্ম্মোপদেশ দেবে, ভরণ পোষণ ক'রবে। যদি সতী হয়, তোমার অবর্ত্তমানে খাবার যোগাড় ক'রতে হবে।

"তবে জ্ঞানোন্মাদ হ'লে আর কর্ত্তব্য থাকে না। তখন কালকার জন্য তুমি না ভাবলে ঈশ্বর ভাবেন। জ্ঞানোন্মাদ হ'লে তিনি তোমার পরিবারদের জন্য ভাব্‌বেন। যখন জমীদার নাবালক ছেলে রেখে ম'রে যায়, তখন অছী সেই নাবালকের ভার লয়।

(সদরওয়ালার প্রতি) "এ সব আইনের ব্যাপার, তুমি তো সব জানো?

সদরওয়ালা। আজ্ঞা হাঁ।

বিজয় গোস্বামী। আহা! আহা! কি কথা! যিনি অনন্যমন হ'য়ে তাঁর চিন্তা করেন, যিনি তাঁর প্রেমে পাগল, তাঁর ভার ভগবান নিজে বহন করেন! নাবালকের অমনি 'অছী' এসে জোটে! আহা কবে সেই অবস্থা হবে? যাঁদের হয় তাঁরা কি ভাগ্যবান!

ত্রৈলোক্য। মহাশয়, সংসারে যথার্থ কি জ্ঞান হয়? ঈশ্বর লাভ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। কেন গো তুমি তো সারে মাতে আছো। (সকলের হাস্য)। ঈশ্বরে মন রেখে সংসারে আছো তো। কেন সংসারে হবে না? অবশ্য হবে।

[জ্ঞানীর লক্ষণ; জীবন্মুক্ত।]

ত্রৈলোক্য। সংসারে জ্ঞান লাভ হ'য়েছে, তার লক্ষণ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হরিনামে ধারা আর পুলক। তাঁর মধুর নাম শুনেই শরীর রোমাঞ্চ হবে, আর চক্ষু দিয়ে ধারা বেয়ে প'ড়্‌বে।

"যত ক্ষণ বিষয়াসক্তি থাকে, কামিনী-কাঞ্চনে ভালবাসা থাকে, তত ক্ষণ দেহ বুদ্ধি যায় না। বিষয়াসক্তি যত কমে, ততই আত্মজ্ঞানের দিকে চ'লে যেতে পারা যায়; আর দেহ বুদ্ধি কমে। বিষয়াসক্তি একবারে চলে গেলে আত্মজ্ঞান হয়, তখন আত্মা আলাদা, আর দেহ আলাদা বোধ হয়। নারিকেলের জল না শুকুলে দা দিয়ে কেটে শাঁস আলাদা মালা আলাদা করা কঠিন হয়। জল যদি শুকিয়ে যায়, তা হ'লে নড় নড় ক'রে; শাঁস আলাদা হ'য়ে যায়। একে বলে খোড়ো নারিকেল। ঈশ্বর লাভ হ'লে লক্ষণ এই যে, সে ব্যক্তি খোড়ো নারিকেলের মত হ'য়ে যায়—দেহাত্মবুদ্ধি চ'লে যায়। দেহের

সুখ দুঃখে তার সুখ দুঃখ বোধ হয় না। সে ব্যক্তি দেহের সুখ চায় না। সে জীবন্মুক্ত হ'য়ে বেড়ায়। 'কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়।'

"যখন দেখবে, ঈশ্বরের নাম ক'রতেই অশ্রু আর পুলক হয়, তখন জান্‌বে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি চ'লে গেছে, ঈশ্বর লাভ হ'য়েছে। দেশলাই যদি শুকনো হয়, একটা ঘস্‌লেই দপ ক'রে জ্বলে উঠে। আর যদি ভিজে হয়, পঞ্চাশটা ঘস্‌লেও কিছু হয় না। কেবল কাটীগুলো ফেলা যায়। বিষয় রসে র'সে থাকলে, কামিনী-কাঞ্চন রসে মন ভিজে থাকলে, ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয় না। হাজার চেষ্টা কর, কেবল পণ্ডশ্রম। বিষয়রস শুকুলে তৎক্ষণাৎ উদ্দীপন হয়।

[উপায় ব্যাকুলতা ;—আপনার মা।]

ত্রৈলোক্য। বিষয়রস শুকাবার এখন উপায় কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। মার কাছে ব্যাকুল হ'য়ে ডাকো। তাঁর দর্শন হ'লে বিষয়রস শুকিয়ে যাবে। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি সব দূরে চ'লে যাবে। আপনার মা বোধ থাকলে এক্ষণই হয়। তিনি তো ধর্ম্ম-মা নন। তিনি আপনারই মা। ব্যাকুল হ'য়ে মার কাছে আব্দার কর। ছেলে ঘুড়ী কিন্‌বার জন্য মার আঁচল ধ'রে পয়সা চায়—মা হয় তো আর আর মেয়েদের সঙ্গে গল্প ক'রছে। প্রথমে মা কোন মতে দিতে চায় না। বলে, 'না, তিনি বারণ ক'রে গেছেন, তিনি এলে ব'লে দিব, এক্ষণই ঘুড়ী নিয়ে একটা কাণ্ড করবি। যখন ছেলে কাঁদ্‌তে সুরু করে, কোন মতে ছাড়ে না, তখন মা অন্য মেয়েদের বলে, 'রোস মা, এ ছেলেটাকে একবার শান্ত ক'রে আসি। এই কথা ব'লে চাবীটা নিয়ে কড়াৎ কড়াৎ ক'রে বাক্স খুলে একটা পয়সা ফেলে দেয়। তোমরাও মার কাছে আব্দার করো, তিনি অবশ্য দেখা দিবেন। আমি শিখদের (Sikhs) ঐ কথা বলেছিলাম। তারা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে এসেছিল, মা-কালীর মন্দিরের সমুখে ব'সে তাদের সঙ্গে কথা হ'য়েছিল। তারা ব'লেছিল, 'ঈশ্বর দয়াময়', আমি জিজ্ঞাসা ক'রলুম, কিসে দয়াময় ? তারা ব'ল্লে 'কেন মহারাজ! তিনি সর্ব্বদা আমাদের দেখছেন, আমাদের ধর্ম্ম, অর্থ সব দিচ্ছেন, আহার যোগাচ্ছেন'। আমি ব'ল্লুম, যদি কারো ছেলেপুলে হয়, তাদের খপর, তাদের খাওয়ার ভার, বাপে নেবে না তো কি বামুন পাড়ার লোকে এসে নেবে ?

সদরওয়ালা। মহাশয়! তবে কি তিনি দয়াময় ন'ন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা কেন গো ? ও একটা ব'ল্লুম ; তিনি যে বড় আপনার লোক! তাঁর উপর আমাদের জোর চলে। আপনার লোককে এমন কথা পর্য্যন্ত বলা যায়, 'দিবি না রে, শালা ?'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[অহঙ্কার ও সদরওয়ালা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সদরওয়ালার প্রতি)। আচ্ছা, অভিমান, অহঙ্কার, জ্ঞানে হয়—না অজ্ঞানে হয় ?

"অহঙ্কার তমোগুণ, অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়। এই অহঙ্কার আড়াল আছে ব'লে তাই ঈশ্বরকে দেখা যায় না। 'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল'।

"অহঙ্কার করা বৃথা। এ শরীর, এ ঐশ্বর্য্য, কিছুই থাকবে না। একটা মাতাল দুর্গা প্রতিমা দেখছিল। প্রতিমার সাজ গোজ দেখে ব'লছে, 'মা, যতই সাজো গোজ, দিন দুই তিন পরে তোমায় টেনে গঙ্গায় ফেলে দিবে। (সকলের হাস্য)। তাই সকলকে ব'লছি, জজই হও, আর যেই হও, সব দু দিনের জন্য। তাই অভিমান অহঙ্কার ত্যাগ ক'রতে হয়।

[ব্রাহ্মসমাজ ও সাম্য ; লোক ভিন্ন প্রকৃতি।]

"সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ভিন্ন স্বভাব। তমোগুণীদের লক্ষণ, অহঙ্কার, নিদ্রা, বেশী ভোজন, কাম, ক্রোধ এই সব। রজোগুণীরা বেশী কাজ জড়ায় ; কাপড় পোষাক ফিট্ ফাট্, বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বৈঠকখানায় Queenএর ছবি ; যখন ঈশ্বর চিন্তা করে, তখন চেলী, গরদ পরে : গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তার মাঝে মাঝে একটী একটী সোণার রুদ্রাক্ষ ; যদি কেউ ঠাকুর-বাড়ী দেখতে আসে, তবে সঙ্গে ক'রে ক'রে দেখায়, আর বলে, এদিকে আসুন আরও আছে, শ্বেত পাথরের, মার্ব্বেল পাথরের মেজ আছে, ষোল ফোকর নাটমন্দির আছে। আবার দান করে, লোককে দেখিয়ে। সত্ত্বগুণী লোক অতি শিষ্ট শান্ত ; কাপড় যা তা ; রোজগার পেট্‌চলা পর্য্যন্ত ; কখন লোকের তোষামোদ ক'রে ধন নেয় না ; বাড়ীতে মেরামত নাই ; ছেলেদের পোষাকের জন্য ভাবে না ; মান সম্ভ্রমের জন্য ব্যস্ত হয় না ; ঈশ্বর চিন্তা, দান, ধ্যান, সমস্ত গোপনে—লোকে টের পায় না ; মশারির ভিতর ধ্যান করে, লোকে ভাবে বাবুর রাতে ঘুম হয় নাই, তাই বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাচ্চেন। সত্ত্বগুণ সিঁড়ির শেষ ধাপ, তার পরেই ছাদ। সত্ত্বগুণ এলেই ঈশ্বর লাভের আর দেরী হয় না—আর একটু গেলেই তাঁকে পাবে।

(সদরওয়ালার প্রতি)। "তুমি ব'লেছিলে, সব লোক সমান ; এই দেখ, কত ভিন্ন প্রকৃতি !

"আরও কত রকম থাক্ থাক্ আছে ;—(১) নিত্য জীব, (২) মুক্তজীব,

(৩) মুমুক্ষু জীব, (৪) বদ্ধজীব—নানা রকম মানুষ। নারদ, শুকদেব, এঁরা সব নিত্য জীব; যেমন Steam-boat (কলের জাহাজ) পারে আপনিও যেতে পারে, আবার বড় জীব জন্তু হাতী পর্য্যন্ত পারে নিয়ে যায়। নিত্য জীবেরা নায়েবের স্বরূপ; একটা তালুক শাসন করে—আর একটা তালুক শাসন ক'রতে যায়। আবার মুমুক্ষুজীব আছে, যারা সংসার-জাল থেকে মুক্ত হবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে প্রাণপণে চেষ্টা ক'রছে। এদের মধ্যে দুই এক জন জাল থেকে পালাতে পারে, তাদের বলে মুক্ত জীব। নিত্য জীবেরা এক একটা সিয়ানা মাছের মত; কখনও জালে পড়ে না।

[বদ্ধজীব।]

"কিন্তু বদ্ধজীব—সংসারী জীব—তাদের হুস্ নাই, তারা জালে প'ড়েই আছে, অথচ জালে বদ্ধ হ'য়েছি, এরূপ জ্ঞানও নাই। এরা হরি-কথা সম্মুখে হ'লে সেখান থেকে চলে যায়—বলে, হরিনাম মরবার সময় হবে, এখন কেন? আবার মৃত্যুশয্যায় শুয়ে, পরিবার কিম্বা ছেলেদের বলে, 'প্রদীপে অত সল্‌তে কেন, একটা সল্‌তে দাও, তা না হলে তেল পুড়ে যাবে; আর পরিবার ও ছেলেদের মনে ক'রে কাঁদে আর বলে, হায়! আমি ম'লে এদের কি হবে! আর, বদ্ধজীব যাতে এত দুঃখ ভোগ করে, তাই আবার করে; যেমন উটের কাঁটা-ঘাস খেতে খেতে মুখ দিয়ে দরদর্ ক'রে রক্ত পড়ে, তবু কাঁটা ঘাস ছাড়্‌বে না। এদিকে ছেলে মারা গেছে, শোকে কাতর, তবু আবার বছর বছর ছেলে হবে; মেয়ের বিয়েতে সর্ব্বস্বান্ত হ'লো আবার বছর বছর ছেলে মেয়ে হবে; বলে কি ক'র্‌বো, অদৃষ্টে ছিল! যদি তীর্থ ক'র্‌তে যায়, নিজে ঈশ্বর চিন্তা কর্‌বার অবসর পায় না—কেবল পরিবারদের পুঁটলী বইতে বইতে প্রাণ যায়, ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে ছেলেকে চরণামৃত খাওয়াতে আর গড়াগড়ি দেওয়াতেই ব্যস্ত। বদ্ধজীব নিজের আর পরিবারদের পেটের জন্য দাসত্ব করে—আর মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ ক'রে ধন উপায় করে। যারা ঈশ্বর চিন্তা করে, ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হয়, বদ্ধজীব তাদের পাগল ব'লে উড়িয়ে দেয়। (সদরওয়ালার প্রতি)। মানুষ কত রকম দেখ, তুমি সব এক বলছিলে। কত ভিন্ন প্রকৃতি! কারু বেশী শক্তি, কারু কম।

[বদ্ধজীব, মৃত্যুকাল ও ঈশ্বরের নাম।]

"সংসারাসক্ত বদ্ধজীব মৃত্যুকালে সংসারের কথাই বলে। বাহিরে মালা জপলে, গঙ্গাস্নান কর্‌লে, তীর্থে গেলে কি হবে! সংসার আসক্তি ভিতরে

থাক্‌লে মৃত্যুকালে সেটী দেখা দেয়। কত আবল তাবল বকে, হয়তো বিকারের খেয়ালে হলুদ পাঁচফোড়ন তেজপাত বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। শুকপাখী সহজবেলা রাধাকৃষ্ণ বলে, বিল্লি ধর্‌লে নিজের বুলি বেরোয়; ক্যাঁ ক্যাঁ করে।

"গীতায় আছে মৃত্যুকালে যা মনে ক'র্‌বে, পরলোকে তাই হবে। ভরত রাজা হরিণ হরিণ ক'রে দেহত্যাগ ক'রেছিল, তাই হরিণ জন্ম হ'লো। ঈশ্বর চিন্তা ক'রে দেহত্যাগ ক'রলে ঈশ্বর লাভ হয়, আর এ সংসারে আস্‌তে হয় না।

ব্রাহ্মভক্ত। মহাশয় অন্য সময় ঈশ্বর চিন্তা ক'রেছে, কিন্তু মৃত্যু সময় করে নাই বলে, কি আবার এই সুখদুঃখময় সংসারে আস্‌তে হবে? কেন, আগে তো ঈশ্বর চিন্তা ক'রেছিল?

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীব ঈশ্বর চিন্তা করে কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, আবার ভুলে যায়, সংসারে আসক্ত হয়। যেমন এই হাতীকে স্নান করিয়ে দিলে, আবার ধূলা কাদা মাখে। মন মত্তকরী। তবে হাতীকে নাইয়েই যদি আস্তাবলে সাঁধ করিয়ে দিতে পার, তা হ'লে আর ধূলা কাদা মাখ্‌তে পারে না। যদি জীব মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা করে, তাহ'লে শুদ্ধ মন হয়, আর সে মন কামিনীকাঞ্চনে আবার আসক্ত হবার অবসর পায় না।

"ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই; তাই এতো কর্ম্মভোগ। লোকে বলে যে, গঙ্গাস্নানের সময় তোমার পাপগুলো তোমায় ছেড়ে গঙ্গার তীরের গাছের উপর ব'সে থাকে। যাই তুমি গঙ্গাস্নান ক'রে তীরে উঠ্‌ছ অমনি পাপগুলো তোমার ঘাড়ে আবার চেপে বসে (সকলের হাস্য)। দেহত্যাগের সময় যাতে ঈশ্বর চিন্তা হয়, তাই তার আগে থাক্‌তে উপায় করতে হয়। উপায়—অভ্যাসযোগ। ঈশ্বর চিন্তা অভ্যাস ক'রলে শেষের দিনেও তাঁকে মনে পড়্‌বে।

* * *

ব্রাহ্মভক্ত। বেশ কথা হ'লো। অতি সুন্দর কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি এলোমেলো বক্‌লুম! তবে আমার ভাব কি জান? আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী, আমি ঘর তিনি ঘরণী, আমি গাড়ী তিনি Engineer, আমি রথ তিনি রথী; যেমন চালান, তেমনি চলি, যেমন করান, তেমনি করি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

[সঙ্কীর্ত্তনানন্দে।]

ত্রৈলোক্য আবার গান গাহিলেন। সঙ্গে খোল করতালি বাজিতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণও প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে

কতবার সমাধিস্থ হইলেন। সমাধিস্থ অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছেন; স্পন্দহীন দেহ, স্থিরনেত্র, সহাস্য বদন, কোন প্রিয় ভক্তের স্কন্ধদেশে হাত দিয়া আছেন। আবার ভাবান্তে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নৃত্য। বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া গানের আঁখর দিতে লাগিলেন ;—

"নাচ মা, ভক্তবৃন্দ বেড়ে বেড়ে ;
আপনি নেচে, নাচাও গো মা ;
(আবার বলি) হৃদিপদ্মে একবার নাচ মা ;
নাচ গো ব্রহ্মময়ী ;
সেই ভুবন-মোহনরূপে (একবার নাচ মা)।

সে অপূর্ব্ব দৃশ্য! মাতৃগতপ্রাণ, প্রেমে মাতোয়ারা সেই স্বর্গীয় বালকের নৃত্য! ব্রাহ্মভক্তেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতেছেন, যেন লোহাকে চুম্বুকে ধরিয়াছে। সকলে উন্মত্ত হইয়া ব্রহ্মনাম করিতেছেন, আবার ব্রহ্মের সেই মধুর নাম, মা—নাম, করিতেছেন। অনেকে বালকের মত 'মা মা' বলিতে বলিতে কাঁদিতেছেন।

কীর্ত্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। এখনও সমাজের সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হয় নাই। হঠাৎ এই কীর্ত্তনানন্দে সমস্ত নিয়ম কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে! বিজয়কৃষ্ণ রাত্রে বেদীতে বসিবেন এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। রাত্রি প্রায় ৮টা হইয়াছে।

সকলে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণও আসীন। সম্মুখে বিজয়। বিজয়ের শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও অন্যান্য মেয়ে ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিবেন ও তাঁহার সঙ্গে কথা কহিবেন বলিয়া সম্বাদ পাঠাইলে, তিনি একটী ঘরের ভিতর গিয়া তাহাদের সঙ্গে দেখা করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বিজয়কে বলিতেছেন, "দেখ, তোমার শাশুড়ীর কি ভক্তি! বলে, সংসারের কথা আর ব'লবেন না, এক ঢেউ যাচ্চে, আর এক ঢেউ আস্‌ছে। আমি ব'ল্লুম, ওগো তোমার আর তাতে কি! তোমার তো জ্ঞান হ'য়েছে। তোমার শাশুড়ী তাতে ব'ল্লে, 'আমার আবার কি জ্ঞান হয়েছে! এখনও বিদ্যামায়া আর অবিদ্যা মায়ার পার হই নাই; শুধু অবিদ্যার পার হ'লে তো হবে না, আবার বিদ্যার পার হ'তে হবে, তবে তো জ্ঞান হবে। আপনিই তো ও কথা বলেন।'

এ কথা হইতেছে, এমন সময় শ্রীযুক্ত বেণীপাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বেণীপাল (বিজয়ের প্রতি)। মহাশয়, তবে গাত্রোত্থান করুন, অনেক দেরি হ'য়ে গেছে, উপাসনা আরম্ভ করুন।

বিজয়। মহাশয়, আর উপাসনায় কি দরকার! আপনাদের এখানে আগে পায়েসের ব্যবস্থা, তার পর কড়ার ডাল ও অন্যান্য তরকারীর ব্যবস্থা। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া)। যেমন ভক্ত সে সেইরূপ আয়োজন করে। সত্ত্বগুণী ভক্ত পায়েস দেয়, রজোগুণী ভক্ত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে ভোগ দেয়; তমোগুণী ভক্ত ছাগ ও অন্যান্য বলি দেয়।

বিজয় উপাসনা করিতে বেদীর উপর বসিবেন কি না ভাবিতেছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

[বিজয়ের প্রতি উপদেশ।]

[ব্রাহ্মসমাজ ও লেক্‌চার (Lecture)। আচার্য্যের কার্য্য।]

বিজয় (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আপনি অনুগ্রহ করুন, তার পর আমি বেদি থেকে ব'লবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। অভিমান গেলেই হ'লো। 'আমি লেক্‌চার দিচ্চি, তোমরা শুন', এ অভিমান না থাক্‌লেই হ'লো। অহঙ্কার জ্ঞানে হয়, না অজ্ঞানে হয়? যে নিরহঙ্কার, তারই জ্ঞান হয়, নীচু জায়গায় বৃষ্টির জল দাঁড়ায়, উচু জায়গা থেকে গড়িয়ে যায়।

"যত ক্ষণ অহঙ্কার থাকে, তত ক্ষণ জ্ঞানও হয় না, আর মুক্তিও হয় না। এই সংসারে ফিরে ফিরে আস্‌তে হয়। বাছুর হাম্বা হাম্বা (আমি আমি) করে, তাই অত যন্ত্রণা। কষায়ে কাটে, চামড়ায় জুতা হয়; আবার ঢোল ঢাকের চামড়া হয়; সে ঢাক কত পেটে, কষ্টের শেষ নাই! শেষে নাড়ী থেকে তাঁত হয়, সেই তাঁতে যখন ধুনুরীর যন্ত্র তৈয়ার হয়, আর ধুনুরীর তাঁতে তুঁহু তুঁহু (তুমি, তুমি) ব'ল্‌তে থাকে, তখন নিস্তার হয়। এখন আর হাম্বা, হাম্বা (আমি, আমি) ব'ল্‌ছে না; ব'ল্‌ছে, তুঁহু, তুঁহু (তুমি, তুমি) অর্থাৎ হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা; তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; তুমিই সব।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও গুরুবাদ।]

"গুরু, বাবা ও কর্ত্তা, এই তিন কথায় আমার গায়ে যেন কাঁটা বেঁধে!

আমি মার ছেলে, আমি চিরকাল বালক, আমি আবার 'বাবা' কি ? ঈশ্বর কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা, তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র।

"যদি কেউ আমায় গুরু বলে, আমি বলি, 'দূর শালা, গুরু কি রে?' এক সচ্চিদানন্দ বই আর গুরু নাই। তিনি বিনা আর কোন উপায় নাই। তিনিই একমাত্র এই ভবসাগরের কাণ্ডারী।

(বিজয়ের প্রতি)। "আচার্য্যগিরি করা বড় কঠিন। ওতে নিজের হানি হয়। অমনি দশজন মান্‌চে দেখে, পায়ের উপর পা দিয়ে বলে, 'আমি ব'ল্‌ছি আর তোমরা শুন।' এই ভাবটা বড় খারাপ। তার ঐ পর্য্যন্ত! ঐ একটু মান; লোকে হদ্দ ব'ল্‌বে, 'আহা, বিজয় বাবু বেশ ব'ল্লেন, লোকটা খুব জ্ঞানী'। 'আমি ব'ল্‌ছি', এ জ্ঞান কোরো না। আমি মাকে বলি, 'মা, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র, যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি।"

বিজয় (বিনীতভাবে)। আপনি বলুন, তবে আমি গিয়ে বোস্‌বো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাঁসিতে হাঁসিতে)। আমি কি ব'ল্‌বো; চাঁদা মামা সকলেরই মামা। তুমিই তাঁকে বলো। যদি আন্তরিক হয়, তা হ'লে কোন ভয় নাই।

বিজয় আবার অনুনয় করাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "যাও, যেমন পদ্ধতি আছে, তেমনি করোগে; আন্তরিক তাঁর উপর থাক্‌লেই হোলো।"

তদনন্তর বিজয় বেদীতে আসীন হইয়া ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিতেছেন। বিজয় প্রার্থনার সময় মা মা করিয়া ডাকিতেছেন। সকলেরই মন দ্রবীভূত হইল।

উপাসনান্তে ভক্তদের সেবার জন্য ভোজনের আয়োজন হইতে লাগিল। সতরঞ্চ, গালিচা, সমস্ত উঠাইয়া পাতা হইতে লাগিল, ভক্তেরা সকলেই বসিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণেরও আসন হইল। তিনি বসিয়া শ্রীযুক্ত বেণীপাল প্রদত্ত উপাদেয় লুচি, কচুরি, পাঁপর, নানাবিধ মিষ্টান্ন, দধি, ক্ষীর ইত্যাদি সমস্ত ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া আনন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

মা।

আহারান্তে সকলে পান খাইতে খাইতে বাটী প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যাইবার পূর্ব্বে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিজয়ের সহিত একান্তে বসিয়া কথা কহিতেছেন। সেখানে মাষ্টারও আছেন।

[ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের মাতৃভাব। Mothorhood of God.]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। তুমি তাঁকে মা মা ব'লে প্রার্থনা ক'রছিলে। এ খুব ভাল। কথায় বলে, মায়ের টান বাপের চেয়ে বেশী।

"মায়ের উপর জোর চলে, বাপের উপর জোর চলে না। ত্রৈলোক্যের মায়ের জমীদারী থেকে গাড়ী গাড়ী ধন আস্‌ছিল, সঙ্গে কত লাল পাকড়ি-ওয়ালা লাঠী হাতে দ্বারবান্। ত্রৈলোক্য রাস্তায় লোক জন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে জোর ক'রে ধন সব কেড়ে নিলে। মায়ের ধনের উপর খুব জোর চলে। বলে নাকি ছেলের নামে তেমন নালিস চলে না।

বিজয়। ব্রহ্ম যদি মা, তা হ'লে তিনি সাকার না নিরাকার?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী (আদ্যাশক্তি)। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব কাজ করেন, তখন তাঁকে শক্তি ব'লে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেল্‌চে দুল্‌চে, শক্তি বা কালীর উপমা। কালী! কি না—যিনি মহাকালের (ব্রহ্মের) সহিত রমণ করেন। কালী 'সাকার আকার নিরাকারা।' তোমার যদি নিরাকার ব'লে বিশ্বাস হয়, তুমি কালীকে সেইরূপে চিন্তা ক'রবে। একটা দৃঢ় ক'রে তাঁর চিন্তা ক'রলে, তিনিই জানিয়ে দেবেন, তিনি কেমন। শ্যামপুকুরে পৌঁছিলে তেলীপাড়াও জানতে পারবে। তখন জান্‌তে পারবে যে, তিনি শুধু আছেন (অস্তিমাত্রম্) তা নয়। তিনি তোমার কাছে এসে কথা কবেন—আমি যেমন তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি। বিশ্বাস করো, সব হ'য়ে যাবে। আর একটী কথা—তোমার নিরাকার ব'লে যদি বিশ্বাস হয় তাই বিশ্বাস দৃঢ় ক'রে করো। কিন্তু মতুয়ার বুদ্ধি (Dogmatism) কোরো না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর ক'রে বোলো না যে, তিনি এই হ'তে পারেন, আর এই হ'তে পারেন না। ব'লো 'আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার; আর কত কি হ'তে পারেন তিনি জানেন; আমি জানি না, বুঝ্‌তে পারি না'। মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বুঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? তিনি যদি কৃপা ক'রে কখনও দর্শন দেন, আর বুঝিয়ে দেন, তাহ'লে বুঝা যায়; নচেৎ নয়।

[কালী ও ব্রহ্মে কখন অভেদ।]

"যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। অভেদ।

"প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি, বোঝনা রে মন ঠারে ঠোরে।"

'আমি তত্ত্ব করি যাঁরে'। অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্মের তত্ত্ব ক'রছি। তাঁরেই মা মা বলে ডাক্‌ছি। আবার রামপ্রসাদ ঐ কথাই ব'ল্‌ছে,—

"আমি কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি।"

"অধর্ম্ম কি না অসৎ কর্ম্ম। ধর্ম্ম কি না বৈধী কর্ম্ম—এতো দান ক'রতে হবে, এতো ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে, এই সব ধর্ম্ম।"

বিজয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগ ক'রলে কি বাকী থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুদ্ধা ভক্তি। আমি মাকে ব'লেছিলাম, মা! এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। দেখ, আমি জ্ঞান পর্য্যন্ত চাই নাই! আমি লোকমান্যও চাই নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়লে শুদ্ধা ভক্তি—অমলা, নিষ্কাম, অহেতুকী ভক্তি—বাকী থাকে।

[ব্রাহ্মসমাজ ও আদ্যাশক্তি।]

ব্রাহ্মভক্ত। তিনি আর তাঁর শক্তি কি তফাৎ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ। যেমন মণির জ্যোতিঃ আর মণি অভেদ। মণির জ্যোতি ভাবলেই মণি ভাব্‌তে হয়। দুধ আর দুধের ধবলত্ব যেমন অভেদ। একটাকে ভাবলেই আর একটাকে ভাবতে হয়। কিন্তু এ অভেদ জ্ঞান পূর্ণজ্ঞান না হ'লে হয় না। পূর্ণজ্ঞানে সমাধি হয়, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ছেড়ে চ'লে যায়—তাই অহংতত্ত্ব ও থাকে না। সমাধিতে কি বোধ হয়, মুখে বলা যায় না। নেমে এলে একটু আভাসের মত বলা যায়। যখন সমাধি ভঙ্গের পর 'ওঁ ওঁ' বলি, তখন আমি একশো হাত নেমে এসেছি। ব্রহ্ম বেদ বিধির পার, মুখে বলা যায় না। সেখানে 'আমি' 'তুমি' নাই।

"যত ক্ষণ 'আমি' 'তুমি' আছে, যত ক্ষণ 'আমি প্রার্থনা কি ধ্যান ক'রছি', এ জ্ঞান আছে, তত ক্ষণ 'তুমি' (ঈশ্বর) প্রার্থনা শুন্‌চো, এ জ্ঞানও আছে, ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে বোধ আছে। তুমি প্রভু, আমি দাস; তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; তুমি মা, আমি ছেলে; এ বোধ থাক্‌বে। এই ভেদ বোধ, আমি একটী, তুমি একটী। এ ভেদ বোধ তিনিই করাচ্ছেন। তাই পুরুষ মেয়ে, আলো অন্ধকার, এই সব বোধ হ'চ্চে। যতক্ষণ এই ভেদ বোধ, ততক্ষণ শক্তি (Personal God) মান্‌তে হবে। তিনিই আমাদের ভিতর 'আমি' রেখে দিয়েছেন। হাজার বিচার কর, 'আমি' আর যায় না। আর তিনি তখন ব্যক্তি হ'য়ে দেখা দেন।

[ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের মাতৃভাব। Motherhood of God.]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। তুমি তাঁকে মা মা ব'লে প্রার্থনা ক'রছিলে। এ খুব ভাল। কথায় বলে, মায়ের টান বাপের চেয়ে বেশী।

"মায়ের উপর জোর চলে, বাপের উপর জোর চলে না। ত্রৈলোক্যের মায়ের জমীদারী থেকে গাড়ী গাড়ী ধন আস্‌ছিল, সঙ্গে কত লাল পাকড়ি-ওয়ালা লাঠী হাতে দ্বারবান্। ত্রৈলোক্য রাস্তায় লোক জন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে জোর ক'রে ধন সব কেড়ে নিলে। মায়ের ধনের উপর খুব জোর চলে। বলে নাকি ছেলের নামে তেমন নালিস চলে না।

বিজয়। ব্রহ্ম যদি মা, তা হ'লে তিনি সাকার না নিরাকার?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী (আদ্যাশক্তি)। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব কাজ করেন, তখন তাঁকে শক্তি ব'লে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেল্‌চে দুল্‌চে, শক্তি বা কালীর উপমা। কালী! কি না—যিনি মহাকালের (ব্রহ্মের) সহিত রমণ করেন। কালী 'সাকার আকার নিরাকারা।' তোমার যদি নিরাকার ব'লে বিশ্বাস হয়, তুমি কালীকে সেইরূপে চিন্তা ক'রবে। একটা দৃঢ় ক'রে তাঁর চিন্তা ক'রলে, তিনিই জানিয়ে দেবেন, তিনি কেমন। শ্যামপুকুরে পৌঁছিলে তেলীপাড়াও জানতে পারবে। তখন জান্‌তে পারবে যে, তিনি শুধু আছেন (অস্তিমাত্রম্) তা নয়। তিনি তোমার কাছে এসে কথা ক'বেন—আমি যেমন তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি। বিশ্বাস করো, সব হ'য়ে যাবে। আর একটী কথা—তোমার নিরাকার ব'লে যদি বিশ্বাস হয় তাই বিশ্বাস দৃঢ় ক'রে করো। কিন্তু মতুয়ার বুদ্ধি (Dogmatism) কোরো না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর ক'রে বোলো না যে, তিনি এই হ'তে পারেন, আর এই হ'তে পারেন না। ব'লো 'আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার; আর কত কি হ'তে পারেন তিনি জানেন; আমি জানি না, বুঝ্‌তে পারি না'। মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বুঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? তিনি যদি কৃপা ক'রে কখনও দর্শন দেন, আর বুঝিয়ে দেন, তাহ'লে বুঝা যায়; নচেৎ নয়।

[কালী ও ব্রহ্মে কখন অভেদ।]

"যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। অভেদ।

"প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি, বোঝনা রে মন ঠারে ঠোরে।"

'আমি তত্ত্ব করি যাঁরে'। অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্মের তত্ত্ব ক'রছি। তাঁরেই মা মা বলে ডাক্‌ছি। আবার রামপ্রসাদ ঐ কথাই ব'ল্‌ছে,—

"আমি কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি।"

"অধর্ম্ম কি না অসৎ কর্ম্ম। ধর্ম্ম কি না বৈধী কর্ম্ম—এতো দান ক'রতে হবে, এতো ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে, এই সব ধর্ম্ম।"

বিজয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগ ক'রলে কি বাকী থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুদ্ধা ভক্তি। আমি মাকে ব'লেছিলাম, মা! এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। দেখ, আমি জ্ঞান পর্য্যন্ত চাই নাই! আমি লোকমান্যও চাই নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়লে শুদ্ধাভক্তি—অমলা, নিষ্কাম, অহেতুকী ভক্তি—বাকী থাকে।

[ব্রাহ্মসমাজ ও আদ্যাশক্তি।]

ব্রাহ্মভক্ত। তিনি আর তাঁর শক্তি কি তফাৎ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ। যেমন মণির জ্যোতিঃ আর মণি অভেদ। মণির জ্যোতি ভাবলেই মণি ভাব্‌তে হয়। দুধ আর দুধের ধবলত্ব যেমন অভেদ। একটাকে ভাবলেই আর একটাকে ভাবতে হয়। কিন্তু এ অভেদ জ্ঞান পূর্ণজ্ঞান না হ'লে হয় না। পূর্ণজ্ঞানে সমাধি হয়, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ছেড়ে চ'লে যায়—তাই অহংতত্ত্ব ও থাকে না। সমাধিতে কি বোধ হয়, মুখে বলা যায় না। নেমে এলে একটু আভাসের মত বলা যায়। যখন সমাধি ভঙ্গের পর 'ওঁ ওঁ' বলি, তখন আমি একশো হাত নেমে এসেছি। ব্রহ্ম বেদ বিধির পার, মুখে বলা যায় না। সেখানে 'আমি' 'তুমি' নাই।

"যত ক্ষণ 'আমি' 'তুমি' আছে, যত ক্ষণ 'আমি প্রার্থনা কি ধ্যান ক'রছি', এ জ্ঞান আছে, তত ক্ষণ 'তুমি' (ঈশ্বর) প্রার্থনা শুন্‌চো, এ জ্ঞানও আছে, ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে বোধ আছে। তুমি প্রভু, আমি দাস; তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; তুমি মা, আমি ছেলে; এ বোধ থাক্‌বে। এই ভেদ বোধ, আমি একটী, তুমি একটী। এ ভেদ বোধ তিনিই করাচ্ছেন। তাই পুরুষ মেয়ে, আলো অন্ধকার, এই সব বোধ হ'চ্চে। যতক্ষণ এই ভেদ বোধ, ততক্ষণ শক্তি (Personal God) মান্‌তে হবে। তিনিই আমাদের ভিতর 'আমি' রেখে দিয়েছেন। হাজার বিচার কর, 'আমি' আর যায় না। আর তিনি তখন ব্যক্তি হ'য়ে দেখা দেন।

"তাই যত ক্ষণ 'আমি' আছে যত ক্ষণ ভেদবুদ্ধি আছে, তত ক্ষণ ব্রহ্ম নির্গুণ বল্‌বার যো নাই। ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মান্‌তে হবে। এই সগুণ ব্রহ্মকে বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে কালী বা আদ্যাশক্তি ব'লে গেছে।

[ব্রাহ্মসমাজ ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম।]

বিজয়। এই আদ্যাশক্তি দর্শন, আর ঐ ব্রহ্মজ্ঞান, কি উপায়ে হ'তে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁকে প্রার্থনা করো। আর কাঁদো! এইরূপে চিত্তশুদ্ধি হ'য়ে যাবে। তখন নির্ম্মল জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখ্‌তে পাবে। ভক্তের আমিরূপ আর্সীতে সেই সগুণব্রহ্ম আদ্যাশক্তি দর্শন ক'র্‌বে। কিন্তু আর্সী খুব পোঁছা চাই। ময়লা থাক্‌লে ঠিক প্রতিবিম্ব প'ড়্‌বে না!

"যত ক্ষণ 'আমি' জলে সূর্য্যকে দেখ্‌তে হয়, আর সূর্য্যকে দেখ্‌বার কোন রূপ উপায় হয় না, আর যত ক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য্য বই সত্য সূর্য্যকে দেখ্‌বার উপায় নাই, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য্যই ষোল আনা সত্য। যত ক্ষণ আমি সত্য, তত ক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য্যও সত্য—ষোল আনা সত্য।" সেই প্রতিবিম্ব সূর্য্যই আদ্যাশক্তি।

"ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও—সেই প্রতিবিম্বকে ধ'রে সত্য সূর্য্যের দিকে যাও। সেই সগুণব্রহ্ম, যিনি প্রার্থনা শুনেন, তাঁরেই বল, তিনিই সেই ব্রহ্মজ্ঞান দিবেন। কেন না, যিনিই সগুণ ব্রহ্ম, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম, যিনিই শক্তি তিনিই ব্রহ্ম। পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ।

"মা ব্রহ্মজ্ঞানও দেন। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। আর এক পথ, জ্ঞানযোগ, বড় কঠিন পথ। ব্রাহ্মসমাজের তোমরা জ্ঞানী নও, তোমরা ভক্ত। যারা জ্ঞানী, তাদের বিশ্বাস যে, ব্রহ্ম সত্য আর জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নবৎ! আমি তুমি সব স্বপ্নবৎ।

[ব্রাহ্মসমাজ ও বিদ্বেষ ভাব।]

"তিনি অন্তর্যামী! তাঁকে সরল মনে শুদ্ধ মনে প্রার্থনা কর। তিনি সব বুঝিয়ে দিবেন। অহঙ্কার ত্যাগ ক'রে তাঁর শরণাগত হও; সব পাবে।

"আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও না কো কারু ঘরে!
যা চাবি তা ব'সে পাবি, খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন ঐ পরশ মণি, যা চাবি তা দিতে পারে;
কত মণি প'ড়ে আছে, চিন্তামণির নাচদুয়ারে।"

"যখন বাহিরে লোকের সঙ্গে মিশ্‌বে, তখন সকলকে ভালবাসবে; মিশে

যেন এক হ'য়ে যাবে—বিদ্বেষ ভাব আর রাখ্‌বে না। 'ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে না; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না; ও হিন্দু ও মুসলমান ও খৃষ্টান' এই ব'লে নাক সিঁটকে ঘৃণা কোরো না। তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন। সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জান্‌বে, জেনে তাদের সঙ্গে মিশবে যত দূর পার। আর ভালবাসবে। তার পর নিজের ঘরে গিয়ে শান্তি আনন্দভোগ ক'র্‌বে। 'জ্ঞানদীপ জ্বেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখো না।' নিজের ঘরে স্বস্বরূপকে দেখ্‌তে পাবে।

"রাখাল যখন গরু চরাতে যায়, তখন গরু সব মাঠে গিয়ে এক হ'য়ে যায়। এক পালের গরু। আবার যখন সন্ধ্যার সময় নিজের ঘরে যায়, তখন আবার পৃথক হ'য়ে যায়। নিজের ঘরে 'আপনাতে আপনি থাকে।'

[সন্ন্যাস ও সঞ্চয় ; অর্থের সদ্ব্যবহার।]

রাত্রি দশটার পর ঠাকুর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য গাড়ীতে উঠিলেন। সঙ্গে দুই একজন সেবক ভক্ত। গভীর অন্ধকার, গাছতলায় গাড়ী দাঁড়িয়ে। শ্রীযুক্ত বেণীপাল রামলালের* জন্য লুচি মিষ্টান্নাদি লইয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিলেন।

বেণীপাল। মহাশয়! রামলাল আস্‌তে পারেন নাই, তাঁর জন্য কিছু খাবার এঁদের হাতে দিতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুমতি করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যস্ত হইয়া)। ও বাবু বেণীপাল! তুমি আমার সঙ্গে ও সব দিও না! ওতে আমার দোষ হয়! আমার সঙ্গে কোন জিনিস সঞ্চয় ক'রে নিয়ে যেতে নাই। তুমি কিছু মনে ক'র্‌বে না।

বেণীপাল। যে আজ্ঞা। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আজ খুব আনন্দ হ'লো। দেখ, অর্থ যার দাস, সেই মানুষ! যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হ'য়ে মানুষ নয়। মানুষের আকৃতি কিন্তু পশুর ব্যবহার! ধন্য তুমি! এতগুলি ভক্তকে আনন্দ দিলে.

* শ্রীযুক্ত রামলাল—ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কালীমন্দিরের পূজারী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

ত্রয়োদশ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[দক্ষিণেশ্বরে—ভক্তসঙ্গে।]

চল ভাই, আবার তাঁকে দর্শন ক'র্‌তে যাই। সেই মহাপুরুষকে, সেই বালককে দেখিব, যিনি মা বই আর কিছু জানেন না; যিনি আমাদের জন্য দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন—তিনি ব'লে দেবেন, কি ক'রে এই কঠিন জীবন সমস্যা পূরণ ক'র্‌তে হবে! সন্ন্যাসীকে ব'লে দেবেন, গৃহীকে ব'লে দেবেন! অবারিত দ্বার। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'র্‌ছেন। চল, চল, তাঁকে দেখ্‌বো!

"অনন্ত গুণাধার প্রসন্ন মূরতি, শ্রবণে যাঁর কথা আঁখি ঝরে।"

চল ভাই, সেই অহেতুক কৃপাসিন্ধু, প্রিয়দর্শন, ঈশ্বর প্রেমে নিশিদিন মাতোয়ারা, সহাস্যবদন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন ক'রে মানব-জীবন সার্থক করি!

আজ রবিবার, ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। হেমন্তকাল। কার্ত্তিকের শুক্লাসপ্তমী তিথি।

দু'পহর বেলা। ঠাকুরের সেই পূর্ব্ব-পরিচিত ঘরে ভক্তেরা সমবেত হইয়াছেন। সে ঘরের পশ্চিম গায়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকার বারাণ্ডা। বারাণ্ডার পশ্চিমে উদ্যান-পথ উত্তর দক্ষিণে যাইতেছে। পথের পশ্চিমে মা কালীর পুষ্পোদ্যান, তাহার পরেই পোস্তা; তৎপরে পবিত্র-সলিলা দক্ষিণবাহিনী গঙ্গা।

ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত আছেন। আজ আনন্দের হাট। আনন্দময় ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঈশ্বর-প্রেম ভক্ত-মুখদর্পণে মুকুরিত হইতেছিল। কি আশ্চর্য্য! আনন্দ কেবল ভক্ত-মুখদর্পণে কেন? বাহিরের উদ্যানে, বৃক্ষপত্রে, নানাবিধ যে কুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে তন্মধ্যে, বিশাল ভাগীরথী বক্ষে, রবিকর-প্রদীপ্ত নীল নভোমণ্ডলে, মুরারিচরণচ্যুত গঙ্গাবারিকণবাহী শীতল সমীরণ মধ্যে, এই আনন্দ প্রতিভাসিত হইতেছিল। কি আশ্চর্য্য! সত্য সত্যই 'মধুমৎপার্থিবং রজঃ'—উদ্যানের ধূলি পর্য্যন্ত মধুময়!—ইচ্ছা হয় গোপনে বা ভক্ত সঙ্গে এই ধূলির উপর গড়াগড়ি দিই! ইচ্ছা হয়, উদ্যানের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমস্ত

দন এই মনোহারি গাঙ্গবারি দর্শন করি। ইচ্ছা হয়, এই উদ্যানের তরুলতা-গুল্মপত্রপুষ্পশোভিত স্নিগ্ধোজ্জল বৃক্ষগুলিকে আত্মীয়জ্ঞানে সাদর সম্ভাষণ ও প্রেমালিঙ্গন দান করি। এই ধূলির উপর দিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ পাদচারণ করেন! এই বৃক্ষ লতা গুল্ম মধ্য দিয়া তিনি কি অহঃরহ যাতায়াত করেন! ইচ্ছা করে, জ্যোতির্ম্ময় গগন পানে অনন্তদৃষ্ট হইয়া তাকাইয়া থাকি! কেন না, দেখিতেছি ভূলোক দ্যুলোক সমস্তই প্রেমানন্দে ভাসিতেছে!

ঠাকুর বাড়ীর পূজারি, দৌবারিক, পরিচারক, কেন সকলকে পরমাত্মীয় বোধ হইতেছে—কেন এ স্থান বহুদিনান্তে দৃষ্ট জন্মভূমির ন্যায় মধুর লাগিতেছে? আকাশ, গঙ্গা, দেবমন্দির, উদ্যানপথ, বৃক্ষ, লতা গুল্ম, সেবকগণ, আসনে উপবিষ্ট ভক্তগণ, সকলে যেন এক জিনিষের তৈয়ারী বোধ হইতেছে। যে জিনিসে নির্ম্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ, এঁরাও বোধ হইতেছে, সেই জিনিসের হইবেন! যেন একটী মোমের বাগান, গাছপালা, ফল পাতা, সব মোমের; বাগানের পথ, বাগানের মালী, বাগানের নিবাসীগণ, বাগানমধ্যস্থিত গৃহ সমস্তই মোমের। এখানকার সমস্ত যেন আনন্দ দিয়ে গড়া।

শ্রীমনোমোহন, শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ, মাষ্টার উপস্থিত ছিলেন। ক্রমে ঈশান, হৃদয় ও হাজরা। এঁরা ছাড়া অনেক ভক্তেরা ছিলেন। বলরাম, রাখাল, এঁরা তখন শ্রীবৃন্দাবনধামে। এই সময়ে নূতন ভক্তেরা আসেন যান; নারাণ, পল্টু, ছোট নরেন, তেজচন্দ্র, বিনোদ, হরিপদ। বাবুরাম আসিয়া মাঝে মাঝে থাকেন। রাম, সুরেশ, কেদার ও দেবেন্দ্রাদি ভক্তগণ প্রায় আসেন—কেহ কেহ সপ্তাহান্তে, কেহ দুই সপ্তাহের পর। লাটু থাকেন। যোগিনের বাড়ী নিকট, তিনি প্রায় প্রত্যহ যাতায়াত করেন। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে আসেন, এলেই আনন্দের হাট। নরেন্দ্র তাঁহার সেই দেবদুর্লভ কণ্ঠে ভগবানের নামগুণ গান করেন, অমনি ঠাকুরের নানাবিধ ভাব ও সমাধি হইতে থাকে। একটী যেন উৎসব পড়িয়া যায়। ঠাকুরের ভারি ইচ্ছা, ছেলেদের মধ্যে কেহ তাঁর কাছে রাত্রি দিন থাকেন, কেন না, তারা সংসারে বিবাহদিসূত্রে বা বিষয় কর্ম্মে আবদ্ধ হয় নাই। বাবুরামকে থাকিতে বলেন; তিনি মাঝে মাঝে থাকেন। শ্রীযুক্ত অধর সেন প্রায় আসেন।

[অব্যক্ত ও ব্যক্ত; The Undifferentiated and the Differentiated.]

ঘরের মধ্যে ভক্তেরা বসিয়া আছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বালকের ন্যায় দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন। ভক্তেরা চেয়ে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মনোমোহনের প্রতি)। সব রাম দেখ্‌ছি! তোমরা সব ব'সে আছ; দেখ্‌ছি রামই সব এক একটী হ'য়েছেন।

মনোমোহন। রামই সব হ'য়েছেন; তবে আপনি যেমন বলেন, 'আপো নারায়ণ,' জলই নারায়ণ; কিন্তু কোন জল খাওয়া যায়, কোন জলে মুখ ধোয়া চলে, কোন জলে বাসন মাজা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ কিন্তু দেখ্‌ছি তিনিই সব। জীব জগৎ তিনি হ'য়েছেন। এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ছোট খাট্‌টীতে বসিলেন।

[সত্যকথা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি)। হ্যাঁগা, সত্য কথা কইতে হবে ব'লে কি আমার শুচিবাই হলো নাকি! যদি হঠাৎ ব'লে ফেলি খাব না, তবে খিদে পেলেও আর খাবার যো নাই। যদি বলি ঝাউতলায় আমার গাড়ু নিয়ে অমুক লোকের যেতে হবে, আর কেউ নিয়ে গেলে তাকে আবার ফিরে যেতে ব'ল্‌তে হবে। একি হলো বাপু! এর কি কোন উপায় নাই?

[সঞ্চয় ও সন্ন্যাসী।]

"আবার সঙ্গে ক'রে কিছু আন্‌বার যো নাই। পান, খাবার কোন জিনিস সঙ্গে ক'রে আন্‌বার যো নাই। তা হ'লে সঞ্চয় হলো কি না? হাতে মাটি নিয়ে আস্‌বার যো নাই!

এই সময় একটী লোক আসিয়া বলিল, মহাশয়, হৃদয়* যদুমল্লিকের বাগানে এসেছে, ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে, আপনার সঙ্গে, দেখা ক'র্‌তে চায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। হৃদের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি। তোমরা বোসো।

এই ব'লে কালো বার্ণিস করা চটী জুতাটী প'রে তিনি পূর্ব্বদিকের ফটক অভিমুখে চলিলেন। সঙ্গে কেবল মাষ্টার।

লাল সুরকীর উদ্যানপথ। সেই পথে ঠাকুর পূর্ব্বদিক হইয়া যাইতেছেন। পথে খাজাঞ্চী দাঁড়াইয়াছিলেন, ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। দক্ষিণে উঠানের ফটক রহিল, সেখানে শ্মশ্রুবিশিষ্ট দোবারিকগণ বসিয়াছিল। বামে কুঠী।†

---

* হৃদয় মুখোপাধ্যায়, সম্পর্কে ঠাকুরের ভাগিনেয়। ঠাকুরের জন্মভূমি ৺ কামারপুকুরের নিকট সিওড়ে বাড়ী। প্রায় বিংশতি বর্ষ ঠাকুরের কাছে থাকিয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে মা কালীর পূজা ও ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি বাগানের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের অসন্তোষভাজন হওয়াতে তাঁহার বাগানে প্রবেশ করিবার হুকুম ছিল না।

† কুঠী—বৈঠকখানা; আগে নীল কুঠী ছিল।

তৎপরে পথের দুই দিকে কুসুম বৃক্ষ—অদূরে পথের ঠিক দক্ষিণ দিকে গাজিতলা ও মা কালীর পুষ্করিণীর সোপানাবলি-শোভিত ঘাট। ক্রমে পূর্ব্বদ্বার, বামদিকে দ্বারবানদের ঘর ও দক্ষিণে তুলসী মঞ্চপ। উদ্যানের বাহিরে আসিয়া দেখেন, যদুমল্লিকের বাগানের ফটকের কাছে হৃদয় দণ্ডায়মান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[সেবকসন্নিকটে।]

হৃদয় কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান। দর্শন মাত্র রাজপথের উপর দণ্ডের ন্যায় নিপতিত হইলেন। ঠাকুর উঠিতে বলিলেন, হৃদয় আবার হাত জোড় করিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন।

কি অশ্চর্য্য! ঠাকুর রামকৃষ্ণও কাঁদিতেছেন! চক্ষের কোণে কয়েক ফোঁটা জল দেখা দিল! তিনি অশ্রুবারি হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন—যেন চক্ষে জল পড়ে নাই। একি! যে হৃদয় তাঁকে কত যন্ত্রণা দিয়াছিল, তাঁর জন্য ছুটে এসেছেন! আর কাঁদ্‌ছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ। এখন যে এলি?

হৃদয় (কাঁদিতে কাঁদিতে)। তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে এলাম। আমার দুঃখ আর কার কাছে ব'ল্‌বো?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সান্ত্বনার্থ, সহাস্যে)। সংসারে এইরূপ দুঃখ আছে। সংসার ক'র্ত্তে গেলেই সুখ দুঃখ আছে। (মাষ্টারকে দেখাইয়া) এঁরা এক এক বার তাই আসে; এসে ঈশ্বরীয় কথা দুটো শুন্‌লে মনে শান্তি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোর কিসের দুঃখ?

হৃদয় (কাঁদিতে কাঁদিতে)। আপনার সঙ্গ ছাড়া, তাই দুঃখ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুই তো ব'লেছিলি, 'তোমার ভাব তোমাতে থাক্, আমার ভাব আমাতে থাক্!'

হৃদয়। হাঁ, তাতো ব'লেছিলাম—আমি কি জানি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আজ এখন তবে আয়, আর এক দিন তখন ব'সে কথা কহিব। আজ রবিবার অনেক লোক এসেছে, তারা ব'সে রয়েছে। এবার দেশে ধান টান কেমন হ'য়েছে?

হৃদয়। হাঁ, তা এক রকম মন্দ হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আজ তবে আয়, আবার এক দিন আসিস্।

হৃদয় আবার সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিল। ঠাকুর সেই পথ দিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। সঙ্গে মাষ্টার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আমার সেবাও যত ক'রেছে, যন্ত্রণাও তেম্‌নি দিয়েছে! আমি যখন পেটের ব্যারামে দুখানা হাড় হ'য়ে গেছি—কিছু খেতে পারতুম না তখন আমায় ব'ল্লে, "এই দেখ, আমি কেমন খাই, তোমার মনের গুণে খেতে পারো না!" আবার ব'ল্‌তো, "বোকা—আমি না থাক্‌লে তোমার সাধুগিরি বেরিয়ে যেতো!" এক দিন এ রকম ক'রে যন্ত্রণা দিলে যে পোস্তার উপর দাঁড়িয়ে জোয়ারের জলে দেহ ত্যাগ ক'র্‌তে গিয়েছিলুম!

মাষ্টার শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। বোধ হয় ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এমন লোকের জন্য ইনি অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতেছিলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। "আচ্ছা অত সেবা ক'রত তবে কেন ওর এমন হলো? ছেলে যেমন মানুষ করে, সেই রকম আমাকে দেখেছে। আমি তো রাত দিন বেহুঁস হ'য়ে থাক্‌তুম, তার উপর আবার অনেক দিন ধ'রে ব্যামোয় ভুগেছি। ও যে রকম ক'রে আমায় রাখতো, সেই রকমই আমি থাক্‌তুম।" মাষ্টার কি বলিবেন, চুপ করিয়া রহিলেন। হয়ত ভাবিতেছিলেন যে, হৃদয় বুঝি নিষ্কাম হইয়া ঠাকুরের সেবা করেন নাই।

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর নিজের ঘরে আসিয়া পঁহুছিলেন। ভক্তেরা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ঠাকুর আবার ছোট খাট্‌টীতে উপবিষ্ট হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভক্তসঙ্গে—নানাপ্রসঙ্গে।

[ভাব, মহাভাবের গূঢ়তত্ত্ব।]

শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ ইত্যাদি ভক্ত ছাড়া কয়েকটী কোন্নগরের ভক্ত আসিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে এক জন ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে কিয়ৎকাল বিচার ক'রেছিলেন।

কোন্নগরের ভক্ত। মহাশয়! শুন্‌লাম্ যে, আপনার ভাব হয়, সমাধি হয়। কেন হয়, কি রূপে হয়, আমাদের বুঝিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীমতীর মহাভাব হ'তো; সখীরা কেহ ছুঁতে গেলে অন্য সখী বোলতো, 'কৃষ্ণ বিলাসের অঙ্গ ছুঁস্‌নি—এঁর দেহমধ্যে এখন কৃষ্ণ বিলাস ক'র্‌ছেন।'

"ঈশ্বর অনুভব না হ'লে ভাব বা মহাভাব হয় না। গভীর জল থেকে

মাছ এলে জলটা নড়ে—তেমন মাছ হ'লে জল তোলপাড় করে। তাই ভাবে—'হাঁসে কাঁদে, নাচে গায়।'

"অনেকক্ষণ ভাবে থাকা যায় না। আয়নার কাছে ব'সে কেবল মুখ দেখ্‌লে লোকে পাগল মনে কর্‌বে।

কোন্নগরের ভক্ত। শুনেছি, মহাশয় ঈশ্বর দর্শন ক'রে থাকেন, তা হ'লে আমাদের দেখিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সবই ঈশ্বরাধীন—মানুষে কি কর্‌বে? তাঁর নাম কর্‌তে কর্‌তে কখনও ধারা পড়ে, কখনও পড়ে না। তাঁর ধ্যান ক'র্‌তে এক এক দিন বেশ উদ্দীপন হয়—আবার এক দিন কিছুই হ'লো না।

[কর্ম্মযোগ ও ঈশ্বর দর্শন।]

"কর্ম্ম চাই, তবে দর্শন হয়। এক দিন ভাবে হালদার পুকুর* দেখ্‌লুম। দেখি, একজন ছোটলোক পানা ঠেলে জল নিচ্চে, আর হাতে তুলে এক একবার দেখ্‌ছে। যেন দেখালে, পানা না ঠেললে জল দেখা যায় না—কর্ম্ম না করলে ভক্তি লাভ হয় না, ঈশ্বর দর্শন হয় না। ধ্যান জপ এই সব কর্ম্ম, তাঁর নামগুণকীর্ত্তনও কর্ম্ম—দান, যজ্ঞ এই সবও কর্ম্ম।

"মাখন যদি চাও, তবে দুধকে দই পাৎতে হয়। তার পর নির্জ্জনে রাখতে হয়। তার পর দই ব'স্‌লে পরিশ্রম করে মন্থন ক'রতে হয়। তবে মাখম তোলা হয়।

মহিমাচরণ। আজ্ঞা হাঁ, কর্ম্ম চাই বই কি! অনেক খাট্‌তে হয়, তবে লাভ হয়। পড়্‌তেই কত হয়! অনন্ত শাস্ত্র!

[আগে বিদ্যা (জ্ঞান বিচার) না আগে ঈশ্বর লাভ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)। শাস্ত্র কত প'ড়্‌বে? শুধু বিচার ক'র্‌লে কি হবে? আগে তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর, গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে, কিছু কর্ম্ম কর। গুরু না থাকেন, তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, তিনি কেমন—তিনিই জানিয়ে দেবেন।

"বই পড়ে কি জান্‌বে? যত ক্ষণ না হাটে পঁহুছান যায় তত ক্ষণ দূর হ'তে কেবল হো হো শব্দ। হাটে পঁহুছিলে আর এক রকম। তখন স্পষ্ট দেখতে পাবে, শুন্‌তে পাবে। 'আলু নাও' 'পয়সা দাও' স্পষ্ট শুন্‌তে পাবে।

---

*হুগলি জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রামে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাড়ী। সেই বাড়ীর সম্মুখে হালদারপুকুর; একটী দিঘী বিশেষ।

"সমুদ্র দূর হ'তে হো হো শব্দ করছে। কাছে গেলে কত জাহাজ যাচ্ছে, পাখী উড়ছে, ঢেউ হ'চ্ছে দেখ্‌তে পাবে।

"বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাৎ। তাঁকে দর্শনের পর বই, শাস্ত্র, সায়েন্স (Science) সব খড়কুটো বোধ হয়।

"বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর ক খানা বাড়ী, কটা বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, এ আগে জান্‌বার জন্য অত ব্যস্ত কেন? চাকরদের কাছে গেলে তারা দাঁড়াতেই দেয় না—কোম্পানির কাগজের খবর কি দেবে!

"কিন্তু যো সো করে বড় বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, তা ধাক্কা খেয়েই হোক, আর বেড়া ডিঙ্গিয়েই হোক,—তখন কত বাড়ী, কত বাগান, কোম্পানির কাগজ, তিনিই ব'লে দেবেন। বাবুর সঙ্গে আলাপ হ'লে আবার চাকর দ্বারবান্ সব সেলাম ক'রবে। (সকলের হাস্য)।*

[কর্ম্মযোগ ও ঈশ্বরলাভ।]

একজন ভক্ত। এখন বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ কিসে হয়? (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই কর্ম্ম চাই। ঈশ্বর আছেন ব'লে বসে থাকলে হবে না। যো সো ক'রে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জ্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা কর; 'দেখা দাও' ব'লে। ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদো! কামিনী-কাঞ্চনের জন্য পাগল হ'য়ে বেড়াতে পারো; তবে তাঁর জন্য একটু পাগল হও। লোকে বলুক যে ঈশ্বরের জন্য অমুক পাগল হ'য়ে গেছে। দিন কতক না হয় সব ত্যাগ ক'রে তাঁকে একলা ডাকো।

"শুধু, 'তিনি আছেন' ব'লে ব'সে থাকলে কি হবে? হালদার পুকুরে বড় মাছ আছে। পুকুরের পাড়ে শুধু ব'সে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? চারা করো, চার ফেলো। ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আস্‌বে, আর জল নড়্‌বে। তখন আনন্দ হবে। হয় তো মাছটার খানিকটা একবার দেখা গেল—মাছটা ধপাঙ্ ক'রে উঠ্‌লো। যখন দেখা গেল, তখন আরো আনন্দ।

"দুধকে দই পেতে মন্থন ক'রলে তবে তো মাখম পাবে!

(মহিমাচরণের প্রতি)। এ তো ভাল ব্লালাই হ'লো! ঈশ্বরকে দেখিয়ে দাও, আর উনি চুপ করে ব'সে থাকবেন! মাখম তুলে মুখের কাছে ধরো! (সকলের হাস্য)।

* "Seek ye first the Kingdom of Heaven and all other things shall be added unto you.

নবম পরিচ্ছেদ।

[সেবকহৃদয়ে।]

সন্ধ্যার পূর্ব্বে মণি বেড়াইতেছিলেন ও ভাবিতেছিলেন—

"রামের ইচ্ছা"—এটী তো বেশ কথা। এতে তো Predestination আর Free Will, Liberty আর Necessity, এ সব ঝগড়া মিটে যাচ্চে। আমায় ডাকাতে ধ'রে নিলে 'রামের ইচ্ছায়', আবার আমি তামাক খাচ্চি 'রামের ইচ্ছায়,' আমি ডাকাতি ক'রছি রামের ইচ্ছায়' আমায় পুলিসে ধরলে 'রামের ইচ্ছায়'; আমি সাধু হ'য়েছি 'রামের ইচ্ছায়'; আমি প্রার্থনা ক'রছি হে প্রভু আমায় অসদ্বুদ্ধি দিও না—আমাকে দিয়ে ডাকাতি করিও না'—এ ও 'রামের ইচ্ছা'। সৎ ইচ্ছা, অসৎ ইচ্ছা তিনিই দিচ্ছেন। তবে একটা কথা আছে অসৎ ইচ্ছা তিনি কেন দেবেন—ডাকাতি করবার ইচ্ছা তিনি কেন দেবেন? তার উত্তর ঠাকুর ব'ললেন এই—তিনি জানোয়ারের ভিতর যেমন বাঘ, সিংহ সাপ ক'রেছেন, গাছের ভিতর যে বিষ গাছও করেছেন, সেইরূপ মানুষের ভিতর চোর ডাকাতও ক'রেছেন। কেন ক'রেছেন, তা কে ব'লবে? ঈশ্বরকে কে বুঝবে?

"কিন্তু তিনি যদি সব ক'রেছেন তা হ'লে Sense of responsibility তো যায়। তা কেন যাবে? ঈশ্বরকে না জানলে, তাঁকে না দর্শন হ'লে, 'রামের ইচ্ছা' ইটি ষোল আনা বোধই হবে না। তাঁকে লাভ না ক'রলে এটী এক প্রকার বোধ হবে, আবার ভুল হয়ে যাবে। যতক্ষণ না পূর্ণ বিশ্বাস হয়, ততক্ষণ পাপ পুণ্য বোধ, Sense of responsibility বোধ, থাকবেই থাকবে। ঠাকুর বুঝালেন 'রামের ইচ্ছা'। তোতা পাখীর মত মুখে ব'ল্লে 'রামের ইচ্ছা' হয় না। যত ক্ষণ ঈশ্বরকে জানা না হয় যত ক্ষণ তাঁর ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা এক না হয় যতক্ষণ না 'আমি যন্ত্র' ঠিক বোধ হয়, ততক্ষণ তিনি পাপ পুণ্য বোধ রেখে দেন, সুখ দুঃখ বোধ রেখে দেন, শুচি অশুচি বোধ রেখে দেন, ভাল মন্দ বোধ রেখে দেন, Sense of responsibility ইত্যাদি রেখে দেন। তা না হ'লে তাঁর মায়ার সংসার কেমন ক'রে চলবে?

"ঠাকুরের ভক্তির কথা যত ভাবিতেছি ততই অবাক হইতেছি। কেশব সেন হরিনাম করেন ঈশ্বর চিন্তা করেন, অমনি তাঁকে দেখ্তে ছুটেছেন—অমনি কেশব আপনার লোক হ'লেন। তখন কাপ্তেনের কথা আর শুনলেন না—তিনি বিলাত গিয়াছিলেন, সাহেবদের সঙ্গে খেয়েছেন, কন্যাকে ভিন্ন

জাতিতে বিবাহ দিয়েছেন, এ সব কথা ভেসে গেল! "কুলটী খাই, কাঁটায় আমার কি কাজ?" ভক্তিসূত্রে সাকারবাদী, নিরাকারবাদী এক হয়; হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান এক হয়; চার বর্ণ এক হয়। ভক্তিরই জয়। ধন্য ঠাকুর রামকৃষ্ণ, তোমারই জয়! তুমি সনাতন ধর্ম্মের এই বিশ্বজনীন ভাব আবার মূর্ত্তিমান্ করিলে! তাই বুঝি তোমার এ'তো আকর্ষণ! সকল ধর্ম্মাবলম্বীদের তুমি পরমাত্মীয়নির্ব্বিশেষে আলিঙ্গন করিতেছ। তোমার এক কষ্টিপাথর ভক্তি। তুমি কেবল ভাখো—অন্তরে ঈশ্বরে ভালবাসা ও ভক্তি আছে কি না। যদি তা থাকে, অমনি সে তোমার পরম আত্মীয়। হিন্দুর যদি ভক্তি ভাখো, অমনি সে তোমার আত্মীয়—মুসলমানের যদি আল্লার উপর ভক্তি থাকে, সেও তোমার আপনার লোক—খ্রীষ্টানের যদি যীশুর উপর ভক্তি থাকে, সেও তোমার পরম আত্মীয়। তুমি বল যে, সব নদীই ভিন্ন দিগ্দেশ হইতে আসিয়া এক সমুদ্র মধ্যে পড়িতেছে। সকলেরই উদ্দেশ্য এক সমুদ্র।

"ঠাকুর এই জগৎ স্বপ্নবৎ ব'লছেন না। বলেন, "তা হ'লে ওজনে কম পড়ে।" মায়াবাদ নয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। কেন না, জীবজগৎ অলীক ব'লছেন না, মনের ভুল ব'লছেন না! ঈশ্বর সত্য, আবার মানুষ সত্য, জগৎ সত্য। জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। বীচি খোলা বাদ দিলে সব বেলটা পাওয়া যায় না।

"শুনিলাম, এই জগৎব্রহ্মাণ্ড মহাচিদাকাশে আবির্ভূত হইতেছে, আবার কালে লয় হইতেছে—মহাসমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতেছে, আবার কালে লয় হইতেছে! আনন্দসিন্ধুনীরে অনন্ত-লীলালহরী! এ লীলার আদি কোথায়? অন্ত কোথায়? তাহা মুখে বলিবার যো নাই—মনে চিন্তা করিবার যো নাই! মানুষ কতটুকু—তার বুদ্ধিই বা কতটুকু! শুনিলাম, মহাপুরুষেরা সমাধিস্থ হ'য়ে সেই নিত্য পরম পুরুষকে দর্শন ক'রেছেন—নিত্য লীলাময় হরিকে সাক্ষাৎকার ক'রেছেন। অবশ্য ক'রেছেন, কেন না ঠাকুর রামকৃষ্ণও বলিতেছেন! তবে এ চর্ম্ম চক্ষে নয়—বোধ হয় দিব্যচক্ষু যাহাকে বলে, তাহার দ্বারা। যে চক্ষু পাইয়া অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শন ক'রেছিলেন, যে চক্ষুর দ্বারা ঋষিরা আত্মার সাক্ষাৎকার ক'রেছিলেন, যে দিব্যচক্ষুর দ্বারা ঈশা তাঁহার স্বর্গীয় পিতাকে অহরহ দর্শন করিতেন। সে চক্ষু কিসে হয়? ঠাকুরের মুখে শুনিলাম, ব্যাকুলতার দ্বারা হয়। এখন সে ব্যাকুলতা হয় কেমন ক'রে? সংসার কি ত্যাগ ক'র্তে হবে? কৈ, তাও তো আজ ব'ল্লেন না!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

চতুর্দ্দশ খণ্ড।

শ্রীশ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণের ভক্তগৃহে আগমন ও তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, গিরিশ ঘোষ, বলরাম, চুণিলাল, লাটু, নারায়ণ ইত্যাদি ভক্তের কথোপকথন ও আনন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

[ভক্তগৃহে—ভক্তসঙ্গে।]

ফাল্গুন কৃষ্ণা দশমী তিথি, পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র। ২৯শে ফাল্গুন বুধবার, ইংরাজী ১১ই মার্চ্চ, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ।

আজ আন্দাজ বেলা ১০টার সময় ঠাকুর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিয়া ভক্তগৃহে বসু বলরামের মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রসাদ পাইয়াছেন। সঙ্গে লাটু আদি ভক্ত।

ধন্য বলরাম! তোমারই আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র হইয়াছে! কত নূতন নূতন ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমডোরে বাঁধিলেন, ভক্তসঙ্গে কত নাচিলেন, গাইলেন! যেন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসমন্দিরে প্রেমের হাট বসাচ্ছেন!

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে ব'সে ব'সে কাঁদেন, নিজের অন্তরঙ্গ দেখিবেন ব'লে ব্যাকুল! রাত্রে ঘুম নাই! মাকে বলেন, 'মা ওর বড় ভক্তি, ওকে টেনে নাও; মা ওকে এখানে এনে দাও; যদি সে না আস্‌তে পারে, তা হ'লে মা আমায় সেখানে নিয়ে যাও, আমি দেখে আসি।' তাই বলরামের বাড়ী ছুটে ছুটে আসেন। লোকের কাছে কেবল বলেন, বলরামের জগন্নাথের সেবা আছে, খুব শুদ্ধ অন্ন। যখন আসেন, অমনি বলরামকে নিমন্ত্রণ করিতে পাঠান। বলেন, 'যাও—নরেন্দ্রকে, ভবনাথকে, রাখালকে নিমন্ত্রণ ক'রে এসো; পূর্ণ, ছোট নরেন, নারাণ এই সব ভক্তকে নিমন্ত্রণ ক'রে এসো। এদের খাওয়ালে

নারায়ণকে খাওয়ান হয়। এরা সামান্য নয়, এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে, এদের খাওয়ালে তোমার খুব ভাল হবে। বলরামের আলয়েই শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষের সঙ্গে প্রথম ব'সে আলাপ। এইখানেই রথের সময় কীর্ত্তনানন্দ। এইখানেই কতবার 'প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা' হইয়াছে।

['পশ্যন্তি তব পন্থানম্।']

মাষ্টার নিকটে একটী বিদ্যালয়ে পড়ান। শুনিয়াছেন, আজ দশটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাটীতে আসিবেন। মাঝে অধ্যাপনার কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়া বেলা দুপ্রহরের সময় ঐখানে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া দর্শন ও প্রণাম করিলেন। ঠাকুর আহারান্তে বৈঠকখানায় সেই ঘরে একটু বিশ্রাম করিতেছেন। মাঝে মাঝে থলী থেকে কিছু মস্‌লা বা কাবাব চিনি খাচ্চেন। অল্পবয়স্ক ভক্তেরা চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)। তুমি যে এখন এলে? স্কুল নাই?

মাষ্টার। স্কুল থেকে আস্‌ছি—এখন সেখানে বিশেষ কাজ নাই।

একজন ভক্ত। না মহাশয়! উনি স্কুল পালিয়ে এসেছেন! (সকলের হাস্য)।

মাষ্টার (স্বগতঃ)। হায়! কে যেন টেনে আন্‌লে!

ঠাকুর যেন একটু চিন্তিত হইলেন। পরে মাষ্টারকে কাছে বসাইয়া কত কথা কহিতে লাগিলেন। আরও বলিলেন, 'আমার গাম্‌ছাটা নিংড়ে দাও তো গা, আর জামাটা শুকোতে দাও, আর আমার পা টা একটু কাম্‌ড়াচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দিতে পার?' মাষ্টার সেবা করিতে জানেন না, তাই ঠাকুর সেবা করিতে শিখাইতেছেন। মাষ্টার শশব্যস্ত হইয়া একে একে ঐ কাজগুলি করিতে লাগিলেন। তিনি পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন ও শ্রীরামকৃষ্ণ কথাচ্ছলে কত উপদেশ দিতে লাগিলেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঐশ্বর্য্যত্যাগের পরাকাষ্ঠা; ঠিক সন্ন্যাসী।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। হ্যাঁগা, এটা আমার ক'দিন ধ'রে হ'চ্চে কেন বল দেখি? ধাতুর কোন জিনিসে হাত দেবার যো নাই! একবার একটা বাটীতে হাত দি'ছিলুম;—তা, হাতে শিঙ্গীমাছের কাঁটা ফোটা মত হ'লো। হাত ঝন্ ঝন্ কন্ কন্ ক'র্‌তে লাগ্‌লো। গাড়ু না ছুঁলে নয়, তাই মনে ক'র্‌লুম, গাম্‌ছাখানা ঢাকা দিয়ে দেখি, তুল্‌তে পারি কি না। যাই হাত দিয়েছি, অম্‌নি হাতটা ঝন্ ঝন্ কন্ কন্; খুব বেদনা! শেষে মাকে প্রার্থনা ক'র্‌লুম, 'মা, আর অমন কর্ম্ম ক'র্‌বো না, মা এবার মাপ কর!'

[ছোট নরেন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। হ্যাঁগা, ছোট নরেন যাওয়া আসা ক'চ্ছে, বাড়ীতে কি কিছু বল্‌বে? কিন্তু খুব শুদ্ধ, মেয়ে সঙ্গ কখনও হয় নাই।

মাষ্টার। আর খোলটা বড়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, আবার বলে যে, ঈশ্বরীয় কথা একবার শুন্‌লে আমার মনে থাকে। বলে—ছেলেবেলায় আমি কাঁদ্‌তুম্‌—ঈশ্বর দেখা দিচ্ছেন না ব'লে।

মাষ্টারের সঙ্গে ছোট নরেন সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথা হইল। এমন সময় উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, 'মাষ্টার মহাশয়! আপনি স্কুলে যাবেন না?'

শ্রীরামকৃষ্ণ। ক'টা বেজেছে?

একজন ভক্ত। একটা বাজ্‌তে দশ মিনিট।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। তুমি এস, তোমার দেরী হ'চ্ছে। একে কাজ ফেলে এসেছো। (লাটুর প্রতি) রাখাল কোথায়?

লাটু। চ'লে গেছে;—বাড়ী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার সঙ্গে না দেখা ক'রে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[অপরাহ্নে—ভক্তসঙ্গে।]

স্কুলের ছুটীর পর মাষ্টার আসিয়া দেখিতেছেন—ঠাকুর, বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তের মজ্‌লিস করিয়া বসিয়া আছেন। ঠাকুরের মুখে মধুর হাসি, সেই হাসি ভক্তদের মুখে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। মাষ্টারকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া, ও তিনি প্রণাম করিলে, ঠাকুর তাঁহাকে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ, সুরেশ মিত্র, বলরাম, লাটু, চুনিলাল ইত্যাদি ভক্ত উপস্থিত আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)। তুমি একবার নরেন্দ্রের সঙ্গে বিচার ক'রে দেখো, সে কি বলে।

[অবতারবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ।]

গিরীশ (সহাস্যে)। নরেন্দ্র বলে, ঈশ্বর অনন্ত, যা কিছু আমরা দেখি, শুনি—এ জিনিসটী কি এই ব্যক্তিটী—সব তাঁর অংশ, এ পর্য্যন্ত আমাদের বল্‌বার যো

নাই। Infinity (অনন্ত আকাশ) এক, তার আবার অংশ কি? অংশ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বর অনন্ত হউন আর যত বড়ই হউন,—তিনি ইচ্ছা ক'র্‌লে তাঁর ভিতরের সার বস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আস্‌তে পারে ও আসে।

"তিনি অবতার হ'য়ে থাকেন, এটী উপমা দিয়ে বুঝান যায় না। অনুভব হওয়া চাই। প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। উপমার দ্বারা কতকটা আভাস পাওয়া যায়। গরুর মধ্যে শিংটা যদি ছোঁয়, গরুকেই ছোঁয়া হ'লো, পা টা বা ল্যাজ্‌টা ছুঁলেও গরুটাকে ছোঁয়া হ'লো। কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর ভিতরের সার পদার্থ হ'চ্চে দুধ। সেই দুধ বাঁট দিয়ে আসে। সেইরূপ প্রেম ভক্তি শিখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ ক'রে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হ'ন।

গিরীশ। নরেন্দ্র বলে, তাঁর কি সব ধারণা করা যায়! তিনি অনন্ত—

[PERCEPTION OF THE INFINITE.*]

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)। ঈশ্বরের সব ধারণা কে ক'র্‌তে পারে? তা তাঁর বড় ভাবটাও পারে না, আবার ছোট ভাবটাও পারে না। আর, সব ধারণা করা কি দরকার? তাঁকে প্রত্যক্ষ ক'র্‌তে পার্‌লেই হ'লো। তাঁর অবতারকে দেখলেই তাঁকে দেখা হ'লো।

"যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে, সে বলে—গঙ্গাদর্শন, স্পর্শন ক'রে এলুম। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না। (সকলের হাস্য)।

"তোমার পা টা যদি ছুঁই, তা হ'লে তোমায় ছোঁয়াই হ'লো। (সকলের হাস্য)

"যদি সাগরের কাছে গিয়ে একটু জল স্পর্শ করো, তা হ'লে সাগর স্পর্শ করাই হ'লো।

"অগ্নিতত্ত্ব সব জায়গায় আছে, তবে কাঠে বেশী।—

গিরীশ (হাসিতে হাসিতে)। যেখানে আগুন পাবো, সেই খানেই আমার দরকার!

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। অগ্নিতত্ত্ব কাঠে বেশী। ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজ, মানুষে খুঁজবে। মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ হন। যে মানুষে দেখবে উর্জ্জিতাভক্তি—প্রেমভক্তি উথ্‌লে পড়্‌ছে—ঈশ্বরের জন্য পাগল—তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা—সেই মানুষে নিশ্চিত জেনো, তিনি অবতীর্ণ হ'য়েছেন।

---

* Compare discussion about the order of perception of the Infinite and of the Finite in Max-Muller's Hibbert Lectures and Gifford Lectures.

(মাষ্টার দৃষ্টে) তিনি তো আছেনই, তবে তাঁর শক্তি কোথাও বেশী প্রকাশ, কোথাও বা কম প্রকাশ। অবতারের ভিতর তাঁর শক্তি বেশী প্রকাশ; সেই শক্তি কখন কখন পূর্ণভাবে থাকে। শক্তিরই অবতার।

গিরীশ। নরেন্দ্র বলে, তিনি অবাঙ্মনসোগোচরম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না; এ মনের গোচর নয় বটে—কিন্তু শুদ্ধমনের গোচর। এ বুদ্ধির গোচর নয়,—কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধির গোচর। কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি গেলেই শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ বুদ্ধি। তখন শুদ্ধমন শুদ্ধবুদ্ধি এক। শুদ্ধ মনের গোচর। ঋষি মুনিরা কি তাঁকে দেখেন নাই? তাঁরা চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎকার ক'রেছিলেন!

গিরীশ (হাসিতে হাসিতে)। নরেন্দ্র আমার কাছে তর্কে হেরেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না; আমায় ব'লেছে, 'গিরীশ ঘোষের মানুষকে অবতার ব'লে অত বিশ্বাস, এখন আমি আর কি ব'ল্‌বো! অমন বিশ্বাসের উপর কিছু ব'ল্‌তে নাই।'

* * * *

গিরীশ (হাসিতে হাসিতে)। মহাশয়! আমরা সব হল হল ক'রে কথা কচ্চি, কিন্তু মাষ্টার ঠোঁট্ চেপে ব'সে আছে! কি ভাবে? মহাশয়! কি বলুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)।

"মুখহলসা ভেতরবুঁদে কানতুলসে দীঘল ঘোম্‌টা নারী।
পানা পুকুরের শীতল জল বড় মন্দকারী।" (সকলের হাস্য)।

(সহাস্যে)। "কিন্তু ইনি তা নন্।—ইনি 'গম্ভীরাত্মা'। (সকলের হাস্য)।

গিরীশ। মহাশয়! শ্লোলোকটী কি ব'ল্লেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই ক'টী লোকের কাছে সাবধান হবে;—প্রথম মুখহলসা; তার পর ভেতরবুঁদে—মনের ভিতর ডুবুরি নামালেও অন্ত পাবে না; তার পর কান্‌তুলসে, কানে তুলসী দেয়, ভক্তি জানাবার জন্য; দীঘলঘোমটা নারী—লম্বা ঘোম্‌টা, লোকে মনে করে ভারি সতী, তা নয়; আর পানাপুকুরের জল—নাইলে স্যান্নিপাতিক হয়। (হাস্য)।

চুনীলাল। এঁর (মাষ্টারের) নামে কথা উঠেছে। ছোট নরেন ওঁর পোড়ো, বাবুরাম ওঁর পোড়ো; নারায়ণ; পল্টু, পূর্ণ, তেজচন্দ্র;—এরা সব ওঁর পোড়ো। কথা উঠেছে যে, উনি তাদের এইখানে এনেছেন, আর তাদের পড়া শুনা সব খারাপ হ'য়ে যাচ্চে। এঁর নামে দোষ দিচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাদের কথা কে বিশ্বাস ক'র্‌বে?

এই সকল কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় নারা'ণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিল। নারা'ণ গৌরবর্ণ, ১৭।১৮ বছর বয়স, স্কুলে পড়ে, ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহাকে বড় ভালবাসেন, তাকে দেখ্‌বার জন্য, তাকে খাওয়াবার জন্য ব্যাকুল, তার জন্য দক্ষিণেশ্বরে ব'সে ব'সে কাঁদেন। নারা'ণকে তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখেন।

গিরীশ (নারায়ণ দৃষ্টে)। কে খপর দিলে? মাষ্টারই দেখ্‌ছি সব সার্‌লে! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। রোসো! চুপ চাপ ক'রে থাকো! এঁর (মাষ্টারের) নামে একে বদ্‌নাম উঠেছে!

[অন্নচিন্তা।]

আবার নরেন্দ্রের কথা পড়িল।

একজন ভক্ত। এখন তত আসেন না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। 'অন্নচিন্তা চমৎকারা,
কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা।' (সকলের হাস্য)।

বলরাম। শিবুগুহোর বাড়ীর ছেলে অন্নদাগুহোর কাছে খুব আনাগোনা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, একজন আফিসওয়ালার বাসায় নরেন্দ্র, অন্নদা এরা সব যায়। সেখানে তারা ব্রাহ্মসমাজ করে।

একজন ভক্ত। তাঁর (আফিসওয়ালার) নাম তারাপদ।

[প্রতিগ্রহ ও মতামত।]

বলরাম (হাসিতে হাসিতে)। বামুনরা বলে, অন্নদা গুহ লোকটার বড় অহঙ্কার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বামুনদের ও সব কথা শুনো না। তাদের তো জানো, না দিলেই খারাপ লোক, দিলেই ভাল! (হাস্য)। অন্নদাকে আমি জানি, ভাল লোক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[ভক্তসঙ্গে—ভজনানন্দে।]

এই সময়ে ঠাকুর গান শুনিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বলরামের বৈঠকখানায় এক ঘর লোক। সকলেই তাঁহার পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। কি বলেন শুনিবেন, কি করেন দেখিবেন।

তারাপদ গান গাইলেন ;—

গীত।

কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী।
মাধব মনোমোহন মোহনমুরলীধারী॥
(হরিবোল হরিবোল হরিবোল, মন আমার।)
ব্রজকিশোর কালীয়হর কাতর-ভয়ভঞ্জন,
নয়ন বাঁকা বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকাহৃদিরঞ্জন—
গোবর্দ্ধনধারণ, বনকুসুমভূষণ,
দামোদর কংসদর্পহারী, শ্যাম রাসরসবিহারী॥
(হরিবোল হরিবোল হরিবোল, মন আমার।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)। আহা বেশ গানটী! তুমিই কি সব গান বেঁধেছ?

একজন ভক্ত। হাঁ, উনিই চৈতন্যলীলার সব গান বেঁধেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)। এ গানটী খুব উতরেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গায়কের প্রতি)। নিতাইয়ের গান গাইতে পারো?

আবার গান হইল, নিতাই গেয়েছিলেন ;—

গীত।

কিশোরীর প্রেম নিবি আয়,
প্রেমের জুয়ার ব'য়ে যায়।
বইছে রে প্রেম শতধারে, যে যত চায় তত পায়।
প্রেমের কিশোরী, প্রেম বিলায় সাধ করি,
রাধার প্রেমে বল্ রে হরি ;
প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেম তরঙ্গে প্রাণ নাচায়।
রাধার প্রেমে হরি বলি, আয় আয় আয় আয়॥

শ্রীগৌরাঙ্গের গান হইল,—

গীত।

কার ভাবে গৌরবেশে জুড়ালে হে প্রাণ।
প্রেম সাগরে উঠ্‌লো তুফান, থাকবে না আর কুলমান।
(মন মজালে গৌর হে)

ব্রজমাঝে রাখাল সাজে, চরালে গোধন,
ধ'র্‌লে ক'রে মোহন বাঁশী, মজ্‌লো গোপীর মন;
ধ'রে গোবর্দ্ধন, রাখ্‌লে বৃন্দাবন,
মানের দায়, ধ'রে গোপীর পায়,
ভেসে গেল চাঁদ্‌বয়ান!
(মন মজালে গৌর হে)।

সকলে মাষ্টারকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তুমি একটী গান গাও। মাষ্টার একটু লাজুক, ফিস্ ফিস্ ক'রে মাপ চাহিতে লাগিলেন।

গিরীশ (ঠাকুরের প্রতি, সহাস্যে)। মহাশয়! মাষ্টার কোন মতে গান গাইছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। ও স্কুলে দাঁত বার কর্‌বে; গান গাইতেই যত লজ্জা!

মাষ্টার মুখটী চুন ক'রে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন।

শ্রীযুত সুরেশ মিত্র একটু দূরে ব'সেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীযুত গিরীশ ঘোষকে দেখাইয়া সহাস্যবদনে কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তুমি তো কি? ইনি (গিরীশ) তোমার চেয়ে!

সুরেশ (হাসিতে হাসিতে)। আজ্ঞা হাঁ, আমার বড় দাদা। (সকলের হাস্য)।

গিরীশ (ঠাকুরের প্রতি)। আচ্ছা, মহাশয়! আমি ছেলেবেলায় কিছু লেখাপড়া করি নাই, তবু লোকে বলে বিদ্বান!

শ্রীরামকৃষ্ণ। মহিম চক্রবর্ত্তী অনেক শাস্ত্র টাস্ত্র দেখেছে শুনেছে—খুব আধার! (মাষ্টারের প্রতি) কেমন গা?

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ।

গিরীশ। কি? বিদ্যা? ও আমি অনেক দেখেছি! ওতে আর ভুলি না!

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। "আমার এখানকার ভাব কি জান?

"বই, শাস্ত্র এ সব কেবল ঈশ্বরের কাছে পঁহুছিবার পথ ব'লে দেয়। পথ, উপায়, জেনে লবার পর, আর বই শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ ক'র্‌তে হয়।

"এক জন এক খান চিঠি পেয়েছিল, কুটুমবাড়ী তত্ত্ব ক'র্‌তে হবে; কি কি জিনিস লেখা ছিল। জিনিস কিন্‌তে দেবার সময়, চিঠিখানি খুঁজে পাওয়া

যাচ্ছিল না। কর্ত্তাটী তখন খুব ব্যস্ত হয়ে চিঠির খোঁজ আরম্ভ ক'র্‌লেন। অনেকক্ষণ ধ'রে, অনেক জন মিলে, খুঁজলে। শেষে চিঠিখানি পাওয়া গেল। তখন আর আনন্দের সীমা নাই। কর্ত্তা ব্যস্ত হয়ে অতি যত্নে চিঠিখানি হাতে নিলেন; আর দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, কি লেখা আছে। লেখা এই, পাঁচসের সন্দেশ পাঠাইবে, আর একখান কাপড় পাঠাইবে; আরও কত কি। তখন আর চিঠির দরকার নাই, চিঠি ফেলে দিয়ে সন্দেশ ও কাপড়ের আর অন্যান্য জিনিসের চেষ্টায় বেরুলেন। চিঠির দরকার কত ক্ষণ? যত ক্ষণ সন্দেশ, কাপড় ইত্যাদির বিষয় না জানা যায়। তার পরই পাবার চেষ্টা।

"শাস্ত্রে তাঁকে পাবার উপায়ের কথা পাবে। কিন্তু সব খপর জেনে কর্ম্ম আরম্ভ ক'রতে হয়। তবে তো বস্তুলাভ!

"শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? অনেক শ্লোক, অনেক শাস্ত্র, পণ্ডিতের জানা থাক্‌তে পারে; কিন্তু যার সংসারে আসক্তি আছে, যার কামিনীকাঞ্চনে মনে মনে ভালবাসা আছে, তার শাস্ত্র ধারণা হয় নাই—মিছে পড়া।

"পাঁজীতে লিখেছে, বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজী টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না! এক ফোঁটাই পড়্‌—কিন্তু এক ফোঁটাও পড়ে না। (সকলের হাস্য)।

গিরীশ (সহাস্যে)। মহাশয়! পাঁজী টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না? (সকলের হাস্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। পণ্ডিত খুব লম্বা লম্বা কথা বলে, কিন্তু নজর কোথায়—কামিনী আর কাঞ্চনে, দেহের সুখে আর টাকায়।

"শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে। (সকলের হাস্য)।

"কেবল খুজ্‌ছে, কোথায় মরা জানোয়ার, কোথায় ভাগাড়, কোথায় মড়া!

[নরেন্দ্রের কথা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)। নরেন্দ্র খুব ভাল; গাইতে, বাজাতে, পড়ায় শুনায়, বিদ্যায়;—এদিকে জিতেন্দ্রিয়, বিবেক বৈরাগ্য আছে, সত্যবাদী। অনেক গুণ।

(মাষ্টারের প্রতি) কেমন রে? কেমন গা, খুব ভাল নয়?

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ, খুব ভাল।

[গিরীশ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (জনান্তিকে, মাষ্টারের প্রতি)। দেখ, ওর (গিরীশের) খুব অনুরাগ আর বিশ্বাস।

মাষ্টার অবাক্‌ হইয়া গিরীশকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। গিরীশ ঠাকুরের কাছে কয়েক দিন আসিতেছেন মাত্র। মাষ্টার কিন্তু দেখিলেন, যেন পূর্ব্বপরিচিত—অনেক দিনের আলাপ—পরমাত্মীয়—যেন একসূত্রে গাঁথা মণিগণের একটী মণি!

নারাণ বলিলেন, মহাশয়! আপনার গান হবে না?

ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেই মধুরকণ্ঠে মায়ের নামগুণগান করিতে লাগিলেন—

গীত।

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মাকে তুমি দেখো আর আমি দেখি,
আর যেন কেউ নাহি দেখে।
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে॥ (মাঝে মাঝে)
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হতে দিওনাকো,
জ্ঞান-নয়নে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে॥

ঠাকুর ত্রিতাপে তাপিত সংসারী জীবের ভাব আরোপ করিয়া মার কাছে অভিমান করিয়া গাইতে লাগিলেন—

গীত।

গো আনন্দময়ী হ'য়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না।
(ওমা) ও দুটী চরণ, বিনে আমার মন,
অন্য কিছু আর জানে না।
তপনতনয় আমায় মন্দ কয়, কি বলিব তায় বলনা।
ভবানী ব'লিয়ে ভবে যাব চলে মনে ছিল এই বাসনা,
অকূল পাথারে ডুবাবি আমারে (ওমা) স্বপনেও তাতো জানি না।
আমি অহর্নিশি, দুর্গানামে ভাসি, তবু দুখরাশি গেল না,
এবার যদি মরি ও হরসুন্দরী, তোর দুর্গানাম কেউ আর লবে না।

আর নিত্যানন্দময়ীর ব্রহ্মানন্দের কথা গাইলেন—

গীত।

শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা,
সুধাপানে ঢল ঢল তবু ঢলে পড়ে না (মা)।
বিপরীত রতাতুরা, পদভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগলের পারা লজ্জা ভয় আর মানে না (মা)।

ভক্তেরা নিস্তব্ধ হইয়া গান শুনিতে লাগিলেন। তাঁহারা একদৃষ্টে ঠাকুরের অদ্ভুত আত্মহারা মাতোয়ারা ভাব দেখিতে লাগিলেন।

গান সমাপ্ত হইল। কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিলেন, 'আমার আজ গান ভাল হ'ল না—সর্দ্দি হ'য়েছে।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[সন্ধ্যাসমাগমে।]

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সিন্ধুবক্ষে, যথায় অনন্তের নীল ছায়া পড়িয়াছে, নিবিড় অরণ্যমধ্যে, অম্বরস্পর্শী পর্ব্বতশিখরে, বায়ুবিকম্পিত নদীর তীরে, দিগ্‌দিগন্ত-ব্যাপী প্রান্তরমধ্যে, ক্ষুদ্র মানবের সহজেই ভাবান্তর হইল। এই সূর্য্য চরাচর বিশ্বকে আলোকিত করিতেছিলেন, কোথায় গেলেন? বালক ভাবিতেছে, আবার ভাবিতেছেন- বালকস্বভাব মহাপুরুষ। সন্ধ্যা হইল! কি আশ্চর্য্য! কে এরূপ করিল? পাখীরা পাদপশাখা আশ্রয় করিয়া রব করিতেছে। মানুষের মধ্যে যাঁহাদের চৈতন্য হইয়াছে, তাঁহারাও সেই আদি কবি, কারণের কারণ, পুরুষোত্তমের নাম করিতেছেন।

কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইল। ভক্তেরা, যে যে আসনে বসিয়াছিলেন, তিনি সেই আসনেই বসিয়া রহিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ মধুর নাম করিতেছেন, তাই সকলে উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন। এমন মিষ্ট নাম তাঁরা কখন শুনেন নাই--যেন সুধাবর্ষণ হইতেছে। এমন প্রেমমাখা বালকের মা মা ব'লে ডাকা, তাঁরা কখন শুনেন নাই, দেখেন নাই! আকাশ, পর্ব্বত, মহাসাগর, প্রান্তর, বন আর দেখবার প্রয়োজন কি? গরুর শৃঙ্গ, পদাদি ও শরীরের অন্যান্য অংশ আর দেখিবার কি প্রয়োজন? দয়াময় গুরুদেব যে গরুর বাঁটের কথা বলিলেন, এই গৃহমধ্যে কি তাই দেখিতেছি? সকলের অশান্ত মন কিসে শান্তিলাভ করিল? নিরানন্দ ধরা কিসে আনন্দে ভাসিল? কেন ভক্তদের দেখিতেছি, শান্ত ও আনন্দময়? এই প্রেমিক সন্ন্যাসী কি সুন্দররূপধারী অনন্ত ঈশ্বর? এইখানেই কি দুগ্ধপানপিপাসুর পিপাসা শান্তি হইবে? অবতার হউন আর নাই হউন, ইঁহার চরণপ্রান্তে মন বিকাইয়াছে আর যাইবার যো নাই! ইঁহারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা! দেখি, ইঁহার হৃদয়-সরোবরে সেই আদিপুরুষ কিরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে!

ভক্তেরা কেহ কেহ ঐরূপ চিন্তা করিতেছেন ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের শ্রীমুখ-বিগলিত হরিনাম, আর মায়ের নাম, শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। নামগুণকীর্ত্তনান্তে ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন। যেন সাক্ষাৎ ভগবান্ প্রেমের দেহ ধারণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিতেছেন, কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয়। বলিলেন, 'মা, আমি তোমার শরণাগত, তোমার শ্রীপাদপদ্মে শরণ নিলাম। দেহসুখ চাই না, মা! লোকমান্য চাই না; (অণিমাদি) অষ্টসিদ্ধি চাই না; কেবল এই কোরো, যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়—নিষ্কাম, অমলা, অহৈতুকী, ভক্তি হয়। আর যেন, মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই—তোমার মায়ার সংসারের, কামিনী-কাঞ্চনের, উপর ভালবাসা যেন কখন না হয়! মা! তোমা বই আমার আর কেউ নাই। আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন—কৃপা ক'রে শ্রীপাদপদ্মে আমায় ভক্তি দাও।'

মণি ভাবিতেছেন,—"ত্রিসন্ধ্যা যিনি তাঁর নাম করিতেছেন—যাঁর শ্রীমুখ-বিনিঃসৃত নামগঙ্গা তৈলধারার ন্যায় নিরবচ্ছিন্না, তাঁর আবার সন্ধ্যা কি?" মণি পরে বুঝিলেন, লোকশিক্ষার জন্য ঠাকুর মানবদেহ ধারণ করিয়াছেন—

"হরি আপনি এসে, যোগিবেশে করিলে নাম সঙ্কীর্ত্তন।"

* * * *

গিরীশ ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই রাত্রেই যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। রাত হবে না?

গিরীশ। না, যখন ইচ্ছা আপনি যাবেন, আমায় আজ থিয়েটার (Theatre) যেতে হবে—তাদের ঝগড়া মেটাতে হবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[রাজপথে।]

গিরীশের নিমন্ত্রণ। রাত্রেই যেতে হবে। এখন রাত ৯টা হবে। বলরামও ঠাকুর খাবেন ব'লে রাত্রের খাবার প্রস্তুত ক'রেছেন। পাছে বলরাম মনে কষ্ট পান, ঠাকুর গিরীশের বাড়ী যাইবার সময় তাই বুঝি বলিতেছেন,—বলরাম! তুমিও খাবার পাঠিয়ে দিও।

দুতলা হইতে নীচে নামিতে নামিতেই ভগবদ্ভাবে বিভোর! যেন মাতাল। সঙ্গে—নারাণ, মাষ্টার। পশ্চাতে রাম, চুনী ইত্যাদি অনেকে। একজন ভক্ত বলিতেছেন, সঙ্গে কে যাবে? ঠাকুর বলিলেন, একজন হ'লেই হলো।

নামিতে নামিতেই বিভোর! নারাণ হাত ধরিতে গেলেন, পাছে পড়িয়া যান। ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নারাণকে সস্নেহে বলিলেন, হাত ধ'র্‌লে লোকে মাতাল মনে ক'র্‌বে, আমি অমনি চ'লে যাব।

বোসপাড়ার তেমাথা পার হচ্ছেন—কিছু দূরেই শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষের বাড়ী। এত শীঘ্র চ'ল্‌ছেন কেন? ভক্তেরা পশ্চাতে প'ড়ে থাকৃছে। না জানি হৃদয়মধ্যে কি অদ্ভুত দেবভাব হইয়াছে! বেদে যাঁহাকে বাক্যমনের অতীত বলিয়াছেন, তাঁহাকে চিন্তা করিয়া কি ঠাকুর পাগলের মত পাদবিক্ষেপ করিতেছেন? এই মাত্র বলরামের বাড়ীতে বলিলেন যে, সেই পুরুষ বাক্যমনের অতীত নহেন; তিনি শুদ্ধমনের, শুদ্ধবুদ্ধির, শুদ্ধ-আত্মার গোচর। তবে বুঝি সেই পুরুষকে সাক্ষাৎকার ক'র্‌ছেন। এই কি দেখ্‌ছেন—"যো কুচ হ্যায়, সো তুঁহি হ্যায়"?

এই যে নরেন্দ্র আসিতেছেন। নরেন্দ্র নরেন্দ্র বলিয়া পাগল! কৈ নরেন্দ্র ত সম্মুখে আসিলেন, ঠাকুর ত কথা কহিতেছেন না! লোকে বলে, এর নাম ভাব; এইরূপ কি শ্রীগৌরাঙ্গের হইত?

কে এ ভাব বুঝিবে?

গিরীশের বাড়ী প্রবেশ করিবার গলির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে ভক্তগণ। এইবার নরেন্দ্রকে সম্ভাষণ করিতেছেন।

নরেন্দ্রকে ব'লছেন, "ভাল আছ, বাবা? আমি তখন কথা কইতে পারি নাই।"—কথার প্রতি অক্ষর করুণা-মাখা! তখনও দ্বারদেশে উপস্থিত হন নাই। এইবার হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন. একটা কথা;—এই একটী (দেহী?) ও একটী (জগৎ?)।

"জীব-জগৎ" ভাবে এ সব কি দেখিতেছিলেন! তিনিই জানেন! অবাক্‌ হ'য়ে কি দেখ্‌ছিলেন! দু একটী কথা উচ্চারিত হইল, যেন বেদবাক্য—যেন দৈববাণী—অথবা, যেন অনন্ত সমুদ্রের তীরে গিয়াছি ও অবাক্‌ হ'য়ে দাঁড়াইয়াছি; আর যেন অনন্ততরঙ্গমালোত্থিত অনাহত শব্দের একটী দুটী ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[ভক্ত-মন্দিরে।]

দ্বারদেশে গিরীশ ; ঠাকুর রামকৃষ্ণকে গৃহমধ্যে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে যেই নিকটে এলেন, অমনি গিরীশ দণ্ডের ন্যায় সম্মুখে পড়িলেন। আজ্ঞা পাইয়া উঠিলেন, ঠাকুরের পদধূলা গ্রহণ করিলেন ও সঙ্গে করিয়া দু-তলায় বৈঠকখানার ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তেরা শশব্যস্ত হ'য়ে আসন গ্রহণ করিলেন—সকলের ইচ্ছা, তাঁহার কাছে বসেন ও তাঁহার মধুর কথামৃত পান করেন।

[সংবাদপত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ।]

আসন গ্রহণ করিতে গিয়া ঠাকুর দেখিলেন, একখানা খবরের কাগজ রহিয়াছে। খবরের কাগজে বিষয়ীদের কথা, বিষয়কথা, পরচর্চ্চা, পরনিন্দা ; তাই অপবিত্র—তাঁহার চক্ষে। তিনি ইসারা করিলেন, ওখানা যাতে স্থানান্তরিত করা হয়।

কাগজখানা সরানো হবার পর, আসন গ্রহণ করিলেন।

[নিত্যগোপাল।]

নিত্যগোপাল প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নিত্যগোপালের প্রতি)। ওখানে ?—

নিত্য। আজ্ঞা হাঁ, দক্ষিণেশ্বরে যাই নাই। শরীর খারাপ। ব্যথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেমন আছিস্ ?

নিত্য। ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুই একগাম নীচে থাকিস্।

নিত্য। লোক ভাল লাগে না। কত কি বলে—ভয় হয়। এক একবার খুব সাহস হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হবে বৈ কি। তোর সঙ্গে কে থাকে ?

নিত্য। তারক।* ও সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকে ; ওকেও সময়ে সময়ে ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ন্যাঙটা ব'ল্‌তো, তাদের মঠে একজন সিদ্ধ ছিল। সে আকাশ তাকিয়ে চলে যেতো—গণেশগর্জ্জী—সঙ্গী যেতে বড় দুঃখ—অধৈর্য্য হ'য়ে গিছ্‌লো।

---

* শ্রীতারকনাথ ঘোষাল—শ্রীশিবানন্দ।

বলিতে বলিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। আবার কি ভাবে অবাক্ হ'য়ে রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে বলিলেন, "তুই এসেছিস? আমিও এসেছি।" এ কথা কে বুঝিবে? এই কি দেব-ভাষা?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

[পার্ষদ সঙ্গে। অবতার সম্বন্ধে বিচার।]

ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত—শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র, গিরীশ, রাম, হরিপদ, চুনী, বলরাম, মাষ্টার অনেকে আছেন।

নরেন্দ্র মানেন না যে, মানুষদেহ লইয়া ঈশ্বর অবতার হন। এদিকে গিরীশের জ্বলন্ত বিশ্বাস যে, তিনি যুগে যুগে অবতার হন, আর মানবদেহ ধারণ ক'রে মর্ত্ত্যলোকে আসেন। ঠাকুরের ভারি ইচ্ছা যে, এ সম্বন্ধে দুজনে বিচার হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)। একটু ইংরাজিতে দুজনে বিচার করো, আমি দেখ্‌বো।

বিচার আরম্ভ হইল। ইংরাজিতে হইল না—বাঙ্গালাতেই হইল—মাঝে মাঝে দু-একটা ইংরাজী কথা। নরেন্দ্র বলিলেন, ঈশ্বর অনন্ত। তাঁকে ধারণা করা আমাদের সাধ্য কি? তিনি সকলের ভিতরই আছেন—শুধু একজনের ভিতর এসেছেন, এমন নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)। ওর ও যা মত আমারও তাই মত। তিনি সর্ব্বত্র আছেন। তবে একটা কথা আছে—শক্তিবিশেষ। কোনো খানে অবিদ্যাশক্তির প্রকাশ, কোনো খানে বিদ্যাশক্তির। কোন আধারে শক্তি বেশী, কোন আধারে শক্তি কম। তাই সব মানুষ সমান নয়।

রাম। এ সব মিছে তর্কে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্তভাবে)। না, না, ওর একটা মানে আছে।

গিরীশ (নরেন্দ্রের প্রতি)। তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে, তিনি দেহ ধারণ ক'রে আসেন না?

নরেন্দ্র। তিনি অবাঙ্মনসোগোচরম্।

শ্রীরাকৃষ্ণ। না; তিনি শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধআত্মা একই, ঋষিরা শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধআত্মা দ্বারা শুদ্ধ আত্মাকে সাক্ষাৎকার ক'রেছিলেন।

গিরীশ (নরেন্দ্রের প্রতি)। মানুষে অবতার না হ'লে কে বুঝিয়ে দেবে? মানুষকে জ্ঞান ভক্তি দিবার জন্য তিনি দেহ ধারণ ক'রে আসেন! না হ'লে কে শিক্ষা দিবে?

নরেন্দ্র। কেন? তিনি অন্তরে থেকে বুঝিয়ে দেবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)। হাঁ হাঁ, অন্তর্যামীরূপে তিনি বুঝাবেন।

তার পর ঘোরতর তর্ক হ'তে লাগ্‌লো। Infinity—তার কি অংশ: হয়? Hamilton কি বলেন? Herbert Spencer কি বলেন? Tyndal, Huxley বা কি ব'লে গেছেন, এই কথা হ'তে লাগলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। দেখ, ইগুলো* আমার ভাল লাগছে না। আমি তাই সব দেখছি! বিচার আর কি ক'র্‌বো? দেখছি—তিনিই সব।

[রামানুজ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনিই সব হয়েছেন। তাও বটে, আবার তাও বটে। এক অবস্থায়, অখণ্ডে মনবুদ্ধি হারা হ'য়ে যায়! নরেন্দ্রকে দেখে আমার মন অখণ্ডে লীন হয়—তার কি ক'ল্লে বল দেখি?

গিরীশ (হাসিতে হাসিতে)। ঐটে ছাড়া প্রায় সব বুঝেছি কি না! (সকলের হাস্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার দু থাক্ না নাম্‌লে কথা কইতে পারি না!

"বেদান্ত—শঙ্কর যা বুঝিয়েছে, তাও আছে; আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে।

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আছে—রামানুজের মত। কি না, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। সব জড়িয়ে একটী।

"যেমন একটী বেল। এক জন, খোলা আলাদা, বীজ আলাদা, আর শাঁস আলাদা ক'রেছিল। বেলটী কত ওজনে জান্‌বার দরকার হ'য়েছিল। এখন শুধু শাঁস ওজন ক'র্‌লে কি বেলের ওজন পাওয়া যায়? খোলা, বীচি, শাঁস সব এক সঙ্গে ওজন ক'র্‌তে হবে। প্রথমে খোলা নয়, বীচি নয়, শাঁসটিই সার পদার্থ ব'লে বোধ হয়। তার পর বিচার ক'রে দেখে, যে বস্তুর শাঁস সেই বস্তুরই খোলা আর বীচি। আগে নেতি নেতি ক'রে যেতে হয়; জীব নেতি, জগৎ নেতি, এইরূপ বিচার ক'র্‌তে হয়; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু। তার পর অনুভব হয়, যার শাঁস তারই খোলা, বীচি; যা থেকে ব্রহ্ম ব'লছো তাই থেকে জীব জগৎ। যারই নিত্য (Absolute) তারই লীলা (Relative)। তাই রামানুজ ব'লতেন, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

* তাঁহার ব্যবহৃত গ্রাম্য কথা—'ইগুলো' অর্থাৎ এই গুলি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

[ঈশ্বর দর্শন—God-vision.]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আমি তাই দেখ্‌ছি সাক্ষাৎ—আর কি বিচার ক'রবো? আমি দেখ্‌ছি, তিনিই এই সব হ'য়েছেন। তিনিই জীব ও জগৎ হ'য়েছেন।

"তবে চৈতন্য না লাভ ক'রলে চৈতন্যকে জানা যায় না। বিচার কত ক্ষণ? যত ক্ষণ না তাঁকে লাভ করা যায়। শুধু মুখে ব'ল্লে হবে না, এই আমি দেখ্‌ছি তিনি সব হ'য়েছেন। তাঁর কৃপায় চৈতন্য লাভ করা চাই। চৈতন্য লাভ ক'রলে সমাধি হয়, মাঝে মাঝে দেহ ভুল হ'য়ে যায়, কামিনী কাঞ্চনের উপর আসক্তি থাকে না, ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কিছু ভাল লাগে না, বিষয় কথা শুন্‌লে কষ্ট হয়।

"চৈতন্য লাভ ক'রলে তবে চৈতন্যকে জানতে পারা যায়।

[অবতারবাদ ও প্রত্যক্ষ। Revelation.]

বিচারান্তে ঠাকুর রামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলিতেছেন—

"দেখেছি, বিচার ক'রে এক রকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান ক'রে এক রকম জানা যায়। আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন—সে এক। তিনি যদি দেখিয়ে দেন—এর নাম অবতার,—তিনি যদি তাঁর মানুষ-লীলা দেখিয়ে দেন, তাহ'লে আর বিচার ক'র্‌তে হয় না, কারুকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। কি রকম জান? যেমন অন্ধকারের ভিতর দেশলাই ঘস্‌তে ঘস্‌তে দপ্‌ ক'রে আলো হয়। সেই রকম দপ্‌ ক'রে আলো যদি তিনি দেন, তা হ'লে সব সন্দেহ মিটে যায়। এরূপ বিচার ক'রে কি তাঁকে জানা যায়?"

[কালী * ও ব্রহ্ম †]

ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন ও কুশল প্রশ্ন ও কত আদর করিলেন।

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। কৈ কালীধ্যান তিন চার দিন ক'র্‌লুম, কিছুই তো হ'লো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ক্রমে হবে। কালী আর কেউ নয়, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী। কালী আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, তখন শক্তি ব'লে কই, কালী ব'লে কই। যাঁকে তুমি ব্রহ্ম ব'ল্‌চো, তাঁকেই কালী ব'ল্‌ছি।

* কালী—God in his relations to the conditioned.

† ব্রহ্ম—The Unconditioned, the Absolute.

"ব্রহ্ম আর কালী অভেদ। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি। অগ্নি ভাবলেই দাহিকাশক্তি ভাবতে হয়। কালী মানলেই ব্রহ্ম মানতে হয়, আবার ব্রহ্ম মানলেই কালী মানতে হয়।

"ব্রহ্ম ও শক্তি (কালী) অভেদ। ওকেই শক্তি, ওকেই কালী, আমি বলি।"

এদিকে রাত হ'য়ে গেছে। গিরীশের থিয়েটার যেতে হবে! তাই হরিপদকে বলিতেছেন, 'ভাই, একখান গাড়ী যদি ডেকে দিস—থিয়েটার যেতে হবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। দেখিস্ যেন আনিস্! (সকলের হাস্য)।

হরিপদ (হাসিতে হাসিতে)। আমি আনতে যাচ্ছি—আর আনবো না?

[ঈশ্বরলাভ ও কর্ম্ম; রাম ও কাম।]

গিরীশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আপনাকে ছেড়ে আবার থিয়েটারে এখন যেতে হবে!

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, ইদিক্ উদিক্ দুদিক্ রাখতে হবে; "জনক রাজা ইদিক্ উদিক্ দুদিক্ রেখে খেয়েছিল দুধের বাটী।" (সকলের হাস্য)।

গিরীশ। থিয়েটারগুলো ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দিই মনে ক'রছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না না, ও বেশ আছে, অনেকের উপকার হ'চ্চে।

নরেন্দ্র (মৃদুস্বরে)। এই তো ঈশ্বর বলছে, অবতার ব'লছে! আবার থিয়েটারে টানে!

নবম পরিচ্ছেদ।

[সমাধি-মন্দিরে।]

ঠাকুর রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে কাছে বসাইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার সন্নিকটে আরো সরিয়া গিয়া বসিলেন। নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই—তায় কি এসে যায়? ঠাকুরের ভালবাসা যেন আরো উথলিয়া পড়িল। গায়ে হাত দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের প্রতি কহিতেছেন, "মান কয়লি তো কয়লি, আমরাও তোর মানে আছি (রাই)!"

[বিচার ও ঈশ্বরলাভ।]

(নরেন্দ্রের প্রতি)। "যতক্ষণ বিচার, ততক্ষণ তাঁকে পায় নাই। তোমরা বিচার ক'রছিলে, আমার ভাল লাগে নাই।

"নিমন্ত্রণ-বাড়ীর শব্দ কত ক্ষণ শুনা যায়?—যত ক্ষণ লোকে খেতে না বসে। যাই লুচি তরকারী পড়ে, অমনি বার আনা শব্দ ক'মে যায়। (সকলের হাস্য)।

অন্য খাবার প'ড়লে আরো ক'মতে থাকে। দই পাতে পাতে প'ড়লে কেবল সুপ্ সাপ্। ক্রমে ক্রমে খাওয়া হ'য়ে গেলেই নিদ্রা।

"ঈশ্বরকে যত লাভ হবে, ততই বিচার কমবে! তাঁকে লাভ হ'লে, আর শব্দ—বিচার—থাকে না। তখন নিদ্রা—সমাধি!

এই বলিয়া নরেন্দ্রের গায়ে হাত বুলাইয়া, মুখে হাত দিয়া আদর করিতেছেন, ও বলিতেছেন, 'হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ'।

কেন এরূপ করিতেছেন ও বলিতেছেন? ঠাকুর রামকৃষ্ণ কি নরেন্দ্রের মধ্যে সাক্ষাৎ নারায়ণ দর্শন করিতেছেন? এরই নাম কি মানুষে ঈশ্বরদর্শন?

কি আশ্চর্য্য? দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের সংজ্ঞা যাইতেছে! ঐ দেখ, বহির্জগতের হুঁস চলিয়া যাইতেছে। এরি নাম বুঝি অর্দ্ধবাহ্যদশা—যাহা শ্রীগৌরাঙ্গের হইত। এখনো নরেন্দ্রের পায়ের উপর হাত—যেন ছল করিয়া নারায়ণের পা টিপিতেছেন—আবার গায়ে হাত বুলাইতেছেন। অ্যাতো গা টেপা, পা টেপা, কেন? একি নারায়ণের সেবা ক'রছেন, না শক্তি সঞ্চার ক'রছেন? দেখিতে দেখিতে আরো ভাবান্তর হইতেছে। এই-আবার নরেন্দ্রের কাছে হাতজোড় ক'রে কি বল্ছেন।

ব'লছেন—'একটা গান (গা)—তা'হলে ভাল হ'ব;—উঠতে পারবো কেমন ক'রে!—গোরা প্রেমে গর্গর মাতোয়ারা (নিতাই আমার)—

কিয়ৎক্ষণ আবার অবাক্; চিত্রপুত্তলিকার মত চুপ ক'রে রহিলেন। আবার ভাবে মাতোয়ারা হ'য়ে ব'লছেন—

"দেখিস্ রাই যমুনায় যে পড়ে যাবি—কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী!" আবার ভাবে বিভোর! বলিতেছেন;—

"সখি! সে বন কত দূর!
(যে বনে আমার শ্যাম সুন্দর)
(ঐ যে কৃষ্ণ-গন্ধ পাওয়া যায়)
(আমি চলিতে যে নারি)"

এখন জগৎ ভুল হ'য়েছে—কাহাকেও মনে নাই—নরেন্দ্র সম্মুখে, কিন্তু নরেন্দ্রকে আর মনে নাই—কোথায় ব'সে আছেন, কিছুই হুঁস নাই। এখন মন প্রাণ ঈশ্বরে গত হ'য়েছে! 'মদ্গত অন্তরাত্মা'।

'গোরা প্রেমে গর্গর মাতোয়ারা'!—এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ হুঙ্কার দিয়া দণ্ডায়মান! আবার বসিতেছেন; বসিয়া বলিতেছেন;—

"ঐ একটা আলো আস্‌ছে দেখ্‌তে পাচ্ছি—কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে আলোটা আস্‌ছে, এখনো বুঝতে পার্‌ছি না।

এইবার নরেন্দ্র গান গাইতেছেন—

গীত।

সব দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে—
মোহিলে প্রাণ।
সপ্ত লোক ভূলে শোক, তোমারে পাইয়ে—
কোথায় আমি অতি দীন হীন॥

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বহির্জগৎ ভুল হইয়া আসিতেছে। আবার নিমীলিত নেত্র। স্পন্দহীন দেহ। সমাধিস্থ।

সমাধিভঙ্গের পর বলিতেছেন, "আমাকে কে নিয়ে যাবে?" বালক যেমন সঙ্গী না দেখ্‌লে অন্ধকার দেখে, সেইরূপ!

অনেক রাত হইয়াছে। ফাল্গুন কৃষ্ণাদশমী—অন্ধকার রাত্রি। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে সেই কালীবাড়ীতে যাইবেন—গাড়ীতে উঠিলেন। ভক্তেরা গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া। তিনি উঠিতেছেন—অনেক সন্তর্পণে তাঁকে উঠানো হইতেছে। এখনো 'গর্গর মাতোয়ারা।'

গাড়ী চলিয়া গেল। ভক্তেরা—যে যার বাড়ী যাইতেছেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

[সেবকহৃদয়ে।]

মস্তকের উপরে তারকামণ্ডিত নৈশগগন—হৃদয়পটে অদ্ভুত রামকৃষ্ণছবি—স্মৃতিমধ্যে ভক্তের মজলিস—সুখস্বপ্নের ন্যায় নয়নপথে সেই প্রেমের হাট—কলিকাতার রাজপথে গৃহাভিমুখে ভক্তেরা যাইতেছেন। কেহ সরস বসন্তানিল সেবন করিতে করিতে সেই গানটী আবার গাইতে গাইতে যাচ্চেন,—

সব দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে—
মোহিলে প্রাণ।

মণি ভাব্‌তে ভাবতে যাচ্চেন, "সত্য সত্যই কি ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ ক'রে আসেন? তবে অবতার কি সত্য? অনন্ত ঈশ্বর চোদ্দ পোয়া মানুষ কি ক'রে হবেন? অনন্ত কি সান্ত হয়? বিচার তো অনেক হ'ল। কি বুঝ্‌লাম, বিচারের দ্বারা কিছুই বুঝ্‌লাম না!

"ঠাকুর রামকৃষ্ণ তো বেশ ব'ল্লেন,' যত ক্ষণ বিচার—তত ক্ষণ বস্তুলাভ হয় নাই, তত ক্ষণ ঈশ্বরকে পাওয়া যায় নাই।' তাও বটে! এই তো এক ছটাক বুদ্ধি; এর্ দ্বারা আর কি বুঝবো ঈশ্বরের কথা! একসের বাটীতে কি চার সের দুধ ধরে? তবে অবতারে বিশ্বাস কিরূপে হয়? ঠাকুর ব'ল্লেন, ঈশ্বর যদি দেখিয়ে দেন দপ্ ক'রে, তাহ'লে এক দণ্ডেই বুঝা যায়। Goethe মৃত্যুশয্যায় ব'লেছিলেন, "Light! More Light!" তিনি যদি দপ্ ক'রে আলো জেলে দেখিয়ে দেন! তবে—

"ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ"

"যেমন Palestineএ মূর্খ ধীবরেরা Jesusকে পূর্ণাবতার দেখেছিলেন, অথবা যেমন শ্রীবাসাদি ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণাবতার দেখেছিলেন।

"যদি দপ্ ক'রে তিনি না দেখান্ তা হ'লে উপায় কি? কেন? যে কালে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ব'ল্ছেন ও কথা, সে কালে অবতার বিশ্বাস ক'র্‌বো। তিনিই শিখিয়েছেন—বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস!—গুরুবাক্যে বিশ্বাস! আর

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হ'বনাকো পথহারা॥"

"আমার তাঁর বাক্যে—ঈশ্বরকৃপায়—বিশ্বাস হ'য়েছে—আমি বিশ্বাস ক'র্‌বো; অন্যে যা করে করুক—আমি এই দেবদুর্লভ বিশ্বাস কেন ছাড়্‌বো? বিচার থাক্। জ্ঞান চচ্চড়ি ক'রে কি আর একটী Faust হব? আবার কি গভীর রজনী মধ্যে বাতায়নপথে চন্দ্রকিরণ আসিবে, ও আর একজন Faust একাকী ঘরের মধ্যে 'হায়, কিছু জানিতে পারিলাম না, Science, Philosophy বৃথা অধ্যয়ন করিলাম, এই জীবনে ধিক্'; এই বলিয়া বিষের শিশি লইয়া আত্মহত্যা করিতে বসিবে? না আর এক জন Alastor অজ্ঞানের বোঝা বইতে না পেরে শিলাখণ্ডের উপর মাথা রেখে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে? না, আমার এ সব ভয়ানক পণ্ডিতদের মত এক ছটাক্ জ্ঞানের দ্বারা এ রহস্য ভেদ ক'র্‌তে যাবার প্রয়োজন নাই। আর, এক সের বাটীতে চার সের দুধ ধ'র্‌লো না ব'লে, মরিতে যাবারও দরকার নাই! বেশ কথা,—গুরুবাক্যে বিশ্বাস! হে ভগবন্, আমায় ঐ বিশ্বাস দাও, আর মিছামিছি ঘুরাইও না। যা হবার নয়, তা খুজ্‌তে যাওয়াইও না। আর ঠাকুর যা শিখিয়েছেন, 'যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়—অমলা, অহৈতুকী—ভক্তি; আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই! কৃপা ক'রে এই আশীর্ব্বাদ কর!"

আবার, ঠাকুর রামকৃষ্ণের অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে মণি সেই তমসাচ্ছন্ন রাত্রিমধ্যে রাজপথ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছেন। ভাবিতেছেন—"কি ভালবাসা! গিরীশ থিয়েটারে চ'লে যাবেন, তবু তাঁর বাড়ীতে যেতে হবে। শুধু তা নয়। এমনও ব'ল্‌ছেন না যে, 'সব ত্যাগ কর—আমার জন্য গৃহ, পরিজন, বিষয়কর্ম্ম সব ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস অবলম্বন কর'! বুঝেছি—এর মানে এই যে, সময় না হ'লে ছাড়লে কষ্ট হবে; ঠাকুর যেমন নিজে বলেন, ঘায়ের মাম্‌ড়ী—ঘা শুকুতে না শুকুতে ছিঁড়্‌লে, রক্ত প'ড়ে কষ্ট হয়; কিন্তু ঘা শুকিয়ে গেলে মাম্‌ড়ী আপনি খসে প'ড়ে যায়। সামান্য লোকে, যাদের অন্তর্দ্দৃষ্টি নাই—তারা বলে, এক্ষণি সংসার ত্যাগ কর। ইনি সদ্‌গুরু, অহেতুককৃপাসিন্ধু, প্রেমের সমুদ্র, জীবের কিসে মঙ্গল হয়, এই চেষ্টা নিশি দিন করিতেছেন।

"আর গিরীশের কি বিশ্বাস! দু দিন দর্শনের পরই ব'লেছিলেন, 'প্রভু তুমিই ঈশ্বর—মানুষ-দেহ ধারণ ক'রে এসেছ—আমার পরিত্রাণের জন্য।' গিরীশ ঠিক তো বলেছেন, ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ না ক'র্‌লে, ঘরের লোকের মত কে শিক্ষা দেবে; কে জানিয়ে দেবে যে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু; কে ধরায় পতিত দুর্ব্বল সন্তানকে হাতে ধ'রে তুলবে; কে কামিনীকাঞ্চনাসক্ত পাশবস্বভাবপ্রাপ্ত মানুষকে আবার পূর্ব্ববৎ অমৃতের অধিকারী ক'র্‌বে? আর তিনি মানুষরূপে সঙ্গে সঙ্গে না বেড়ালে, যাঁরা তদ্‌গতান্তরাত্মা যাঁদের ঈশ্বর বই আর কিছু ভাল লাগে না, তাঁরা কি ক'রে দিন কাটাবেন? তাই 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে!'

"কি ভালবাসা!—নরেন্দ্রের জন্য পাগল, নারাণের জন্য ক্রন্দন! বলেন 'এরা ও অন্যান্য ছেলেরা—রাখাল, ভব নাথ, পূর্ণ, বাবুরাম ইত্যাদি সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছে'! এ প্রেম তো মানুষ জ্ঞানে নয়; এ প্রেম দেখ্‌ছি ঈশ্বরপ্রেম! ছেলেরা শুদ্ধ-আত্মা, স্ত্রীলোক অন্যভাবে স্পর্শ করে নাই; বিষয় কর্ম্ম ক'রে, এদের লোভ অহঙ্কার হিংসা ইত্যাদি স্ফূর্ত্তি হয় নাই; তাই ছেলেদের ভিতর ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ। কিন্তু এ দৃষ্টি কার আছে? ঠাকুরের অন্তর্দ্দৃষ্টি; সমস্ত দেখিতেছেন—কে বিষয়াসক্ত; কে সরল, উদার, ঈশ্বর-ভক্ত। তাই এরূপ ভক্ত দেখ্‌লেই সাক্ষাৎ নারায়ণ ব'লে সেবা করেন। তাদের নাওয়ান্‌, খাওয়ান্‌, শোয়ান্‌, তাদের দেখিবার জন্য কাঁদেন; কলিকাতায় ছুটিয়া ছুটিয়া যান্‌; লোকের খোসামোদ ক'রে বেড়ান্‌, কলিকাতা

থেকে তাদের গাড়ী ক'রে আন্‌তে; গৃহস্থ ভক্তদেব সর্ব্বদা বলেন, ওদের নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াইও তা হ'লে তোমাদের ভাল হবে। একি মায়িক স্নেহ? না, বিশুদ্ধ ঈশ্বর-প্রেম? মাটির প্রতিমাতে এতো ষোড়শোপচারে ঈশ্বরের পূজা ও সেবা হয়; আর শুদ্ধনরদেহে কি হয় না? তা ছাড়া, এরাই ভগবানের প্রত্যেক লীলার সহায়! জন্ম জন্ম সাঙ্গোপাঙ্গ!

"নরেন্দ্রকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাহ্যজগৎ ভুলে গেলেন; ক্রমে দেহী নরেন্দ্রকে ভুলে গেলেন; (apparent man) বাহ্যিক মনুষ্যকে ভুলে গেলেন, (Real Man) প্রকৃত মনুষ্যকে দর্শন ক'র্‌তে লাগ্‌লেন; অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মন লীন হইল, যাঁকে দর্শন ক'রে কখন ও অবাক্ স্পন্দহীন হ'য়ে চুপ ক'রে থাকেন, কখন ও বা 'ওঁ' 'ওঁ' ব'লেন, কখন বা মা মা ক'রে বালকের মত ডাকেন। নরেন্দ্রের ভিতর তাঁকে বেশী প্রকাশ দেখেন। নরেন্দ্র নরেন্দ্র ক'রে পাগল!

"নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই, তার আর কি হ'য়েছে! ঠাকুরের দিব্যচক্ষু; তিনি দেখিলেন যে, এ অভিমান হ'তে পারে। তিনি যে বড় আপনার লোক, তিনি যে আপনার মা, পাতানো মা ত নন। তিনি কেন বুঝিয়ে দেন না, তিনি কেন দপ্‌ ক'রে আলো জ্বেলে দেখিয়ে দেন না! তাই বুঝি ঠাকুর ব'ল্লেন

'মান কয়লি ত কয়লি, আমরাও তোর মানে আছি।'

"আত্মীয় হ'তে যিনি পরমাত্মীয়, তাঁর উপর অভিমান ক'রবে না, ত কার উপর অভিমান ক'রবে। ধন্য নরেন্দ্রনাথ, তোমার উপর এই পুরুষোত্তমের এত ভালবাসা! তোমাকে দেখে এত সহজে ঈশ্বরের উদ্দীপন!"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই গভীর রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে ভক্তেরা গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

পঞ্চদশ খণ্ড।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীযুক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার সরকার, শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ ইত্যাদি ভক্তের সঙ্গে আনন্দ ও কথোপকথন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[গৃহস্থাশ্রমকথাপ্রসঙ্গে।]

আশ্বিন মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথি। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিন দিন ধরিয়া মহামায়ার পূজা মহোৎসব হইয়া গিয়াছে! দশমীতে বিজয়া ও তদুপলক্ষে পরস্পরের প্রেমালিঙ্গন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে কলিকাতার অন্তর্বর্ত্তী সেই শ্যামপুকুর নামক পল্লীতে বাস করিতেছেন। শরীরে কঠিন ব্যাধি, গলায় ক্যান্সার (Cancer)। বলরামের বাড়ীতে যখন ছিলেন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এ রোগ সাধ্য না অসাধ্য। কবিরাজ এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই, চুপ করিয়াছিলেন। ইংরাজী ডাক্তারেরাও রোগটি অসাধ্য, এ কথা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার—২২শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। শ্যামপুকুরস্থিত একটী দ্বিতল গৃহমধ্যে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ, একটী দুতালা ঘরের মধ্যে শয্যা রচনা হইয়াছে—তাহাতে উপবিষ্ট। ডাক্তার সরকার, শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ভক্তেরা সম্মুখে এবং চারিদিকে সমাসীন। ঈশান বড় দানী; পেন্সন লইয়াও দান করেন, ঋণ করিয়া দান করেন; আর সর্ব্বদাই ঈশ্বর চিন্তায় থাকেন। পীড়া শুনিয়া তিনি দেখিতে আসিয়াছেন। ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতে আসিয়া ছয় সাত ঘণ্টা করিয়া থাকেন, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে সাতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, ও ভক্তদের সহিত পরম আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করেন।

রাত্রি প্রায় ৭টা হইয়াছে। বাহিরে জ্যোৎস্না—পূর্ণাবয়ব নিশানাথ যেন চারিদিকে সুধা ঢালিয়াছেন। ভিতরে দীপালোক, ঘরে অনেক লোক। অনেকে মহাপুরুষ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সকলেই একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। শুনিবেন, তিনি কি বলেন। দেখিবেন, তিনি কি করেন।

ঈশানকে দেখিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

[নির্লিপ্ত সংসারী।]

"যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে, সে ধন্য, সে বীরপুরুষ। যেমন কারু মাথায় দু মোন বোঝা আছে, আর বর যাচ্চে। মাথায় বোঝা—তবুও সে বর দেখ্‌ছে। খুব শক্তি না থাক্‌লে হয় না।

"যেমন পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে একটুও পাঁক নাই! পান-কৌটী জলে সর্ব্বদা ডুব মারে, কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই আর গায়ে জল থাকে না।

[নির্লিপ্ত হ'বার উপায়।]

"কিন্তু সংসারে নির্লিপ্তভাবে থাক্‌তে গেলে, কিছু সাধন করা চাই। দিন কতক নির্জ্জনে থাকা দরকার, তা এক বছর হোক, ছমাস হোক, তিন মাস হোক বা একমাস হোক। সেই নির্জ্জনে ঈশ্বরচিন্তা ক'রতে হয়, সর্ব্বদা তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে ভক্তির জন্য প্রার্থনা ক'রতে হয়। আর মনে মনে ব'ল্‌তে হয়, 'আমার এ সংসারে কেউ নাই, যাদের আপনার বলি, তারা দু'দিনের জন্য! ভগবান আমার একমাত্র আপনার লোক, তিনিই আমার সর্ব্বস্ব; হায়! কেমন ক'রে তাঁরে পাব!'

"ভক্তি লাভের পর সংসার করা যায়। যেমন হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গলে হাতে আর আটা লাগে না।

"সংসার জলের স্বরূপ, আর মানুষের মনটী যেন দুধ। জলে যদি দুধ রাখ্‌তে যাও, দুধে জলে এক হ'য়ে যাবে। তাই নির্জ্জন স্থানে দই পাত্তে হয়। দই পেতে মাখন তুলতে হয়। মাখন তুলে যদি জলে রাখ, তা হ'লে জলে মিশ্‌বে না; নির্লিপ্ত হ'য়ে ভাস্‌তে থাক্‌বে।

"ব্রহ্মজ্ঞানীরা আমায় ব'লেছিল, মহাশয়! আমাদের জনক রাজার মত। তাঁর মত নির্লিপ্তভাবে আমরা সংসার কোরবো। আমি বল্লুম, নির্লিপ্তভাবে সংসার করা বড় কঠিন, মুখে বল্লেই জনকরাজা হওয়া যায় না। জনকরাজা

হেঁটমুণ্ড হ'য়ে, উর্দ্ধ পদ ক'রে, কত তপস্যা করেছিলেন। তোমাদের হেঁটমুণ্ড বা উর্দ্ধ পদ হ'তে হবে না, কিন্তু সাধন চাই; নির্জ্জনে বাস চাই। নির্জ্জনে জ্ঞানলাভ, ভক্তিলাভ ক'রে, তবে গিয়ে সংসার ক'রতে হয়। দই নির্জ্জনে পাত্তে হয়। ঠেলাঠেলি নাড়ানাড়ি ক'রলে দই বসে না।

"জনক নির্লিপ্ত ব'লে তাঁর একটী নাম বিদেহ—কি না, দেহে দেহবুদ্ধি নাই। সংসারে থেকেও জীবন্মুক্ত হ'য়ে বেড়াতেন। কিন্তু দেহবুদ্ধি যাওয়া অনেক দূরের কথা। খুব সাধন চাই।

"জনক ভারী বীর পুরুষ। দুখানা তরবার ঘুরুতেন। একখানা জ্ঞান, একখানা কর্ম্ম।

[সংসার আশ্রমের জ্ঞান ও সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞান।]

"যদি বল, সংসার আশ্রমের জ্ঞানী আর সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞানী এ দুয়ের তফাৎ আছে কি না। তার উত্তর এই যে, দুইই এক জিনিষ। এটীও জ্ঞান উটীও জ্ঞান—এক জিনিস। তবে সংসারে জ্ঞানীরও ভয় আছে। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর থাকৃতে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাকতে গেলে যত সিয়ানই হও না কেন, কাল দাগ একটু না একটু গায়ে লাগ্‌বে।

"মাখম তুলে যদি নূতন হাঁড়িতে রাখ, মাখম নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে না। যদি ঘোলের হাঁড়িতে রাখ, তা হ'লে সন্দেহ হয়। (সকলের হাস্য।)

"খই যখন ভাজা হয়, দুচারটে খই খোলা থেকে টপ্‌টপ্ ক'রে লাফিয়ে পড়ে। সেগুলি যেন মল্লিকা ফুলের মত, গায়ে একটুও দাগ থাকে না। খোলার উপর যে সব খই থাকে, সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের মত হয় না, একটু গায়ে দাগ থাকে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞানলাভ করে, তবে ঠিক এই মল্লিকে ফুলের মত দাগশূন্য হয়। আর জ্ঞানের পর সংসার খোলায় থাকলে একটু গায়ে লাল্‌চে দাগ হোতে পারে। (সকলের হাস্য)।

"জনকরাজার সভায় একটি ভৈরবী এসেছিল। স্ত্রীলোক দেখে জনকরাজা হেঁটমুখ হ'য়ে, চোখ নীচু ক'রে ছিলেন। ভৈরবী তাই দেখে ব'লেছিল, 'হে জনক! তোমার এখনও স্ত্রীলোক দেখে ভয়!' পূর্ণজ্ঞান হ'লে পাঁচ বছরের ছেলের স্বভাব হয়—তখন স্ত্রীপুরুষ ব'লে ভেদবুদ্ধি থাকে না।

"যাই হোক, যদিও সংসারের জ্ঞানীর গায়ে দাগ থাকতে পারে, সে দাগে কোনও ক্ষতি হয় না। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বটে, কিন্তু আলোর ব্যাঘাত হয় না।

[জ্ঞানের পর কর্ম্ম লোকসংগ্রহার্থ।]

"কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর লোক শিক্ষার জন্য কর্ম্ম করে, যেমন জনক ও নারদাদি। লোক-শিক্ষার জন্য শক্তি থাকা চাই। ঋষিরা নিজের নিজের জ্ঞানের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। নারদাদি আচার্য্য লোকের হিতের জন্য বিচরণ ক'রে বেড়াতেন। তাঁরা বীর পুরুষ।

"হাবাতে কাঠ যখন ভেসে যায়, পাখী একটা বস্‌লে ডুবে যায়, কিন্তু বাহাদুরি কাঠ যখন ভেসে যায়, তখন গরু, মানুষ, এমন কি, হাতী পর্য্যন্ত তার উপর যেতে পারে। Steam Boat আপনিও পারে যায়, আবার কত মানুষকে পার ক'রে দেয়।

"নারদাদি আচার্য্য বাহাদুরি কাঠের মত, Steam Boatএর মত"।

"কেউ খেয়ে গামছা দিয়ে মুখ পুঁছে ব'সে থাকে, পাছে কেউ টের পায়। (সকলের হাস্য।)" আবার কেউ কেউ একটী আম পেলে, কেটে একটু একটু সকলকে দেয়, আর আপনিও খায়।

"নারদাদি আচার্য্য সকলের মঙ্গলের জন্য জ্ঞানলাভের পরও ভক্তি নিয়ে ছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। যুগধর্ম্মকথাপ্রসঙ্গে।]

ডাক্তার। জ্ঞানে মানুষ অবাক হয়, চক্ষু বুজে যায়, আর চক্ষে জল আসে। তখন ভক্তির দরকার হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তি মেয়েমানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বারবাড়ী পর্য্যন্ত যায়। (সকলের হাস্য)।

ডাক্তার। কিন্তু অন্তঃপুরে যাকে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। বেশ্যারা ঢুকতে পারে না। জ্ঞান চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক পথ জানে না, কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তাঁকে জানবার ইচ্ছা আছে—এরূপ লোক কেবল ভক্তির জোরে ঈশ্বর লাভ করে। একজন ভারি ভক্ত জগন্নাথ দর্শন ক'র্‌তে বেরিয়েছিল, পুরীর কোন পথ সে জানতো না—দক্ষিণ দিকে না গিয়ে পশ্চিম দিকে গিছ্‌লো। পথ ভুলেছিল বটে, কিন্তু ব্যাকুল হ'য়ে লোকদের জিজ্ঞাসা ক'র্‌ত। তারা ব'লে দিল, 'এ পথ নয়,

ঐ পথে যাও।' ভক্তটী শেষে পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন ক'রলে। দেখ, না জান্‌লেও কেউ না কেউ ব'লে দেয়।

ডাক্তার। সে ভুলে তো গিছিল!

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তা হয় বটে, কিন্তু শেষে পায়।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার।

[ঈশ্বর সাকার না নিরাকার ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি সাকার আবার নিরাকার। একজন সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন ক'র্‌তে গিছিল। জগন্নাথ দর্শন ক'রে সন্দেহ হ'ল ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। হাতে দণ্ড ছিল, সেই দণ্ড দিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, জগন্নাথের গায়ে ঠ্যাকে কি না। একবার এ ধার থেকে ও ধারে দণ্ডটী নিয়ে যাবার সময় দেখলে, যে জগন্নাথের গায়ে ঠেকল না—ভ্যাখে যে সেখানে ঠাকুরের মূর্ত্তি নাই। আবার দণ্ড এ ধার থেকে ও ধারে নিয়ে যাবার সময় বিগ্রহের গায়ে ঠেকল। তখন সন্ন্যাসী বুঝল যে, ঈশ্বর নিরাকার, আবার সাকার।

"কিন্তু এটী ধারণা করা বড় শক্ত। যিনি নিরাকার, তিনি আবার সাকার কিরূপে হবেন? এ সন্দেহ মনে উঠে। আবার যদি সাকার হন, তো নানা রূপ কেন?

ডাক্তার। যিনি আকার ক'রেছেন, তিনি সাকার। তিনি আবার মন ক'রেছেন, তাই তিনি নিরাকার। তিনি সবই হ'তে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে লাভ না ক'র্‌তে পার্‌লে, এ সব বুঝা যায় না। সাধকের জন্য তিনি নানাভাবে নানারূপে দেখা দেন। একজনের এক গাম্‌লা রঙ্‌ ছিল। অনেকে তার কাছে কাপড় রঙ্‌ করাতে আস্‌তো। সে লোকটী জিজ্ঞাসা ক'রতো, 'তুমি কি রঙে ছোপাতে চাও।' এক জন হয়তো ব'ল্লে, 'আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই।' অমনি সেই লোকটী গামলার রঙে সেই কাপড়খানি ছুপিয়ে ব'লতো, 'এই নাও তোমার লাল রঙে ছোপান কাপড়।' আর এক জন হয়ত ব'ল্লে, আমার হলদে রঙে ছোপান চাই!' অমনি সেই লোকটী সেই গামলায় কাপড়খানি ডুবিয়ে ব'লতো, 'এই নাও তোমার হলদে রঙ। নীলরঙে ছোপাতে চাইলে, আবার সেই একই গামলায় ডুবিয়ে সেই কথা, 'এই নাও তোমার নীল রঙে ছোপান কাপড়'। এই রকমে যে যে রঙে ছোপাতে চাইতো, তার কাপড় সেই রঙে, সেই একই গামলা হ'তে ছোপান হ'ত। এক জন লোক এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখছিল। যার গামলা, সে জিজ্ঞাসা

ক'রলে, কেমন হে! তোমার কি রঙে ছোপাতে হবে?' তখন সে ব'ল্লে, 'ভাই! তুমি যে রঙে রঙেছ, আমায় সেই রঙ দাও।' (সকলের হাস্য)।

"এক জন বাহ্যে গিছিল—দেখলে গাছের উপর একটী সুন্দর জানোয়ার র'য়েছে। সে এসে আর একজনকে ব'ল্লে, 'ভাই! অমুক গাছে আমি একটী লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলুম।' সে লোকটী ব'ল্লে, 'আমিও দেখে এসেছি, তা সে লাল রঙ হ'তে যাবে কেন, সে যে সবুজ রঙ!' আর একজন ব'ল্লে, 'না, না, সে সবুজ হ'তে যাবে কেন, সে যে হল্‌দে!' এইরূপে আরও কেউ কেউ ব'ল্লে বেগুনি, নীল, কাল ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক ব'সে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে ব'ল্লে, 'আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটীকে বেশ জানি। তোমরা যা যা ব'ল্‌ছো, সব সত্য, সে কখনও লাল, কখনও সবুজ, কখনও হলদে, কখনও নীল, আরও সব কত কি হয়। আবার কখন দেখি, কোন রঙই নাই!'

"যে ব্যক্তি সদা সর্ব্বদা ঈশ্বরচিন্তা ক'রে, সেই জান্‌তে পারে, তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে, ঈশ্বর নানারূপে দেখা দেন। নানা ভাবে দেখা দেন। তিনি সগুণ আবার নির্গুণ (the Absolute)। যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে, বহুরূপীর নানা রঙ, আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া ক'রে কষ্ট পায়।

"তিনি সাকার, তিনি নিরাকার। কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। কুল-কিনারা নাই। ভক্তিহিমে এই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হ'য়ে যায়—যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে, অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে* কখন কখন সাকার রূপ হ'য়ে, দেখা দেন। আবার জ্ঞানসূর্য্য উঠ্‌লে সে বরফ গ'লে যায়।

ডাক্তার। সূর্য্য উঠ্‌লে বরফ গ'লে জল হয়; আবার জানেন, জল আবার নিরাকার বাষ্প হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অর্থাৎ 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই বিচারের পর সমাধি হ'লে রূপ টুপ উড়ে যায়। তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Personal God) ব'লে বোধ হয় না। কি তিনি, মুখে বলা যায় না। কে ব'লবে? যিনি ব'লবেন, তিনিই নাই। তিনি তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না। তখন ব্রহ্ম

* সাক্ষাৎ—ব্যক্ত (Personal God)।

নির্গুণ (the Absolute)। তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন। মন, বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না (the Unknown and the Unknowable.)।

"তাই বলে, ভক্তি—চন্দ্র ; জ্ঞান—সূর্য্য। শুনেছি, খুব উত্তরে আর দক্ষিণে সমুদ্র আছে। এত ঠাণ্ডা যে, জল জমে মাঝে মাঝে বরফের চাঁই হয়। জাহাজ চলে না। সেখানে গিয়ে আটকে যায়।

ডাক্তার। ভক্তিপথে মানুষ আটকে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তা যায় বটে, কিন্তু তাতে হানি হয় না, কেন না, সেই সচ্চিদানন্দ সাগরের জলই জমাট বেঁধে বরফ হ'য়েছে। যদি আরও বিচার ক'রতে চাও, যদি 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই বিচার কর, তাতেও ক্ষতি নাই। জ্ঞানসূর্য্যে বরফ গলে যাবে ;—তবে সেই সচ্চিদানন্দ সাগরই রইল।

[কাঁচা আমি ও পাকা আমি ; ভক্তের আমি।]

"জ্ঞান বিচারের শেষে সমাধি হ'লে, আমি টামি কিছু থাকে না। কিন্তু সমাধি হওয়া বড় কঠিন। 'আমি' কোনমতে যেতে চায় না। আর যেতে চায় না বলে, ফিরে ফিরে এই সংসারে আস্‌তে হয়।

"গরু হাম্বা হাম্বা (আমি, আমি) করে, তাই এত দুঃখ। সমস্ত দিন লাঙ্গল দিতে হয়—গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই। কিম্বা তাকে কসাইয়ে কাটে। তাতেও নিস্তার নাই। চামারে চামড়া করে, জুতো তৈয়ার করে। অবশেষে নাড়ী ভুড়ী থেকে তাঁত হয়। ধুনুরির হাতে পড়ে যখন তুঁহু তুঁহু (তুমি, তুমি) করে তখন নিস্তার হয়!

"যখন জীব বলে, 'নাহং' 'নাহং' আমি কেহ নই, আমি কর্ত্তা নই, হে ঈশ্বর! তুমি কর্ত্তা, আমি দাস তুমি প্রভু, তখন নিস্তার, তখনই মুক্তি।

ডাক্তার। কিন্তু ধুনুরির হাতে পড়া চাই (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি একান্ত 'আমি' না যায়, থাক্ শালা 'দাস আমি' হ'য়ে। (সকলের হাস্য)।

"সমাধির পর কাহারও কাহারও 'আমি' থাকে—দাস আমি, ভক্তের আমি। শঙ্করাচার্য্য 'বিদ্যার আমি' লোকশিক্ষার জন্য রেখে দিছিলেন।

" 'দাস আমি,' 'বিদ্যার আমি,' 'ভক্তের আমি,' এরই নাম 'পাকা আমি।'

" 'কাঁচা আমি' কি জান? আমি কর্ত্তা, আমি এত বড় লোকের ছেলে, আমি বিদ্বান্, আমি ধনবান্, আমাকে এমন কথা বলে? এই সব ভাব। যদি কেউ বাড়ীতে চুরি করে, তাকে যদি ধ'রতে পারে, তা হ'লে প্রথমে

সব জিনিষ পত্র কেড়ে নেয়; তার পর উত্তম মধ্যম মারে, তার পর পুলিসে দেয়। বলে, 'কি! জানে না, কার চুরি করেছে!'

[বালকের আমি।]

"ঈশ্বর লাভ হ'লে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়। 'বালকের আমি' আর 'পাকা আমি।' বালক কোন গুণের বশ নয়। ত্রিগুণাতীত। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ কোন গুণের বশ নয়। দেখ ছেলে তমোগুণের বশ নয়। এই মাত্র ঝগড়া মারামারি ক'র্‌লে, আবার তৎক্ষণাৎ তারই গলা ধরে কত ভাব, কত খেলা! আবার রজোগুণেরও বশ নয়। এই খেলা-ঘর পাত্‌লে, কত বন্দোবস্ত, আবার কিছুক্ষণ পরেই সব প'ড়ে রইলো; মার কাছে ছুটেছে। হয় ত একখানি সুন্দর কাপড় প'রে বেড়াচ্চে। খানিক ক্ষণ পরে কাপড় খুলে প'ড়ে গেছে। হয় কাপড়ের কথা একেবারে ভুলে গেল—নয়, বগলদাবায় ক'রে বেড়াচ্চে! (হাস্য।)

"যদি ছেলেটীকে বল, 'বেশ কাপড়খানি, কার কাপড় রে?' সে বলে 'আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে।' যদি বল, 'লক্ষ্মী ছেলে আমায় কাপড়খানি দাও না।' সে বলে, 'না, আমার কাপড়, আমায় বাবা দিয়েছে; না, আমি দোব না।' তার পর ভুলিয়ে একটী পুঁতুল কি একটি বাঁশি যদি হাতে দাও, তা হ'লে পাঁচ টাকা দামের কাপড়খানা তোমায় দিয়ে চ'লে যাবে। আবার পাঁচ বছরের ছেলের সত্ত্বগুণেরও আঁট নাই। এই পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে কত ভালবাসা, এক দণ্ড না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারে না। কিন্তু বাপ মার সঙ্গে যখন অন্য জায়গায় চ'লে গেল, তখন নূতন খেলুড়ে হ'ল। তাদের উপর তখন সব ভালবাসা প'ড়্‌লো; পুরাণো খেলুড়েদের এক রকম একেবারে ভুলে গেল। তার পর জাত অভিমান নাই। মা ব'লে দিয়েছে, ও তোর দাদা হয়, তা সে ষোল আনা জানে যে, এ আমার ঠিক দাদা। তা এক জন যদি বামুনের ছেলে হয়, আর এক জন যদি কামারের ছেলে হয়, তো একপাতে ব'সে ভাত খাবে। আর শুচি অশুচি নাই, হেগো পোঁদে খাবে। আবার লোক লজ্জা নাই, ছোঁচাবার পর যাকে তাকে পেছন ফিরে বলে—দেখ দেখি, আমার ছোঁচান হ'য়েছে কি না?

"আবার 'বুড়োর আমি' আছে (ডাক্তারের হাস্য)। বুড়োর অনেকগুলি পাশ। জাতি, অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ইত্যাদি। বিষয় বুদ্ধি, পাটোয়ারি, কপটতা। যদি কারুর উপর আক্রোশ হয়, তো সহজে যায় না, হয়তো যত দিন

বাঁচে, তত দিন যায় না। তার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার; এই সব। 'বুড়োর আমি' কাঁচা আমি।

[জ্ঞান কাহাদের হয় না।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। চার পাঁচ জনের জ্ঞান হয় না। যার বিদ্যের অহঙ্কার, যার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, যার ধনের অহঙ্কার, তার জ্ঞান হয় না। এ সব লোককে যদি বলা যায় যে, অমুক জায়গায় বেশ একটী সাধু আছে, দেখ্‌তে যাবে? তারা অমনি নানা ওজর ক'রে বলে, যাব না। আর মনে মনে বলে, আমি এত বড় লোক, আমি যাব?

[সত্ত্বগুণ ও ঈশ্বরলাভ; ইন্দ্রিয় সংযমের উপায়।]

"তমোগুণের স্বভাব অহঙ্কার। অহঙ্কার অজ্ঞান থেকে হয়, তমোগুণ থেকে হয়।

"পুরাণে আছে, রাবণের রজোগুণ, কুম্ভকর্ণের তমোগুণ, বিভীষণের সত্ত্বগুণ। তাই বিভীষণ রামচন্দ্রকে লাভ করেছিলেন। তমোগুণের আর একটী লক্ষণ—ক্রোধ। ক্রোধে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। হনুমান লঙ্কা পুড়ালেন, এ জ্ঞান নাই যে সীতার কুটীর নষ্ট হবে।

"আবার তমোগুণের আর একটী লক্ষণ, কাম। পাথুরেঘাটার গিরীন্দ্র ঘোষ ব'লেছিল, কাম ক্রোধাদি রিপু এরা তো যাবে না, এদের মোড় ফিরিয়ে দাও। ঈশ্বরের কামনা কর। সচ্চিদানন্দের সহিত রমণ কর। আর ক্রোধ যদি না যায়, তবে ভক্তির তমঃ আন। কি! আমি দুর্গানাম ক'রেছি, উদ্ধার হ'ব না? আমার আবার পাপ কি? আমার আবার বন্ধন কি? তার পর ঈশ্বর লাভ করবার লোভ কর। ঈশ্বরের রূপে মুগ্ধ হও। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ছেলে, যদি অহঙ্কার ক'র্‌তে হয়, তো এই অহঙ্কার কর। এই রকমে ছয় রিপুর মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়।

ডাক্তার। ইন্দ্রিয় সংযম করা বড় শক্ত। ঘোড়ার চক্ষের দুদিকে ঠুলি দাও। কোন কোন ঘোড়ার চক্ষু একেবারে বন্ধ ক'র্‌তে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর যদি একবার কৃপা হয়, ঈশ্বরের যদি একবার দর্শন লাভ হয়, আত্মার যদি একবার সাক্ষাৎকার হয়, তা হ'লে আর কোন ভয় নাই—তখন ছয় রিপু আর কিছু করতে পারবে না।

"নারদ, প্রহ্লাদ এই সব নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষদের অত ক'রে চক্ষের দুদিকে ঠুলি দিতে হয় না। যে ছেলে নিজে বাপের হাত ধ'রে মাঠের

আলপথে চ'ল্‌ছে, সে ছেলে বরং অসাবধান হ'য়ে বাপের হাত ছেড়ে দিয়ে খানায় প'ড়্‌তে পারে। কিন্তু বাপ যে ছেলের হাত ধরে, সে কখনও খানায় পড়ে না।

ডাক্তার। কিন্তু বাপ ছেলের হাত ধরা ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা নয়। মহাপুরুষদের বালক স্বভাব। ঈশ্বরের কাছে তারা সর্ব্বদাই বালক। তাদের অহংকার থাকে না। তাদের সব শক্তি ঈশ্বরের শক্তি, বাপের শক্তি, নিজের কিছুই নয়। এইটী তাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

[বিচার ও আনন্দপথ ; জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।]

ডাক্তার। আগে ঘোড়ার চক্ষের দুই দিকে ঠুলি না দিলে, ঘোড়া কি এগুতে চায়? রিপু বশ না হ'লে, কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি যা ব'ল্‌ছো, ওকে বিচার পথ বলে—জ্ঞানযোগ বলে। ও পথেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। জ্ঞানীরা বলে আগে চিত্তশুদ্ধি হওয়া দরকার। আগে সাধন চাই, তবে জ্ঞান হবে।

"আবার ভক্তিপথেও তাঁকে পাওয়া যায়। যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, যদি তাঁর নামগুণগান করতে ভাল লাগে, তাহ'লে ইন্দ্রিয় সংযম আর চেষ্টা ক'রে ক'র্‌তে হয় না। রিপুবশ আপনা আপনি হ'য়ে যায়।

"যদি কারও পুত্র-শোক হয়, সে দিন সে কি আর লোকের সঙ্গে ঝগড়া ক'র্‌তে পারে, না নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে? সে কি লোকের সাম্‌নে অহংকার ক'রে বেড়াতে পারে, না সুখ-সম্ভোগ ক'র্‌তে পারে? বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখ্‌তে পায়, তা হ'লে কি সে আর অন্ধকারে থাকে?

ডাক্তার (সহাস্যে)। তা পুড়েই মরুক সেও স্বীকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না গো! ভক্ত কিন্তু বাদুলে পোকার মত পুড়ে মরে না। ভক্ত যে আলো দেখে ছুটে যায়, সে যে মণির আলো। মণির আলো খুব উজ্জ্বল বটে, কিন্তু স্নিগ্ধ আর শীতল। এ আলোতে গা পুড়ে না, এ আলোতে শান্তি হয়, আনন্দ হয়।

[জ্ঞানযোগ বড় কঠিন।]

"বিচারপথে, জ্ঞানযোগের পথে, তাঁকে পাওয়া যায়। কিন্তু এ পথ বড় কঠিন। আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই ; আমার রোগ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই ; আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমি সুখ দুঃখের অতীত, আমি ইন্দ্রিয়ের বশ নই, এ সব কথা মুখে বলা খুব সোজা। কাজ করা, ধারণা

হওয়া, বড় কঠিন। কাঁটাতে হাত কেটে যাচ্ছে, দর্‌দর্‌ ক'রে রক্ত পড়ছে অথচ বল্‌ছি, কই কাঁটায় আমার হাত কাটে নাই, আমি বেশ আছি! এ সব কথা বলা সাজে না। আগে ঐ কাঁটাকে জ্ঞানাগ্নি দিয়ে পোড়াতে হবে তো!

[বইপড়া জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য; ঠাকুরের শিক্ষাপ্রণালী।]

"অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিদ্যা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শুনা ভাল, শুনার চেয়ে দেখা ভাল। কাশীর বিষয়ে পড়া, কাশীর বিষয়ে শুনা, আর কাশী-দর্শন করা অনেক তফাৎ।

"আবার যারা নিজে সতরঞ্চ খেলে, তারা চাল তত বুঝে না; কিন্তু যারা না খেলে, উপর চাল ব'লে দেয়, তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক ঠিক হয়। সংসারী-লোক মনে করে, আমরা বড় বুদ্ধিমান। কিন্তু তারা বিষয়াসক্ত। নিজে খেল্‌ছে। নিজেদের চাল ঠিক বুঝ্‌তে পারে না। কিন্তু সংসারত্যাগী সাধু লোক বিষয়ে অনাসক্ত। তারা সংসারীদের চেয়ে বুদ্ধিমান। নিজে খেলে না, তাই উপর চাল ঠিক ব'লে দিতে পারে।

ডাক্তার (ভক্তদিগের প্রতি)। বই পড়লে এ ব্যক্তির (পরমহংসদেবের) এত জ্ঞান হ'তো না। Faraday communed with nature প্রকৃতিকে ফেরাডে নিজে দর্শন ক'র্‌তো, তাই অতো scientific truth discover করতে পেরেছিল। বই পড়ে বিদ্যা হ'লে অত হ'ত না। Mathematical formulæ only throw the brain into confusion. Original inquiryর পথে বড় বিঘ্ন এনে দেয়।

[ঈশ্বরপ্রদত্ত জ্ঞান ও মানুষের পাণ্ডিত্য (Divine Wisdom and book-learning)]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। যখন পঞ্চবটীতে মাটীতে প'ড়ে প'ড়ে আমি মাকে ডাক্‌তুম্‌, আমি মাকে ব'লেছিলাম, মা! আমায় দেখিয়ে দাও কর্ম্মীরা কর্ম্ম করে যা পেয়েছে, যোগীরা যোগ করে যা দেখেছে, জ্ঞানীরা বিচার ক'রে যা জেনেছে! আরও কত কি, তা কি ব'ল্‌বো!

"আহা! কি অবস্থাই গেছে! ঘুম যায়! এই বলিয়া পরমহংসদেব গান করিয়া বলিতে লাগিলেন;— গীত।

ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই,
যোগে-যাগে জেগে আছি।

এখন যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা,
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।

"আমি তো বই টই কিছুই পড়িনি, কিন্তু দেখ, মার নাম করি ব'লে, আমায় সবাই মানে। শম্ভুমল্লিক আমায় ব'লেছিল, 'ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, শান্তিরাম সিং।' (সকলের হাস্য)।

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষের বুদ্ধদেবচরিত অভিনয় কথা হইতে লাগিল। তিনি ডাক্তারকে নিমন্ত্রণ করাইয়া ঐ অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। ডাক্তার উহা দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

ডাক্তার (গিরীশের প্রতি)। তুমি বড় বদ্‌লোক! আমায় কি রোজ থিয়েটার যেতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। কি ব'ল্‌ছে, আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

মাষ্টার। ওঁর থিয়েটার বড় ভাল লেগেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[অবতার কথা প্রসঙ্গে।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)। তুমি কিছু বল না; এ (ডাক্তার) অবতার মান্‌ছে না!

ঈশান। আজ্ঞা, কি আর বিচার ক'র্‌বো! বিচার আর ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। কেন? সঙ্গত কথা ব'লবে না?

ঈশান (ডাক্তারের প্রতি)। অহংকারের দরুণ আমাদের বিশ্বাস কম। কাক ভূষণ্ডী রামচন্দ্রকে প্রথমে অবতার ব'লে মানে নাই। শেষ যখন সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক, দেবলোক, কৈলাস ভ্রমণ করে দেখ্‌লে যে, রামের হাত থেকে কোনরূপেই নিস্তার নাই, তখন নিজে ধরা দিল, রামের শরণাগত হলো। রাম তখন তাকে ধরে মুখের ভিতর নিয়ে গিলে ফেল্লেন। ভূষণ্ডী তখন দেখে যে, সে তার গাছে ব'সে রয়েছে।

"অহঙ্কার চূর্ণ হ'লে তবে কাক ভূষণ্ডী জান্‌তে পা'র্‌লে যে, রামচন্দ্র দেখতে আমাদের মত মানুষ বটে, কিন্তু তাঁরই উদরে ব্রহ্মাণ্ড। তাঁরই উদরের ভিতর আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, সমুদ্র, পর্ব্বত; আবার জীব জন্তু, গাছ ইত্যাদি।

[অবতার ও জীবের ক্ষুদ্র বুদ্ধি।]

[Limited Powers of the Conditioned.]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) ঐটুকু বুঝা শক্ত, তিনিই সরাট্, তিনিই বিরাট। যারই নিত্য, তারই লীলা। তিনি মানুষ হ'তে পারেন না, এ কথা জোর ক'রে আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি ব'ল্‌তে পারি? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ সব কথা কি ধারণা হ'তে পারে? এক সের ঘটীতে কি চার সের দুধ ধরে?

"তাই সাধু মহাত্মা যাঁরা ঈশ্বর লাভ ক'রেছেন, তাঁদের কথা বিশ্বাস ক'ত্তে হয়; সাধুরা ঈশ্বরচিন্তা নিয়ে থাকেন; যেমন উকীলরা মোকদ্দমা নিয়ে থাকে। তোমার কাক ভূষণ্ডীর কথা কি বিশ্বাস হয়?

ডাক্তার। যেটুকু ভাল, সেটুকু বিশ্বাস ক'ল্লুম। ধরা দিলেই চুকে যায়, কোন গোল থাকে না। রামকে অবতার কেমন ক'রে বলি? প্রথমে দেখ বালী-বধ। লুকিয়ে চোরের মত বাণ মেরে তাকে মেরে ফেলা হ'লো। এ তো মানুষের কাজ, ঈশ্বরের নয়।

গিরীশ ঘোষ। মহাশয়, এ কাজ ঈশ্বরই পারেন।

ডাক্তার। তার পর দেখ, সীতাবর্জ্জন।

গিরিশ। মহাশয়, এ কাজও ঈশ্বরই পারেন, মানুষ পারে না।

[Science, না মহাপুরুষের বাক্য?]

ঈশান (ডাক্তারের প্রতি)। আপনি অবতার মান্‌ছেন না কেন? এই আপনি বল্লেন, যিনি আকার ক'রেছেন তিনি সাকার, যিনি মন করেছেন তিনি নিরাকার। এই আপনি ব'ল্লেন, ঈশ্বরের কাণ্ড, সব হইতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। ঈশ্বর অবতার হ'তে পারেন, এ কথা যে ওর Scienceএ (ইংরাজি বিজ্ঞান শাস্ত্রে) নাই! তবে কেমন করে বিশ্বাস হয়? (সকলের হাস্য)।

"একটা গল্প শোন। একজন এসে ব'ল্লে ওহে! ও পাড়ায় দেখে এলুম, অমুকের বাড়ী হুড়্ মুড়্ ক'রে ভেঙ্গে প'ড়ে গেছে। যাকে ও কথা ব'ল্লে, সে ইংরাজী লেখা পড়া জানে। সে ব'ল্লে, দাঁড়াও, একবার খপরের কাগজখানা দেখি। খপরের কাগজ প'ড়ে দেখে, যে বাড়ীভাঙ্গার কথা কিছুই নাই! তখন সে ব্যক্তি ব'ল্লে, ওহে তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। কই, বাড়ীভাঙ্গার কথা ত খপরের কাগজে লেখে নাই! ও সব মিছে কথা। (সকলের হাস্য)।

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি)। আপনার শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর মান্‌তে হবে। আপনাকে মানুষ মান্‌তে দেব না। বল্‌তে হবে Demon or God. (হয় সয়তান নয় ঈশ্বর)।

[সরলতা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। সরল না হ'লে, ঈশ্বরে চট্‌ ক'রে বিশ্বাস হয় না। বিষয় বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দূর। বিষয়-বুদ্ধি থাকৃলে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, আর নানা রকম অহঙ্কার এসে পড়ে—পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, এই সব। (ভক্তদের প্রতি) ইনি (ডাক্তার) কিন্তু সরল।

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি)। মহাশয়, কি বলেন? কুরুটের কি জ্ঞান হয়?

ডাক্তার। রাম বলো! তাও কখন হয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশব সেন কি সরল ছিল! এক দিন ওখানে (রাসমণির কালীবাড়ীতে) গিছিল। অতিথিশালা দেখে বেলা চারটের সময় বলে, 'হাঁগা অতিথ-কাঙ্গালদের কখন খাওয়া হবে?' বিশ্বাস যত বাড়্‌বে, জ্ঞানও তত বাড়্‌বে। যে গরু বেছে বেছে খায়, সে ছিড়িক্‌ ছিড়িক ক'রে দুধ দেয়। আর যে গরু শাক পাতা, খোসা, ভূষী, জাব, যা দাও, গবগব ক'রে খায়, সে গরু হুড়হুড়্‌ ক'রে দুধ দেয়। (সকলের হাস্য।)

"বালকের মত বিশ্বাস না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। মা ব'লেছেন, 'ও তোর দাদা'; বালকের ওমনি বিশ্বাস যে, ও আমার ষোল আনা দাদা। মা ব'লেছেন, জুজু আছে; তো ষোল আনা বিশ্বাস যে, ও ঘরে জুজু আছে। এইরূপ বালকের ন্যায় বিশ্বাস দেখ্‌লে ঈশ্বরের দয়া হয়। সংসার বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

ডাক্তার (ভক্তদের প্রতি)। গরুর কিন্তু যা তা খেয়ে খুব দুধ হওয়া ভাল নয়। আমার একটা গরুকে ঐ রকম যা তা খেতে দিত। শেষে আমার ভারী ব্যারাম। তখন ভাব্‌লুম, এর কারণ কি? অনেক অনুসন্ধান ক'রে টের পেলুম, গরু খুদ, আরো কি কি খেয়েছিল। তখন মহা মুস্কিল। লক্ষ্ণৌ যেতে হোলো! শেষে বার হাজার টাকা খরচ! (সকলের হো হো করিয়া হাস্য)।

"কিসে কি হয় বলা যায় না। পাকপাড়ার বাবুদের বাড়ীতে সাত মাসের মেয়ের অসুখ ক'রেছিল—ঘুংড়ী কাসী (whooping-cough)। আমি দেখ্‌তে গি'ছিলাম। কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক ক'ত্তে পারি নাই। শেষে জান্‌তে পাল্লুম, গাধা ভিজেছিল; যে গাধার দুধ সেই মেয়েটী খেতো। (সকলের হাস্য)।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। কি বলে গো! তেঁতুলতলায় আমার গাড়ী গিছিলো, তাই আমার অম্বল হ'য়েছে! (ডাক্তারের ও সকলের হাস্য)।

ডাক্তার (হাসিতে হাসিতে)। জাহাজের কাপ্তেনের বড় মাথা ধরেছিল। তা ডাক্তারের পরামর্শ ক'রে জাহাজের গায়ে বেলেস্তারা (blister) লাগিয়ে দিল। (সকলের হাস্য)।

* * * *

[সাধুসঙ্গ ও ভোগবিলাসত্যাগ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। সাধুসঙ্গ সর্ব্বদাই দরকার। রোগ লেগেই আছে। সাধুরা যা বলেন, সেইরূপ ক'ত্তে হয়। শুধু শুন্‌লে কি হবে? ঔষধ খেতে হবে আবার আহারের কট্‌কেনা ক'ত্তে হবে। পথ্যের দরকার।

ডাক্তার। পথ্যেতেই সারে!

শ্রীরামকৃষ্ণ। বৈদ্য তিন প্রকার; উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে 'ঔষধ খেও হে' এই কথা বলে চ'লে যায়, সে অধম বৈদ্য—রোগী খেলে কি না, এ খবর সে লয় না। আর যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক ক'রে বুঝায়—যে মিষ্ট কথাতে বলে, 'ওহে। ঔষধ না খেলে, কেমন ক'রে ভাল হবে? লক্ষ্মীটী খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি খাও, সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য, রোগী কোনও মতে খেলে না দেখে, বুকে হাঁটু দিয়ে জোর ক'রে ঔষধ খাইয়ে দেয়, সে উত্তম বৈদ্য।

ডাক্তার। আবার এমন ঔষধ আছে, যাতে বুকে হাঁটু দিতে হয় না। যেমন হোমিওপ্যাথিক্।

শ্রীরামকৃষ্ণ। উত্তম বৈদ্য বুকে হাঁটু দিলে কোন ভয় নাই।

"বৈদ্যের মত আচার্য্যও তিন প্রকার। যিনি ধর্ম্ম উপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোন খপর লন না, সে আচার্য্য অধম। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বার বার বুঝান, যাতে উপদেশগুলি ধারণা ক'ত্তে পারে, অনেক অনুনয় বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান—তিনি মধ্যম থাকের আচার্য্য। আর যখন শিষ্যেরা কোনও মতে শুন্‌ছে না দেখে, কোনও আচার্য্য জোর পর্য্যন্ত করেন, তাঁরে বলি উত্তম আচার্য্য।

[স্ত্রীলোক ও সন্ন্যাসী; সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ। স্ত্রীলোকের পট পর্য্যন্ত সন্ন্যাসী দেখ্‌বে না। স্ত্রীলোক কিরূপ জান, যেমন

আচার তেঁতুল। মনে ক'ল্লে, মুখে জল সরে। আচার তেঁতুল সম্মুখে আনৃতে হয় না।

"কিন্তু এ কথা আপনাদের পক্ষে নয়—এ সন্ন্যাসীর পক্ষে। আপানারা যত দূর পার স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হ'য়ে থাকৃবে। মাঝে মাঝে নিৰ্জ্জন স্থানে গিয়ে ঈশ্বর চিন্তা ক'র্‌বে। সেখানে যেন ওরা কেউ না থাকে। তার পর ঈশ্বরেতে বিশ্বাস-ভক্তি এলে, অনেকটা অনাসক্ত হ'য়ে থাকৃতে পার্‌বে। দুই একটী ছেলে হ'লে স্ত্রীপুরুষ দুইজনে ভাই বোনের মত থাকৃবে, আর ঈশ্বরকে সর্ব্বদা প্রার্থনা ক'র্‌বে, যাতে ইন্দ্রিয়-সুখেতে মন না যায়, আর ছেলে পুলে না হয়। •

* * * *

গিরীশ (সহাস্যে, ডাক্তারের প্রতি)। আপনি এখানে তিন চার ঘণ্টা র'য়েছেন, কই, রোগীদের চিকিৎসা ক'ত্তে যাবেন না?

ডাক্তার। আর ডাক্তারি আর রোগী! যে পরমহংস হ'য়েছে, আমার সব গেল! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। দেখ, কর্ম্মনাশা ব'লে একটী নদী আছে। সে নদীতে ডুব দেওয়া এক মহা বিপদ। ডুব দিলে কর্ম্মনাশ হ'য়ে যায়,—সে ব্যক্তি আর কোন কর্ম্ম ক'ত্তে পারে না। (ডাক্তারের ও সকলের হাস্য)।

ডাক্তার (মাষ্টার, গিরীশ ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)। দেখ, আমি তোমাদেরই রইলুম। ব্যারামের জন্য যদি মনে কর, তা হলে নয়। তবে আপনার লোক ব'লে যদি মনে কর, তাহ'লে আমি তোমাদের। •

[অহৈতুকী ভক্তি।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। একটী আছে—অহৈতুকী ভক্তি। এটী যদি হয়, তাহ'লে খুব ভাল! প্রহ্লাদের অহৈতুকী ভক্তি ছিল। সেরূপ ভক্ত বলে, হে ঈশ্বর! আমি ধন, মান, দেহসুখ এ সব কিছুই চাই না। এই কর যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধাভক্তি হয়।

ডাক্তার। হাঁ, কালীতলায় লোকে প্রণাম ক'রে থাকে দেখিছি; ভিতরে কেবল কামনা—আমার চাকৃরী ক'রে দাও, আমার রোগ ভাল ক'রে দাও, এই সব।"

* * * *

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। যে অসুখ তোমার হ'য়েছে, লোকদের সঙ্গে কথা কওয়া হবে না। তবে আমি যখন আস্‌বো, আমার সঙ্গে কথা কইবে। (সকলের হাস্য)।

৩০

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই অসুখটা ভাল ক'রে দাও; দেখ, তাঁর নাম-গুণ ক'র্ত্তে পাই না।

ডাক্তার। ধ্যান ক'ল্লেই হলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি কথা! আমি এক ঘেয়ে কেন হবো? আমি পাঁচ রকম ক'রে মাছ খাই। কখন ঝালে, কখন ঝোলে, কখন অম্বলে, কখন বা ভাজায়। আমি কখন পূজা, কখন জপ, কখন বা ধ্যান, কখন বা তাঁর নাম গুণগান করি, কখন তাঁর নাম ক'রে নাচি।

ডাক্তার। আমিও একঘেয়ে নই।

* * * *

[অবতার না মানিলে কি দোষ আছে?]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। তোমার ছেলে অমৃত অবতার মানে না। তাতে দোষ কি? ঈশ্বরকে নিরাকার ব'লে বিশ্বাস থাকৃলেও তাঁকে পাওয়া যায়; আবার সাকার ব'লে বিশ্বাস থাকৃলেও তাঁকে পাওয়া যায়। তাঁতে বিশ্বাস থাকা আর শরণাগত হওয়া এই দুটী দরকার। মানুষতো অজ্ঞান, ভুল হ'তেই পারে। এক সের ঘটীতে কি চার সের দুধ ধরে? তবে যে পথেই থাকো, ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকা চাই। তিনি ত অন্তর্য্যামী—সে আন্তরিক ডাক শুন্‌বেনই শুন্‌বেন। ব্যাকুল হ'য়ে সাকারবাদীর পথেই যাও, আর নিরাকারবাদীর পথেই যাও, তাঁকেই (ঈশ্বরকেই) পাবে।

"মিছরীর রুটি সিধে ক'রেই খাও, আর আড় ক'রেই খাও। মিষ্ট লাগ্‌বে। তোমার ছেলে অমৃতটী বেশ।

ডাক্তার। সে তোমার চেলা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, ডাক্তারের প্রতি)। আমার কোন শালা চেলা নাই। আমিই সকলের চেলা। সকলেই ঈশ্বরের ছেলে, সকলেই ঈশ্বরের দাস— আমিও ঈশ্বরের ছেলে, আমিও ঈশ্বরের দাস।

"চাঁদা মামা সকলেরই মামা। (সভাস্থ সকলের আনন্দ ও হাস্য)।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

ষোড়শ খণ্ড।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, শ্রীযুক্ত ডাক্তার সরকার, শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি ভক্তের কথোপকথন ও আনন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ রবিবার, ১০ই কার্ত্তিক, কৃষ্ণাদ্বিতীয়া তিথি। ইংরাজি ২৫শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ কলিকাতাস্থ সেই শ্যামপুকুরের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। গলার পীড়া (Cancer) চিকিৎসা করিতে আসিয়াছেন। আজকাল ডাক্তার সরকার দেখিতেছেন।

মাষ্টারকে ডাক্তারের কাছে পরমহংসদেবের অবস্থা জানাইবার জন্য প্রত্যহ পাঠান হইয়া থাকে। আজ সকালে বেলা ৬॥০ টার সময় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেমন আছেন?" ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিলেন, "ডাক্তারকে ব'ল্‌বে, শেষরাত্রে একমুখ জল হয়; কাশি আছে," ইত্যাদি। "জিজ্ঞাসা ক'রবে, নাইবো কি না?"

মাষ্টার। সাতটার পর ডাক্তার সরকারের সঙ্গে দেখা করিলেন ও সমস্ত অবস্থা বলিলেন। ডাক্তারের বৃদ্ধ শিক্ষক ও দুই একজন বন্ধু উপস্থিত ছিলেন।

ডাক্তার (বৃদ্ধ শিক্ষকের প্রতি)। মহাশয়, রাত তিন্‌টে থেকে পরমহংসের ভাবনা আরম্ভ হ'য়েছে—ঘুম নাই। এখনও পরমহংস চ'ল্‌ছে। (সকলের হাস্য)।

ডাক্তারের একজন বন্ধু (ডাক্তারের প্রতি)। মহাশয়, শুন্‌তে পাই,

পরমহংসকে কেউ কেউ অবতার বলে। আপনি তো রোজ দেখ্‌ছেন, আপনার কি বোধ হয়?

ডাক্তার। As man, I have the greatest regard for him.

মাষ্টার (ডাক্তারের বন্ধুর প্রতি)। ডাক্তার মহাশয় তাঁকে অনুগ্রহ ক'রে অনেক দেখ্‌ছেন।

ডাক্তার। অনুগ্রহ!

মাষ্টার। আমাদের উপর অনুগ্রহ; পরমহংসদেবের উপর বল্‌ছি না।

ডাক্তার। তা নয় হে! তোমরা জানো না, আমার actual loss হ'চ্চে, রোজ রোজ দুই তিনটে callএ যাওয়াই হ'চ্চে না। তার পর দিন আপনিই রোগীদের বাড়ী যাই, আর ফি লই না—আপনি fee নেবো কেমন কোরে?

শ্রীযুক্ত ম—চক্রবর্ত্তীর কথা হইল। শনিবারে, যখন ডাক্তার পরমহংস-দেবকে দেখিতে যান, তখন চক্রবর্ত্তী উপস্থিত ছিলেন, ডাক্তারকে দেখিয়া তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, 'মহাশয়, আপনি ডাক্তারের অহঙ্কার বাড়াবার জন্য রোগ ক'রেছেন।"

মাষ্টার (ডাক্তারের প্রতি)। ম—চক্রবর্ত্তী আপনার এখানে আগে আসিতেন। আপনি বাড়ীতে ডাক্তারী science এর lecture দিতেন। তিনি শুন্‌তে আসতেন।

ডাক্তার। বটে? লোকটার কি তমো! দেখ্‌লে আমি নমস্কার ক'র্‌লুম as God's Lower Third? আর ঈশ্বরের ভিতর তো (স্বত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) সব গুণই আছে; তুমি ও কথাটা mark ক'রেছিলে, 'আপনি ডাক্তারের অহঙ্কার বাড়াবার জন্য রোগ করে ব'সেছেন'?

মাষ্টার। ম—চক্রবর্ত্তীর বিশ্বাস যে, পরমহংসদেব মনে ক'র্‌লে নিজে ব্যারাম আরাম ক'ত্তে পারেন।

ডাক্তার। ওঃ! তাকি হয়! আপনি ব্যারাম ভাল করা! আমরা ডাক্তার, আমরা তো জানি, ও cancer এর ভিতর কি আছে—আমরাই আরাম কর্‌তে পারি না—উনি তো কিছু জানেন না, উনি কি রকম ক'রে আরাম ক'রবেন!

(বন্ধুদের প্রতি) দেখুন, রোগ দুঃসাধ্য বটে, কিন্তু এরা সকলে তেমনি devoteeর মত সেবা ক'র্‌ছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[সেবক-সঙ্গে।]

মাষ্টার ডাক্তারকে আসিতে বলিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর, বেলা তিনটার সময় আবার ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন।

মাষ্টার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। ডাক্তার আজ বড় অপ্রতিভ ক'রেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি হ'য়েছে ?

মাষ্টার। আপনি 'হতভাগা ডাক্তারদের অহঙ্কার বাড়াবার জন্য রোগ ক'রে বসেছেন' এ কথা কাল শুনে গিছ্‌লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কে ব'লেছিল ?

মাষ্টার। ম—চক্রবর্ত্তী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তার পর ?

মাষ্টার। তা ম—চক্রবর্ত্তীকে বলে, 'তমোগুণী ঈশ্বর (God's Lower Third)। এখন ডাক্তার ব'ল্‌ছে, ঈশ্বরে সব গুণ (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) আছে (পরমহংসদেবের হাস্য)।

মাষ্টার। আবার আমায় বল্লে, রাত তিনটার সময় ঘুম ভেঙ্গে গেছে; আর পরমহংসের ভাবনা। বেলা ৮ টার সময় বলে, 'এখনো পরমহংস চ'ল্‌ছে!'

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। ও ইংরাজী প'ড়েছে, ওকে বল্‌বার যো নাই আমাকে চিন্তা কর ; তা আপনিই ক'র্‌ছে।

মাষ্টার। আবার বলে—As man I have the greatest regard for him, এর মানে এই, আমি তাঁকে অবতার বলি না, কিন্তু মানুষ বলে যতদূর সম্ভব আমার ভক্তি আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর কিছু কথা হ'লো ?

মাষ্টার। আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম, 'আজ ব্যারামের কি বন্দোবস্ত হবে ?' ডাক্তার ব'ল্লে, 'বন্দোবস্ত আর আমার মাথা আর মুণ্ডু ; আবার আজ যেতে হবে, আর কি বন্দোবস্ত!' (শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্য)। আরো ব'ল্লে, তোমরা জানো না যে, আমার কত টাকা লোক্‌সান রোজ হচ্চে, দুই তিন জায়গায় রোজ যেতে ভুল হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[বিজয়াদি ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে।]

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আসিলেন। সঙ্গে কয়েকটী ব্রাহ্মভক্ত। বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় অনেক দিবস ছিলেন। আপাততঃ পশ্চিমে অনেক তীর্থ ভ্রমণের পর সবে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন। আসিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অনেকে উপস্থিত ছিলেন, নরেন্দ্র, ম—চক্রবর্ত্তী, নবগোপাল, ভূপতি, লাটু, মাষ্টার, ছোট নরেন্দ্র ইত্যাদি অনেকগুলি ভক্ত।

ম—চক্রবর্ত্তী (বিজয়ের প্রতি)। মহাশয়, তীর্থ করে এলেন, অনেক দেশ দেখে এলেন, এখন কি দেখ্‌লেন বলুন।

বিজয়। কি ব'ল্‌বো! দেখ্‌ছি, যেখানে এখন ব'সে আছি, এই খানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা। কোন কোন জায়গায় এঁরই এক আনা কি দুই আনা, কোথায় চারি আনা, এই পর্য্যন্ত। এখানেই পূর্ণ ষোল আনা দেখ্‌ছি!

ম-চক্রবর্ত্তী। ঠিক ব'লেছেন, আবার ইনিই ঘোরান্ ইনিই বসান্।

* * * *

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদির প্রতি)। দেখ, বিজয়ের কি অবস্থা হ'য়েছে! লক্ষণ সব বদলে গেছে, যেন আউটে গেছে! আমি পরমহংসের ঘাড় ও কপাল দেখে চিন্‌তে পারি। বল্‌তে পারি, পরমহংস কি না।

ম-চক্রবর্ত্তী (বিজয়ের প্রতি)। মহাশয়! আপনার আহার কমে গেছে?

বিজয়। হাঁ, বোধ হয় গিয়েছে।

(শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আপনার পীড়ার কথা শুনে দেখ্‌তে এলাম। আবার ঢাকা থেকে—

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি?

বিজয় কোন উত্তর দিলেন না। খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

বিজয়। ধরা না দিলে ধরা শক্ত। এখানে ষোল আনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেদার * ব'ল্লে, অন্য জায়গায় খেতে পাই না—এখানে এসে পেটভরা পেলুম!

ম—চক্রবর্ত্তী। পেটভরা কি? উপ্‌চে প'ড়্‌ছে!

* শ্রীযুক্ত কেদার চাটুয্যে অনেক দিন ঢাকায় ছিলেন। ঈশ্বরের কথা পড়িলেই তাঁহার চক্ষু আর্দ্র হইত। এক জন পরম ভক্ত।

বিজয় (হাত জোড় করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। বুঝেছি আপনি কে! আর ব'ল্‌তে হবে না!

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভাবস্থ) যদি তা হ'য়ে থাকে, তো তাই।

বিজয়। বুঝেছি!

এই বলিয়া বিজয় ঠাকুর রামকৃষ্ণের পদমূলে পতিত হইলেন ও নিজের বক্ষে তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ঈশ্বরাবেশে বাহ্যশূন্য চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন।

এই প্রেমাবেশ, এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া, উপস্থিত ভক্তেরা কেহ কাঁদিতে লাগিলেন, কেহ স্তব করিতে লাগিলেন। যাঁহার যে মনের ভাব, তিনি সেই ভাবে একদৃষ্টে ঠাকুর রামকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কেহ তাঁহাকে পরম ভক্ত, কেহ সাধু, কেহ বা সাক্ষাৎ দেহধারী ঈশ্বরাবতার দেখিতে লাগিলেন। যাঁহার যেমন ভাব!

শ্রীযুক্ত ম—চক্রবর্ত্তী সাশ্রুনয়নে গাহিলেন—

দেখ দেখ প্রেমমূর্ত্তি—

ও মাঝে মাঝে যেন ব্রহ্মদর্শন করিতেছেন, এই ভাবে বলিতে লাগিলেন,—

"তুরীয়ং সচ্চিদানন্দম্ দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্।"

নবগোপাল কাঁদিতে লাগিলেন।

আর একটি ভক্ত গাহিল—

গীত।

জয় জয় পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য,
পরাৎপর তুমি সারাৎসার।
সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকর ভূমি,
মঙ্গলের তুমি, মূলাধার।
নানা রসযুত ভব, গভীর রচনা তব,
উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায়,
মহাকবি আদি করি, ছন্দে উঠে শশী রবি,
ছন্দে পুনঃ অস্তাচলে যায়।
তারকা কনক কুচি, জলদ অক্ষর রুচি,
গীত লেখা নীলাম্বর পাতে।

ছয় ঋতু সম্বৎসরে, মহিমা কীর্ত্তন করে,
সুখপূর্ণ চরাচর যাগে।
কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি,
বজ্র রবে রুদ্র তুমি ভীম ;
তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি,
ধ্যায় যুগযুগান্ত অসীম।
আনন্দে সবে আনন্দে, তোমার চরণ বন্দে,
কোটিচন্দ্র কোটি সূর্য্য তারা ;
তোমারি এ রচনারি, ভাব লয়ে নরনারী
হাহাকারে নেত্রে বহে ধারা।
মিলি সুর, নর, ঋতু, প্রণমে তোমায় বিভু,
তুমি সর্ব্ব-মঙ্গল-আলয় ;
দেও জ্ঞান, দেও প্রেম, দেও ভক্তি, দেও ক্ষেম,
দেও দেও ওপদে আশ্রয়।

সেই ভক্তটী আবার গাইলেন,—

ঝিঁঝিঁট—কীর্ত্তন।

(খয়রা) চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।
মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি।
বিবিধ বিলাস রসপ্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাবতরঙ্গ,
ডুবিছে উঠিছে করিছে রঙ্গ, নবীন নবীন রূপ ধরি।
(হরি হরি বলে)
মহাযোগে সমুদায় একাকার হইল,
দেশকাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল,
আশা পূরিল রে, আমার সকল সাধ মিটে গেল।
এখন আনন্দে মাতিয়া দুবাহু তুলিয়া, বলরে মন হরি হরি।
(ঝাঁপতাল।)
টুটল ভরম ভীতি ধরম করম নীতি
দূর ভেল জাতি কুলমান ;
কাঁহা হাম, কাঁহা হরি, প্রাণ মন চুরি করি,
বঁধুয়া করিলা পয়ান ;

(আমি কেনই বা এলাম গো, প্রেমসিন্ধুতটে,)
ভাবেতে হওল ভোর, অবহিঁ হৃদয় মোর,
নাহি যাত আপনা পসান ,
প্রেমদাস কহে হাসি, শুন সাধু জগবাসী,
এরসাহি নূতন বিধান।
(কিছু ভয় নাই ! ভয় নাই !)

অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন।

[ব্রহ্মজ্ঞান ও 'আশ্চর্য্য গণিত।']

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। কি একটা হন্ন আবেশে এখন লজ্জা হ'চ্চে। যেন ভূতে পায় ; আমি আর আমি থাকি না।

"এ অবস্থার পর গণনা হয় না। গণ্‌তে গেলে ১।৭।৮ এই রকম গণনা হয়।"

নরেন্দ্র। সব এক কি না !

শ্রীরামকৃষ্ণ। না ; এক দুয়ের পার।*

ম—চক্রবর্ত্তী। আজ্ঞা হাঁ, দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হিসাব পচে যায়। পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। তিনি শাস্ত্র, বেদ, পুরাণ, তন্ত্রের পার। হাতে একখান বই যদি দেখি, জ্ঞানী হ'লেও তাকে রাজর্ষি ব'লে কই। ব্রহ্মর্ষির কোন চিহ্ন থাকে না। শাস্ত্রের কি ব্যবহার জানো ? একজন চিঠি লিখেছিল, 'পাঁচ সের সন্দেশ ও একখান কাপড় পাঠাইবে'। যে চিঠি পেলে, সে চিঠি পড়ে ৵৫ পাঁচ সের সন্দেশ ও একখান কাপড় এই কথা মনে রেখে চিঠিখানা ফেলে দিলে। আর চিঠির কি দরকার ?

[অবতারের প্রয়োজন।]

বিজয়। সন্দেশ পাঠান হ'য়েছে, বোঝা গেছে !

শ্রীরামকৃষ্ণ। মানুষদেহ ধারণ ক'রে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। তিনি সর্ব্বস্থানে সর্ব্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু অবতার না হ'লে জীবের আকাঙ্ক্ষা পূরে না ; প্রয়োজন মেটে না ! কি রকম জানো ? গরুর যেখানটা ছোঁবে, গরুকে ছোঁয়াই হয় বটে ; শিঙ্গটা ছুঁলেও গাইটাকে ছোঁয়া হোলো ; কিন্তু গাইটার বাঁট থেকেই দুধ হয়। (হাস্য)

* এক দুয়ের পার --The Absolute as distinguished from the Relative.

ম—চক্রবর্ত্তী। দুধ যদি দরকার হয়, গাইটার শিঙ্গে মুখ দিলে কি হবে? বাঁটে মুখ দিতে হবে। (সকলের হাস্য।)

বিজয়। কিন্তু বাছুর প্রথম প্রথম এদিক উদিক ঢু মারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। আবার কেউ হয়তো বাছুরকে ঐ রকম করতে দেখে বাঁটটা ধরিয়ে দেয়। (সকলের হাস্য)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[ভক্ত-সঙ্গে প্রেমানন্দে।]

এই সকল কথা হইতেছে, এমন সময়ে ডাক্তার তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তার সরকার। কাল রাত তিন্‌টে থেকে আমার ঘুম ভেঙ্গেছে। কেবল তোমার জন্য ভাব্‌ছিলাম, পাছে ঠাণ্ডা লেগে থাকে। আরো কত কি ভাব্‌ছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কাশি হ'য়েছে, টাটিয়েছে, শেষ রাত্রে একমুখ জল, আর যেন কাঁটা বিঁধছে।

ডাক্তার। সকালে সব খপর পেয়েছি।

* * * *

শ্রীম—চক্রবর্ত্তী তাঁহার ভারতবর্ষ ভ্রমণের কথা বলিতেছিলেন। বলিলেন যে, লঙ্কাদ্বীপে 'laughing man' নাই। ডাক্তার সরকার বলিলেন, তা হবে; ওটা 'inquire' করতে হবে। (সকলের হাস্য)।

[ডাক্তারের ব্যবসা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।]

ডাক্তারী কর্ম্মের কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। ডাক্তারী কর্ম্ম খুব উঁচু কর্ম্ম ব'লে অনেকের বোধ আছে। যদি টাকা না নিয়ে পরের দুঃখ দেখে দয়া ক'রে কেউ চিকিৎসা করে, তবে সে মহৎ। কাজটীও মহৎ। কিন্তু টাকা নিয়ে এ সব কাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে মানুষ নির্দ্দয় হ'য়ে যায়। ব্যবসার ভাবে টাকার জন্য হাগা বাহের রং এই সব দেখা—নীচের কাজ।

ডাক্তার। তা যদি শুধু করে, তা হ'লে কাজ খারাপ বটে। তোমার কাছে বলা গৌরব করা—

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, ডাক্তারী কাজে নিঃস্বার্থভাবে যদি পরের উপকার করা

হয়, তা হ'লে খুব ভাল। তা যে কর্ম্মই লোকে করুক না কেন, সংসারী ব্যক্তির মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ বড় দরকার। ঈশ্বরে ভক্তি থাকলে লোকে সাধুসঙ্গ আপনি খুঁজে লয়। আমি উপমা দিই,—গাঁজাখোর গাঁজাখোরের সঙ্গে থাকে, অন্য লোক দেখ্‌লে মুখ নীচু ক'রে চ'লে যায়, বা লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু আর একজন গাঁজাখোর দেখ্‌লে মহা আনন্দ। হয় ত কোলাকুলি করে। (সকলের হাস্য)। আবার শকুনি শকুনির সঙ্গে থাকে।

[সাধু ও সর্ব্বজীবে দয়া।]

ডাক্তার। আবার কাকের ভয়ে শকুনি পালায়। আমি বলি, শুধু মানুষ কেন, সব জীবেরই সেবা করা উচিত। আমি প্রায় চড়ুই পাখীকে ময়দা দিই। ছোট ছোট ময়দার গুলি ক'রে ছুড়ে ছুড়ে ফেলি, আর ছাদে ঝাঁকে ঝাঁকে চড়ুই পাখী এসে খায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বাঃ, এটী খুব কথা। জীবকে খাওয়ানো সাধুর কাজ; সাধুরা পিঁপড়েদের চিনি দেয়।

ডাক্তার। আজ গান হবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। একটু গান কর্ না।

নরেন্দ্র গাইতে লাগিলেন, তানপুরা সঙ্গে। অন্য বাজনাও হইতে লাগিল।

গীত।

সুন্দর তোমার নাম দীন-শরণ হে,
বরিষে অমৃত ধার, জুড়ায় শ্রবণ, ও প্রাণরমণ হে।
এক তব নাম ধন অমৃত ভবন হে,
অমর হয় সেই জন যে করে কীর্ত্তন হে।
গভীর বিষাদরাশি, নিমেষে বিনাশে,
যখনি তব নাম-সুধা শ্রবণে পরশে;
হৃদয় মধুময়, তব নাম গানে,
হয় যে হৃদয়নাথ চিদানন্দ ঘন হে।

নরেন্দ্র আবার গাইলেন,—

আমায় দে মা পাগল ক'রে, আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।
(ব্রহ্মময়ী দে মা পাগল ক'রে)
(ওমা) তোমার ও প্রেমের সুরা, পানে করো মাতোয়ারা,
ওমা ভক্তচিত্তহরা ডুবাও প্রেমসাগরে।

তোমার এ পাগলাগারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে,
কেহ নাচে আনন্দ ভরে ;
ঈশা বুদ্ধ শ্রীচৈতন্য, ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য,
হায় কবে হব মা ধন্য, ওমা মিশে তার ভিতরে।

গানের পর আবার অদ্ভুত দৃশ্য ! সকলেই ভাবে উন্মত্ত। পণ্ডিত পাণ্ডিত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, বল্‌ছেন, 'আমায় দে মা পাগল ক'রে, আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে'। বিজয় সর্ব্ব প্রথমে আসন ত্যাগ করিয়া ভাবোন্মত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাহার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুর দেহের কঠিন অসাধ্য ব্যাধি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার সন্মুখে। তিনিও দাঁড়াইয়াছেন। রোগীরও হুঁস নাই। ডাক্তারেরও হুঁস নাই। ছোট নরেনেরও ভাব-সমাধি হইল। লাটুরও ভাব-সমাধি হইল। ডাক্তার Science পড়িয়াছেন, কিন্তু অবাক্ হইয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, যাঁহাদের ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের বাহ্য চৈতন্য কিছুই নাই ; সকলই স্থির, নিস্পন্দ ;—ভাব উপশম হইলে কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ হাসিতেছেন ! যেন কতকগুলি মাতাল একত্র হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[ভক্ত-সঙ্গে।]

এই কাণ্ডের পর সকলে আবার আসন গ্রহণ করিলেন। রাত আটটা হইয়া গিয়াছে। আবার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। এই যা ভাবটাব দেখ্‌লে, তোমার Scienceএ কি বলে ? তোমার কি এ সব ঢং বোধ হয় ?

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। যেখানে এত লোকের হ'চ্চে সেখানে natural (আন্তরিক) বোধ হয়, ঢং বোধ হয় না।

(নরেন্দ্রের প্রতি)। যখন তুমি গাচ্ছিলে 'দে মা পাগল ক'রে আর কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে' তখন আর থাকৃতে পারি নাই। দাঁড়াই আর কি ! তার পর অনেক কষ্টে ভাব চাপ্‌লুম ; এই ভাব্‌লুম যে display করা হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি, সহাস্যে)। তুমি যে অটল, অচল, সুমেরুবৎ (সকলের হাস্য)। তুমি গম্ভীরাত্মা। রূপসনাতনের ভাব কেউ টের পেতো না—যদি ডোবাতে হাতী নামে, তা হ'লেই তোলপাড় হ'য়ে যায়, কিন্তু সায়ের

দীঘিতে হাতী নাম্‌লে তোলপাড় হয় না; কেউ হয় তো টেরও পায় না। শ্রীমতী সখীকে বল্লেন, "সখি তোরা তো কৃষ্ণের বিরহে কত কাঁদ্‌ছিস; কিন্তু দেখ্, আমি কি কঠিন, আমার চক্ষে এক বিন্দুও জল নাই!" তখন বৃন্দা ব'ল্লেন, 'সখি তোর চক্ষে জল নাই, তার অনেক মানে আছে।' তোর হৃদয়ে বিরহ-অগ্নি সদা জ্বল্‌ছে; চক্ষে জল উঠ্‌ছে আর সেই অগ্নির তাপে শুকিয়ে যাচ্ছে!"

ডাক্তার। তোমার সঙ্গে তো কথায় পার্‌বার যো নাই! (সকলের হাস্য।)

[ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও ক্রোধ জয়।]

ক্রমে অন্য কথা পড়িল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজের প্রথম ভাবাবস্থা বর্ণনা করিতেছিলেন। কাম ক্রোধাদি কিরূপে বশ করিতে হয়, সেই কথা হইতেছিল।

ডাক্তার। তুমি ভাবে প'ড়েছিলে, আর এক জন দুষ্ট লোক তোমায় বুট জুতার গোঁজা মেরেছিল, সে সব কথা শুনেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মাষ্টারের কাছে শুনেছ। সে কালীঘাটের চন্দ্র হালদার। সেজো * বাবুর কাছে প্রায় আস্‌তো। আমি ঈশ্বরের আবেশে মাটীতে অন্ধকারে প'ড়ে আছি! চন্দ্র হালদার ভাব্‌তো, আমি ঢং ক'রে ঐ রকম হয়ে থাকি, বাবুর প্রিয়পাত্র হব ব'লে। সে অন্ধকারে এসে বুট জুতার গোঁজা দিতে লাগ্‌লো। গায়ে দাগ হ'য়েছিল। সবাই ব'ল্লে, সেজো বাবুকে ব'লে দেওয়া যাক্। আমি বারণ ক'র্‌লুম।

ডাক্তার। এও ঈশ্বরের খেলা, ওতেও লোক শিখ্‌বে। ক্রোধ কি রকম ক'রে বশীভূত ক'র্‌তে হয়, ক্ষমা কাকে বলে, লোকে শিখ্‌বে।

[বিজয় ও নরেন্দ্রের দর্শন।]

ইতিমধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সম্মুখে বিজয়ের সঙ্গে ভক্তদের অনেক কথা-বার্ত্তা হইতেছে।

বিজয়। কে একজন আমার সঙ্গে সদাসর্ব্বদা থাকেন, আমি দূরে থাক্‌লেও তিনি জানিয়ে দেন, কোথায় কি হ'চ্চে।

নরেন্দ্র। Guardian angel এর মত।

বিজয়। ঢাকায় এঁকে (পরমহংসদেবকে) দেখেছি! গা ছুঁয়ে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। সে তবে আর একজন।

নরেন্দ্র। আমিও এঁকে নিজে অনেকবার দেখেছি। (বিজয়ের প্রতি) তাই কি ক'রে বল্‌বো—আপনার কথা বিশ্বাস করি না!

* 'সেজোবাবু'—রাসমণির জামাতা। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে অতিশয় ভক্তি করিতেন ও শিষ্যের ন্যায় সেবা করিতেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

সপ্তদশ খণ্ড।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ, ছোট নরেন্দ্র, কালী,* শরৎ, রাখাল, ডাক্তার সরকার ইত্যাদি অনেক ভক্তের কথোপকথন ও আনন্দ।]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পরদিন আশ্বিনের কৃষ্ণাতৃতীয়া তিথি, সোমবার, ১১ই কার্ত্তিক, ইংরাজী ২৬শে অক্টোবর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব কলিকাতায় ঐ শ্যামপুকুরের বাটীতে চিকিৎসার্থ রহিয়াছেন। ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি প্রায় প্রত্যহ আসেন, আর তাঁহার নিকট পীড়ার সংবাদ লইয়া লোক সর্ব্বদা যাতায়াত করে।

শরৎকাল। কয়েকদিন হইল, শারদীয়া দুর্গা-পূজা হইয়া গিয়াছে। এ মহোৎসব শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যমণ্ডলী হর্ষ-বিষাদে অতিবাহিত করিয়াছেন, কেননা, তিন মাস ধরিয়া গুরুদেবের কঠিন পীড়া—কণ্ঠদেশে পীড়া, Cancer। সরকার ইত্যাদি ডাক্তার ইঙ্গিত করিয়াছেন, পীড়া চিকিৎসার অসাধ্য। হতভাগ্য শিষ্যেরা এ কথা শুনিয়া একান্তে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। এক্ষণে এই শ্যামপুকুরের বাটীতে আছেন। শিষ্যেরা প্রাণপণে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। নরেন্দ্রাদি কৌমারবৈরাগ্যযুক্ত শিষ্যগণ এই মহতী সেবা উপলক্ষে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ-পথ-প্রদর্শী সোপান আরোহণ করিতে সবে শিখিতেছেন।

এত পীড়া, কিন্তু দলে দলে লোক দর্শন করিতে আসিতেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিলেই শান্তি ও আনন্দ হয়। অহেতুককৃপাসিন্ধু! দয়ার ইয়ত্তা নাই—সকলের সঙ্গেই কথা কহিতেছেন, কিসে তাহাদের মঙ্গল হয়।

---

* কালী (স্বামী অভেদানন্দ) এখন আমেরিকায় আছেন। শরৎ (স্বামী শারদানন্দ) তিনিও আমেরিকায় গিয়াছিলেন। ইনি আর একটি অন্তরঙ্গ ভক্ত।

শেষে ডাক্তারেরা, বিশেষতঃ ডাক্তার সরকার, কথা কহিতে একেবারে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ডাক্তার নিজে ৬ ঘণ্টা ৭ ঘণ্টা করিয়া থাকেন। তিনি বলেন, 'আর কাহারো সহিত কথা কহা হবে না, কেবল আমার সঙ্গে কথা কহিবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পান করিয়া ডাক্তার একেবারে মুগ্ধ হইয়াছেন। তাই এতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া থাকেন।

বেলা দশটার সময় ডাক্তারকে সংবাদ দিবার জন্য মাষ্টার যাইবেন, তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। অসুখটা খুব হাল্‌কা হ'য়েছে। খুব ভাল আছি। আচ্ছা, তবে ঔষধে কি এরূপ হ'য়েছে? তা'হলে ঐ ঔষধটা খাই না কেন?

মাষ্টার। আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, তাঁকে সব ব'ল্‌বো, তিনি যা ভাল হয়, তাই ব'ল্‌বেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ, পূর্ণ দুই তিন দিন আসে নাই, বড় মন কেমন ক'চ্চে।

মাষ্টার (কালীর প্রতি)। কালী বাবু, তুমি যাও না পূর্ণকে ডাক্‌তে।

কালী। এই যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। ডাক্তারের ছেলেটী বেশ। একবার আস্‌তে বোলো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[মাষ্টার ও ডাক্তার সংবাদ।]

মাষ্টার ডাক্তারের বাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ডাক্তার দুই একজন বন্ধু সঙ্গে বসিয়া আছেন।

ডাক্তার (মাষ্টারের প্রতি)। এই এক মিনিট হ'লো তোমার কথা ক'চ্ছিলাম। দশটায় আস্‌বে ব'লে, দেড়ঘণ্টা ব'সে! ভাব্‌লুম, কেমন আছেন, কি হ'লো!

ডাক্তার (বন্ধুর প্রতি)। ওহে, সেই গানটা গাও ত।

বন্ধু গাইলেন,—

* শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র, বয়স ১৪।১৫ বৎসর, তখন স্কুলে পড়িতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। ঠাকুরের আর একটী অন্তরঙ্গ।

গীত।

কর তাঁর নাম গান,
যত দিন রহে দেহে প্রাণ।
যাঁর মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতিঃ জগৎ করে হে আলো;
স্রোত বহে প্রেমপীযূষবারি সকল জীবসুখকারী হে।
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি;
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অপসারি হে।
উচ্চে, নীচে, দেশ দেশান্তে, জলগর্ভে, কি আকাশে;
অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।
চেতন নিকেতন, পরশ রতন, সেই নয়ন অনিমেষ,
নিরঞ্জন সেই, যাঁর দরশনে, নাহি রহে দুঃখ লেশ হে।

ডাক্তার (মাষ্টারের প্রতি)। গানটী খুব ভাল; নয়? ঐ খানটী কেমন? "অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই সদা সবে জিজ্ঞাসে!"

মাষ্টার। হাঁ, ওখানটী বড় চমৎকার; খুব অনন্তের ভাব।

ডাক্তার (সস্নেহে)। অনেক বেলা হ'য়েছে, তুমি খেয়েছো ত? আমার দশটার মধ্যে খাওয়া হ'য়ে যায়, তার পর আমি ডাক্তারী কর্‌তে বেরুই। না খেয়ে বেরুলে অসুখ করে। ওহে, একদিন তোমাদের খাওয়াবো মনে ক'রেছি।

মাষ্টার। তা বেশ মহাশয়!

ডাক্তার। আচ্ছা, এখানে না সেখানে? তোমরা যা বল।

মাষ্টার। মহাশয়, এখানেই হ'ক, আর সেখানেই হ'ক, সকলে আহ্লাদ ক'রে খাবে।

মা কালীর কথা পড়িল।

ডাক্তার। কালী ত একজন সাঁওতালী মাগী। (মাষ্টারের উচ্চহাস্য।)

মাষ্টার। ও কথা কোথায় আছে?

ডাক্তার। শুনেছি এই রকম। (মাষ্টারের হাস্য)

পূর্ব্বদিন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ও অন্যান্য ভক্তের ভাবসমাধি হইয়াছিল। ডাক্তারও উপস্থিত ছিলেন। সেই কথা হইতে লাগিল।

ডাক্তার। ভাব ত দেখ্‌লুম। বেশী ভাব কি ভাল?

মাষ্টার। পরমহংসদেব বলেন যে, ঈশ্বরচিন্তা ক'রে যে ভাব হয়, তাহা

বেশী হ'লেও কোন ক্ষতি হয় না। তিনি বলেন যে, মণির জ্যোতিতে আলো হয়, আর শরীর স্নিগ্ধ হয়, কিন্তু গা পুড়ে যায় না।

ডাক্তার। মণির জ্যোতিঃ ; ও যে reflected light !

মাষ্টার। পরমহংসদেব আরও বলেন, অমৃতসরোবরে ডুব্‌লে মানুষ মরে যায় না। ঈশ্বর অমৃতের সরোবর। তাঁতে ডুব্‌লে মানুষের অনিষ্ট হয় না ; বরং মানুষ অমর হয়। অবশ্য যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে।

ডাক্তার। হাঁ, তা বটে।

ডাক্তার গাড়ীতে উঠিলেন, দু চারটী রোগী দেখিয়া পরমহংসদেবকে দেখিতে যাইবেন। পথে আবার মাষ্টারের সঙ্গে কথা হইতে লাগিল। ডাক্তার, 'চক্রবর্ত্তীর অহঙ্কার' এই কথা তুলিলেন।

মাষ্টার। পরমহংসদেবের কাছে তাঁর যাওয়া আসা আছে, অহঙ্কার কিছু দিনের মধ্যে আর থাকবে না। তাঁর কাছে বস্‌লে জীবের অহঙ্কার পলায়ন করে, অহঙ্কার চূর্ণ হয়। ওঁখানে অহঙ্কার নাই কি না, তাই। নিরহঙ্কারের নিকট আস্‌লে অহঙ্কার পালিয়ে যায়। দেখুন, বিদ্যাসাগর মহাশয় অত বড় লোক, কত বিনয় আর নম্রতা দেখিয়েছেন। পরমহংসদেব তাঁকে দেখ্‌তে গিয়েছিলেন, বাদুড়বাগানের বাড়ীতে। যখন বিদায় লন, রাত তখন ৯টা হবে। বিদ্যাসাগর library ঘর থেকে বরাবর সঙ্গে সঙ্গে, নিজে এক একবার বাতি ধ'রে, এসে গাড়ীতে তুলে দিলেন, আর বিদায়ের সময় হাত জোড় ক'রে রহিলেন।

ডাক্তার। আচ্ছা, এঁর বিষয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কি রকম মত ?

মাষ্টার। সে দিন খুব ভক্তি ক'রেছিলেন। তবে কথা ক'য়ে দেখেছি, বৈষ্ণবেরা যাকে ভাব টাব বলে, সে সব বড় ভালবাসেন না। আপনার মতের মত।

ডাক্তার। হাত জোড় করা, পায়ে মাথা দেওয়া, আমি ও সব ভালবাসি না। মাথাও যা, পাও তা। তবে যার পা অন্য জ্ঞান আছে, সে করুক।

মাষ্টার। আপনি ভাব টাব ভালবাসেন না! পরমহংসদেব আপনাকে 'গম্ভীরাত্মা' মাঝে মাঝে বলেন, বোধ হয় মনে আছে। তিনি সেই সে দিন আপনাকে বল্‌ছিলেন যে, ডোবাতে হাতী নাম্‌লে জল তোলপাড় হয়, কিন্তু সায়ের দিঘী বড়, তাতে হাতী নাম্‌লে জল বেশী নড়েও না। গম্ভীরাত্মার ভিতর ভাবহস্তী নাম্‌লে তার কিছু ক'র্‌তে পারে না। তিনি বলেন, আপনি 'গম্ভীরাত্মা'।

ডাক্তার। I don't deserve the compliment. ভাব আর কি? feelings—ভক্তি আরও অন্যান্য feelings;—বেশী হ'লে কেউ চাপ্‌তে পারে, কেউ পারে না।

মাষ্টার। Explanation কেউ দিতে পারে এক রকম ক'রে—কেউ পারে না, কিন্তু মহাশয়, ভাব ভক্তি জিনিষটা অপূর্ব্ব সামগ্রী। Stebbing on Darwinism আপনার libraryতে দেখ্‌লাম। Stebbing বলেন, human mind যার দ্বারাই হউক—evolution দ্বারাই হোক্ বা ঈশ্বর আলাদা ব'সে সৃষ্টিই করুন—equally wonderful. তিনি একটী বেশ উপমা দিয়েছেন—theory of light. "Whether you know the undulatory theory of light or not, light in either case is equally wonderful."

ডাক্তার। হাঁ; আর দেখেছো, Stebbing, Darwinism মানে, আবার Godও মানে!

আবার পরমহংসদেবের কথা পড়িল।

ডাক্তার। ইনি (পরমহংসদেব) দেখ্‌ছি কালীর উপাসক।

মাষ্টার। তাঁর কালী মানে আলাদা। বেদে যাঁকে পরব্রহ্ম বলে, তিনি তাঁকেই কালী বলেন। মুসলমান যাঁকে আল্লা বলে, খ্রীষ্টান যাঁকে God বলে, তিনি তাঁকেই কালী বলেন। তিনি অনেক ঈশ্বর দেখেন না, এক দেখেন। পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে গেছেন, যোগীরা যাঁকে আত্মা বলেন, ভক্তেরা যাঁকে ভগবান বলেন, পরমহংসদেব তাঁকেই কালী বলেন।

"তাঁর কাছে, শুনেছি, একজনের একটা গামলা ছিল, তাতে রং ছিল। কারো কাপড় ছোপাবার দরকার হ'লে তার কাছে কাপড় ছোপাতে যেতো। সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা ক'র্‌তো, 'তুমি কি রঙ্গে ছোপাতে চাও?' লোকটি যদি ব'ল্‌তো সবুজ রং, তা হ'লে কাপড়খানি গামলার রঙ্গে ডুবিয়ে ফিরিয়ে দিত; ও ব'ল্‌তো, 'এই নাও তোমার সবুজ রঙ্গে ছোপান কাপড়!' যদি কেহ ব'ল্‌তো লাল রং, তা হ'লে সেই গামলায় কাপড়খানি ছুপিয়ে ব'ল্‌তো, 'এই নাও তোমার লালে ছোপান কাপড়।' সেই এক গামলার রঙে সবুজ, লাল, নীল, হলদে সব রঙের কাপড় ছোপানো হোতো। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে একজন লোক ব'ল্লে, বাবু, আমি কি রং চাই বল্‌বো? তুমি নিজে যে রঙে ছুপেছ, আমায় সেই রং দাও (সকলের হাস্য)। সেইরূপ পরমহংসদেবের ভিতর সব ভাব আছে, সব ধর্ম্মের, সব সম্প্রদায়ের

লোক তাঁর কাছে শান্তি পায় ও আনন্দ পায়। তাঁর যে কি ভাব, কি গভীর অবস্থা, তা কে বুঝ্‌বে?

ডাক্তার। All things to all men! তাও ভাল নয়, althought St. Paul says it.

মাষ্টার। পরমহংসদেবের অবস্থা কে বুঝ্‌বে? তাঁর মুখে শুনেছি, সূতার ব্যবসা না ক'র্‌লে ৪০ নং সূতা আর ৪১ নং সূতার প্রভেদ বোঝা যায় না। Painter না হ'লে Painter এর art বুঝা যায় না। মহাপুরুষের গভীর ভাব। Christএর ন্যায় না হ'লে Christএর সব ভাব বুঝা যায় না। পরমহংসদেবের এই গভীর ভাব হয়তো Christ যা ব'লেছিলেন তাই, 'Be perfect as your Father in heaven is perfect.'

* * * *

ডাক্তার। আচ্ছা, তাঁর অসুখের তদারক তোমরা কিরূপ কর?

মাষ্টার। আপাততঃ প্রত্যহ একজন superintend করেন, যাঁদের বয়স বেশী। কোন দিন গিরীশ বাবু, কোন দিন রাম বাবু, কোন দিন বলরাম, কোন দিন সুরেশ বাবু, কোন দিন নবগোপাল, কোন দিন কালী বাবু; এই রকম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[ভক্তসঙ্গে।]

এই সকল কথা হইতে হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর পরমহংসদেব শ্যামপুকুরে যে বাড়ীতে চিকিৎসার্থ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই বাড়ীর সম্মুখে ডাক্তারের গাড়ী আসিয়া লাগিল। তখন বেলা ১টা হইয়াছে। ঠাকুর দোতলার ঘরে বসিয়া আছেন। অনেকগুলি ভক্ত সম্মুখে উপবিষ্ট, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ, ছোট নরেন্দ্র, শরৎ ইত্যাদি। সকলের দৃষ্টি সেই মহাযোগী সদানন্দ মহাপুরুষের দিকে। সকলে যেন মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় রোজার সম্মুখে বসিয়া আছেন। অথবা বরকে লইয়া বরযাত্রীরা যেন আনন্দ করিতেছে। ডাক্তার ও মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তারকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'আজ বেশ ভাল আছি।'

ক্রমে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অনেক কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

[পণ্ডিত ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুধু পণ্ডিত কি হবে, যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে! ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা করলে আমার একটী অবস্থা হয়। তখন পরণের কাপড় প'ড়ে যায়, শিড়্ শিড়্ ক'রে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কি একটা উঠে। তখন সকলকে তৃণজ্ঞান হয়। পণ্ডিতের যদি দেখি, বিবেক নাই, ঈশ্বরে ভালবাসা নাই, তা হ'লে তাকে খড় কুটো মনে হয়।

"রামনারায়ণ ডাক্তার আমার সঙ্গে তর্ক ক'র্‌ছিল হঠাৎ সেই অবস্থাটা হ'লো। তার পর তাকে বল্লুম, 'তুমি কি বল্‌ছো? তাঁকে তর্ক ক'রে কি বুঝ্‌বে, তাঁর সৃষ্টিই বা কি বুঝ্‌বে! তোমার তো ভারি তেঁতে বুদ্ধি!' আমার অবস্থা দেখে সে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো আর আমার পা টিপ্‌তে লাগ্‌লো।

ডাক্তার। রামনারায়ণ ডাক্তার হিন্দু কি না। আবার ফুল চন্দন লয়। সত্য হিন্দু কি না!

মাষ্টার। (স্বগতঃ) ডাক্তার কিন্তু শাঁক ঘণ্টায় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি)। বঙ্কিম তোমাদের একজন পণ্ডিত। বঙ্কিমের * সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল—আমি জিজ্ঞাসা করলুম, মানুষের কর্ত্তব্য কি? তা বলে, 'আহার, নিদ্রা আর মৈথুন'! এই সকল কথাবার্ত্তা শুনে আমার ঘৃণা হ'লো। বল্লুম যে, 'তোমার এ কি রকম কথা! তুমি তো বড় ছ্যাঁচড়া! যা সব রাত দিন চিন্তা ক'রছো, আর কাজে ক'র্‌ছো, তাই আবার মুখ দিয়ে বেরুচ্চে। মূলো খেলেই মূলোর ঢেঁকুর উঠে!' তার পর অনেক ঈশ্বরীয় কথা হ'লো, ঘরে সঙ্কীর্ত্তন হ'লো। আমি আবার নাচ্‌লুম। তখন বলে, মহাশয়! আমাদের ওখানে একবার যাবেন! আমি ব'ল্লুম, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। তখন বলে, আমাদের সেখানেও ভক্ত আছে, দেখ্‌বেন। আমি হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্লুম, কি রকম ভক্ত আছে, গো? 'গোপাল', 'গোপাল' যারা বলেছিল, সেই রকম ভক্ত নাকি?

ডাক্তার। 'গোপাল গোপাল' সে ব্যাপারটা কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। একটী স্যাকরার দোকান ছিল। বড় ভক্ত। পরম বৈষ্ণব, গলায় মালা, কপালে তিলক, হস্তে হরিনামের মালা। সকলে

* কলিকাতা, বেনেটোলা নিবাসী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পরম ভক্ত অধরলাল সেনের বাটীতে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চাটুর্য্যের সহিত শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের দেখা হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবু তাঁহাকে এই একবার দর্শন করিয়াছিলেন।

বিশ্বাস কোরে ঐ দোকানেই আসে ; ভাবে পরম ভক্ত, এরা কখনও ঠকাতে যাবে না। একদল খদ্দের এলে দেখ্‌তো, কোনও কারিগর ব'ল্‌ছে, 'কেশব', 'কেশব'! আর একজন কারিগর খানিক পরে নাম কর্‌ছে, 'গোপাল' 'গোপাল!' আবার খানিকক্ষণ পরে একজন কারিগর ব'ল্‌ছে, 'হরি', 'হরি', 'হরি' ; তার পর কেউ ব'ল্‌ছে 'হর', 'হর'। কাজে কাজেই এত ভগবানের নাম দেখে খরিদ্দাররা সহজেই মনে কর্‌তো, এ স্যাকরা অতি উত্তম লোক। কিন্তু ব্যাপারটা কি জান? যে ব'ল্লে, 'কেশব! 'কেশব', তার মনের ভাব, এ সব (খদ্দের) কে?' যে ব'ল্লে 'গোপাল, 'গোপাল', তার অর্থ এই যে আমি এদের বেয়ে চেয়ে দেখলুম, এরা গরুর পাল, গরুর পাল (সকলের হাস্য)। যে ব'ল্লে 'হরি' 'হরি'—তার অর্থ এই যে 'যদি গরুর পাল হয়, তবে হরি অর্থাৎ হরণ করি' (সকলের হাস্য)। যে ব'ল্লে, 'হর', 'হর'—তার মানে এই যে, তবে হরণ কর, হরণ কর, এরা তো গরুর পাল! (সকলের হাস্য।)

"সেজো বাবুর সঙ্গে আঁর এক জায়গায় গিয়েছিলুম, অনেক পণ্ডিত আমার সঙ্গে বিচার করতে এসেছিল। আমি তো মুখ্যু (সকলের হাস্য)। তারা আমার সেই অবস্থা দেখ্‌লে, আর আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হ'লে ব'ল্লে, 'মহাশয়! আগে যা পড়েছি, তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে, সে সব পড়া, বিদ্যা, সব থু হ'য়ে গেল! এখন বুঝেছি, তাঁর কৃপা হ'লে জ্ঞানের অভাব থাকে না, মূর্খ বিদ্বান্ হয়, বোবার কথা ফুটে!' তাই ব'ল্‌ছি, বই পড়্‌লে পণ্ডিত হয় না।

[ঈশ্বরের আবির্ভাব ও মূর্খের কণ্ঠে স্বরস্বতী।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তাঁর কৃপা হ'লে জ্ঞানের কি আর অভাব থাকে? দেখনা, আমি তো মুখ্যু, আমি তো কিছুই জানি না, তবে এ সব কথা বলে কে? আবার এ জ্ঞানের ভাণ্ডার অক্ষয়। ও দেশে ধান মাপে 'রামে রাম', 'রামে রাম' এই সব ব'লতে ব'ল্‌তে। একজন মাপে, আর যাই ফুরিয়ে আসে, এমন সময়ে আর একজন রাশ ঠেলে দেয়। তার কর্ম্মই ঐ, ফুরালেই রাশ ঠ্যালে। আমিও যা কথা ক'য়ে যাই, ফুরিয়ে আসে-আসে হয়; মা আমার অমনি তাঁর অক্ষয় জ্ঞান ভাণ্ডারের রাশ ঠেলে দেন।

"ছেলে বেলায় তাঁর আবির্ভাব হ'য়েছিল। এগারো বছরের সময় মাঠের উপর কি দেখ্‌লুম! সবাই বল্লে, বেহুঁস হ'য়ে গিছ্‌লুম, কোন সাড় ছিল না। সেই দিন থেকে আর এক রকম হ'য়ে গেলুম। নিজের ভিতর আর একজনকে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। যখন ঠাকুর পুজা ক'র্‌তে যেতুম, হাতটা অনেক

সময়ে ঠাকুরের দিকে না গিয়ে নিজের মাথার উপর আসতো, আর ফুল মাথায় দিতুম। যে ছোকরা আমার কাছে থাকৃতো সে আমার কাছে আসতো না; ব'লতো, তোমার মুখে কি এক জ্যোতিঃ দেখছি, তোমার বেশী কাছে যেতে ভয় হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[Free will or God's Will ?]

('যন্ত্রারূঢ়')।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি তো মুখ্যু, আমি কিছু জানি না, তবে এ সব বলে কে? আমি বলি, 'মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর—তুমি ঘরণী; আমি রথ—তুমি রথী; যেমন করাও—তেমনি করি, যেমন বলাও—তেমনি বলি, যেমন চালাও—তেমনি চলি; নাহং, নাহং, তুঁহু, তুঁহু। তাঁরই জয়, আমি তো কেবল যন্ত্র মাত্র! শ্রীমতী (রাধা) যখন সহস্রধারী কলসী নিয়ে যাচ্ছিলেন, জল একটুও পড়ে নাই, সকলে তাঁর প্রশংসা ক'র্‌তে লাগল; বলে, এমন সতী হবে না। তখন শ্রীমতী ব'ল্লেন, 'তোমরা আমার জয় কেন দাও; বল কৃষ্ণের জয়, কৃষ্ণের জয়। আমি তাঁর দাসী মাত্র'। আমি ঐ অবস্থায় ভাবে বিজয়ের বুকে পা দিলুম, কিন্তু এদিকে তো বিজয়কে এত ভক্তি করি, সেই বিজয়ের গায়ে পা দিলুম, তার কি বল দেখি!

ডাক্তার। তার পর সাবধান হওয়া উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাত জোড় করে)। আমি কি কর্‌বো? সেই অবস্থাটা এলে আমি বেহুঁস হ'য়ে যাই। নিজে কি করি, কিছুই জান্‌তে পারি না।

ডাক্তার। সাবধান হওয়া উচিত, হাত জোড় ক'র্‌লে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তখন কি আমি কিছু ক'র্‌তে পারি? তবে তুমি আমার অবস্থা কি মনে কর? যদি ঢং মনে কর, তা হ'লে তোমার Science সায়েন্স সব ছাই প'ড়েছ!

ডাক্তার। মহাশয়! যদি ঢং মনে করি, তা হ'লে কি এত আসি? এই দেখ, সব কাজ ফেলে এখানে আসি, কত রোগীর বাড়ী যেতে পারি না, এখানে এসে ছয় সাত ঘণ্টা ধ'রে থাকি।

['ন যোৎস্যে'—ভগবদ্গীতা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। সেজো বাবুকে ব'লেছিলাম, তুমি মনে কোরো না, তুমি

একটা বড় মানুষ, আমায় মান্‌ছো ব'লে আমি কৃতার্থ হ'য়ে গেলুম! তা তুমি মানো আর না মানো! তবে একটী কথা আছে—মানুষ কি ক'র্‌বে, তিনিই মানাবেন! ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ খড় কুটো!

ডাক্তার। তুমি কি মনে ক'রছো অমুক তোমায় মেনেচে বলে, আমি তোমায় মান্‌বো? * * * * তবে তোমায় সম্মান করি বটে, তোমায় regard করি, মানুষকে যেমন regard করে—

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কি মান্‌তে বল্‌ছি গা?

গিরীশ ঘোষ। উনি কি আপনাকে মান্‌তে বলেছেন?

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। তুমি কি বল্‌ছো? ঈশ্বরের ইচ্ছা?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে আর কি ব'ল্‌ছি! ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ কি ক'র্‌বে? অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ব'ল্লেন, আমি যুদ্ধ ক'রতে পার্‌বো না, জ্ঞাতি বধ করা আমার কর্ম্ম নয়। কৃষ্ণ ব'ল্লেন, অর্জ্জুন! তোমায় যুদ্ধ ক'র্‌তেই হবে; তোমার স্বভাবে করাবে! কৃষ্ণ সব দেখিয়ে দিলেন, এই এই সব লোক মরে র'য়েছে!*

"শিখরা ঠাকুর বাড়ীতে এসেছিল—তাদের মতে অশ্বত্থগাছে যে পাতা নড়্‌ছে, সেও ঈশ্বরের ইচ্ছায়—তাঁর ইচ্ছা বই একটী পাতাও নড়্‌বার যো নাই!

[Liberty or Necessity ; Free will or God's will ?]

ডাক্তার। যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে তুমি বকো কেন? লোকদের জ্ঞান দেবার জন্য অত কথা কও কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলাচ্চেন, তাই বলি। আমি যন্ত্র—তিনি যন্ত্রী।

ডাক্তার। যন্ত্র তো বল্‌ছো; হয় তাই বল, নয় চুপ করিয়া থাকো, সবই ঈশ্বর।

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি)। মশাই যা মনে করুন। কিন্তু তিনি করান্ তাই করি—a single step against the Almighty Will (তাঁর ইচ্ছার প্রতিকূলে এক পা) কেউ যেতে পারে?

[Influence of Motives.]

ডাক্তার। Free Will তিনিই দিয়াছেন তো। আমি মনে ক'র্‌লে ঈশ্বর চিন্তা ক'র্‌তে পারি, আবার না কর্‌লে না কর্‌তে পারি।

---

* ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব—নিমিত্তমাত্রম্ ভব সব্যসাচিন্।

গিরীশ। আপনার ঈশ্বর চিন্তা বা অন্য কোন সৎকার্য ভাল লাগে ব'লে করেন। আপনি করেন না, সেই ভাল লাগাটা করায়।

ডাক্তার। কেন, আমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম ব'লে করি—

গিরীশ। সেও কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর্‌তে ভাল লাগে ব'লে।

ডাক্তার। (গিরীশের প্রতি) মনে কর, একটি ছেলে পুড়ে যাচ্চে, তাকে বাঁচাতে যাওয়া কর্ত্তব্য বোধে—

গিরীশ। ছেলেটিকে বাঁচাতে আনন্দ হয়, তাই আগুনের ভিতর যান; আনন্দ আপনাকে নিয়ে যায়। চাটের লোভে গুলি খাওয়া (সকলের হাস্য।)

['জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা'।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। কর্ম্ম কর্‌তে গেলে আগে একটি বিশ্বাস চাই,—সেই সঙ্গে জিনিসটি মনে ক'রে আনন্দ হয়, তবে সেই ব্যক্তি কাজে প্রবৃত্ত হয়। মাটির নীচে এক ঘড়া মোহর আছে—এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস প্রথমে চাই। ঘড়া মনে ক'রে সেই সঙ্গে আনন্দ হয়—তার পর খোঁড়ে। খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে ঠং শব্দ হ'লে আনন্দ বাড়ে। তার পর ঘড়ার কাণা দেখা যায়, তখন আনন্দ আরও বাড়ে। এই রকম ক্রমে ক্রমে আনন্দ বাড়্‌তে থাকে। আমি নিজে ঠাকুরবাড়ীর বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে দেখেছি—সাধু গাঁজা তয়ের ক'র্‌ছে, আর সাজ্‌তে সাজ্‌তে আনন্দ।

ডাক্তার। কিন্তু আগুন heat ও (উত্তাপও) দেয়, আর light ও (আলো ও) দেয়। আলোতে দেখা যায়, বটে; কিন্তু উত্তাপে গা পুড়ে যায়। Duty (কর্ত্তব্য কর্ম্ম) ক'র্‌তে গেলে কেবল আনন্দ হয় তা নয়, কষ্টও আছে।

মাষ্টার (গিরীশের প্রতি)। পেটে খেলে পিঠে সয়। কষ্টতেও আনন্দ।

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি)। মহাশয়! Duty (কর্ত্তব্য কর্ম্ম) শুষ্ক।

ডাক্তার। কেন?

গিরীশ। তবে সরস। (সকলের হাস্য)।

মাষ্টার। বেশ dilemma, এইবার লোভে গুলি খাওয়া এসে পড়্‌লো।

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি)। সরস; নচেৎ duty কেন করেন?

ডাক্তার। এইরূপ মনের inclination (মনের ঐ দিকে গতি)।

মাষ্টার (গিরীশের প্রতি)। 'পোড়া স্বভাবে টানে'। (হাস্য)। যদি এক দিকে ঝোঁক (inclination)ই হ'লো, তবে free will কোথায়?

ডাক্তার। আমি free (স্বাধীন) একবারে বল্‌ছি না। গরু খুঁটিতে বাঁধা আছে দড়ি যত দূর যায়, তার ভিতর free। দড়ি টান্ পড়্‌লে আবার—

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও Free Will.]

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই উপমা যদু মল্লিকও ব'লেছিল। (ছোট নরেন্দ্রের প্রতি) একি ইংরাজীতে আছে?

(ডাক্তারের প্রতি) "দেখ, ঈশ্বর সব কর্‌ছেন, তিনি যন্ত্রী—আমি যন্ত্র। এ বিশ্বাস যদি কারো হয়, সে তো জীবন্মুক্ত—'তোমার কর্ম্ম তুমি কর, লোকে বলে করি আমি।' কি রকম জানো? বেদান্তের একটা উপমা আছে—একটা হাঁড়ীতে ভাত চড়িয়েছো; আলু, বেগুন সব ভাতে দিয়েছ; খানিক পরে আলু, বেগুন, চাল লাফাতে থাকে, যেন অভিমান ক'রছে, 'আমি ন'ড়ছি', 'আমি লাফাচ্চি'। ছোট ছেলেরা দেখ্‌লে ভাবে, আলু, পটল, বেগুন ওরা বুঝি জীয়ন্ত, তাই লাফাচ্চে! যাদের জ্ঞান হ'য়েছে, তারা কিন্তু বুঝিয়ে দেয় যে, এই সব আলু, বেগুন, পটোল এরা জীয়ন্ত নয়, নিজে নিজে লাফাচ্চে না, হাঁড়ীর নীচে আগুন জ্বল্‌ছে, তাই ওরা লাফাচ্চে। যদি কাট টেনে লওয়া যায়, তা হলে আর নড়ে না। জীবের 'আমি কর্ত্তা', এই অভিমান অজ্ঞান থেকে হয়। ঈশ্বরের শক্তিতে সব শক্তিমান; জ্বলন্ত কাট টেনে নিলে সব চুপ। পুতুল নাচের পুতুল বাজীকরের হাতে বেশ নাচে, হাত থেকে প'ড়ে গেলে আর নড়েনা চড়েনা।

"যতক্ষণ না ঈশ্বর দর্শন হয়; যতক্ষণ সেই পরশমণি ছোঁয়া না হয়, ততক্ষণ আমি কর্ত্তা এই ভুল থাক্‌বে; ততক্ষণ আমি সৎ কাজ করেছি, আমি অসৎ কাজ করেছি, এই সব ভেদ বোধ থাক্‌বেই থাক্‌বে। এ ভেদ বোধ তাঁরই মায়া—তাঁর মায়ার সংসার চালাবার জন্য বন্দোবস্ত। বিদ্যা মায়া আশ্রয় করিলে, সৎপথ ধর্‌লে, তাঁকে লাভ করা যায়। তাঁকে যে লাভ করে, যে ঈশ্বরকে দর্শন করে, সেই এই মায়া পার হ'য়ে যেতে পারে। 'তিনি একমাত্র কর্ত্তা আমি অকর্ত্তা', এ বিশ্বাস যার, সেই জীবন্মুক্ত। একথা কেশব সেনকে ব'লেছিলাম।"

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি)। Free Will কেমন ক'রে আপনি জান্‌লেন?

ডাক্তার। Reason (বিচার) এর দ্বারা নয়—I feel it!

গিরীশ। Then I and others feel it to be the reverse (আমরা সকলে ঠিক উল্টো বোধ করি,—যে আমরা পরতন্ত্র)। (সকলের হাস্য)

ডাক্তার। Dutyর ভিতর দুটো element আছে,—(১) Duty ব'লে কর্ত্তব্য কর্ম্ম ক'র্‌তে যাই, (২) পরে আহ্লাদ হয়। কিন্তু initial stageএ (গোড়াতে) আনন্দ হবে বলে যাই না। ছেলেদের দেখ্‌তুম পুরুত সন্দেশে পিপড়ে হ'লে বড় ভাবিত হ'তো। পুরুতের প্রথমেই সন্দেশ চিন্তা করে আনন্দ হয় না—(হাস্য) প্রথমে বড় ভাবনা।

মাষ্টার। (স্বগতঃ) পরে আনন্দ হয়, কি সঙ্গে সঙ্গে মনে ক'রে আনন্দ হয়, বলা বড় কঠিন। আনন্দের জোরে কার্য্য হ'লে free will কোথায় থাকে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[অহৈতুকী ভক্তি।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। ইনি (ডাক্তার) যা ব'লেছেন, তার নাম অহৈতুকী ভক্তি। 'মহেন্দ্র সরকারের কাছে আমি কিছু চাই না—কোন প্রয়োজন নাই, মহেন্দ্র সরকারকে দেখ্‌তে ভাল লাগে' এরই নাম অহৈতুকী ভক্তি। একটু আনন্দ হয় তা কি ক'র্‌বো?

"অহল্যা ব'লেছিলেন, হে রাম! যদি শূকরযোনিতে জন্ম হয়, তাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি থাকে—আমি আর কিছু চাই না।"

"নারদ রাবণ বধের কথা স্মরণ করাবার জন্ত অযোধ্যায় গিয়া রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা ক'রতে গিয়েছিলেন। তিনি সীতারাম দর্শন ক'রে স্তব ক'রতে লাগ্‌লেন। রামচন্দ্র স্তবে সন্তুষ্ট হ'য়ে ব'ল্লেন, নারদ! 'আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হ'য়েছি, তুমি কিছু বর লও।' নারদ ব'ল্লেন, 'রাম! যদি একান্ত আমায় বর দেবে, তো এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধা ভক্তি থাকে, আর এই কোরো, যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।' রাম ব'ল্লেন, 'আরও কিছু বর লও।' নারদ ব'ল্লেন, 'আর কিছুই আমি চাই না, কেবল চাই তোমার পাদপদ্মে 'শুদ্ধাভক্তি'।"

"এঁর তাই। যেমন ঈশ্বরকে শুধু দে'খ্‌তে চায়, আর কিছু, ধন, মান, দেহসুখ—কিছু চায় না। এর নাম 'শুদ্ধাভক্তি।"

"আনন্দ একটু হয় বটে, কিন্তু বিষয়ের আনন্দ নয়। ভক্তির, প্রেমের আনন্দ। শম্ভু (মল্লিক) ব'লেছিল—যখন আমি তার বাড়ীতে প্রায় যেতুম—'তুমি এখানে এস; অবশ্য আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে আনন্দ পাও, তাই আস';—ঐ টুকু আনন্দ আছে।

"তবে ওর উপর আর একটা অবস্থা আছে! বালকের মত যাচ্চে; কেন ঠিক নাই; হয় তো একটা ফড়িঙ ধ'র্‌ছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। এঁর (ডাক্তারের) মনের ভাব কি বুঝেছো? ঈশ্বরকে প্রার্থনা করা হয়, হে ঈশ্বর, আমায় সৎ ইচ্ছা দাও, যেন অসৎ কাযে মতি না হয়!

"আমারও ঐ অবস্থা ছিল। একে দাস্য বলে। আমি মা মা ব'লে এমন কাঁদতুম যে, লোক দাঁড়িয়ে যেতো। আমার এই অবস্থার পর আমাকে বীড়বার জন্য আর আমার 'পাগলামি' সারাবার জন্য তারা একজন রাঁড় এনে ঘরে বসিয়ে দিয়ে গেল,—সুন্দর, চোক ভাল। আমি মা মা ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম, আর হলধারীকে ডেকে দিয়ে ব'ল্লুম, 'দাদা, দেখ্‌বে এসো, ঘরে কে এসেছে!' হলধারীকে আর সব লোককে ব'লে দিলুম। এই অবস্থায় মা মা ব'লে কাঁদতুম, কেঁদে কেঁদে ব'লতুম, 'মা! রক্ষা কর; মা! আমায় নিখাদ কর, মা যেন সৎ থেকে অসতে মন না যায়। (ডাক্তারের প্রতি)। তোমার এ ভাব তো বেশ—ঠিক ভক্তিভাব, দাসভাব।

[জগতের উপকার ও সামান্য জীব। নিষ্কামকর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি কারো শুদ্ধসত্ত্ব (গুণ) আসে, সে কেবল ঈশ্বর চিন্তা করে, তার আর কিছু ভাল লাগে না। কেউ কেউ প্রারব্ধের গুণে জন্ম থেকে শুদ্ধ সত্ত্ব গুণ পায়। কামনাশূন্য হ'য়ে কর্ম্ম ক'র্‌তে চেষ্টা ক'রলে, শেষে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ হয়। রজোমিশান সত্ত্ব গুণ থাক্‌লে ক্রমে নানা দিকে মন হয়, তখন জগতের উপকার ক'রবো, এই অভিমান এসে জোটে। জগতের উপকার এই সামান্য জীবের পক্ষে কর্‌তে যাওয়া বড় কঠিন। তবে যদি কেউ পরোপকারের জন্য কামনাশূন্য হ'য়ে কর্ম্ম করে, তাতে দোষ নাই;—একে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। এরূপ কর্ম্ম ক'র্‌তে চেষ্টা করা খুব ভাল। কিন্তু সকলে পারে না! বড় কঠিন।

"সকলেরই কর্ম্ম ক'র্‌তে হবে; দু একটী লোক কর্ম্ম ত্যাগ ক'র্‌তে পারে। দু একজন লোকের শুদ্ধসত্ত্ব দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই নিষ্কাম কর্ম্ম কর'তে ক'রতে রজোমিশান সত্ত্বগুণ ক্রমে শুদ্ধসত্ত্ব হ'য়ে দাঁড়ায়। শুদ্ধসত্ত্ব হ'লেই ঈশ্বর লাভ হয়।

"সাধারণ লোকে এই শুদ্ধসত্ত্বের অবস্থা বুঝ্‌তে পারে না; হেম আমায় ব'লেছিল 'কেমন ভট্টাচার্য্য মহাশয়! জগতে মান লাভ করা মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য। কেমন?"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

অষ্টাদশ খণ্ড।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, গিরীশ ঘোষ, ডাক্তার সরকার ইত্যাদির কথোপকথন ও আনন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[ভজনানন্দে—সমাধিমন্দিরে।]

পর দিন ২৭এ অক্টোবর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, মঙ্গলবার, বেলা সাড়ে পাঁচটা।

আজ নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার, শ্যামবসু, গিরীশ, ডাক্তার দোকড়ি, ছোট নরেন্দ্র, রাখাল, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

ডাক্তার আসিয়া হাত দেখিলেন ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন।

ডাক্তার পীড়াসম্বন্ধীয় কথার পর ও শ্রীরামকৃষ্ণের ঔষধ সেবনের পর বলিলেন, 'তবে শ্যামবাবুর সঙ্গে তুমি কথা কও, আমি আসি।' শ্রীরামকৃষ্ণ ও একজন ভক্ত বলিয়া উঠিলেন, 'গান শুনবেন ?'

ডাক্তার। তুমি যে তিড়িং মিড়িং করে উঠ—ভাব চেপে রাখ্‌তে হবে!

ডাক্তার আবার বসিলেন। তখন নরেন্দ্র মধুরকণ্ঠে গান করিতে লাগিলেন। তৎসঙ্গে তানপুরা ও মৃদঙ্গ ঘন ঘন বাজিতে লাগিল। তিনি গাহিতে লাগিলেন,

গীত।

চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার,
শোভার আগার বিশ্ব-সংসার।
অযুত তারকা চমকে রতন-কাঞ্চন-হার,
কত চন্দ্র কত সূর্য্য নাহি অন্ত তার।
শোভে বসুন্ধরা ধনধান্যময়, হায়, পূর্ণ তোমার ভাণ্ডার;
হে মহেশ, অগণনলোক গায় ধন্য ধন্য এই গীতি অনিবার।

গীত।

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হ'য়ে গিরিগুহাবাসী।
অনন্ত আঁধারকোলে, মহা নির্ব্বাণহিল্লোলে,
চিরশান্তিপরিমল, অবিরত যায় ভাসি।

মহাকাল রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি,
সমাধিমন্দিরে (ওমা) কে তুমি গো একা বসি;
অভয় পদ কমলে, প্রেমের বিজলী জ্বলে,
চিন্ময় মুখমণ্ডলে, শোভে অট্ট অট্ট হাসি।

ডাক্তার মাষ্টারকে বলিলেন, 'It is dangerous to him' (এ গান ঠাকুরের পক্ষে ভাল নয়, ভাব হইলে অনর্থ ঘটিতে পারে)।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বল্‌ছে? তিনি উত্তর করিলেন, 'ডাক্তার ভয় ক'র্‌ছেন, পাছে আপনার ভাবসমাধি হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতে বলিতে একটু ভাবস্থ হইয়াছেন; ডাক্তারের মুখপানে তাকাইয়া করযোড়ে বলিলেন, 'না, না, কেন ভাব হবে?' কিন্তু এ কথা বলিতে বলিতে তিনি গভীর ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন। শরীর স্পন্দহীন, নয়ন স্থির। অবাক্ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট! বাহ্যশূন্য। মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত সমস্তই অন্তর্মুখ। আর সে মানুষ নয়। নরেন্দ্রের মধুর কণ্ঠে মধুর গান চলিতে লাগিল। তিনি আবার গাহিলেন;—

গীত।

এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ!
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়নাথ, প্রেম উৎস উথলিল আজি—
বল হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী, কি ধন তোমারে দিব উপহার?
হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব; যাহা কিছু আছে মম, সকলি লও হে নাথ!

গীত।

কি সুখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে,
যদি চরণ-সরোজে, পরাণ মধুপ চিরমগন না রয় হে।
অগণন ধনরাশি তায় কিবা ফলোদয় হে,
যদি লভিয়ে সে ধনে, পরম রতনে যতন না করয় হে।
সুকুমার কুমার মুখ দেখিতে না চাই হে।
যদি সে চাঁদবয়ানে তব প্রেমমুখ দেখিতে না পাই হে।
কি ছার শশাঙ্কজ্যোতি, দেখি আঁধারময় হে,
যদি সে চাঁদপ্রকাশে তব প্রেম-চাঁদ নাহি হয় উদয় হে।
সতীর পবিত্র প্রেম তাও মলিনতাময় হে,
যদি সে প্রেমকনকে, তব প্রেমমণি নাহি জড়িত রয় হে।

তীক্ষ্ণবিষা ব্যালী সম সতত দংশয় হে,
যদি মোহ পরমাদে, নাথ তোমাতে ঘটায় সংশয় হে।
কি আর বলিব নাথ, বলিব তোমায় হে;
তুমি আমার হৃদয়রতন মণি আনন্দনিলয় হে।

"সতীর পবিত্র প্রেম" গানের এই অংশ শুনিতে শুনিতে ডাক্তার অশ্রুপূর্ণ-লোচনে বলিয়া উঠিলেন, আহা! আহা! নরেন্দ্র আবার গাহিলেন—

গীত।

কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।
হয়ে পূর্ণকাম বোল্‌বো হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রুধার!
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণমন, কবে যাব আমি প্রেমের-বৃন্দাবন,
সংসার-বন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার।
কবে পরশমণি করি পরশন, লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন,
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটাইব ভক্তিপথে অনিবার।
হায় কবে যাবে আমার ধরম করম, কবে যাবে জাতি কুলের ভরম,
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম, পরিহরি অভিমান লোকাচার।
মাখি সর্ব্ব অঙ্গে ভক্তপদধূলি, কাঁধে লয়ে চির বৈরাগ্যের ঝুলি,
পিব প্রেমবারি দুই হাতে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেমযমুনার।
প্রেমে পাগল হ'য়ে হাসিব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দসাগরে ভাসিব,
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, হরিপদে নিত্য করিব বিহার॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিচারে।

ইতিমধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাহ্যসংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন! গান সমাপ্ত হইল। তখন পণ্ডিত ও মূর্খের—বালক ও বৃদ্ধের—পুরুষ ও স্ত্রীর—আপামর সাধারণের—সেই মনোমুগ্ধকরী কথা হইতে লাগিল। সভাশুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ। সকলেই সেই মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে। এখন সেই কঠিন পীড়া কোথায়? মুখ এখন যেন প্রফুল্ল অরবিন্দ, যেন ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে। তখন তিনি ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "লজ্জা ত্যাগ কর, ঈশ্বরের নাম ক'র্‌বে, তাতে আবার লজ্জা কি? লজ্জা, ঘৃণা ভয়, তিন থাক্‌তে নয়।" 'আমি এত বড় লোক, আমি 'হরি হরি' বলে নাচ্‌ব? বড়

বড় লোক এ কথা শুন্‌লে আমায় কি ব'ল্‌বে! যদি বলে, 'ওহে; ডাক্তারটা 'হরি হরি' বলে নেচেছে! লজ্জার কথা!' এ সব ভাব ত্যাগ কর।

ডাক্তার। আমার ও দিক্ দিয়েই যাওয়া নাই; লোকে কি ব'ল্‌বে, আমি তার তোয়াক্কা রাখি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার উটি খুব আছে! (সকলের হাস্য।)

[বিজ্ঞান কিরূপে হয়—ব্রহ্মদর্শন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ, জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও, তবে তাঁকে জান্‌তে পারা যায়। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারও অজ্ঞান। এক ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, এই নিশ্চয় বুদ্ধির নাম জ্ঞান। তাঁকে বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান। যেমন পায়ে কাঁটা বিঁধেছে। সে কাঁটাটা তোল্‌বার জন্য আর একটী কাঁটার প্রয়োজন। কাঁটাটী তোল্‌বার পর দুটী কাঁটাই ফেলে দেয়। প্রথমে অজ্ঞান কাঁটা দূর কর্‌বার জন্য জ্ঞানকাঁটাটী আন্‌তে হয়। তার পর জ্ঞান অজ্ঞান দুইটীই ফেলে দিতে হয়। তিনি যে জ্ঞান অজ্ঞানের পার! লক্ষ্মণ ব'লেছিলেন, রাম! একি আশ্চর্য্য! এত বড় জ্ঞানী স্বয়ং বশিষ্ঠদেব পুত্রশোকে অধীর হ'য়ে কেঁদেছিলেন! রাম ব'ল্লেন, 'ভাই, যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞানও আছে, যার এক জ্ঞান আছে তাঁর অনেক জ্ঞানও আছে। যার আলো বোধ আছে, তার অন্ধকার বোধও আছে। ব্রহ্ম জ্ঞান অজ্ঞানের পার, পাপ পুণ্যের পার, ধর্ম্মাধর্ম্মের পার, শুচি অশুচির পার।

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ রামপ্রসাদের গান আবৃত্তি করিয়া বলিতে লাগিলেন।

গীত।

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরুমূলে রে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
বিবেক নামে তার বেটা, তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূর হ'তে বুঝাইবি,
যদি না মানে প্রবোধ জ্ঞান সিন্ধুমাঝে ডুবাইবি।
শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি,
তাদের দুই সতীনে পিরীত হ'লে তবে শ্যামা মারে পাবি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি,

তাদের জ্ঞানখড়্গে বলি দিয়ে উভয়ে কৈবল্য দিবি।
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতামাতায় তাড়িয়ে দিবি,
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয় ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি।
প্রসাদ বলে এমন হ'লে কালের কাছে জবাব দিবি,
তবে বাপু' বাছা, বাপের ঠাকুর মনের মত মন হবি।

[আবাঙ্মনসোগোচরম্ ; ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝান যায় না।]

শ্যামবসু। দুই কাঁটা ফেলে দেওয়ার পর কি থাকবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। নিত্যশুদ্ধবোধরূপম্ তা তোমায় কেমন করে বুঝাবো? যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, ঘী কেমন খেলে। তাকে এখন কি ক'রে বুঝাবে? হদ্দ বলতে পার, 'কেমন ঘী, না যেমন ঘী।' একটী মেয়েকে তার একটী সঙ্গী জিজ্ঞাসা ক'রেছিল, তোর স্বামী এসেছে, আচ্ছা ভাই স্বামী এলে কিরূপ আনন্দ হয়? মেয়েটী ব'ল্লে, 'ভাই, তোর স্বামী হ'লে তুই জানবি; এখন তোকে কেমন ক'রে বুঝাব।' পুরাণে আছে, ভগবতী যখন হিমালয়ের ঘরে জন্মালেন, তখন তাঁকে মা নানারূপে দর্শন দিলেন। গিরিরাজ সব রূপ দর্শন কল্লে শেষে ভগবতীকে বল্লেন, মা বেদে যে ব্রহ্মের কথা আছে, এইবার আমার যেন ব্রহ্মদর্শন হয়। তখন ভগবতী বল্লেন, বাবা, ব্রহ্মদর্শন যদি করতে চাও, তবে সাধুসঙ্গ কর।

"ব্রহ্ম কি জিনিস—মুখে বলা যায় না। একজন ব'লেছিল, সব উচ্ছিষ্ট হ'য়েছে, কেবল ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই। এর মানে এই যে, বেদ পুরাণ তন্ত্র আর সব শাস্ত্র মুখে উচ্চারণ হওয়াতে উচ্ছিষ্ট হয়েছে বলা যেতে পারে; কিন্তু ব্রহ্ম কি বস্তু, কেউ এ পর্য্যন্ত মুখে বলতে পারে নাই। তাই ব্রহ্ম এ পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট হন নাই। আর সচ্চিদানন্দের সঙ্গে ক্রীড়া, রমণ—যে কি আনন্দের, তা মুখে বলা যায় না। যার হয়েছে, সে জানে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[পণ্ডিত ও অহঙ্কার।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, অহঙ্কার না গেলে জ্ঞান হয় না। 'মুক্ত হ'ব কবে, আমি যাব যবে।' 'আমি, ও 'আমার' এই দুইটি অজ্ঞান। 'তুমি' ও 'তোমার' এই দুইটি জ্ঞান। যে ঠিক ভক্ত, সে বলে হে ঈশ্বর! তুমিই কর্ত্তা, তুমিই সব কোরছো। আমি

কেবল যন্ত্র। আমাকে যেমন করাও, তেমনি করি। আর এ সব তোমার ধন, তোমার ঐশ্বর্য্য, তোমার জগৎ। তোমার গৃহ পরিজন, আমার কিছু নয়। আমি দাস। তোমার যেমন হুকুম, সেইরূপ সেবা কর্‌বার আমার অধিকার।

"যারা একটু বৈ টৈ পড়েছে, অমনি তাদের অহঙ্কার এসে জোটে।—ক—ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা হয়েছিল। সে বলে, 'ও সব আমি জানি।' আমি ব'ল্লুম, যে দিল্লী গিছিলো, সে কি বলে বেড়ায় আমি দিল্লী গেছি, আর জাঁক করে? যে বাবু, সে কি বলে, আমি বাবু।"

শ্যামবসু। তিনি (—ঠাকুর) আপনাকে খুব মানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওগো ব'ল্‌বো কি! দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে একটি মেথরাণীর যে অহঙ্কার! তার গায়ে দু একখানা গহনা ছিল। সে যে পথ দিয়ে আস্‌ছিল, সেই পথে দু একজন লোক তার পাশ দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল। মেথরাণী তাদের [illegible] ব'লে উঠ্‌লো, এই! সরে যা।' তা অন্য লোকের অহঙ্কারের কথা আর কি ব'ল্‌বো!

[পাপ পুণ্য।]

শ্যামবসু। মহাশয়! পাপের শাস্তি আছে অথচ ঈশ্বর সব ক'র্‌ছেন, এ কি রকম কথা?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি তোমার সোণার বেণে বুদ্ধি!

নরেন্দ্র। সোণার বেণে বুদ্ধি, অর্থাৎ Calculating বুদ্ধি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওরে পোদো, তুই আম খেয়ে নে! বাগানে কত শত গাছ আছে, কত হাজার ডাল আছে, কত কোটী পাতা আছে, এ সব হিসাবে তোর কাজ কি? তুই আম খেতে এসেছিস্, আম খেয়ে যা! (শ্যামবসুর প্রতি) তুমি এ সংসারে ঈশ্বর সাধন জন্য মানবজন্ম পেয়েছ। ঈশ্বরের পাদপদ্মে কিরূপে ভক্তি হয়, তাই চেষ্টা কর। তোমার এত শত কাজ কি? ফিলজফী (Philosophy) নিয়ে বিচার ক'রে তোমার কি হবে? দেখ, আধপো মদে তুমি মাতাল হ'তে পার। শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে তোমার কি দরকার?

ডাক্তার। আর ঈশ্বরের মদ infinite! সে মদের শেষ নাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্যামবসুর প্রতি)। আর ঈশ্বরকে আম্মোক্তারী দাও না। তাঁর উপর সব ভার দাও। সৎ লোককে যদি কেউ ভার দেয়, তিনি কি অন্যায় করেন? পাপের শাস্তি দিবেন কি না দিবেন, সে তিনি বুঝ্‌বেন!

ডাক্তার। তাঁর মনে কি আছে, তিনি জানেন। মানুষ হিসাব ক'রে কি ব'ল্‌বে? তিনি হিসাবের পার!

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্যামবসুর প্রতি)। তোমাদের ঐ এক! কল্‌কাতার লোক-গুলো 'ব'লে, ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ!' কেন না, তিনি এক জনকে সুখে রেখেছেন, আর একজনকে দুঃখে রেখেছেন। শালাদের নিজের ভিতরও যেমন, ঈশ্বরের ভিতরও তেমনি দেখে!

['লোকমান্য' কি জীবনের উদ্দেশ্য?]

"হেম দক্ষিণেশ্বর যে'ত। দেখা হ'লেই আমায় ব'ল্‌তো, 'কেমন ভট্টাচার্য্য মশাই! জগতে এক বস্তু আছে—মান?' ঈশ্বরলাভ যে মানুষজীবনের উদ্দেশ্য, তা কম লোকেই বলে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[সূক্ষ্মশরীর।]

শ্যামবসু। সূক্ষ্মশরীর কেউ কি দেখিয়ে দিতে পারে? কেউ কি দেখাতে পারে যে, সেই শরীর বাহিরে চ'লে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যারা ঠিক ভক্ত, তাদের দায় প'ড়েছে তোমায় দেখাতে! কোন্ শালা মান্‌বে আর না মান্‌বে, তাদের দায়টা! একটা বড় লোক হাতে থাক্‌বে, এ সব ইচ্ছা তাদের থাকে না।

শ্যামবসু। আচ্ছা, স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহ, এ সব প্রভেদ কি?

[স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। পঞ্চভূত নিয়ে যে দেহ, সেইটা স্থূল দেহ। মন, বুদ্ধি অহঙ্কার আর চিত্ত, এই নিয়ে সূক্ষ্মশরীর। যে শরীরে ভগবানের আনন্দলাভ হয়, আর সম্ভোগ হয়, সেইটা কারণ শরীর। তন্ত্রে বলে, ভাগবতী তনু। সকলের অতীত 'মহাকারণ' (তুরীয়)—মুখে বলা যায় না।

[সাধনের প্রয়োজন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেবল শুন্‌লে কি হবে? কিছু করো!

"সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে ব'ল্লে কি হবে? তাতে কি নেশা হয়? সিদ্ধি বেটে গায়ে মাখ্‌লেও নেশা হয় না! কিছু খেতে হয়। কোন্‌টা একচল্লিশ নম্বরের সূতা কোন্‌টা চল্লিশ নম্বরের, সূতার ব্যবসা না ক'র্‌লে এ সব কি বলা যায়? যাদের সূতার ব্যবসা আছে, তাদের পক্ষে অমুক নম্বরের সূতা বেছে

দেওয়া কিছু শক্ত নহে। তাই বলি, কিছু সাধন কর। তখন স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ মহাকারণ কা'কে বলে, সব বুঝ্‌তে পার্‌বে।

[ঈশ্বরে ভক্তি একমাত্র সার।]

"যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'র্‌বে, তাঁর পাদপদ্মে একমাত্র ভক্তি প্রার্থনা ক'র্‌বে।"

"অহল্যার শাপ মোচনের পর রামচন্দ্র তাঁকে ব'ল্লেন, 'তুমি আমার কাছে বর লও।' অহল্যা ব'ল্লেন, 'রাম যদি বর দিবে, তবে এই বর দাও—আমার যদি শূকরযোনিতেও জন্ম হয় তাতেও ক্ষতি নাই; কিন্তু হে রাম! যেন তোমার পাদপদ্মে আমার মন থাকে!' "

"আমি মার কাছে এক মাত্র ভক্তি চেয়েছিলাম। মার পাদপদ্মে ফুল দিয়ে হাতযোড় ক'রে ব'লেছিলাম, 'মা, এই নাও তোমার অজ্ঞান, এই নাও তোম[illegible]য় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।"

"ধর্ম্ম কিনা দানাদি কর্ম্ম। ধর্ম্ম নিলেই অধর্ম্ম নিতে হবে। পুণ্য নিলেই পাপ নিতে হবে। জ্ঞান নিলেই অজ্ঞান নিতে হবে। শুচি নিলেই অশুচি নিতে হবে। যেমন, যার আলো বোধ আছে, তার অন্ধকারও বোধ আছে। যার এক বোধ আছে, তার অনেক বোধও আছে। যার ভাল বোধ আছে, তার মন্দ বোধও আছে।"

"যদি কারও শূকরমাংস খেয়ে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি থাকে, সে পুরুষ ধন্য; আর হবিষ্য খেয়ে যদি সংসারে আসক্তি থাকে—"

ডাক্তার। তবে সে অধম! এখানে একটী কথা বলি, বুদ্ধ শূকরমাংস খেয়েছিল। শূকরমাংস খাওয়া আর Colic (পেটে শূলবেদনা) ও হওয়া! এ ব্যারামের জন্য বুদ্ধ opium (আফিঙ) খেতো। নির্ব্বাণ টির্ব্বাণ কি জান, আফিং খেয়ে বুঁদ হ'য়ে থাক্‌তো, বাহ্যজ্ঞান থাক্‌তো না—তাই 'নির্ব্বাণ'!

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন; আবার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[গৃহস্থ ও নিষ্কাম কর্ম্ম।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্যামবসুর প্রতি)। সংসার ধর্ম্ম; তাতে দোষ নাই। কিন্তু ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে, কামনাশূন্য হ'য়ে কাজ কর্ম্ম ক'র্‌বে। এই দেখ না, যদি কারু পিঠে একটা ফোড়া হয়, সে যেমন সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়, হয়ত কাজ কর্ম্মও করে, কিন্তু তার মন যেমন ফোড়ার দিকে প'ড়ে থাকে, সেইরূপ।

"সংসারে নষ্টমেয়ের মত থাক্‌বে। মন উপপতির দিকে, কিন্তু সে সংসারের সব কাজ করে।"

(ডাক্তারের প্রতি) বুঝেছ?

ডাক্তার। ও ভাব যদি না থাকে, বুঝ্‌ব কেমন ক'রে?

শ্যামবসু। কিছু বোঝো বই কি! (সকলের হাস্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। আর ঐ ব্যবসা অনেক দিন ধ'রে ক'র্‌ছেন! কি বল? (সকলের হাস্য।)

[থিয়সফি Theosophy.]

শ্যামবসু। মহাশয়! Theosophy (থিয়সফি) কি রকম বলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। মোট কথা এই, যারা শিষ্য ক'রে বেড়ায়, তারা হাল্‌কা থাকের লোক। আর যারা সিদ্ধাই অর্থাৎ নানা রকম শক্তি চায়, তারাও হাল্‌কা থাক। যেমন গঙ্গা হেঁটে পার হয়ে যাব, এই শক্তি। অন্য আর একদেশে এক জন কি কথা বল্‌ছে, তাই বল্‌তে পারা, এই এক শক্তি। ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি হওয়া এই সব লোকের ভারি কঠিন।

শ্যামবসু। কিন্তু তারা (Theosophistরা) হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ স্থাপিত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি তাদের বিষয় ভাল জানি না।

শ্যামবসু। মর্‌বার পর জীবাত্মা কোথায় যায়—চন্দ্রলোকে নক্ষত্রলোকে ইত্যাদি—এ সব থিয়সফিতে জানা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হবে। আমার ভাব কি রকম জান? হনুমানকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি? হনুমান ব'ল্লে, 'আমি বার, তিথি, নক্ষত্র এ সব কিছু জানি না; কেবল এক রাম চিন্তা করি!' আমার ঠিক ঐ ভাব!

শ্যামবসু। তারা বলে, 'মহাত্মা' সব আছেন। আপনার কি বিশ্বাস?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার কথা বিশ্বাস করেন তো আছে। এ সব কথা এখন থাক। আমার অসুখটা ক'মলে তুমি আস্‌বে। যাতে তোমার শান্তি হয়, যদি আমায় বিশ্বাস কর—উপায় হ'য়ে যাবে। দেখ্‌ছো তো, আমি টাকা লিই না, কাপড় লিই না। এখানে প্যালা দিতে হয় না, তাই অনেকে আসে! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। তোমাকে এই বলা; রাগ কোরো না; ও সবতো অনেক ক'র্‌লে—টাকা, মান, Lecture;—এখন মনটা দিন কতক ঈশ্বরেতে দাও। আর এখানে মাঝে মাঝে আস্‌বে। ঈশ্বরের কথা শুন্‌লে উদ্দীপন হবে।

কিয়ৎকাল পরে ডাক্তার বিদায় লইতে গাত্রোত্থান করিলেন। এমন সময়ে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ আসিলেন ও ঠাকুরের চরণধূলি লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। ডাক্তার তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ও আবার আসন গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তার। আমি থাক্‌তে উনি (গিরীশ বাবু) আস্‌বেন না! যাই চ'লে যাব যাব হ'য়েছি, অমনি এসে উপস্থিত! (সকলের হাস্য)।

গিরীশের সঙ্গে ডাক্তারের বিজ্ঞান সভার (Science Association) কথা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) আমায় এক দিন সেখানে (Science Associationএ) নিয়ে যাবে?

ডাক্তার। তুমি সেখানে গেলে অজ্ঞান হ'য়ে যাবে—ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কাণ্ড সব দেখে!

শ্রীরামকৃষ্ণ। বটে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[গুরুপূজা।]

ডাক্তার। (গিরীশের প্রতি) আর সব কর—but do not worship him as God. (ঈশ্বর বলে পূজা কোরো না)। এমন ভাল লোকটার মাথা খাচ্চ!

গিরীশ। কি করি মহাশয়! যিনি এ সংসার-সমুদ্র ও সন্দেহসাগর থেকে পার ক'র্‌লেন তাঁকে আর কি কর্‌বো বলুন। তাঁর গু কি গু বোধ হয়?

ডাক্তার। ওর জন্য হ'চ্চে না। আমারও ঘৃণা নাই। একটা দোকানীর ছেলে এসেছিল, তা বাহ্যে ক'রে ফেল্লে। সকলে নাকে কাপড় দিলে। আমি তার কাছে আধ ঘন্টা বসে। নাকে কাপড় দিই নাই। আবার মেথর যতক্ষণ মাথায় ক'রে নিয়ে যায়, ততক্ষণ আমার নাকে কাপড় দেবার যো নাই। আমি জানি, সেও যা, আমিও তা, কেন তাকে ঘৃণা কর্‌ব? আমি কি এঁর পায়ের ধুলা নিতে পারি না? এই দেখ, নিচ্চি! (শ্রীরামকৃষ্ণের পদ ধুলি গ্রহণ)।

গিরীশ। Angels (দেবগণ) এই মুহূর্ত্তকে ধন্য ধন্য কর্‌ছেন!

ডাক্তার। তা পায়ের ধুলা লওয়া কি আশ্চর্য্য! আমি যে সকলেরই নিতে পারি—এই দাও! এই দাও! (সকলের পায়ের ধুলা গ্রহণ)।

নরেন্দ্র (ডাক্তারের প্রতি)। এঁকে আমরা ঈশ্বরের মত মনে করি। কি রকম জানেন? যেমন Vegetable Creation (উদ্ভিদ) ও Animal Creation (জীবজন্তুগণ) এদের মাঝামাঝি এমন (point) স্থান আছে, যেথানে এটা উদ্ভিদ্ কি প্রাণী স্থির ক... র কঠিন। সেইরূপ Man-world (নরলোক) ও God-world (দেবলোক) এই দুয়ের মধ্যে এমন একটী স্থান আছে, যেথানে বলা কঠিন, এ ব্যক্তি মানুষ না ঈশ্বর।

ডাক্তার। ওহে, ঈশ্বরের কথায় উপমা চলে না।

নরেন্দ্র। আমি God (ঈশ্বর) ব'ল্‌ছি না, God-like man (ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তি) ব'ল্‌ছি।

ডাক্তার। ও সব নিজের নিজের ভাব চাপ্‌তে হয়। প্রকাশ করা ভাল নয়। আমার ভাব কেউ বুঝ্‌লে না! My best friends (যারা আমার পরম বন্ধু,) আমাকে কঠোর নির্দ্দয় মনে করে! এই তোমরা হয়ত আমায় জুতো মেরে তাড়াবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। সে কি এরা তোমায় কত ভালবাসে! তুমি আস্‌বে ব'লে বাসকসজ্জা জেগে থাকে!

গিরীশ। Every one has the greatest respect for you. (সকলেই আপনাকে যৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধা করে।)

ডাক্তার। আমার ছেলে—আমার স্ত্রী পর্য্যন্ত—আমায় মনে করে hard hearted (স্নেহমমতাশূন্য),—কেন না, আমার দোষ এই যে, আমি ভা কারও কাছে প্রকাশ করি না!

গিরীশ। তবে মহাশয়! আপনার মনের কবাট খোলা তো ভাল—a

least out of pity for your friends (বন্ধুর প্রতি অন্ততঃ কৃপা করে);—এই মনে ক'রে যে, তারা আপনাকে বুঝ্‌তে পারছে না!

ডাক্তার। ব'ল্‌বো কি হে! তোমাদের চেয়েও আমার feelings worked up হয় (অর্থাৎ আমার ভাব হয়)।

(নরেন্দ্রের প্রতি) I shed tears in solitude! (আমি একলা একলা বসে কাঁদি!)

[মহাপুরুষ ও জীবের পাপ গ্রহণ।]

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। ভাল, তুমি যে ভাব হ'য়ে লোকের গায়ে পা দাও, সেটা ভাল নয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কি জান্‌তে পারি গা, কারু গায়ে পা দিচ্ছি কি না!

ডাক্তার। [illegible]টা ভাল নয়, এটুকু তো বোধ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ [illegible]ার ভাবাবস্থায় আমার কি হয়, তা তোমায় কি ব'ল্‌ব? সে অবস্থার পর [illegible] বুঝি রোগ হ'চ্ছে ঐ জন্য! ঈশ্বরের ভাবে আমার উন্মাদ হয়। উন্মাদে এরূপ হয়, কি কোর্‌বো?

ডাক্তার (ভক্তগণের প্রতি)। ইনি মেনেছেন। He expresses regret for what he does; কাজটা sinful (অন্যায়) এটা বোধ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। তুই তো খুব শঠ্‌ (বুদ্ধিমান্)। তুই বল্‌ না; একে বুঝিয়ে দে না!

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি)। মহাশয়! আপনি ভুল বুঝেছেন। উনি সে জন্য দুঃখিত হন্‌নি। এঁর দেহ শুদ্ধ—অপাপবিদ্ধ। ইনি জীবের মঙ্গলের জন্য তাদের স্পর্শ করেন। তাদের পাপ গ্রহণ ক'রে এঁর রোগ হবার খুব সম্ভাবনা, তাই কখনও কখনও ভাবেন। আপনার যখন Colic (শূল বেদনা) হ'য়েছিল, তখন আপনার কি regret (দুঃখ) হয় নাই, কেন রাত জেগে এত প'ড়্‌তুম? তা বলে রাত জেগে পড়াটা কি অন্যায় কাজ? রোগের জন্য regret (দুঃখ কষ্ট) হ'তে পারে, তা ব'লে জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য স্পর্শ করাকে অন্যায় কাজ মনে করেন না!

ডাক্তার (অপ্রতিভ হইয়া, গিরীশের প্রতি)। তোমার কাছে হেরে গেলুম; দাও পায়ের ধুলা দাও (গিরীশের পদধূলি গ্রহণ)। (নরেন্দ্রের প্রতি) আর কিছু নয় হে, his intellectual power (গিরীশের বুদ্ধিমত্তা) মান্‌তে হবে!

নরেন্দ্র (ডাক্তারের প্রতি)। আর এক কথা দেখুন। একটা Scientific

discovery (জড় বিজ্ঞানের সত্য বাহির) কর্‌বার জন্য আপনি life devote (জীবন উৎসর্গ) ক'র্‌তে পারেন—শরীর অসুখ ইত্যাদি কিছুই মানেন না। আর ঈশ্বরকে জানা grandest of all sciences (শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান) এর জন্য ইনি health risk (শরীর নষ্ট হয় হউক, এরূপ মনের ভাব) কর্‌বেন না ?

[অবতারাদি ও নরেন্দ্র।]

ডাক্তার। যত religious reformer (ধর্মাচার্য্য) হ'য়েছে, Jesus (যীশু), Chaitanya (চৈতন্য), Buddha (বুদ্ধ), Mohamed (মহম্মদ)—শেষে সব অহঙ্কারে পরিপূর্ণ ;—বলে 'আমি যা ব'ল্লুম, তাই ঠিক' ! এ কি কথা !

এই বলিয়া ডাক্তার বিদায় লইতে দণ্ডায়মান হইলেন।

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি)। মহাশয়, সেই দোষ আপনারও হ'চ্ছে ! আপনি একলা তাদের সকলের অহঙ্কার আছে, এ দোষ ধরাতে ঠিক সেই দোষ আপনারও হচ্ছে !

ডাক্তার নীরব হইলেন।

নরেন্দ্র (ডাক্তারের প্রতি)। We offer to man worship bordering on Divine Worship. (এঁকে আমরা পূজা করি—সে পূজা ঈশ্বরের পূজার প্রায় কাছাকাছি।)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে বালকের ন্যায় হাসিতেছেন।

প্রথমভাগ সমাপ্ত।